সঙ্গত

ধর্ম্মসাধনবিষয়ক আলোচনা-সভা

ব্রহ্মমন্দির—কোলুটোলা—বেলঘরিয়া তপোবন—লক্ষ্ণৌ

সভাপতি

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক মীমাংসিত

আলোচনার সার

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম সংস্করণ—১৯৩৮ খৃঃ

নববিধান পাব্লিকেশন্ কমিটী

"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির"

৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক, নববিধান পাব্‌লিকেশন্‌ কমিটী,
৯৫ নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ॥০ মাত্র

"নববিধান প্রেস,"
৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সজনধর্ম্মসাধনের ধারা অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, সম্মিলিত উপাসনার সহিত সমবেত ধর্ম্ম ও নীতি-বিষয়ক আলোচনা এবং ভাবের ও অভিজ্ঞতার আদানপ্রদানের ব্যবস্থা, এই দুইটীকে তিনি পরস্পরের পরিপোষকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

উপাসনা-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেও তিনি সমবয়স্ক অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগকে লইয়া আত্মোৎকর্ষের জন্য সভা সমিতি করিয়াছেন। এইগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা। British India Society (১৮৫৪ বা ১৮৫৫ খৃঃ), Colootola Evening School (১৮৫৫ খৃঃ) ইহার ভিতর উল্লেখযোগ্য। প্রথমটীর কার্য্য হিন্দু কলেজ থিয়েটার-গৃহে এবং দ্বিতীয়টীর কার্য্য তাঁহার কোলুটোলার বাটীতে হইত। তাঁহার বাল্যসুহৃদ্ ও জীবনচরিতলেখক স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ইহার পূর্ব্বেও বালক কেশব নিজেদের উন্নতির জন্য এইরূপ বালক-সুলভ বহু সভা, সমিতি ও বিদ্যালয় গঠন করিয়াছিলেন। কোনটীর নামকরণ হয়, কোনটীর হয় নাই। কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নবীনচন্দ্র এই নব নব ক্ষেত্রে তাঁহাদের সহায় হইতেন। British India Societyতে তখনকার বিখ্যাত পাদ্‌রী রেভারেণ্ড বান্‌ন, লঙ্, ডল্ ও উড্রো সাহেব আসিতেন এবং বহুবিধ বিষয় আলোচনা

করিতেন। Colootola Evening Schoolএ নীতিশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইত এবং কেশবচন্দ্র সময়ে সময়ে ধর্ম্মবিষয়েও উপদেশ দিতেন।

Colootola Evening Schoolএর শিক্ষকবৃন্দ ও বয়স্ক ছাত্রদিগকে লইয়া, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কোলুটোলার বাটিতেই Goodwill Fraternity সভা স্থাপন করেন। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মানুশীলন। এই বৎসরেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মমণ্ডলীর ধর্ম্মজীবনের উন্নতির জন্য "সঙ্গতসভা" স্থাপন করেন। তখন হইতে একদিকে নিয়মিত মণ্ডলীগত উপাসনা, অপরদিকে একটির পর একটি ধর্ম্মসাধন-বিষয়ক আলোচনা-সভা ["সঙ্গত" (১৮৬০ খৃঃ), ব্রাহ্মবন্ধুসভা (১৮৬৩ খৃঃ), উপাসক-মণ্ডলীর আলোচনা-সভা (১৮৭০ খৃঃ), ব্রাহ্মসঙ্গতসভা (১৮৭৪ খৃঃ)] চলিয়া আসিয়াছে এবং মণ্ডলীর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিবৃত "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" পুস্তিকা হইতে ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই সকল সভায় আলোচিত বিষয়গুলি যে কোনও ধর্ম্মমণ্ডলীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে চিরদিন সহায়তা করিবে। এতদ্ভিন্ন মহিলাদিগের জন্য, শিশু বালকবালিকা-দিগের জন্য ও প্রাচীন সাধকদিগের জন্য বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ সভা স্থাপন করেন।

তাহার ভিতর অন্তঃপুরসভা, ব্রাহ্মিকাসমাজ, বামাবোধিনী সভা ও আর্য্যনারীসমাজ—মহিলাদিগের জন্য;

শিশুবিদ্যালয়, বালকবালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়—শিশুদের জন্য; সাধন কানন—প্রাচীন সাধকদিগের জন্য, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এই সভাগুলির ভিতর, "সঙ্গতসভার" প্রতিষ্ঠার পর হইতে আলোচনাগুলি বিশেষভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। "সঙ্গতসভা" সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে দেওয়া হইল:—

আচার্য্য কেশবচন্দ্র

জন্ম—১৯শে নবেম্বর, ১৮৩৮ খৃঃ; ব্রাহ্মসমাজে যোগদান—১৮৫৭ খৃঃ; "সঙ্গতসভা" তাঁহার সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত—১৮৬০ খৃঃ; স্বর্গারোহণ—৮ই জানুয়ারী, ১৮৮৪ খৃঃ।

সঙ্গতসভা

প্রতিষ্ঠা—১৮৬০ খৃঃ; তিনটী শাখা—সিমলা, কোলুটোলা, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কোলুটোলার ভবন। প্রথম দুইটী শাখার কার্য্য অল্পদিন পরে বন্ধ হইয়া যায়। তৃতীয় শাখার কার্য্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল ও মণ্ডলীর বহু উপকার সাধন করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সভার উৎসাহ মন্দীভূত হয়, পুনরায় নবোদ্যমে কার্য্য চলিতে থাকে। আলোচনার ভিতর হইতে এই সময়গুলি নির্দ্ধারণ করা গেল, যে যে সময়ে সভার কার্য্য নবোদ্যমে চলিয়াছিল:—১৮৬০, ১৮৬৪, ১৮৬৯, ১৮৭০, ১৮৭২, ১৮৭৩, ১৮৭৪, ১৮৭৫, ১৮৭৬ খৃঃ। ইহার পরেও সঙ্গতসভা চলিয়াছিল কিনা, কিম্বা কিরূপ রূপ ধারণ করিয়াছিল, সঠিক জানিতে পারা যায় নাই। সভার কার্য্য অধিকাংশ সময় কোলুটোলায় আচার্য্য-ভবনে ও কিছুদিন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে হইয়াছিল।

সঙ্গতের আলোচনা যে যে পত্রিকা ও পুস্তকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নির্ঘণ্ট

(১) সঙ্গতসভার সমকালীন:—

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" (১৮৪৩ খৃঃ প্রথম প্রকাশিত)।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" পুস্তিকা [প্রথমে ১৮৬০ ও ১৮৬১ খৃঃ দুই অংশে তত্ত্ব-বোধিনীপত্রিকায় এবং পরে (১৮৬২ খৃঃ) তাহা হইতে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়]।

"ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা (১৮৬৪ খৃঃ প্রথম প্রকাশিত)।

"ধর্ম্মসাধন" পুস্তিকা (১৮৭২ খৃঃ, ২৫শে জানুয়ারী প্রথম প্রকাশিত)।

"ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা (১৮৭২—১৮৭৩ খৃঃ, ১ম কল্প, ১—৫০ সংখ্যা প্রকাশিত)।

"ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা (১৮৭৪—১৮৭৫ খৃঃ, ২য় কল্প, ১—১৪ সংখ্যা প্রকাশিত)।

(২) পরবর্ত্তী সময়ে প্রকাশিত :—

"ধর্ম্মসাধন" পুস্তিকা, ১ম ভাগ, ২য় সংস্করণ। ১৮৭২ খৃঃ প্রথম প্রকাশিত "ধর্ম্মসাধন" পুস্তিকা স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৮৮৬ খৃঃ দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।

"ধর্ম্মসাধন" পুস্তক, ২য় ভাগ, ১ম সংস্করণ। বৈশাখ ১৭৯৪—শ্রাবণ ১৭৯৫ শক পর্য্যন্ত প্রকাশিত "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ১৮৯১ খৃঃ প্রকাশিত।

"সঙ্গত" পুস্তক, ১ম ভাগ, ১ম সংস্করণ। ১৮৬২ খৃঃ প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান," ১৮৭২ খৃঃ প্রকাশিত "ধর্ম্মসাধন" পুস্তিকা, "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ১ম কল্প, ১—১৮ সংখ্যা ও "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা হইতে প্রাপ্ত আলোচনা সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটীর উদ্যোগে, স্বর্গীয় গণেশ প্রসাদ কর্ত্তৃক ১৯১৬ খৃঃ প্রকাশিত।

"সঙ্গত" পুস্তক, ২য় ভাগ, ১ম সংস্করণ। ১৮৭২ খৃঃ প্রকাশিত "ধর্ম্মসাধন" পুস্তিকা, "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ১ম কল্প, ১৯—৫০ সংখ্যা, এবং ২য় কল্প, ১—১৪ সংখ্যা, ও সঙ্গত ১ম ভাগ হইতে সংগ্রহ করিয়া নববিধান পাব্লিকেশন কমিটীর উদ্যোগে লেখক কর্ত্তৃক ১৯৩৮ খৃঃ সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

আরম্ভ হইতেই ব্রহ্মানন্দ "সঙ্গতসভার" সভাপতি ছিলেন। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত "ধর্ম্মসাধন" পুস্তক

১ম ভাগের (২য় সংস্করণ) ভূমিকায় বলিয়াছেন, "এই পুস্তকে যে কিছু গভীর চিন্তা ও উন্নত ধর্ম্মভাব আছে, তাহা সঙ্গত-সভাপতি পরলোকগত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের হৃদয়ের সামগ্রী এবং তাঁহারই উৎসাহে এই পুস্তক প্রথম (১২ই মাঘ, ১৭৯৩ শক; ২৫শে জানুয়ারী, ১৮৭২ খৃঃ) প্রকাশিত হয়।" তৎসম্পাদিত "ধর্ম্মসাধন" পুস্তক, ২য় ভাগের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, "সঙ্গত-সভাপতি ভক্তিভাজন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের গভীর আত্মদৃষ্টি এবং সাধনের বহুদর্শন দ্বারা, আলোচিত বিষয় সকলের অধিকাংশ মীমাংসিত হইয়াছে।"

"সঙ্গতসভা" একানুক্রমে চলে নাই। মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়, পুনরায় নূতন করিয়া কার্য্যারম্ভ হয়। এই সময়গুলি পূর্ব্বে "সঙ্গতসভা" সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। সঙ্গত-সভাপতি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সময়ে সময়ে কার্য্যক্রমে দেশ বিদেশে গমন করেন। সেই সময় স্বর্গীয় মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার স্থানে সভাপতির কার্য্য করেন। তাঁহার মীমাংসিত আলোচনাও "সঙ্গত" ১ম ভাগের পরিশিষ্টে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে।

স্বর্গীয় গণেশপ্রসাদ সম্পাদিত "সঙ্গত" পুস্তকটী প্রকাশিত হইবার পর, গিরিধির স্বর্গীয় ডাঃ ভি, রায় মহাশয় "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকার অনেক অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যাহা ঐ পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই এবং ঐ পত্রিকার ১ম কল্প, ১৯-৪৮ সংখ্যা পর্য্যন্ত "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার লধ মহাশয় সেইগুলি যত্নপূর্ব্বক "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায়

(১৮৫৩ শকের ১লা আষাঢ় হইতে ১৮৫৫ শকের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত) প্রকাশ করেন এবং শ্রদ্ধেয় যামিনীকান্ত কোয়ার মহাশয় ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য একত্র করিয়া রাখেন। সম্প্রতি "বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে" সন্ধান করিয়া "ধর্ম্ম-সাধন" পত্রিকার ১ম কল্প, ৪৯-৫০ সংখ্যা এবং ২য় কল্প, ১-১৪ সংখ্যা পাই। ইহার পরেও "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা, তাহার সন্ধান পাই নাই।

স্বর্গীয় গণেশপ্রসাদ সম্পাদিত "সঙ্গত" পুস্তকে অপ্রকাশিত অংশ ("ধর্ম্মসাধন" পত্রিকার ১ম কল্প, ১৯-৫০ সংখ্যা এবং ২য় কল্প, ১-১৪ সংখ্যা), "সঙ্গত" ২য় ভাগ রূপে প্রকাশ করা গেল। ১৮৭২ খৃঃ প্রকাশিত "ধর্ম্মসাধন" পুস্তিকার একটী আলোচনা "সঙ্গত" প্রথম ভাগে নিবদ্ধ হয় নাই। তাহাও ইহাতে সংশ্লিষ্ট হইল। এই খণ্ডে প্রকাশিত আলোচনাগুলির ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবার জন্য, সঙ্গত ১ম ভাগ হইতে কয়েকটী আলোচনা ১৮৩ক-১৮৩জ এবং ২৬৮-৩১৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

পাঠের সুবিধার জন্য এই পুস্তকে নিবদ্ধ সঙ্গতের আলোচনার একটি বিষয়ক্রমিক সূচী প্রদত্ত হইল এবং পরিশিষ্টে, ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের জন্য, সঙ্গতের আলোচনা যে যে পত্রিকা ও পুস্তকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল।

কলিকাতা,
ভাদ্র, ১৯৩৮ খৃঃ

শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনার বিষয়ক্রমিক সূচী

সঙ্গত



দ্বিতীয় খণ্ড

"ধর্ম্মসাধন" পুস্তক

(১২ই মাঘ, ১৭৯৩ শকে প্রকাশিত) হইতে গৃহীত।

ভুলক্রমে এই দুইটী "সঙ্গত" ১ম খণ্ডে প্রকাশিত হয় নাই।

আরাধনা *

প্রশ্ন। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতম্। শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। এই সকল বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি?

উত্তর। উপাসনার প্রথমে আরাধনা আবশ্যক। সেই আরাধনা এই শ্লোকটীর উদ্দেশ্য। ইহাতে ঈশ্বরের কতকগুলি গুণ বর্ণনা আছে, কিন্তু আমরা শুদ্ধ গুণগুলি ভাবি না, আমরা গুণের উপাসক নহি। যাঁহার এ গুণগুলি আছে, সেই গুণাধারই আমাদিগের ধ্যেয় ও আরাধ্য।

* তারিখ পাওয়া যায় নাই

'সত্যং' তুমি আছ, প্রথমেই এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া আমরা শুণ হইতে দূরে চলিলাম। যখনই 'সত্যং' বলিব, হৃদয় অমনি বলিবে, তুমি আছ, স্থায়ী জীবন্তভাবে আছ। তুমি কল্পনা নও, ছায়া নও, কিন্তু স্পষ্টরূপে জানিতেছি, তুমি আছ। কেমনে আছ? জ্ঞানরূপে। মৃতবৎ অজ্ঞান নও, কিন্তু 'জ্ঞানং', জ্ঞানময়। যাহা অন্তরে ভাবি, যাহা বাহিরে বলি, সকলই তুমি জান। এটি জান, ওটি জান, সেটি জান না, তা নয়। আমরা যে যখন যেখানে যা করি, যা ভাবি, সকলই তুমি জানিতেছ। এইরূপ সর্ব্বসাক্ষী জ্ঞানস্বরূপ যে তুমি, তোমাকে নমস্কার করি।

আরও, 'অনন্তং' তুমি, আমার নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র একটী ঈশ্বর নও, তুমি অনন্ত আকাশপূর্ণ। যে তুমি সকল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, সেই তুমি ক্ষুদ্র কীট আমাকেও দেখিতেছ। অনেকে তাঁহাকে নিকটে ছোট সীমাবিশিষ্ট ভাবিয়া তাঁহার সত্তা দূরেতে ধারণা করিতে পারে না, এই জন্য তাঁহাকে মহান্ ভূমা বলিয়া জানা উচিত।

তার পর 'আনন্দম্ অমৃতং শান্তং', তুমি আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ ও শান্তিস্বরূপ। ইহাদের অর্থের বিভিন্নতা আছে। কিন্তু আমরা একটী ধরিয়া সকল পাই, তুমি আনন্দস্বরূপ। তুমি সব জানিতেছ, সর্ব্ব-ব্যাপী, অথচ আকাশের মত শুষ্ক তা নয়, কিন্তু তুমি আনন্দস্বরূপ। তোমার কাছে গেলে আনন্দ পাইব। অনেকে এরূপ না ভাবিয়া শুষ্ক ভাবনা দ্বারা শুষ্ক হয় এবং চিরকালই শুষ্ক থাকে। তুমি আনন্দস্বরূপ। তোমার নামে আনন্দ এবং তোমার কথায় আনন্দ। যে দুঃখী তোমার নিকটে যায়, তার নিরানন্দ, অশান্তি, ক্রন্দন সব পলায়ন করে, এবং সে আনন্দ প্রাপ্ত হয়। তার মঙ্গল হয়, কেন না

তুমি 'শিবং', মঙ্গলস্বরূপ, দয়ার সাগর। কেহ মনে করিতে পারে, তিনি আনন্দ, আমার কি ? তা নয়, তিনি মঙ্গলস্বরূপ, দয়া করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দিবেন। এটি ভাবিলে, চিরকাল যে দয়া করিয়াছেন, সব মনে আসিবে। প্রাণ, মন, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, আত্মীয় স্বজন, সুখ সৌভাগ্য সকলই তাঁহার দয়া হইতে। তিনি অনন্ত জীবনের আশা ভরসা, চিরসহায়, চিরসুহৃদ্।

তারপর 'অদ্বিতীয়ং', এই যে তুমি সর্ব্বব্যাপী, তোমার শাসনে চরাচর শাসিত, দয়াময় ঈশ্বর, তুমি একই অদ্বিতীয়। দয়াময় পাপীর অদ্বিতীয় ত্রাণকর্ত্তা, একই, দুই হইবার যো নাই। এই বাক্য হৃদয়ের সহিত উচ্চারণ করিলে যত ভক্তি, প্রীতি সকল তাঁর দিকে প্রবাহিত হয়। সকল জগৎকে এক পরিবার ও তাঁহাকে একমাত্র পিতা বলিয়া বোধ হয়। সর্ব্বশেষে 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্', তুমি নিষ্কলঙ্ক, পবিত্রতার আধার। যেমন আনন্দস্বরূপ মনে করিলে দুঃখ সন্তাপ চলিয়া যায়, তেমনি যেই সেই পবিত্রতা স্মরণ করি, অমনি পাপ মলিনতা চলিয়া যায়। তিনি পবিত্র, নতুবা কেমন করিয়া পাপীকে উদ্ধার করিবেন।

অতএব সংক্ষেপতঃ—তুমি ছায়া নও, যথার্থ। এখানে আছ, আমার সমুদয় জানিতেছ, আবার যখন আমাকে দেখিতেছ, সেই সময়ে সমস্ত জগৎ দেখিতেছ। জীবন্ত, আনন্দময়, শান্তিস্বরূপ, দয়ার সাগর এমন যে তুমি, একমাত্র মুক্তিদাতা, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

সাম্বৎসরিক উৎসব*

প্রশ্ন। সাম্বৎসরিক উৎসবের জন্য কিরূপে প্রস্তুত হওয়া উচিত?

উত্তর। ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব ঈশ্বরের একটী স্বর্গীয় বিশেষ দান। আমরা অন্যান্য দিন যেরূপভাবে উপাসনা করিতে যাই, ইহাতে সেরূপ সাধারণভাবে প্রস্তুত হইলে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক ব্রাহ্মকে দুইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে—পাপক্ষয় ও পুণ্যসঞ্চয়। প্রত্যেকেই আপনার হৃদয়ে এক একটী গূঢ় পাপ পোষণ করিয়া থাকেন। যদিও মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে পাপ অস্বাভাবিক, কিন্তু সেই বিশেষ পাপ ব্যক্তি বিশেষের স্বভাবের সঙ্গে এমন জড়িত, যে তাহার পক্ষে সে পাপ এক প্রকার স্বাভাবিক বলা যায়। সে বিশেষ পাপ সকল ব্যক্তির পক্ষে এক প্রকার নয়; ইহা দুর্ব্বলতা, কি অবিশ্বাস, কি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুসেবা, কি সংসারাসক্তি, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে পারে। এক ব্যক্তির কেবল এইরূপ পাপ আছে বলিয়া যে তাহা দূষ্য এরূপ নয়, কিন্তু সেই পাপ স্পষ্ট বা গূঢ়ভাবে তাহার সকল ধর্ম্ম-সাধনের ব্যাঘাত করে, এজন্য তাহা অধিক ভয়ানক। যাহার রাগ অধিক, সেই রাগ কেবল লোকের সহিত তাহার বিবাদ ঘটায় এরূপ নয়, কিন্তু তাহাতে তাহার উপাসনা, ধর্ম্মোপদেশ-শ্রবণ, সাধুসঙ্গ, দান, ধর্ম্ম সকল কার্য্যেরই বিঘ্ন জন্মাইয়া দেয়। পাপের স্পষ্ট কোন বৃহৎ কার্য্য সকলকেই স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা প্রচ্ছন্নভাবে স্বভাবের মূলে থাকিয়া, আত্মাকে দূষিত করিয়া যে অনিষ্ট সাধন

* তারিখ পাওয়া যায় নাই।

করে, তাহা অনেকে স্বীকার করিবেন কি, বুঝিতেও পারেন না। একটী রোগ শরীরের অস্থিমজ্জাগত হইলে, তাহা যদি ফুটিয়া ঘা হইয়া বাহিরে দেখা দেয়, অদূরদর্শী ব্যক্তি তাহা হইতে পূঁয রক্ত বাহির হইতে দেখিয়া অনিষ্ট মনে করে, সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসক তাহা হইতে শরীরের সাধারণ ঘোর অনিষ্ট অবধারণ করেন। এই যে পাপ প্রত্যেকের স্বভাবের মূলে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিতি করিয়া সমুদায় আত্মাকে বিষাক্ত করিতেছে, ইহা চিরপোষিত, অতি প্রিয় ও মধুর, ইহা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। ইহা এতদূর আপনার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া থাকে যে, আপনা হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া দেখাও সহজ নহে। অহঙ্কারী ব্যক্তি রাগ করা, লোভ করা, মিথ্যা কথা কহা এ সকল দূষণীয় বলিয়া অনায়াসে ত্যাগ করিবে, কিন্তু অহঙ্কার-পরিত্যাগের উপদেশ তাহার ভাল লাগে না, তাহার আত্মাতে পৌছায় না। সে পাপ তাহার পক্ষে কঠিন পাথর হইয়াছে, পাথরে ছুরী মারিলে ছুরীই ভোঁতা হইয়া যায়। আমরা সকলেই এইরূপ অত্যন্ত চিরপোষিত, প্রিয় পাপ পরিত্যাগের জন্য অপ্রস্তুত। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, অন্য গুণ বাড়িতেছে, কিন্তু সে পাপের কিছু মাত্র হ্রাস দেখা যায় না। ইহা অতি অল্প পরিমাণে কমিলেও আর পাঁচটা গুণ বৃদ্ধি হওয়া অপেক্ষা লাভজনক। যিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হন, তিনিই ধন্য। এই চিরশত্রু যাহাতে বাল হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও প্রার্থনা চাই, বিশেষরূপে প্রস্তুত হওয়া চাই। যদি উৎসবের মহাপূজায় চিরকালের জন্য এই শত্রু বলি দিতে পারি, ১১ই মাঘ আমাদিগের পক্ষে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ,—পাপরোগ হইতে যেমন মুক্ত হওয়া চাই, সেইরূপ কতকগুলি সাধুভাব অর্জ্জন করা আবশ্যক। তাহার উপায় উপাসনা। যে উপাসনা করিতে পারে, তাহার পক্ষে সকল পাপ ছাড়া সহজ, পূর্ব্বে এই বিশ্বাস ছিল, এখন ইহা আরও দৃঢ় হইতেছে। আমাদের উপাসনা হয় না, তাহার ফলের প্রতি অবিশ্বাস, এই জন্য এত দুরবস্থা। উপাসনা চিরকালের ধন ও সম্বল, ইহা সংগ্রহ থাকিলে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটান যায়, কোন ভাবনা থাকে না। ইহাতে কে কি পরিমাণে উন্নতিলাভ করিয়াছি, বিশেষরূপে দেখা আবশ্যক। তিন চারি বৎসর আমাদের উপাসনা-প্রণালী একই রূপ চলিয়া যাইতেছে। সকলের একপ্রকার না হউক, প্রত্যেকের এক এক প্রকার উপাসনা পূর্ব্বে চঞ্চল অবস্থায় ছিল, এখন স্থির আকার ধারণ করিতেছে। আমাদের দেখা উচিত, যদি আর পঞ্চাশ বৎসর এই পৃথিবীতে থাকিতে হয়, এইরূপ উপাসনা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি কি না? ইহা দ্বারা জীবনে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরসেবা করিতে পারি কি না? আমরা দেখিতে পাই, দুইটী কারণে অনেক ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কতকগুলি ব্যক্তি কাম ক্রোধ সংসারাসক্তি ইত্যাদি দোষাশ্রিত হইয়া পতিত, আর কতকগুলি উপাসনাহীন শুষ্কহৃদয় হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। ১৭৭০ শকের ১১ই মাঘে একজন ব্রাহ্ম হইলেন, কিছুদিন ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া শেষে বিশ্বাস করিলেন যে, যে বিশেষ পাপ লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা এখানে যাইবার নয়, সুতরাং ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগ করিলেন। আর কেহ কেহ উপাসনার ক্রমশঃ অনুন্নতি ও শুষ্কতা দেখিতে পান, অবিশ্বাসী হইয়া মনে

করেন, ঈশ্বর কথা কন না, প্রার্থনা শুনেন না; পূর্ব্বে মনে যে আশা জন্মিয়াছিল, সে কেবল কল্পনা মাত্র, অন্যের প্রার্থনা যে পূর্ণ হয়, সে কেবল তাহার ভাল মন বলিয়া। তাঁহাদের নিকটে শেষে উপাসনার অর্থ আপনাকে ঠকান, সুতরাং ঘোর অবিশ্বাসে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ হইতে অপসৃত হন। এই দুষ্ট কুদৃষ্টান্ত যখন রহিয়াছে, তখন আমাদের নিজ নিজ জীবনে বৎসর বৎসর ইহার পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক।

১ম। পুরাতন, চিরপোষিত, প্রিয় পাপ শতাংশের একাংশও কমিতেছে কি না?

২য়। উপাসনা ভাল হইতেছে কি না?

এই দুইটীতে ব্রাহ্মের জীবন মৃত্যু, ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম হইবার কথা; এই দুই বিষয় ভাল করিয়া দেখিলে আর আর উপায় সহজে পাওয়া যাইতে পারে।

"ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা

১ম কল্প (১৭৯৪ শক) ১৮-৫০ সংখ্যা ও ২য় কল্প
(১৭৯৫ শক) ১-১৪ সংখ্যা হইতে গৃহীত।

ভাদ্রোৎসবের আলোচনা

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

৩রা ভাদ্র, ১৭৯৪ শক; রবিবার; ১৮ই আগষ্ট, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। আমাদের স্বাধীনতা ঈশ্বরের হস্তে দিলে তিনি গ্রহণ করেন কি না ?

উত্তর। আমাদের স্বাধীনতা ঈশ্বরের হস্তে দিলে তিনি যে তাহা গ্রহণ করেন, একথা বলিতে পারি না। মনুষ্যের আত্মার প্রকৃতিই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বিলোপ করিলে আত্মার প্রকৃতি বিলোপ করা হয়। স্বাধীনতা আত্মা হইতে পৃথক হইবার নয়। তবে যখন বলা যায়, "হে ঈশ্বর! আমার স্বাধীনতা তোমার চরণে বিক্রয় করিলাম", তাহার ভাব অন্য প্রকার। অর্থাৎ আমি যেন সম্পূর্ণ অধীনের ন্যায় কার্য্য করি, আমার স্বাধীনতায় ও তোমার অধীনতায় যেন কোন প্রভেদ না থাকে। কেহ স্বাধীন হইয়া, কেহ অধীন হইয়া সাধন করিতেছেন। প্রথমোক্ত বলিতে পারেন, আমি এই অবধি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব, আর করিব না। দ্বিতীয় অবাধ্য হইতে পারেন না, চিরকাল বলেন, "আমাকে তোমার অনুগত

কর।” স্বাধীন আত্মার নিকট প্রেম আদান প্রদান করিলে যেরূপ সুখ হয়, অধীনের নিকট সেরূপ নয়। সূর্য্য অবিশ্রান্ত পরের কাজ করে, অথচ একবার হাসে না। পশুরা অন্ধবৎ ঈশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া চলে, কখন ধর্ম্মের সুখ পায় না। আমরা পরের কাজ করি, কিন্তু স্বাধীন ভাবে তাহা করিয়া পুণ্যের ফলভোগ করি। ঈশ্বর আমাদিগকে জন্তু বা অধীন-প্রকৃতি করিয়া সৃজন করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ও আজ্ঞা এই, ‘স্বাধীন হইয়া আমার কাছে আইস’। ‘নিজের ছিল, তোমাকে দিলাম’, এই ভাবে যাহা দিব, তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। জড় জগৎ তাহা দিতে পারে না।

প্রশ্ন। প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে প্রভেদ কি?

উত্তর। সামান্য ভাবে দেখিলে এ তিনই এক মূল হইতে উৎপন্ন। ঈশ্বরের প্রেম মনুষ্য-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা ভাবে প্রধাবিত হয়। একই ভাব ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধের দিকে যায়। সূক্ষ্মরূপে দেখিলে ইহাদের এক একটী বিশেষ কার্য্য উপলব্ধি হয়। প্রীতি সহজ ভাষায় ভালবাসা। আমরা ঈশ্বর ও ভাই ভগিনীকে প্রীতি করি। যাহাদের এমন গুণ আছে যে স্বভাবতঃ ভালবাসা আকর্ষণ করে, বল মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া নয়, তাহাদিগকে আমরা প্রীতি করি। প্রীতি আপনাকে আপনি উৎপন্ন করে, অন্যের প্রীতিকে উদ্দীপন করে এবং প্রিয় ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। পবিত্রতা শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করে। ঈশ্বর পিতা বলিয়া যেমন আমাদিগের প্রিয়, পবিত্র-স্বরূপ বলিয়া সেরূপ শ্রদ্ধেয়। যাঁহাতে সত্য, ধর্ম্ম, পুণ্য আছে, তাঁহাকে স্মরণ করিলে স্বভাবতঃ শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। ভালবাসার সঙ্গে পবিত্রতার যোগ থাকিলে শ্রদ্ধা হয়, নতুবা

তাহা সংসারের প্রীতি। শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রেষ্ঠতা উচ্চতর ভাব। পিতাকে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রদ্ধা করি। ঈশ্বর সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই জন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয়। ভক্তি প্রীতি ও শ্রদ্ধার মিলিত ভাব। প্রীতি মিষ্ট, শ্রদ্ধা পবিত্র; ভক্তি যেমন মিষ্ট, তেমনি পবিত্র। ঈশ্বর এক সময়েই পিতা ও পুণ্যের আবহ; তিনি এক সময়েই আমাদিগের হৃদয়ে দুই ভাব উদ্দীপন করেন। আমরা তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা একসঙ্গে দান করি। শ্রদ্ধা শুষ্ক হইতে পারে, প্রীতি অপবিত্র হইতে পারে, কিন্তু ভক্তি চির-সরস ও চির-পবিত্র। ভক্তিরসে যাঁহার হৃদয় অভিষিক্ত, প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিয়া তিনি আপনাকে ঈশ্বরের চরণে গ্রথিত করিয়াছেন।

প্রশ্ন। প্রেম-সাধনের উপায় কি ?

উত্তর। ঈশ্বর প্রেমের সাগর, তাঁর সঙ্গে যোগ হওয়া চাই। যে বস্তু দেখি, তাহার অনুরূপ ভাব মনে হয়, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। যাহা দেখিয়া ভয় কি ভালবাসা হয়, বারংবার তাহা দেখিলে, সেই সেই ভাব দৃঢ় হইতে থাকে। সাধনের অর্থ, বস্তু খুঁজিয়া ভাব উদ্দীপন করা। যদি প্রেম সাধন করিতে হয়, (১) ঈশ্বরের প্রেমের দিক নয়নের সম্মুখে রাখিতে হইবে, (২) কার্য্যের সময় ও যতদূর পারা যায়, সকলকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভালবাসিতে হইবে। যে বস্তু যে ভাব উদ্দীপন করে, সর্ব্বদা তাহা সম্মুখে রাখিলে, বিপরীত ভাব সহজে বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহাকে দেখিলে রাগ হয়, তাহাকে যদি ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভাবি, তাহার গুণ ও ভাল দিক সম্মুখে রাখি, রাগের পরিবর্ত্তে তাহার প্রতি ভালবাসা আসিয়া পড়ে। ঈশ্বরের প্রেমের আবির্ভাবে নয়নকে অনুরঞ্জিত করিয়া,

তাঁহাকে পিতা বলিয়া এবং মনুষ্য সকলকে ভাই ভগিনী বলিয়া দেখিতে অভ্যাস করাই প্রেম-সাধনের উপায়।

প্রশ্ন। কখন কখন আত্মা নীরস হয় কেন?

উত্তর। জোয়ার ভাঁটায় যেমন জল বাড়ে ও কমে, আত্মার প্রেম-সরোবর সেইরূপ কখন স্ফীত ও কখন সঙ্কুচিত হয়। জল স্ফীত হইবার কারণ চন্দ্রের আকর্ষণ। আত্মার প্রেম-বৃদ্ধির কারণ প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণ। প্রেমময় ঈশ্বর যখন নিকটস্থ হন, তখন আত্মার প্রেম-সরোবরের জল উথলিত হইয়া জগৎকে অভিষিক্ত করে। প্রেম-চন্দ্র দূরে গিয়া পড়িলে আর সেরূপ হয় না, ক্রমে অনেক দূরের জল পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়। আর একদিকে উত্তপ্ত সংসারের প্রভাবে প্রেম-জল শীঘ্র শুষ্ক হয়। উপাসনা শুষ্ক হইলে আমরা প্রেমচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করি না, সংসারের অনলের কাছে হৃদয়কে লইয়া যাই। এই নীরস ভাবের পরাকাষ্ঠা হয়, যখন নিরাশা আসিয়া আত্মাকে অধিকার করে। যখন প্রেম-চন্দ্র উঠিল না, তখন যদি বিশ্বাস করি আর উঠিবে না—আর কখনই উঠিবে না, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ। এই জন্য অনেক ব্রাহ্ম ভক্তিহীন হইয়া নিরাশ হন এবং অবশেষে নাস্তিক হন। যদি হৃদয়কে সরস রাখিতে চাও, অধ্যবসায় সহকারে অবিশ্রান্ত সাধন কর। ভাঁটা কেবল জোয়ার আসিবার প্রতীক্ষা করে জানিয়া আশার সহিত ঈশ্বরকে প্রার্থনা কর।

প্রশ্ন। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি না করিয়া প্রার্থনা করিলে তাহা সফল হয় কি না?

উত্তর। ঈশ্বরের উপাসনা দুই প্রকারে হইতে পারে—উদ্দেশে

ও প্রত্যক্ষ ভাবে। ঈশ্বর আছেন, কিন্তু যেখানে থাকুন, যে ভাবে আমার কথা শুনুন, কিছুই জানিনা; তাঁহার নাম ধরিয়া আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিলাম, ইহা উদ্দেশে প্রার্থনা। প্রত্যক্ষ উপাসনায় 'তিনি' নয় 'তুমি', 'তুমি এখানে আছ', এই বলিয়া প্রার্থনা। ইহার মধ্যে কোন্‌টী সফল হয় দেখিতে হইলে, সফল হইবার নিয়ম কোন্‌টীতে কতদূর পালন হয়, দেখা আবশ্যক। প্রার্থনার প্রকৃত অর্থ, ঈশ্বরের দিকে মুখ ফিরান। প্রার্থনার উত্তর কি? না, তাঁহার জ্যোতি আত্মাতে পড়া। যাঁহারা ঈশ্বরের পানে না তাকান, তাঁহাদের প্রার্থনা কিরূপে সফল হইবে? ঈশ্বরের নিকটে বসিয়া ভিক্ষা চাহিতে হইবে। নিঃসন্দেহ বিশ্বাসের প্রার্থনা তিনি শ্রবণ করেন। নতুবা শূন্যের কাছে জানাইলে, শূন্য যদি উত্তর দিতে পারে দিউক, তাহা ঈশ্বরের গ্রাহ্য হয় না। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ আছে, সামান্য দর্শন ও উজ্জ্বল দর্শন, দূরের আলোক ও নিকটের আলোক দেখার ন্যায়। যখন দূরস্থ ঈশ্বর নিকটস্থ হন, তখন নয়ন উজ্জ্বল ভাবে দেখিয়া কৃতার্থ হয়—প্রার্থনা মধুর হয়। ঈশ্বর আমার কাছে আছেন, এই মাত্র জানা প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রথম সঞ্চার। আমার কথা তিনি শুনেন এবং গ্রহণ করেন, ইহা ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দর্শনের সূত্রপাত; এরূপ অবস্থায় প্রার্থনা আরম্ভ হয়। বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনায় ঈশ্বর নিকট হন, এবং তিনি নিকট হইলে প্রার্থনা ভাল হয়, এই উভয়ের পরস্পর আকর্ষণে, দর্শনের উজ্জ্বলতা ও প্রার্থনার মধুরতা বৃদ্ধি হয়। 'তিনি' বলিয়া প্রার্থনা করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না, বরং তুমি আমাকে দর্শন দাও বলা ভাল। উদ্দেশে প্রার্থনা কেহ যেন অধিক দিন থাকিতে না দেন। 'তুমি'

কথাতে প্রত্যক্ষের মূল বন্ধন করা হয়, ক্রমশঃ প্রার্থনা সুলভ হয়। যাঁহারা 'তিনি' বলিয়া প্রার্থনা করেন, তাঁহাদিগের প্রার্থনা প্রার্থনাই নহে। তাঁহারা প্রার্থনার ফল লাভ করিতেও পারেন না।

প্রশ্ন। আমরা ঈশ্বরের পুত্র, তিনি আমাদের সকলের অভাব মোচন করিবেন, তবে প্রার্থনার আবশ্যকতা কি ?

উত্তর। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইয়া আমাদের সকল অভাব দেখেন ইহা সত্য, তথাপি প্রার্থনার প্রয়োজন আছে। প্রার্থনার অর্থ অভাব জানান নহে, তাহা হইলে অন্তর্য্যামীকে পরিহাস করা হয়। ইহার অর্থ, প্রার্থী ভাব লাভ করা। প্রার্থী না হইলে কেহ স্বর্গের বস্তু চিনিতে বা বুঝিতে পারে না—লাভ কিরূপে করিবে ? বস্তুতঃ না চাহিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, ভৌতিক নিয়মের ন্যায় পরিত্রাণের এই নিয়ম অখণ্ড। সামান্যত প্রার্থনার অর্থ, ঈশ্বরের কাছে যাইবার উপযুক্ত হওয়া—অভাব বোধ করিয়া ঈশ্বরের নিকট বিনীত ও ব্যাকুল হওয়া। কথায় বল না বল, তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু মন যখন অনন্যগতি, শরণাপন্ন ও বিনয়ী হইল, তখনি তাহাতে প্রার্থীব ভাব প্রকটিত হইল। সরল প্রার্থীকে ঈশ্বর স্বর্গের দ্বার খুলিয়া প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন।

প্রশ্ন। শরীর নষ্ট হইলে আত্মা জীবিত থাকে, কি উপায়ে এ বিশ্বাস আত্মাতে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে ?

উত্তর। জানা উচিত, আমরা এ পৃথিবীর বিষয় অধিক চিন্তা করি, ইহাতেই মুগ্ধ হই। পরলোকের বিষয় অধিক চিন্তা করিতে হইবে। পরলোক, আত্মা, ঈশ্বর আছেন ও চিরকাল থাকিবেন, সর্ব্বদা আলোচনা আবশ্যক। সংসারীদের চক্ষু ইহলোকের বিষয়ে

আচ্ছন্ন। এই জন্য তাহারা পরলোক অতি অল্প দেখে। শরীরের প্রতি যাহাদের অধিক আশা, ভরসা ও অনুরাগ, শরীর ছাড়িয়া সকলই তাহারা অন্ধকার দেখে। সাধকের ভাব ইহার বিপরীত। তিনি আত্মার সহিত বাস করিয়া ইহলোকেই পরলোকে বাস করেন এবং সাধন দ্বারা পরলোক ইহলোকের ন্যায় উজ্জ্বল দেখিতে পান।

প্রশ্ন। দুর্ব্বল আত্মার পক্ষে পরলোক-সাধনের সহজ প্রণালী কি?

উত্তর। সকল ধর্ম্মে পরলোক-সাধনের সহজ উপায়—মৃত্যু-চিন্তা। আমরা প্রত্যেকেই সংসারের অনিত্যতার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাই। ইহলোকের অসারতা দেখিয়া, ইহা সামান্য লোক বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এবং পরলোক অনন্তলোক—চিরবাসস্থান বলিয়া জানিতে হইবে। এ বিষয় মূর্খেরা জানে, কিন্তু পণ্ডিতেরাও হয়তো স্মরণ রাখিতে পারেন না। সংসারে মায়ার প্রাবল্য বুদ্ধিকে স্থির রাখিতে দেয় না। পরলোকে অনুরাগ না থাকিলে তাহার সাধন হয় না। যাহা পর বলিয়া বোধ হয়, কে তাহা চায়? যাহা হউক, মৃত্যু স্মরণ করিয়া যে পরলোকের প্রতি অনুরাগী হওয়া, সে অভাব পক্ষে। পরলোক-সাধনের ভাব পক্ষ কি? ঈশ্বরের সহিত চিরকাল বাস করিব, এই বিশ্বাস দৃঢ় করা। প্রতিদিনের উপাসনায় তাহা সাধন করিতে হইবে। কাহারো বাটীতে একটী মৃত্যু-ঘটনা হইলে বৈরাগ্য হয়, দুই চারি দিন পরে আবার চলিয়া যায়। ইহা প্রকৃত বৈরাগ্য নহে। ঈশ্বর-সাধন ছয় মাসে একবার হইলে তাঁহাকে কি লাভ করা যায়? ব্রাহ্মের অঙ্গীকার, প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিব। এই জন্য ব্রাহ্ম প্রতিদিন ঈশ্বরের অধিকতর

সন্নিহিত হইয়া আনন্দ ও শান্তি লাভ করেন। পরলোকের সাধন সেইরূপ প্রতিদিনের হওয়া চাই। ঈশ্বরে অনন্তকাল থাকাই পর-লোকে বাস করার প্রকৃত ভাব। ঈশ্বরের সহিত যতবার যোগ হইবে, মনে হইবে, ইহা চিরকালের করিতে হইবে। যতবার দর্শন সহবাস হইবে, তাঁহার সহিত অনন্তকালের যোগ করিতে হইবে। ঈশ্বর ও পরকাল উভয়ের মিলনে যে সাধন, তাহাই বিশুদ্ধ ও তাহাই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মের পক্ষে ইহাই কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। অন্তর্দৃষ্টি সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিবার সাধন কি?

উত্তর। আমরা অভ্যাসবশতঃ সর্ব্বদা বহির্বিষয়ে ব্যাপৃত থাকি। অভ্যাসে প্রথমতঃ আমাদের কার্য্য করিতে হয়, অবশেষে আমরা তাহার অধীন হইয়া পড়ি। অভ্যাস আর কিছু নয়, কতকগুলি ভাব বা কার্য্যসূত্র একত্র করা। তাহার একটীকে টানিলে সবগুলি আইসে। বারংবার কোন কথা বলিতে বলিতে তাহা সহজ হয়। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বাহিরের ইন্দ্রিয় লইয়াই আমরা কার্য্য করি, এই জন্য আমাদের অভ্যাস বাহিরের বিষয়েই ধাবিত হয়। অন্তর আমরা দেখি না, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে যাওয়া সময় নষ্ট করা মনে করি। কেহ চক্ষু নিমীলিত করিয়া ধ্যান করিতে বসিলে, সংসারী বলিবে, এ লোকটা মিছামিছি সময় হরণ করিতেছে। কিন্তু জানা উচিত, একটা লাভ না থাকিলে কেহ কোন বিষয়ে যায় না। বহির্বিষয়ে কেন লোক আকৃষ্ট হয়? ধন বা মান মর্য্যাদার জন্য, কেন না তাহাতে লাভ, সুখ ও সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি হইবে। ইহারই জন্য লোকে পাহাড় সাগর তুচ্ছ করিয়া, দিন রাত্রি পরিশ্রমপূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। আধ্যাত্মিক শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্য থাকিলে,

তজ্জন্য আমরা রৌদ্র বৃষ্টি কিছু না মানিয়া, লালায়িত হইয়া বেড়াইতাম। আমরা বাহিরের বিষয়ে উপকার আছে ভাবিয়া বাহিরের সংবাদ পত্র পড়ি, অন্তরের বিষয়ে সেইরূপ উপকার জানিলে তথাকার সংবাদ লইতাম। উভয় বিষয়েই পরিশ্রম করিলে লাভ হয়। বাহিরের কবাট খুলিলে গৃহমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোক আইসে। অন্তরের কবাট খোল, ঈশ্বরের আলোক ও বায়ু হৃদয়ে সঞ্চরণ করিবে। এ সকলে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। ছাদে বসিয়া গালে হাত দিয়া বসিলে অন্ধকার দেখি, ঘুমাইয়া পড়ি। কিন্তু পরিশ্রমপূর্ব্বক অন্তর্দৃষ্টি অভ্যাস করিলে, অন্ধকারের মধ্য দিয়া আলোকের রাজ্যে গিয়া উপনীত হই। ইহার উপায় দুইটী :—

(১) অন্তরে দৃষ্টি করিলে লাভ হইবে, দৃঢ় বিশ্বাস করা।

(২) ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে বারংবার অন্তর্দৃষ্টি অভ্যাস করা।

প্রশ্ন। কিরূপ সাধনে যথার্থ অনুতাপ আসিতে পারে?

উত্তর। যেমন যেমন ঘটনা বাহিরে আছে, তাহার অনুরূপ ভাব হৃদয়ে আছে। শ্রদ্ধেয় বা প্রিয় ব্যক্তিকে দেখিলে, অমনি মনে শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্রেক হয়। অনুতাপ হৃদয়ের ভাব, তাহা জাগাইবার বস্তু আছে। অগ্নিতে হাত দিলে আর ঠাণ্ডা বোধ হয় না। পাপ-স্মরণে অনুতাপ আইসে। আপনার জীবনের জঘন্যতা একদিকে ও ঈশ্বরের পবিত্রতা অন্যদিকে চক্ষের সমক্ষে রাখিলে যথার্থ অনুতাপ আইসে। ইচ্ছাতে অনুতাপ আইসে না, কিন্তু যে বস্তুতে আসে, তাহা স্মরণ করিতে পারি—ইচ্ছাপূর্ব্বক বার বার জীবনের জঘন্যতা স্মরণ করিলে অনুতাপ আসিবে। দুর্গন্ধ বস্তু ছাড়িব ইচ্ছা

করিলেই ছাড়া যায় না, কিন্তু তাহার ঘ্রাণ অনুভব হইলেই তাহা ছাড়া যায়। আমরা অনেক সময় মনে করি, এত সাধন করি, একটু পাপ থাকিলই বা, কত লোকের কত থাকে? ইহাতে পাপে উপেক্ষা হয়, অনুতাপের পথ রোধ হয়।

প্রশ্ন। যাহা আপাততঃ বুঝিতে না পারি, বিশ্বাস কর, এ কথার তাৎপর্য্য কি?

উত্তর। বুঝিতে পারা ও বিশ্বাস করা এ দুয়ের একের ভূমি অন্যের বহির্ভূত। বুদ্ধি ও জ্ঞানের ভূমি অল্প; বিশ্বাসের ভূমি প্রশস্ততর। ইহলোক দেখি, বিশ্বাস করি, পরলোক দেখি না, অথচ বিশ্বাস করি। ইহার মর্ম্ম এই, যাহা আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে না পারি, তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি না। ঈশ্বরের বিষয় কে আয়ত্ত করিতে পারে? 'তাঁহাকে জানি যে এমন নহে, না জানি যে এমনও নহে' ইহার মর্ম্ম যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি বিশ্বাসের ভাব বুঝিয়াছেন। আমাদের জ্ঞান স্থূল ও অল্পপরিমিত, আমরা কিছুই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বুঝিতে পারি না। পরলোক, ঈশ্বরের করুণা ইত্যাদি যতটুকু স্পষ্ট দেখিতে পাই, গ্রহণ করিবই করিব; আবার কতক সত্য বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণ করিতে না পারিলেও বিশ্বাস করিতে হইবে। ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ, তবে গোলাপ ফুলে কাঁটা কেন? ঝড়ে এত লোক মরে কেন? বুদ্ধি ইহা বুঝিতে না পারিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করে। ভক্ত বলেন, এ সকল ঘটনার কারণ আছে, শাস্ত্রকারেরা তাহা আবিষ্কার করিবেন; কিন্তু আমি বিশ্বাস-চক্ষে ঈশ্বরকে কেবলই মঙ্গলময় দেখিতেছি। অনেক ভক্ত আপনার জীবনে দেখিয়াছেন, যে সময় কোন বিষয় বুঝিতে

না পারেন, যদি শান্তভাবে ধৈর্য্য-সহকারে সত্য বুঝিবার জন্য প্রার্থনা করেন, সকল সন্দেহ দূর হইয়া যায়। ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে দৃঢ় বিশ্বাস কর, যাহা বুঝিতে না পার, তিনি বুঝাইয়া দিবেন। বিপদ্, রোগ, মৃত্যু সকলই মঙ্গলের কারণ জানিতে পারিবে। যাহার প্রমাণ নাই, অন্ধ হইয়া তাহা ধরিয়া থাকা ব্রাহ্মধর্ম্মসম্মত নহে; কিন্তু যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তাহার এক অংশ না বুঝিলেও বিশ্বাস করিতে হইবে। বুদ্ধি ভিন্ন বিশ্বাসের অন্য প্রমাণ আছে।

প্রশ্ন। কোন্ সাধন দ্বারা ঈশ্বরের সহিত প্রাণের যোগ হয়?

উত্তর। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, ঈশ্বরের সহিত প্রাণের যোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ। জ্ঞান দ্বারা পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ বলিয়া জানি। হৃদয়ের প্রেম দ্বারা তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করি। হস্ত দ্বারা তাঁহার কার্য্য করি। সত্য, প্রেম, পবিত্র-স্বরূপ ঈশ্বরের সহিত এই ত্রিবিধ যোগ সাধন করিতে পারি; কিন্তু শ্রেষ্ঠ যোগ প্রাণের যোগ অর্থাৎ ঈশ্বরে জীবিত থাকি, তাঁহা ছাড়া সকলেই মৃত হই। জলে মৎস্য থাকে কেন? জলের সহিত মৎস্যের আর কিছু যোগ নয়—প্রাণের যোগ। সে জীবনে জীবন লাভ করে, অন্তর হইলে বাঁচে না। ঈশ্বরের সহিত ভক্তের সেইরূপ যোগ হইলে, ঈশ্বর ভিন্ন বাঁচি না, এ কথার অর্থ বুঝা যায়। ভক্ত কেন উপাসনা করে—কেন ঈশ্বরকে ভালবাসে? মাছ কেন জলে থাকে, কেন জল ভালবাসে? জলের উপরই মাছের জীবন, মরণ, স্ফূর্ত্তি সকলই নির্ভর করে। ভক্তের জ্ঞান, আনন্দ, পুণ্য, শক্তি সকল ঈশ্বরেতে। ঈশ্বরের সহিত প্রাণের যোগ হইলে আমরা ব্রহ্মপ্রাণী। এই যোগ সাধন দ্বারা, ব্রহ্মস্মরণ দ্বারা হয়—বুদ্ধি দ্বারা নয়। যদি ঈশ্বরকে

সর্ব্বদা স্মরণ করি, চক্ষু কর্ণ ইত্যাদিতে তিনি প্রাণ হইয়া আছেন, তাঁহা ভিন্ন ইহাদের কোন শক্তি থাকে না বিশ্বাস করি, তাহা হইলে আপনার ধর্ম্ম, বল, আনন্দ সকলের মূলে ঈশ্বরকে দেখি, তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে সব অন্ধকার। মাছকে জল ছাড়াইয়া স্থলে আনিলে তাহার যে দশা হয়, ব্রহ্মসন্নিধান হইতে মনুষ্যকে সংসারে আনিলে সেই দশা। ব্রহ্মবিহীন আত্মা মনে মনে জানিতেছে, প্রাণের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এইবারে মৃত্যু হইবে। সমুদায় জীবনে, আত্মার মূলে তিনি বাস করেন, মনে রাখিবে। লোকে তোমার গৌরব করিলে তাহা ঈশ্বরকে দিবে। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রাণের যোগ সাধন করিবার উপায়ঃ—

(১) আমার শরীর দেবমন্দির, মন ঈশ্বরের আসন, ইহা বারংবার চিন্তা ও স্মরণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে। চক্ষু, কর্ণ, প্রাণের মধ্যে তাঁহার অবস্থান দেখিতে হইবে

(২) ঈশ্বর ভিন্ন কিছুতে সুখ হয় না, ইহা বিশ্বাসে পরিণত করিতে হইবে।

মাছ এক নিমেষের জন্য যদি স্থলে থাকিয়া সুখী হয়, তবে সে আর মাছ নয়, বিকৃত-স্বভাব হইয়া স্থলের কীট হইয়াছে। কোন ব্রাহ্ম সংসারের কাজে মগ্ন থাকিয়া সুখী হইলে তিনি আর ব্রাহ্ম নহেন। এই পরীক্ষায় জানা যায়, কে ব্রাহ্ম, কে সংসারী বা উচ্চতর।

প্রশ্ন। উৎসব প্রভৃতি বিশেষ ক্ষেত্রে যে বিশেষ করুণা লাভ হয়, তাহা কিরূপে চিরস্থায়ী হয়?

উত্তর। উৎসবের সময় ঈশ্বরের যে বিশেষ করুণা লাভ করি,

তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধন করিতে হইবে। অনেকে উৎসবকে দৈনিক অন্ন ভোজন প্রভৃতির ন্যায় সামান্য ব্যাপার মনে করেন, তাঁহাদের নিকট উহার ফল কিরূপে স্থায়ী হইবে? প্রথমতঃ বিশ্বাস করা চাই, ইহা ঈশ্বরের প্রেরিত, আমাদের নিজের অসাধ্য। এই উপায় গ্রহণ করিয়া আমরা বিশেষ বিশেষ পাপ হইতে মুক্ত হইব। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, বিশেষ বিশেষ উৎসবে ঈশ্বরের বিশেষ কথা কি? সেই আদেশ যদি শ্রবণ করি, স্বর্গের বল যদি বুঝিতে পারি, তাহা হইলে যে সাধন আরম্ভ করিব, চিরদিন তাহার শেষ হইবে না। যারা মনে করে, নিজে একত্র হইয়াছি, নিজের বুদ্ধিদ্বারা উন্নতি করিব, তাহাদের চেষ্টা বিফল হয়। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত দিন প্রতীক্ষা করিতে হইবে, কখন আদেশ আসিবে? আদেশ না পাইলে উৎসব-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিব না। আজই উৎসব সম্ভোগ করিয়া কালই পুরাতন সংসারের স্রোতে যাহারা জীবনকে ভাসাইয়া দেয়, শত শত উৎসবেও তাহাদের কিছু হয় না। যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা আজই কেবল ঈশ্বরের স্বাক্ষরিত পত্র পাইলেন, কল্য হইতে নূতন বল ও উদ্যমের সহিত আদেশ-সাধনে নিযুক্ত হইবেন। যিনি বিলম্ব করিবেন, তাঁহার সুসময় কখনই হইবে না। যিনি এখন হইতে আরম্ভ করিবেন, জীবনের ব্রত শিরোধার্য্য করিয়া পালন করিতে থাকিবেন, উৎসব তাঁহার নিকট নিত্যকালের স্থায়ী বস্তু হইবে।

প্রশ্ন। প্রেমরাজ্য, স্বর্গরাজ্য আত্মাতে আনিতে হইলে কি কি উপায় গ্রহণ করিতে হইবে?

উত্তর। স্বর্গরাজ্যে থাকিবার যে অবস্থা বিশ্বাসপটে মুদ্রিত

আছে, তাহা যাহাতে বাস্তবিক ও স্বাভাবিক অবস্থা হয়, এরূপ সাধন করিতে হইবে। এ পৃথিবীকে যতক্ষণ দেখি, শরীরে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ স্বর্গরাজ্য হইতে দূরে থাকি। যে অবস্থায় ঈশ্বর আমাদিগের পরম লোক, পরম আনন্দ, সেই স্বর্গের অবস্থা। পরলোকে আমরা সেই অবস্থায় থাকিব। ইহলোকে যে পরিমাণে ব্রহ্মকে বাসস্থান করিতে পারি, সেই পরিমাণে স্বর্গলোকের নিবাসী হই। আত্মা ঈশ্বরের প্রেমভাব যত ধারণ করিতে পারে, তত প্রেমরাজ্য বুঝিতে পারে। সর্ব্বদা ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসন করিয়া, এই পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করি, অনন্তকাল সেই রাজ্যে বাস করিব।

প্রশ্ন। মতভেদ সত্ত্বে কিরূপে সদ্ভাব রক্ষা করা যায়?

উত্তর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে যে কার্য্য স্মরণ করিলে যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার অন্যথা হয় না। অগ্নিতে হাত দিলেই পুড়িবে। মতভেদ যখন আছে—বিবাদের কারণ আছে। যতবার সে ভাব দেখিব, ততবার বিবাদ হইবেই হইবে। তবে কি মতভেদ সত্ত্বে মিলনের উপায় নাই? মতভেদের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সদ্ভাব রক্ষা অসম্ভব। মতভেদ সত্ত্বে মতভেদের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া মিলন করিতে হইবে। চক্ষু যাহা দেখে, হৃদয় তাহার অনুগত। চক্ষু যদি বিরূপ দেখে, বিবাদ হইবে; চক্ষু যদি বলে, বিরোধ সত্ত্বে ঐক্যস্থল এখানে অনেক আছে, হৃদয় তাহা অবলম্বন করে। ঐক্যের ভূমি কি? আমরা সকলে ব্রাহ্ম, এক পথের পথিক, এক পিতার সন্তান। ভিন্নতার মধ্যে ঐক্য যত দেখিব, হৃদয় তত ভিন্নতা ভুলিয়া ঐক্যভাব ধারণ করিবে।

প্রশ্ন। মতভেদ জন্য ব্রাহ্মদের অমিলন অধর্ম্ম কি না ?

উত্তর। মতভেদ জন্য হৃদয়ের বিভিন্নতা কেবল অধর্ম্ম নয়, অব্রাহ্ম ভাব। যে পরিমাণে মতভেদ সত্ত্বে পরস্পরকে প্রেম করিতে পারি, সেই পরিমাণে আমরা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন সকল জগৎকে এক করিবে, তখন সকল বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতেই হইবে। অন্যান্য ধর্ম্মের এপ্রকার আবশ্যকতা নাই। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এমন দেখা যায়, তাঁহারা মতের মিলে হৃদয়ের মিলন করিয়া থাকেন, এইজন্য একটু মতভেদ-বায়ু বহিতে না বহিতে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হন। আমাদের পরস্পরের মত সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইবে না, অথচ পরস্পরে প্রীতির সহিত মিলিত হইতে পারি, এইটী প্রথম বিশ্বাস চাই। যাঁহাদের সঙ্গে মতভেদ হইবে, প্রেমাহ্বানে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বা তাঁহাদিগের কাছে গিয়া বলিব, ‘এ বিষয়ে মিলিলাম, এ বিষয়ে মিলিলাম না; কিন্তু তা বলিয়া কেহ ভ্রাতৃ-ভাবের অন্যথা করিতে পারিবেন না।’ ঈশ্বর তাঁহার প্রেম দ্বারা পাষণ্ডদিগকে দলন করেন, আমরা তাঁহার অনুরূপ প্রেম প্রকাশ করিতে পারিলে, উদ্ধত ভ্রাতাদিগকেও পরাস্ত ও বশীভূত করিতে পারি।

উপাসকমণ্ডলী *

প্রশ্ন। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে আর আত্মচেষ্টার কোন আবশ্যকতা নাই, একথা যথার্থ কি না?

উত্তর। নির্ভরের অর্থ ইহা নয়, আমি অলস হইয়া ঘুমাইয়া থাকিব, আর ঈশ্বর আমাকে পরিত্রাণ আনিয়া দিবেন। তাঁর উপর নির্ভর করার অর্থ এই যে, তাঁর সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার করিলাম, তিনি যখন যাহা বলিবেন, আমি তখনি তাহা করিব, কোন ক্রমে অন্যথা করিব না। ইহা অত্যন্ত পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকারের কাজ। আমরা কুঁড়েমি করিয়া অনেক সময়ে সাধকদিগকে হারাইয়া দি; আমরা ঈশ্বরকে ঠকাইতে চাই। 'তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ নির্ভর' মুখে বলিয়া তাঁহাকে খুসী করি; কিন্তু যখনি তিনি আত্মা, মন, প্রাণ, বল চান, অমনি নানা আপত্তি করি। এরূপ ভাবে সাধন হয় না।

প্রশ্ন। উৎসব হইতে চিরস্থায়ী কি লাভ হয়?

উত্তর। উৎসবে ঈশ্বর জীবনের এক একটী আদর্শ দেখাইয়া দেন, চিরদিন তাহা সাধন করিতে হইবে। ঈশ্বর দয়াময় পিতা, মহাপাপীর পরিত্রাতা, স্বর্গীয় পরিবার-বন্ধন আমাদের জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি মহাসত্য উৎসব হইতে লাভ করিয়াছি।

প্রশ্ন। এ সকল বিষয় আমরা সাধনে আনিতে পারি না কেন?

উত্তর। যাহাতে বিশ্বাস নাই, তাহার সাধন হইতে পারে

---

* তারিখ পাওয়া যায় নাই।

না। মন্দিরের ব্যাপার মন্দিরেই থাকে। উন্নত ব্রাহ্মদিগেরও এ প্রকার বিশ্বাস নাই যে, আমাদিগের মধ্যে পরিবার-বন্ধন হইতে পারে।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরিবার-বন্ধনের উপায় কি?

উত্তর। ব্রাহ্মদের মধ্যে মতগত অনৈক্যই সদ্ভাব-নাশের প্রধান কারণ এবং অনেক স্থলে ইহা বিশ্বাসের প্রভেদ বশতঃ যত, মন্দভাব জন্য তত নয়। যদি আমাদিগকে একগৃহে বাস করিতে হয়, ক্ষমা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নতুবা মতভেদ কমাইতে হইবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাইতেছে, আমাদের ক্ষমাশক্তি অতি দুর্ব্বল; অতএব বিশ্বাসে ঐক্য না হইলে আমাদের মিলন রক্ষা করা কঠিন। ঈশ্বরেতে প্রীতি ও মনুষ্যদিগের প্রতি প্রীতি, এই এক মত সকলে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া যেন ঐক্যস্থলে দণ্ডায়মান থাকি।

প্রশ্ন। মিলনের ইচ্ছা হয়, অথচ তাহা হয় না কেন?

উত্তর। ধর্ম্মরাজ্যে ইচ্ছার অর্থ কেবল ইচ্ছা বা ক্ষণিক মুখের বক্তৃতা নয়, কিন্তু ব্যাকুলতা, প্রার্থনা, দিবারাত্রি চিন্তা ও চেষ্টা। ইচ্ছার বিষয় যতক্ষণ না পাইব, ততক্ষণ সুস্থির হইব না। এরূপ ইচ্ছা কয়জনের?

প্রশ্ন। যে চেষ্টায় ফল কি হইবে বুঝা যায় না, তাহাতে মন যাইবে কেন?

উত্তর। আমাদের এক প্রকার সরলতা আছে, ভাল কাজে মন যায় না, কি করিব? কিন্তু ইহাই বিনাশের কারণ। ইহার মধ্যে গূঢ়ভাবে অবিশ্বাস রহিয়াছে। বিশ্বাসের বিষয়ে যুক্তি খাটে না, ফল না দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে হইবে।

প্রশ্ন। কিছু না জেনে শুনে কি অন্ধ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য ?

উত্তর। উপাসনা করা যে ভাল, তা আমরা জানিয়াই উপাসনা করি। ইহা চুরি করা বা মিথ্যা কথার ন্যায় নহে, কিন্তু ভাল কাজ, এটী আমাদিগের স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় অথবা বিশ্বাস প্রত্যক্ষ। তবে যুক্তিদ্বারা যতক্ষণ ইহার ফল স্থির করিতে না পারি, ততক্ষণ কি বিশ্বাসের আলোক অগ্রাহ্য করিব? ভ্রাতৃভাবেও সেইরূপ।

প্রশ্ন। বিচার না করিয়া কি আমরা সকল মত গ্রহণ করিব ?

উত্তর। মানুষের কোন কথা যতক্ষণ বিচার করিয়া, প্রমাণ দেখিয়া না বুঝিতে পারি, ততক্ষণ তাহা গ্রহণ করিতে পারি না; কিন্তু ঈশ্বরের কথা অবিচার্য্য, তাহা নিজেই নিজের প্রমাণ, তাহা শুনিলে করিতেই হইবে। ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে যে কথা বলিয়া আমাদিগকে ব্রাহ্ম করিয়াছেন, সে কথায় অবিশ্বাস করিলে আর আমরা ব্রাহ্ম থাকিতে পারি না।

প্রশ্ন। অপরের জন্য প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা কি ?

উত্তর। আপনার জন্য যেমন, অন্যের মঙ্গলের জন্য ইচ্ছা করাও তেমনি স্বাভাবিক। এই মঙ্গল ইচ্ছা হইতে দুইটী ভাব উৎপন্ন হয়। (১) কার্য্যে মঙ্গল চেষ্টা, (২) ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা। কি দেশহিতৈষিতা, কি পরোপকার, ইহা কিছুতেই স্বার্থপরতা থাকিলে হয় না; কিন্তু অন্যের যেরূপ মঙ্গল করিতে আমরা ইচ্ছা করি, কার্য্যে সেরূপ করিতে ক্ষমতা হয় না। এই জন্য যেখানে নিজে অক্ষম, সেখানে ঈশ্বরের করুণা ও সাহায্য প্রার্থনা করাই আমাদের একমাত্র উপায়।

প্রশ্ন। আপনার ও অন্যের পরিত্রাণের জন্য যে প্রার্থনা করি, তাহাতে ব্যাকুলতার তারতম্য আছে কি না ?

উত্তর। নিজের পরিত্রাণের জন্য প্রথম ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, অন্যের পরিত্রাণ না হইলে নিজের পরিত্রাণ হইবে না। অন্যের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া আমরা যে পরোপকার করি তাহা নয়, কিন্তু নিজের পরিত্রাণের উপায় করি। ভ্রাতা যত পবিত্র হইবেন, আমার পবিত্রতা তত বাড়িবে; ভ্রাতাতে যে পরিমাণে পাপ, আমার পরিত্রাণের তত ব্যাঘাত। আমরা দশবৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম শিখিয়া আগে কেবল নিজের ভাল করি, পরে প্রচার করিয়া অন্যের উপকার করিব, ইহা ব্রাহ্মের ভাব নহে। ব্রাহ্ম নিজে যেমন ভাল হন, সেই সঙ্গে জগতেরও মঙ্গল করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাই পরিত্রাণের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করেন।

প্রশ্ন। মৃত ব্যক্তিদিগের শ্রাদ্ধ করা কুসংস্কার কি না ?

উত্তর। শ্রাদ্ধের অর্থ শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়া মৃত ব্যক্তিকে ধরিয়া ঈশ্বরের চরণে ফেলা। জীবিত অন্য ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করা যেরূপ স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত, মৃত ব্যক্তিদিগের জন্যও সেইরূপ। মৃত ব্যক্তিদিগের সঙ্গে শারীরিক যোগ বন্ধন করিতে গেলে কুসংস্কার হয়, কিন্তু সে কুসংস্কার বাঁচাইয়া তাঁহাদিগের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ সাধন করিতে হইবে। ক্রাইষ্ট বা চৈতন্যকে শ্রদ্ধেয় বলিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে যদি ইচ্ছা হয়, তাঁহারা পেণ্টুলুন পরিতেন, কি টিকি তিলক ধারণ করিতেন, ইহা দেখিতে গেলে কুসংস্কার আইসে। আমরা শরীরের নৈকট্য ধরিব না—মানিব না;

শরীরকে গুঁড়া করিয়া, নিরাকার আত্মার সহিত নিরাকার আত্মার মিলন করিব। আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বরকে মধ্যস্থলে রাখিয়া অনুরাগের মিলনে ইহলোক ও পরলোকস্থ আত্মা সকল মিলিত হইতে পারেন এবং পরস্পরের সাধু ইচ্ছা ও প্রার্থনার দ্বারা পরস্পরের ইষ্ট সাধন করিতে পারেন। *

* এই আলোচনাগুলি "ধর্মসাধন" পত্রিকা ১ম কল্প, ১৮—১৯ সংখ্যা, ২১শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ ও ১ম কল্প, ২০ সংখ্যা, ২৮শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

২৮শে ভাদ্র, ১৭৯৪ শক; বৃহস্পতিবার; ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। কিরূপে ঈশ্বরকে প্রেম করা যায়?

উত্তর। ঈশ্বরকে প্রীতি করাই সকল ধর্ম্ম-সাধনের উদ্দেশ্য। তাঁহার প্রতি প্রেম সাধন করিতে হইলে, তিনি আমাদিগকে কিরূপ প্রেম করেন, হৃদয়ে অনুভব করা চাই। প্রেমের নিয়ম এই, যিনি আমাকে প্রেম করেন, তাঁহাকে আমিও প্রেম না দিয়া থাকিতে পারি না। বস্তুতঃ আমরা আমাদিগের জীবনে যতই তাঁহার প্রেম অনুভব করিতে সমর্থ হইব, ততই আমরা তাঁহার প্রেমিক হইব। পাপী পাপ মলিনতায় তাঁহার প্রেম অনুভব করিতে পাবে না; সে মনে করে, আমার ন্যায় পাপীকে কি তিনি প্রীতি করিতে পারেন? এই মলিনতা দূর করিয়া তাঁহার প্রেম বুঝিবার জন্য সাধন চাই। এই সাধনের নাম বৈষ্ণবেরা সাধন-ভক্তি বলেন। প্রতিজনের পক্ষে সাধন এক প্রকার নয়। কেহ বা তাঁহার নাম করিলেন, কেহ বা তাঁহার উপাসনা করিলেন, কেহ বা শুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। এই সাধন হইতে ভক্তির প্রতিবন্ধক সকল অল্পে অল্পে চলিয়া যায়, ইহাকে অনর্থ-নিবৃত্তি বলে। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব এবং পরিশেষে প্রেম উপস্থিত হয়, এই প্রেমই পর্য্যবসান। ইহাতেই ঈশ্বরের সহিত সাধকের সম্মিলন হয়। ইহাকেই বৈষ্ণবেরা প্রেমভক্তি বলেন।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম কিরূপে স্থায়ী হয়?

উত্তর। প্রীতি হইলেই তাঁহার কার্য্য হইবে। প্রীতি করিলাম,

অথচ তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিলাম না, সে প্রীতি কখন প্রীতি নহে। কার্য্যহীন প্রীতি অধিকদিন স্থায়ী হয় না। শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব যেমন প্রীতি করিতে হইবে, তেমনি ঈশ্বর-সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হইবে। এরূপ করিলে ঈশ্বর-প্রেমের স্থায়িত্বের পক্ষে আর কোন সংশয় থাকিবে না।

প্রশ্ন। কৃতজ্ঞতা প্রেম-বৃদ্ধির উপায় কি না?

উত্তর। কৃতজ্ঞতা প্রেম-বৃদ্ধির উপায় অবশ্য বলিতে হইবে। যে ঈশ্বরের প্রেম বুঝে, সেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। প্রেম বুঝিলেই তাঁহার প্রতি প্রেম নিশ্চয়ই হইবে। পশু হইতে মনুষ্যের প্রভেদ এক এই কৃতজ্ঞতাতে। পশুগণ তাঁহা হইতে উপকার লাভ করিতেছে, অথচ সেজন্য তাহারা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। কৃতজ্ঞতা বস্তুতঃ মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ।

প্রশ্ন। প্রেম-সাধনের প্রধান বিঘ্ন কি?

উত্তর। অহঙ্কার। ইহা এমন ভয়ানক শত্রু যে, ইহা সাধনের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে। আমরা দেখিয়াছি, যে দিন মনে করিলাম, আমরা বেশ ভাল উপাসনা করিতে পারি, অমনি উপাসনা শুষ্ক হইয়া গেল, পুনরায় ভাল উপাসনা শীঘ্র হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ কোন কিছুরই জন্য আমাদিগের অহঙ্কার করিবার অধিকার নাই, কারণ সকলই তাঁহার দান।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের প্রেম-সাধনে সংসার প্রতিবন্ধক হয়, অতএব সংসার পরিত্যাগ করিয়া সাধন সমুচিত কি না?

উত্তর। প্রেম সাধন করিতে সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য-বাসী হইতে হয়, এটী ভ্রম, বরং তাদৃশ পরিত্যাগে প্রেম শুষ্ক হইয়া

যায়। বৈষ্ণবেরা এরূপ পরিত্যাগকে ফল্গু শুষ্ক বৈরাগ্য আখ্যা দিয়াছেন। 'মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগঃ ফল্গু বৈরাগ্যমুচ্যতে।' বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হইয়া যথোপযুক্তরূপে বিষয় সকলকে ভোগ করিবে, অথচ হৃদয় ঈশ্বরে বদ্ধ থাকিবে। তাঁহারা এরূপ বৈরাগ্যকেই শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য বলেন। যাঁহারা মনে করেন, সংসার পরিত্যাগ না করিলে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম-সাধন হয় না, তাঁহারা বস্তুতঃ প্রেম-সাধন কি, বুঝেন না। ঈশ্বরের প্রেম না বুঝিলে, কি প্রকারে তাঁহাকে প্রেম করিব? স্ত্রী, পুত্র, কলত্র প্রভৃতি যত কিছু সংসারে সুখকর উপায়, সকলই তাঁহার প্রেমের দান। এই সকলের মধ্য দিয়াই আমরা বিশেষরূপে তাঁহার প্রেম বুঝিতে পারি। আমি আমার সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া যে আনন্দ পাইতেছি, যদি সেই সঙ্গে বুঝিতে পারি, এটী ঈশ্বরের দান, ঈশ্বর আমাকে সুখী করিবার ও শিক্ষা দিবার জন্য আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, একগুণ আনন্দ চতুর্গুণ হয়। সংসারীদের এরূপ আনন্দলাভের কি সম্ভাবনা আছে? আবার সেই সন্তান যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকস্থ হয়, এ সন্তান তাঁহারই, তিনি মঙ্গলের জন্য তাহাকে এখান হইতে লইয়া গেলেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে পারি। যাহারা মনে করে, এরূপ সংসার উপভোগ করিতে গিয়া সাধক সংসারে নিমগ্ন হইবে, তাহাদিগের বিষম ভ্রম। সংসার মধ্যে তাঁহার প্রেম দর্শন করিয়া, ঈশ্বরেতেই প্রেম বৃদ্ধি হয়, সংসারেতে নহে। 'বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগো যত্র বিলীয়তে' বিষয়েতে অতিমাত্র অনুরাগও যাঁহাতে (ঈশ্বরেতে) বিলীন হয়। ঈশ্বরের প্রেম-সাধনে একথা মনে থাকিলে, ভয় করিবার আর কোন কারণ থাকে না।

প্রশ্ন। ঈশ্বরে যথার্থ প্রেম কাহাকে বলা যায়?

উত্তর। ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করাই তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রেম। নিঃস্বার্থ, অহেতুকী, অকিঞ্চন ভক্তি হইতে যে প্রেম সমুদ্ভূত হয়, তাহাই যথার্থ প্রেম।

প্রশ্ন। তাঁহার প্রতি প্রীতি হইয়াছে, কি প্রকারে বুঝা যায়?

উত্তর। ইহার পরীক্ষা, তাঁর সঙ্গে সহবাসে, তাঁর কথায়, তাঁর সেবায় আনন্দ হয় কি না? যাহাকে ভালবাসি, তজ্জন্য আমরা আমাদিগের প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হই না। ঈশ্বরের জন্য আমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারি কি না? এবং তাহা করিয়া সুখী হই কি না?

প্রশ্ন। সাধনের মধ্যে কোন্ অবস্থাটী ঘোর পরীক্ষার অবস্থা?

উত্তর। সাধনে অনেক পরীক্ষা আছে; তন্মধ্যে সাধনের প্রথমাবস্থায় ঈশ্বর-সহবাসের আমোদ লাভ করিয়া, মধ্যাবস্থাতে যে ঈশ্বর-সহবাস হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এইটী অতি ভয়ানক পরীক্ষার অবস্থা। এই সময়ে অনেকে দণ্ডায়মান থাকিতে না পারিয়া পলায়ন করেন। সাধকের যে এই প্রকার অবস্থা উপস্থিত হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার একটী উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা আছে। কথিত আছে, নারদ দাসীপুত্র ছিলেন। তিনি মাতার সহিত একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে থাকিতেন। চাতুর্মাস্যায় কয়েকজন উদাসীন ঐ ব্রাহ্মণ বাটীতে অতিথি হন। পঞ্চমবর্ষীয় নারদ তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত হইয়া ঈশ্বর-প্রসঙ্গ-শ্রবণে নিতান্ত আসক্তি প্রদর্শন করেন। ইহাতে তাঁহারা তাঁহাকে মন্ত্রদান করেন। নারদ সেই পর্য্যন্ত সাধন আরম্ভ করেন। তাঁহার মাতার সর্পদংশনে মৃত্যু হয়। তিনি সেই

সময়ে বন্ধন-বিমুক্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হন। একটী বৃক্ষতলে বসিয়া যখন হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতেছিলেন, তখন তিনি 'আনন্দসংপ্লবে লীনঃ' আনন্দ-সাগরে বিলীন হইলেন, ঈশ্বর-সহবাসের অপূর্ব্ব আস্বাদ লাভ করিলেন; কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই এ ভাব অন্তর্হিত হইল। তিনি ব্যাকুল হইলেন। এই সময়ে অশরীরী বাক্ (হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ) তাঁহাকে বলিয়া দিল, 'তোমাকে বিমুগ্ধ করিবার জন্য আমি একবার সাক্ষাৎ দর্শন দিলাম, ইহার পর কঠোর সাধনাতে তুমি আমার সাক্ষাৎ লাভ করিবে।' ইহার পর নারদ বহু কঠোর সাধনা করিয়া, দশদিক্ শূন্য দর্শন করিয়া বহুকাল পরিভ্রমণ করেন, এবং নূতন জীবন লাভ করিয়া পশ্চাৎ ঈশ্বরকে লাভ করেন। তখন যখনই অভিলাষ করেন, তখনই ঈশ্বরকে দেখিতে পান। 'আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি।' সকল কালের সাধকেরই এটী জীবনের পরীক্ষিত কথা। প্রসিদ্ধ দর্শনবিৎ কুজিনও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঈশ্বর প্রমুগ্ধ করিবার জন্য একবার দেখা দিয়া কতক দিনের জন্য অন্তর্হিত হন। বস্তুতঃ কিছুকাল বিচ্ছেদ ভিন্ন প্রেম কখনই পরিবর্দ্ধিত হয় না।

প্রশ্ন। এই অবস্থাতে যে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, তাহার কি হয়?

উত্তর। ঈশ্বর যাহাকে একবার ধরিয়াছেন, তাহাকে কখন ছাড়িতে পারেন না। ঈশ্বরের নিকটে আমরা সকলে বড়শী-বিদ্ধ মৎস্যের ন্যায়। যে মাছটা যত বলবান্ হয়, তাহাকে তত খেলিতে দিবার জন্য যেমন সূতা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, পশ্চাৎ নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলে কূলে আনিয়া তোলা যায়, তেমনই ঈশ্বর যাহার

প্রকৃতি যত দুর্দ্দান্ত, তাহাকে তত খেলিতে দেন, পরে যখন সে অনন্যগতি হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লন।

প্রশ্ন। পরলোক-সাধন কি প্রকারে করা যায়?

উত্তর। পূর্ব্বেই পরলোক বিষয়ে যাহা আলোচিত হইয়াছিল, পরলোক-সাধন তাহা হইতেই লাভ করা যায়। আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান পরলোক বিশ্বাসের মূল। জ্ঞান দ্বারা, আলোচনা দ্বারা উহা দৃঢ় হয়। আমাদিগের পরস্পরের আত্মার কিরূপ সম্বন্ধ, কিরূপ যোগ, ইহা দেখিয়া পরলোকের সঙ্গে যোগ বুঝা যায়। জীবিত বা মৃত হউক, একই ভাবের ভাবুক ব্যক্তিদিগের আত্মায় কেমন আশ্চর্য্য গূঢ় সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয়। চৈতন্যের ভাবে ভাবুক হওয়া, ক্রাইষ্টের ভাবে ভাবুক হওয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ। একটী বটের বীজের মধ্যে যেমন একটী বটবৃক্ষ প্রচ্ছন্ন থাকে, কালে সমুদায় বটবৃক্ষ প্রকাশ পায়, তেমনি আত্মার প্রচ্ছন্ন ভাব ও শক্তি সকল যতই বিকাশ লাভ করে, ততই উহা ইহলোক পরলোককে আয়ত্ত করিতে থাকে। প্রতিদিন ঈশ্বরোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যের সঙ্গে যোগ-সাধনের যত্ন করা আবশ্যক। হিন্দুদিগের প্রতিদিন নিত্য শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মগণও যদি প্রার্থনার সময়ে পরলোকস্থ আত্মা সকলের সহিত নিত্য সম্বন্ধ রাখেন, তাহা হইলে পরলোকের সঙ্গে যোগ দিন দিন পরিস্ফুট হয়। কুসংস্কারাবিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়গণ কোন মনুষ্য বা অপর সৃষ্ট বস্তুকে মধ্যস্থ করিয়া ঈশ্বরের সহিত যোগ সাধন করিতে যায়। আমাদিগের মধ্যস্থ ঈশ্বর, তাঁহারই মধ্য দিয়া আমরা দূরস্থ বস্তুকে নিকটে দর্শন করি।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা ১ম কল্প, ২১ সংখ্যা, ৪ঠা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

৪ঠা আশ্বিন, ১৭৯৪ শক; বৃহস্পতিবার; ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ।

প্রশ্ন। কোন ভৌতিক উপায় দ্বারা পরলোক সাধন হয় কি না?

উত্তর। পরলোক-সাধন সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক। পরলোকে ভৌতিক সাধন অসম্ভব, যেহেতু শরীর পরলোকে যায় না, কেবল আত্মারই লোকান্তর হয়।

প্রশ্ন। পরলোকের বিষয়ে অপরের কথায় বিশ্বাস করা যায় কি না?

উত্তর। ঈশ্বর-জ্ঞান যেমন, পরলোক-জ্ঞান তেমনি স্বতঃসিদ্ধ। পরলোকের তত্ত্ব নিজ নিজ অন্তরে উপলব্ধ হয়। ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যের হৃদয়ে ঐ জ্ঞান প্রেরণ করেন; তিনি অন্তরে ঐ জ্ঞান না দিলে আমরা পাইতে পারি না। এ বিষয়ে অপরের প্রমুখাৎ কোন কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না, যদি অন্তরে তাহার সায় এবং প্রমাণ পাওয়া না যায়।

প্রশ্ন। Spirit (আত্মা) আসিয়া যদি দেখা দেয় বা কথা কয়, তবে বিশ্বাস হয় কি না?

উত্তর। কোন আত্মার সঙ্গে আমাদের আত্মার দর্শন বা শ্রবণ-যোগ অবশ্যই আধ্যাত্মিক হইবে, ভৌতিক হইতে পারে না। সুতরাং শরীরযুক্ত স্পিরিটের দর্শন বা কথা শ্রবণ কেবল উপহাসের ব্যাপার। স্পিরিটদিগের মধ্যে আবার পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা আছে। স্পিরিট-বাদীরা বলেন, পুণ্যাত্মারা যেমন যথার্থ বলেন, পাপাত্মারা সেইরূপ মিথ্যা বলিয়া লোককে প্রতারণা করে এবং তাহারা ঠিক

পুণ্যাত্মার বেশও ধরিতে পারে। আমরা কি প্রকারে এ দুয়ের প্রভেদ করিব? বস্তুতঃ ঈশ্বরের স্পিরিট ভিন্ন অন্য স্পিরিটের কথা আমরা অবলম্বন করিতে পারি না।

প্রশ্ন। Medium (মধ্যবর্ত্তী) দ্বারা স্পিরিট কথা কহিতে পারে কি না?

উত্তর। যদিই স্বীকার করা যায় যে, স্পিরিট মধ্যবর্ত্তী দ্বারা কথা কয়, তথাপি সে কথা ঠিক স্পিরিটের হইতে পারে না। মধ্যবর্ত্তীর দ্বারা তাহা বিকৃত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আর, একজন স্পিরিট আর একজনকে পায়, ইহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। কারণ মানুষ নিজে স্বাধীন থাকিবে, অথচ সম্পূর্ণরূপে স্পিরিটের যন্ত্রস্বরূপ হইবে, ইহা অসম্ভব। স্পিরিট আবার চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি এক একটা জড় পদার্থ অবলম্বন করিয়া কথা কয়, ইহার ভাবও আমরা বুঝিতে পারি না।

প্রশ্ন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, 'আত্মাই আত্মার শত্রু এবং আত্মাই আত্মার মিত্র', এখন আত্মাকে আত্মার মিত্র কিরূপে করা যায়?

উত্তর। ইহার একমাত্র উপায়, ইচ্ছার সহিত পুণ্যের ঐক্য করা। ইচ্ছা সংসার ও পাপের দিকে থাকিলে, বিবেকের সহিত তাহার বিবাদ হয়। আত্মার মধ্যে দুই বিরোধী বস্তু থাকিলে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং সংসারাসক্ত পাপপ্রিয় ইচ্ছা আত্মার প্রাণ বিবেককে বিনাশ করিতে চেষ্টা পায়, সুতরাং ইহাতে আত্মারও বিনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। আত্মা যদিও অমর, তথাপি পাপ ইচ্ছার দ্বারা তাহার তেজ, শান্তি, আনন্দ, স্বর্গীয় ভাব সকল ধ্বংস

হইয়া যায়। ইচ্ছা ভাল না হইলে কেবল কতকগুলি পুণ্য কার্য্য করিলেও হয় না। অতএব অসাধু ইচ্ছা সর্ব্বপ্রযত্নে দূর করিয়া, সাধু ইচ্ছা অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা কেবল পুণ্যবান্ হইব না, কিন্তু পুণ্যকে ইচ্ছার একমাত্র বস্তু করিব। তাহা হইলেই আত্মা আত্মার মিত্র হইবে।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা ১ম কল্প, ২২ সংখ্যা, ১১ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

১১ই আশ্বিন, ১৭৯৪ শক; বৃহস্পতিবার; ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৭৭২ খৃঃ।

প্রশ্ন। অনুভব, উপলব্ধি ও দর্শনের মধ্যে প্রভেদ কি?

উত্তর। অনুভব এই তিনের নিকৃষ্ট অবস্থা। ঈশ্বর আছেন, ইহা অনুভব করা কি? না চিন্তা করিয়া জ্ঞান-গোচর করা। উপলব্ধির অর্থ ঠিক সাক্ষাৎ লাভ নয়, কিন্তু ধ্যান দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্ত করিয়া রাখা। দর্শন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার-লাভ, ইহা অতি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ভাব এবং ইহাতে চিন্তা কল্পনার সাহায্য আবশ্যক নয়। ঈশ্বর নিশ্চয়ই সম্মুখে আছেন, কেবল সাক্ষীর ন্যায় তাঁহাকে দেখা।

প্রশ্ন। ঈশ্বর পাপীকে দেখা দেন কি না?

উত্তর। তাঁর নাম যখন অধম-তারণ, পতিত-পাবন, তখন তিনি যে পাপীকে দেখা দেন, তার সংশয় কি? কেহ আপনার পুণ্যের বলে তো তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি আপনার কৃপাগুণে পাপী পুণ্যবান্ উভয়কেই দেখা দেন। পাপী পাপ-বিকারের মধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া তাঁকে অন্বেষণ করে, পুণ্যবান্ সৎকার্য্য করিয়া তাঁর প্রেমে আরও মুগ্ধ হইতে থাকেন। আসল কথা এই, পাপী সকলেই, এবং আধ্যাত্মিক জগতের চিকিৎসা-শাস্ত্রে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যে অবস্থায় আমরা তাঁহার দর্শনলাভের জন্য প্রস্তুত, অথবা যে অবস্থায় দেখা দিলে আমাদের কল্যাণ হইতে পারে, সেই অবস্থাতেই তিনি দেখা দেন।

প্রশ্ন। পুণ্যবানেরা কি তাঁহার অধিক দর্শন পান না?

উত্তর। কোন মূল্য দিয়া ঈশ্বরকে ক্রয় করা যায় না, আমাদের পুণ্য মূল্য দিয়া কি তাঁহাকে কিনিতে পারি? তবে যে কথিত আছে, 'Blessed are the pure in spirit for they shall see God'—'পবিত্র আত্মারা ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন'। ইহার মর্ম্ম এই যে, নিজের অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের পুণ্যভাব হৃদয়ে ধারণ করা, তাঁহার জন্য ব্যাকুলিত থাকা, সকল ছাড়িয়া তাঁকে সার করা, এইরূপ হইলে ঈশ্বরের দর্শন হয়। হৃদয়কে স্বচ্ছ কাচের ন্যায় করিতে হইবে। কিন্তু আমি দেখিবার উপযুক্ত হইয়াছি, এত আমার পুণ্যবল, এ ভাব যাঁর মনে আসে, তিনি ঈশ্বরকে হারান। আমাদের পাপ যত চলিয়া গিয়া পুণ্য স্বভাব হইবে অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরের বলে বলী, তাঁর জ্ঞানে জ্ঞানী, তাঁর পবিত্র জ্যোতিতেই পবিত্র, তাঁর আনুগত্যেই মহৎ বুঝিতে পারিব, তত হৃদয় পবিত্র হইবে, তত তাঁহাকে দেখিতে পাইব।

প্রশ্ন। পাপের মধ্যে ঈশ্বর কখন দেখা দেন, আবার দেন না, ইহার কারণ কি?

উত্তর। জ্বরে যেমন কুইনাইন বিরামকালে দিয়া থাকে, জ্বর-প্রকোপের সময় দিলে তাহাতে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হয়; পাপের মধ্যে সেইরূপ বিরামের অবস্থা আছে, সেই সময়ে ঈশ্বর দেখা দেন যে সে দর্শনে পাপী আপনার অবস্থা বুঝিয়া সচেতন ও সাবধান হইবে এবং পাপ ত্যাগ করিয়া পুণ্যের পথে আরোহণ করিবে। অত্যন্ত পাপ-প্রকোপের মধ্যে যদি দেখা দেন, আমরা তাঁহার নিতান্ত অমর্য্যাদা করি এবং তাহাতে আত্মার অধিক অনিষ্ট হয়। ঈশ্বর আমাদের অপরাধের জন্য অনেক সময় দেখা দেন না—সে

কেবল আমাদের অনিষ্ট হইবে বলিয়া। অনেক সময় আশা করি না, আপনাদিগকে অপ্রস্তুত ভাবি, অথচ দেখা দেন। আমাদের ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছা নয়। তিনি আত্মার চিকিৎসার যথার্থ কৌশল জানিয়া কার্য্য করেন।

প্রশ্ন। কিরূপ অবস্থা হইলে ঈশ্বরের নিত্য দর্শন লাভ হয়?

উত্তর। সম্পূর্ণরূপে তাঁহারি হইতে পারিলে। ভক্তি-যোগে ভক্ত ক্ষণকাল তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন, সেই ভক্তিযোগ সমুদায় জীবনে ব্যাপ্ত করিয়া অধিকতররূপে তাঁহার দর্শন পান। তিনি ভক্তের জীবন হইলে ভক্ত তাঁহাতে সকল সঁপিয়া দেয়; তাঁহা ভিন্ন কিছু জানে না, দেখে না। তাঁহার সহিত নিত্য সহবাসে ভক্তের জীবন সার্থক হয়।

প্রশ্ন। ঈশ্বর যদি সকল মনুষ্যকে সুখী করিতে চান, তবে এককালে সকলকে আপনার সহবাস দিয়া কেন কৃতার্থ না করেন?

উত্তর। তিনি তো সর্ব্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকিয়া সহবাস দিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমরা নিজে অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আর তিনি জড় পদার্থের ন্যায় কোন আত্মাকে আপনার সেবক ও সহবাসী করিতে চান না। আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহার দ্বারা আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে যাই, এই তাঁহার আদেশ ও নিয়ম। তিনি তো চান, এখনি আমাদিগকে মুক্তিদান করেন, কিন্তু স্বাধীনতা বাধা দেয়, এই জন্য বিলম্ব হয়। যখন স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার সহিত যোগ দিবে, তখনি আমাদিগের মুক্তি লাভ হইবে।

প্রশ্ন। ধর্ম্ম বা ঈশ্বরকে না মানিয়া পবিত্র বা সচ্চরিত্র হওয়া যায় কি না ?

উত্তর। পবিত্রতার আধার ঈশ্বর, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পবিত্রতা কোথায় ? কম্‌টীর শিষ্যেরা যে পবিত্রতার ভাণ করেন, তাহা মৌখিক ও অসার। দয়া, ন্যায়পরতা ও নির্দ্দোষিতা পবিত্রতা নয়; পাপ প্রলোভনের মধ্যে অটলভাবে পবিত্র-স্বরূপের দিকে অগ্রসর হওয়া পবিত্রতার পরীক্ষা। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাহা কি সম্ভবে ? আপনার বলে দুই দিবস চলিতে পারি, তৃতীয় দিনে পতন নিশ্চয়। ব্রাহ্মদের মধ্যে যাঁহারা উপাসনা ছাড়িয়া আপনার বলে ধার্ম্মিক হইতে গিয়াছেন, তাঁহাদের পতন হইয়াছে।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবার আবশ্যকতা লোকে কখন বুঝিতে পারেন ?

উত্তর। তাঁর উপর নির্ভর না করিলে আরাম ও শান্তি পাওয়া যায় না, আপনার চেষ্টায় দুর্জ্জয় পাপকে পরিত্যাগ করা যায় না, জীবনকে আর কোন প্রকারে সর্ব্বক্ষণ পুণ্যালোকময় রাখা যায় না, এই সকল বুঝিতে পারিলে তাঁর উপর নির্ভর না করিয়া থাকা যায় না। স্বীয় ইষ্ট দেবতার উপর নির্ভর করিয়া হিন্দুরা কত সময় বিপদ ও পাপ তাপ হইতে আরাম পান। যাঁহারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারেন, তাঁহারা এককালে নিশ্চিন্ত হন, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাদের জীবনের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের সকল আশা পূর্ণ করেন।

প্রশ্ন। আধ্যাত্মিক জগতের যোগ এ জীবনে কি প্রকারে বুঝা যায় ?

উত্তর। আধ্যাত্মিক এক অবস্থাপন্ন লোকে এক স্থানে দণ্ডায়মান হন এবং এক অঙ্গের চালনে সকলে আন্দোলিত হইয়া থাকেন। মফঃস্বলস্থ অনেক ব্রাহ্মের মুখে আমরা অবগত হইয়াছি, যখন তাঁহাদের মনে যে কোন নূতন গভীর ধর্ম্মভাবের আলোচনা আসিয়াছে, তাহার অনতিবিলম্বে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রভৃতি পত্রে সেই সকল বিষয় লিখিত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার কারণ এই যে, কলিকাতায় অনেক ব্রাহ্ম একত্রে যে ধর্ম্মভাব লইয়া বিশেষ আন্দোলন করেন, তাহা সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের মনকে আঘাত করিয়া থাকে। এই জন্য তাঁহারা 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রভৃতিতে হৃদয়ের অনুরূপ ভাব চিত্রিত দেখিতে পান এবং মৌখিক বা লিপিযোগে সংবাদ পাইবার অগ্রে হৃদয়ে সংবাদ পান। এক সময়ে লুথার, চৈতন্য, নানকের উদয়েরও এইরূপ কারণে অসম্ভব নয়। ইহলোক ও পরলোকের একভাবাপন্ন আত্মা সকলের পরস্পরের সঙ্গে এইরূপ ঘনিষ্ঠতা আছে।

প্রশ্ন। আধ্যাত্মিক সত্য সকল বুঝিবার উপায় কি ?

উত্তর। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যেরূপ, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানেও সেইরূপ বিনয়ী সাক্ষী হইয়া সত্যদর্শন করিতে হয়। আমরা নিজের যুক্তি বা কল্পনা-বলে কোন সত্যের উৎপত্তি বা লোপাপত্তি করিতে পারি না। আধ্যাত্মিক সত্য সকল অবধারণ করিতে হইলে অধিক ধৈর্য্য, আত্মসংযম ও বিনয় আবশ্যক।

প্রশ্ন। কেবল সামান্য অনুতাপই কি পাপের শাস্তি ?

উত্তর। প্রকৃত অনুতাপ কি, লোকে জানেনা বলিয়া অনুতাপকে অতি সামান্য মনে করে। ঘোরতর পাপ করিয়া মুখে একবার

বলিলাম, 'আমি বড় কুকর্ম্ম করিয়াছি, আর করিব না', আর অনুতাপ হইল, পাপ চলিয়া গেল, এরূপ মনে করা অত্যন্ত ভ্রম। অনুতাপের অর্থ আত্মা দগ্ধ হওয়া। আগুনে হাত দিলে যেমন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আর প্রাণান্তে তাহা স্পর্শ করিতে চাই না, পাপ করিয়া যদি সেইরূপ যন্ত্রণা পাই, হৃদয় যদি পাপকে সেইরূপ এককালে পরিত্যাগ করে, তবে অনুতাপ হইয়াছে বলা যায়। অনুতাপ যেমন পাপ হইতে মুক্ত করে, সেইরূপ পবিত্রতার জন্য হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া দেয়। অনুতাপের অশ্রুতে হৃদয় গলিয়া ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে মিলিত হয়।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা ১ম কল্প, ২৩ সংখ্যা, ১৮ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

২৫শে আশ্বিন, ১৭৯৪ শক ; বৃহস্পতিবার ; ১০ই অক্টোবর, ১৮৭২ খৃঃ।

প্রশ্ন। বলপূর্ব্বক কোন সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত বা অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার আছে কি না ? যদি থাকে, উহা কতদূর পর্য্যন্ত ?

উত্তর। কাহার স্বাধীনতা বিনাশ করিবার অধিকার কাহারও নাই। স্বামী বলিয়া স্ত্রীর উপরে তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে, এ কথা স্বীকার করা যায় না। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে উপদেশ দ্বারা সৎপথে প্রবৃত্ত এবং অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিবেন। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঈশ্বর এমনি একটী গূঢ় ক্ষমতা দিয়াছেন যে, সেই ক্ষমতার যথোচিত ব্যবহার করিতে পারিলে একজন আর এক-জনকে স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট না করিয়া সৎপথে প্রবৃত্ত বা অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন।

প্রশ্ন। স্ত্রী যদি কোন কুৎসিত স্থানে যাইতে চাহেন, তবে কি তাঁহাকে যাইতে দিতে হইবে ?

উত্তর। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সকল কার্য্য নির্ব্বিবাদে সাধন করা উচিত। শিশুসন্তানকে যেরূপ শাসন করা যাইতে পারে, স্ত্রীকে কখনও তদ্রূপ শাসন করা যাইতে পারে না। কোন মন্দ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাকে উপদেশ দিয়া সে কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইবে। তবে স্ত্রী যদি স্পষ্টতঃ কোন ভয়ানক বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছেন বুঝিতে পারা যায়, তবে কোন ব্যক্তি জলে ডুবিয়া মরিতে যাইলে তাহাকে যেমন বলপূর্ব্বক তাহা

হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হয়, এ সম্বন্ধেও তাহাই; তদপেক্ষা কিছুই ন্যূনাধিক নহে। ভয়ানক পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে স্বামীরও যেমন অধিকার, স্ত্রীরও তেমনি অধিকার আছে। আত্মা সম্বন্ধে নরনারীতে কোন প্রভেদ নাই। ঈশ্বর ধনী, দরিদ্র, দুর্ব্বল, সবল সকলকেই সে বিষয়ে সমান অধিকার দিয়াছেন।

প্রশ্ন। স্ত্রী অজ্ঞান কুসংস্কারাপন্ন হইলে, শিশুকে জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করিতে যেরূপ ব্যবহার করা যায়, তেমন ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না ?

উত্তর। মনে কর, স্বামী মূর্খ, স্ত্রী জ্ঞানবতী; এ স্থলে স্ত্রী যেরূপ স্বামীর প্রতি ব্যবহার করিবেন, স্বামীও ঠিক তেমনি ব্যবহার করিবেন। দুর্ব্বলের সহিত সবলের, ধার্ম্মিকের সহিত অধার্ম্মিকের, জ্ঞানীর সহিত মূর্খের ব্যবহার কি স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া হয় না ? পুরুষের বল সমধিক, ইহা বলিয়া বলপূর্ব্বক স্ত্রীকে স্বপথে আনিতে গেলে, আরও বিপদে পড়িতে হয়; কৌশলে স্বপথে আনয়ন করিতে হইবে। আমার অসুবিধা হয় বলিয়া, ন্যায়-পথকে কখনও খর্ব্ব করিতে পারি না।

প্রশ্ন। স্ত্রী যদি দুর্গোৎসবে যাইতে ব্যগ্র হন, তবে কি তাঁহাকে বাধা না দিয়া যাইতে দিতে হইবে ?

উত্তর। কেহ কোন কার্য্যে যথার্থ ব্যগ্র হইলে, সে সেকার্য্য করিবেই। আর শুদ্ধ যদি দুষ্টামি হয়, তবে বাধা পাইলেই তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে। স্ত্রী ভয়ানক কার্য্য করিতে যাইতেছেন, জানিলে বাধা দিতে পারি, অন্যতঃ নয়।

প্রশ্ন। স্ত্রী পৌত্তলিক, তিনি ব্রাহ্মণ-ভোজন কি অন্যবিধ অনুষ্ঠান করিতে চাহিলে, তাহাতে কি সাহায্য করিতে পারি ?

উত্তর। স্ত্রীর স্বীয় স্বাধীনতা-সূত্রে স্বকীয় অনুষ্ঠেয় কার্য্য করিতে অধিকার আছে। সুতরাং তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য মাসে মাসে কিছু টাকা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন কার্য্য সমুপস্থিত, তখন সে কার্য্যের জন্য কিছু দিতে পারি না। পূর্ব্বে তাঁহাকে যাহা কিছু নিয়মিতরূপে দেওয়া হইত, তিনি তাহা হইতে স্বীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

প্রশ্ন। স্ত্রী যদি খ্রীষ্টান হইতে যান, তবে তাঁহাকে বাধা দেওয়া যাইতে পারে কি না ?

উত্তর। যদি খ্রীষ্টধর্ম্মে যথার্থই তাঁহার মতি জন্মিয়া থাকে, তবে তিনি খ্রীষ্টান হইয়াছেন, তাঁহাকে আর বাধা দিলে কি হইবে ? দৃঢ় বিশ্বাস হইলে আর কেহ কাহাকে বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। বিশেষতঃ আমরা নিয়ত দেখিয়া আসিতেছি, বাধা দিলে বা প্রতিবাদ করিলে, দুর্ব্বল বিশ্বাসও দৃঢ় হইয়া উঠে।

প্রশ্ন। স্ত্রী যদি লোকানুরোধের বশবর্ত্তিনী হইয়া গৃহে পৌত্তলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে কি তাঁহাকে গৃহে তদনুষ্ঠান করিতে দেওয়া যাইতে পারে ?

উত্তর। বাসগৃহের উপরে উভয়েরই সমান অধিকার; সুতরাং তাঁহাকে গৃহেই অনুষ্ঠান করিতে দিতে হইবে।

প্রশ্ন। মাসিক ব্যয়াদি না দিয়া প্রকারান্তরে স্ত্রীকে কি পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে না ?

উত্তর। দৃঢ় প্রত্যয় (Conviction) কোন প্রকারেই বাধা

মানে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শুদ্ধ দুষ্টতা থাকিলেই বাধা মানে, অন্যতঃ নয়। ব্যয় বন্ধ কর, একজন কৃপণের স্ত্রী কৃপণের হাতে পড়িয়া যেমন অনুষ্ঠেয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ব্রাহ্মের স্ত্রীও তেমনি বিনা ব্যয়ে যে সকল পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হয়, তাহাই করিবেন। কোনরূপ বাধা তাঁহার নিকট কার্য্যকর হইবে না। শাসন বাধা সেখানে খাটে, যেখানে বৃথা আড়ম্বর।

প্রশ্ন। স্বামী ব্রাহ্ম, স্ত্রী অব্রাহ্ম অথবা স্ত্রী ব্রাহ্মিকা, স্বামী অব্রাহ্ম; ইঁহারা পরস্পরে কি প্রকার ব্যবহার করিবেন? এবং একজন অন্যজনকে অসত্য পথ হইতে কি প্রকারেই বা প্রতিনিবৃত্ত করিবেন?

উত্তর। পূর্ব্বে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারাই জানা যাইতেছে, স্ত্রী স্বামী উভয়েরই ক্ষমতা সমান। অতএব উভয়ে উভয়ের অবস্থাতে সমান ব্যবহার করিবেন। কখন উভয়ের মধ্যে যেন চেষ্টার শিথিলতা না হয়। বিশুদ্ধ নীতিবলে (Moral influence) একজন আর একজনকে অসত্য পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন। কোন প্রকার প্রভাব (Influence) বিস্তার না করা উদাসীনতা।

প্রশ্ন। পৌত্তলিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করা বা তদুপলক্ষে প্রতিনিধি দেওয়া যাইতে পারে কি না?

উত্তর। কখনও সেরূপ নিমন্ত্রণ রক্ষা করা যাইতে পারে না। ঠিক ব্রাহ্ম হইলে তাহাকে কেহ নিমন্ত্রণ করে না। মুসলমানকে কে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে? পৌত্তলিক নিমন্ত্রণ আসিলেই ফিরাইয়া দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন। বিজয়ার পর সাক্ষাৎ হইলে এদেশে প্রণাম নমস্কারের প্রথা প্রচলিত আছে; ব্রাহ্মগণ সেরূপ করিতে পারেন কি না?

উত্তর। বিজয়ার পর প্রণাম নমস্কার পৌত্তলিক ক্রিয়ার অঙ্গ-স্বরূপ; সুতরাং তাহাতে ব্রাহ্ম যোগ দিতে পারেন না।

প্রশ্ন। পৌত্তলিকের কোন প্রকার নিমন্ত্রণ কি আমরা রক্ষা করিতে পারি না?

উত্তর। পৌত্তলিক নিমন্ত্রণ, আর পৌত্তলিক ব্যক্তির নিমন্ত্রণ স্বতন্ত্র। পৌত্তলিক কার্য্যে যোগ দিবার জন্য যে নিমন্ত্রণ, তাহা সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মের অগ্রাহ্য; কিন্তু পৌত্তলিকধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি যদি অন্য উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহার সহিত পৌত্তলিকতার কোন যোগ না থাকে, তবে তাহা অবশ্য রক্ষা করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন। ব্রাহ্ম হিন্দু-খ্রীষ্টান-প্রভৃতিকে বিবাহ করিতে পারেন কি না?

উত্তর। একজন মাতাল স্ত্রীকে বিবাহ করিতে ব্রাহ্মের প্রবৃত্তি হয় কি না? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই ইহার উত্তর পাওয়া যায়। ঈশ্বরানুরক্ত উৎসাহী ব্রাহ্ম ধর্ম্মপথে তাঁর সঙ্গিনী পাইবেন, এইজন্য বিবাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মিকা ভিন্ন অন্য কাহাকে কেন বিবাহ করিবেন? স্ত্রী কেবল ভোগ্য বস্তু বা দাসীর ন্যায় নহেন যে, তিনি যাকে তাকে বিবাহ করিতে পারেন।

প্রশ্ন। ঈশ্বর আছেন বিশ্বাস আছে, অথচ ধ্যানের সময় কাহাকে ধ্যান করিতেছি, আশঙ্কা হয়; ইহা কিরূপে চলিয়া যায়?

উত্তর। ক্রমান্বয়ে ধরিয়া পড়িয়া থাকিলে আশঙ্কা চলিয়া যায়।

আমরা অনেকে অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি। পূর্ব্বে অনেকের সংশয় ছিল, এ পর্য্যন্ত সে সংশয় সম্পূর্ণ যায় নাই; সুতরাং উপাসনার সময় তাঁহাতে গিয়া সংশয় উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে এমন হয়, আমরা যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ধরিয়াছিলাম, বস্তুতঃ উহা ঈশ্বর নয়—কল্পনা। সুতরাং ধরিয়া পড়িয়া থাকিলে, স্বয়ং ঈশ্বরই উহার অসত্যতা দেখাইয়া দিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হন। অনেক সময়ে দর্শন পাইয়া আমরা অহঙ্কারী হই, তদ্দ্বারাও আবার দর্শন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। অল্পে অল্পে বিনীত প্রার্থনা ও উপাসনা করিতে করিতে পুনরায় সাক্ষাৎকার লাভ হয়। বাস্তব বিশ্বাস ধরিয়া পড়িয়া থাকিলে কোন ভয়ের কারণ নাই। যে কিছু কল্পনা কুসংস্কার থাকে, সকলি তিনি স্বয়ং সংশোধন করিয়া দেন। যত সংশয় চঞ্চলতা মধ্যমাবস্থায় হইয়া থাকে, ইহা কেবল বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার জন্য।

প্রশ্ন। আপদ্ বিপদের দিন তাঁহার আবির্ভাব বিশেষরূপে দেখিলাম। সেই বিপদের দিন না ভুলি, ইহার কোন উপায় আছে কি না?

উত্তর। যে বিষয় গত হইয়া গিয়াছে, তাহার স্মরণ অল্পে অল্পে কমিয়া যায়। ঘোরতর শোক উপস্থিত হইলে তাহা অল্পে অল্পে তিরোহিত হইয়া যায়। বিপদ্‌কে স্মরণ করিয়া রাখাও তেমনি অসম্ভব। অতএব ঈশ্বরকে যেদিন উজ্জ্বলরূপে দেখিয়াছিলাম, সেই দিন মনে রাখিয়া সেইরূপ দেখিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রশ্ন। ঈশ্বর সর্ব্বদা নিকটে আছেন, এ ভাবটী সর্ব্বদা কিরূপে জাগ্রৎ রাখা যায়?

উত্তর। সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ভাবা উচিত। পরে অল্পে অল্পে ঐ ভাবটী স্থায়ী হইয়া যাইবে।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা ১ম কল্প, ২৪ সংখ্যা, ২রা কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

২রা কার্ত্তিক, ১৭৯৪ শক; বৃহস্পতিবার; ১৭ই অক্টোবর, ১৮৭২ খৃঃ।

প্রশ্ন। আমাদিগের আত্মগরিমা (Self-sufficience) আছে, কিসে জানা যায়?

উত্তর। আমাদিগের পরস্পরের একতা নাই, ইহা আত্ম-গরিমার একটী প্রধান লক্ষণ। যেখানে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ভাব (Spirit) রাজত্ব করে, সেখানে কখনও অমিল থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভাব, চিন্তা, কার্য্য ভিন্ন সত্য বটে; কিন্তু এক ঈশ্বরের ভাবকর্তৃক পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিলে, বৈষম্য সত্ত্বেও ঐক্য হয়। যাহারা এক পিতার সন্তান, তাহারা পিতৃভাবে কেমন এক হয়। সত্যানুরাগ ও বিনয় সম্মিলিত হইলে অমিল থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একতা দেখিতে পাওয়া যায় না। পাঁচজন একত্র হইলেই কার্য্যকালে গোলযোগ বিরোধ উপস্থিত হয়। স্ব স্ব প্রধান হইয়া পরস্পর পরস্পরকে শাসন করিতে উদ্যত হন। আমাদের পরস্পরকে বুঝিবার এইজন্য এত অনৈক্য হয়। যদি আমরা সকলে এক রাজার প্রজা হইতাম, আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। তিনি আমাদের রাজা নন, স্ব স্ব বুদ্ধি আমাদিগের নেতা। বস্তুতঃ আমাদিগের জীবনে বুদ্ধির প্রাধান্য। আত্মনিহিত আলোকে আমরা সত্য দর্শন করি না, বুদ্ধি দ্বারা দেখি। আমি মনে করি, আমি খুব বুঝি, উনি বুঝেন না, ইহাই সর্ব্বনাশের কারণ।

প্রশ্ন। আত্মনির্ভর (Self-reliance) কি মন্দ?

উত্তর। আত্মনির্ভর অতি উচ্চ কথা। আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের

আলোক দর্শন করিয়া, অনন্যগতি হইয়া সেই আলোকের শরণাপন্ন হওয়াই প্রকৃত আত্মনির্ভর। কিন্তু আপনার বল বুদ্ধিতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি, ইহা আত্মগরিমা। ইহা অশেষ অনিষ্টের মূল।

প্রশ্ন। আমাদিগের আত্মগরিমা কি প্রকারে দূরীভূত হইতে পারে?

উত্তর। ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া ঈশ্বর আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, ব্রাহ্মগণের যদি এরূপ বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে আত্মগরিমা চলিয়া যাইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে সকল উদার সত্য প্রকাশ হইতেছে, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অতীত; সুতরাং আমাদিগের স্ব স্ব বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া, যিনি সত্যের প্রেরয়িতা, তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত। এরূপ হইলে আমরা কোন পুস্তক বা ব্যক্তি বিশেষের উপর যেরূপ অশ্রদ্ধাও করিতে পারি না, তেমনি আবার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাও করিতে পারি না। সত্য সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের উপরে গৌরব চলিয়া গিয়া, ঈশ্বরের উপর নির্ভর ও সমুদায় মনুষ্যের উপর শ্রদ্ধা হয়; সুতরাং আমাদিগের আত্মগরিমাও চলিয়া যায়।

প্রশ্ন। এরূপ করিলে কি সত্যের স্থলে ভ্রম আসিতে পারে না?

উত্তর। যদি ভ্রমও আইসে, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে সমুদায় ভ্রম চলিয়া যায়। স্বার্থপরতা প্রভৃতি রিপু দ্বারা মন বিকৃত হইলে, সত্যের প্রকৃত প্রভা আমাদিগের নিকট প্রকাশ পায় না। ঈশ্বরের সত্যজ্যোতি পাইলে ভ্রম অন্ধকার থাকিতে পারে না।

প্রশ্ন। সত্য এক হইলেও তাহার প্রয়োগ রীতিতে কি অনৈক্য হইতে পারে না?

উত্তর। রীতি প্রণালী লইয়া কোন দিন অমিল হয় না, অমিল মূলে হয়। মনে কর, আমাদিগের মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনত লইয়া অমিল হইল; এস্থলে যদি উভয় পক্ষ ঈশ্বরের অধীন হওয়াকে স্বাধীনতা বলিতেন, কোন অমিল থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। 'প্রথমতঃ স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, তোমরা সকলই প্রাপ্ত হইবে', এই নিয়ম অনুসারে স্ত্রীগণের হৃদয়ে প্রকৃতভাব উদ্দীপিত হইলে, তাঁহারা আপনাদের অবস্থা আপনারা বাহির করিয়া লইতেন। এখন আমরা তাঁহারা কিরূপে সুরক্ষিতা হইবেন বলিয়া চিন্তা করি, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ভাব প্রবেশ করিলে আপনারাই সুরক্ষিতা হইতেন। এখন আমাদিগের দেশের প্রথা কি? না, চোরকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া চুরি হইতে নিবৃত্ত করা; কিন্তু তাহাতে চুরির নিবৃত্তি না হইয়া অনেক স্থলে বৃদ্ধি হয়। স্ত্রীগণকে বাহিরেই লইয়া যাও, আর গৃহেহ বদ্ধ করিয়া রাখ, মূল যে পর্য্যন্ত বিশোধিত না হইতেছে, সকলই বিফল। কিন্তু অমিল আমাদিগের এই মূলে।

প্রশ্ন। সত্য কি প্রকারে লাভ করা যায়?

উত্তর। বিনম্র না হইলে কখনও সত্য মিলে না। সত্য পাইলে নিঃসংশয় হওয়া যায়। যদি কোন একটী সত্যের বিষয় শুনিলাম, অথচ বুঝিতে পারিলাম না, তাহা হইলে বিনম্রভাবে প্রার্থনা করিতে থাকিলে তাহা অবশ্য বুঝিতে পারা যায়।

প্রশ্ন। সত্য লাভ করিলাম, কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায়?

উত্তর। সত্যের একটি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি আছে। তাহাকে

লাভ করিলে যদি তজ্জন্য সমুদায়ও পরিত্যাগ করিতে হয়, মনুষ্য তাহাই করিতে প্রস্তুত হয়। লোকে স্বার্থপরতার সহিত যোগ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে যায়, সুতরাং মহা ভ্রমে পতিত হয়।

প্রশ্ন। সরলতা কাহাকে বলে এবং ইহার সাধনের উপায় কি?

উত্তর। ঈশ্বরের উপরে সর্ব্বদা নির্ভরের বিষয় যে উল্লিখিত হইল, তাহাই প্রকৃত সরলতা। শিশু তাহার মাতার উপরে সমস্ত বিশ্বাস স্থাপন করে, কখন সংশয় করে না, উহাই শিশুর সরলতা। সকল বিষয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর রাখিবার জন্য যত্নই উহার সাধন।

প্রশ্ন। ঈশ্বর আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য, তাহাতে সর্ব্বদা কেন মন স্থির রাখিতে পারা যায় না?

উত্তর। পাপ আমাদিগের হৃদয়কে লক্ষ্য হইতে দূরে লইয়া যায়।

প্রশ্ন। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি যে ষড়রিপুর কথা শুনা যায়, উহারা সকলই কি ঈশ্বর-প্রদত্ত?

উত্তর। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি প্রবৃত্তি ছয়টি, কি দশটি, কি পনেরটি, ইহার কোন নির্দ্ধারণ নাই। তবে এই কথা বলা যায় যে, উহারা স্বভাব-সিদ্ধ; সুতরাং ঈশ্বরপ্রদত্ত। নিজে উহারা কেহই মন্দ নহে। ঐ সকলকে আমরা যথোচিতরূপে ব্যবহার করিতে পারি না, এই জন্যই উহারা মন্দরূপে পরিণত হয়।*

---

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ১ম কল্প, ২৫ সংখ্যা, ৯ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

৯ই কার্ত্তিক, ১৭৯৪ শক ; বৃহস্পতিবার ; ২৪শে অক্টোবর, ১৮৭২ খৃঃ।

প্রশ্ন। ধর্ম্মজীবনে শুষ্কতার সময়ে পূর্ব্বের আদেশ অনুসারে কার্য্য করা যায় কি না ?

উত্তর। আদেশ সকল অপরিবর্ত্তনীয়। সাধারণতঃ তাহারা জীবনের সকল অবস্থায় খাটে; মধ্যে মধ্যে বিশেষ অবস্থানুসারে বিশেষ আদেশ আসিয়া থাকে। ঈশ্বর একবার একটি আলোক প্রকাশ করিয়া আমাদের জীবনের পথ দেখাইয়া দিলেন, অন্ধকারে পড়িলেও সেই পথে চলিতে থাকিব। বিশ্বাসকে সঙ্গের সঙ্গী করিয়া রাখিব। তাহা সরল না হইলেও কঠোর কর্ত্তব্য বলিয়া সাধন করিতে হইবে।

প্রশ্ন। যে অবস্থায় কোন আদেশের বিশ্বাসও ধরিয়া চলিতে পারি না, সে অবস্থায় কি করিব ?

উত্তর। বিবেক যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া দিবে, তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে ঈশ্বরের যোগে ধর্ম্ম-জীবন সরস রাখিবার জন্য জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা বিশ্বাসপূর্ব্বক অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে।

প্রশ্ন। হৃদয়ের প্রেম-সরোবর যখন শুকাইয়া যায়, তখন ঈশ্বরের সহিত যোগ কিরূপে হইবে ?

উত্তর। এমন লোক কেহ নাই, যাহার জীবনের কোন ঘটনায় ঈশ্বরের বিশেষ করুণা প্রকাশিত হয় নাই। আমরা দেখি না বলিয়া তাহা ধরিতে পারি না। আফ্রিকার মরুভূমিতে ভ্রমণ

করিতে করিতে কোন পথিক অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেখি-লেন, একখণ্ড প্রস্তরে শেওলা জন্মিয়াছে। ইহা দেখিয়া পথিক চমৎকৃত হইয়া মনে করিলেন, 'যিনি নীরস প্রস্তরে শেওলা করিয়াছেন, তিনি কি এই মরুভূমিতে আমার প্রাণরক্ষা করিবেন না?' এই বলে বলী হইয়া তিনি আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবিলম্বে আহার ও বিশ্রামস্থান পাইলেন। আমাদের জীবন যত শুষ্ক হউক না, তাহাতে ঈশ্বরের কিছু না কিছু করুণা অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত যোগ করিতে পারি।

প্রশ্ন। সকলের পক্ষে কি এক অবলম্বন খাটিতে পারে?

উত্তর। বিপদ্-সঙ্কুল পরীক্ষা-সাগরে কিছু অবলম্বন ভিন্ন বাঁচা যায় না, একগাছি তৃণ ধরিয়াও রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোকের জীবন যেমন ভিন্ন ভিন্ন, অবলম্বনও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন। ফল কথা এই, ঈশ্বর আমাকে এক সময়ে করুণা করিয়াছেন, যখন নিশ্চয় জানি, তখন আবার নিশ্চয় করিবেন। তাঁহাকে নির্দ্দয় দেখিলেও দয়াময় বলিব। এই বিশ্বাস ধরিয়া চলিলে শুষ্কতা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন। আমরা পরীক্ষা প্রলোভনে কেন পড়ি?

উত্তর। পরীক্ষা প্রলোভন আবশ্যক। আমাদের আত্মার বীর্য্য প্রকাশ ও উন্নতির জন্য ঈশ্বর তাহা প্রেরণ করেন। যখন আমরা নিদ্রিত থাকি, শত্রু সকল আক্রমণ করিয়া আমাদিগকে জাগাইয়া দেয়। যখন অলস, নিরুদ্যম ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি, পরীক্ষা প্রলোভন আসিয়া আমাদিগের বিপদ্ দেখাইয়া দেয়, আমরা সচেষ্ট হইয়া শত্রুসকল দমনপূর্ব্বক ধর্ম্মপথে অগ্রসর হই। শান্তভাবে দশ

বৎসর ধর্ম্মসাধন করিয়া যত না ধর্ম্মবল সঞ্চয় করা যায়, একটী বিশেষ পরীক্ষা প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলে তদপেক্ষা অধিক বল উপার্জ্জন করা যায়।

প্রশ্ন। যিনি একবার ব্রাহ্ম হইয়াছেন, তিনি অব্রাহ্ম হইয়া সুখী হইতে পারেন কি না?

উত্তর। ব্রাহ্মধর্ম্মে একবার যাঁহার প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া কখনই সুখী হইতে পারেন না। পরীক্ষা প্রলোভনে পড়িয়া অনেককে ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়িয়া পৌত্তলিক হইতে দেখা যায়; কিন্তু তাঁহারা বাহিরে যত কপটতার পরিচয় দিউন, অন্তরে আত্মগ্লানির হস্ত হইতে সহজে যে মুক্ত হইবেন, কখনই বোধ হয় না। আর যে সকল ব্রাহ্ম ঈশ্বরের পথের সুখ একবার আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা সে পথ ছাড়িয়া সংসারে গিয়াও যে সুখী হইবেন, কখনও আশা করা যায় না। তাঁহাদিগের অন্তর চিরকাল হাহাকার করিবেই করিবে।

প্রশ্ন। এমন কি কেহ থাকিতে পারে না, যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও মনের সুখে আছে?

উত্তর। আপনার জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে হরণ না করিলে আর সেরূপ হইতে পারে না। যাহারা সুরাপানাদি করিয়া হতচেতন বা বিকৃতচিত্ত হইতে পারে, তাহাদিগের পক্ষেই এরূপ হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন। কতকগুলি ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষসমাজে আনিয়া স্বাধীনতা দিবার জন্য মহা ব্যস্ত হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের সে চেষ্টা আর দেখা যায় না কেন?

উত্তর। অন্ধ উৎসাহে বা বাহাদুরী দেখাইবার জন্য যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহার গতিকই এইরূপ। যাঁহারা ঈশ্বর বা বিবেকের আদেশে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহারা প্রাণান্তেও তাহা পরিত্যাগ করেন না। যাঁহারা বলপূর্ব্বক স্ত্রীগণকে আপনাদের ইচ্ছানুরূপ স্বাধীনতার পথে টানিয়া লইয়া যাইতে পারেন, তাঁহারা অত্যাচারপূর্ব্বক তাহাদিগকে আপনাদিগের পদানত করিতেও পারেন, ইহা নিশ্চয় কথা।

প্রশ্ন। কোন ব্রাহ্ম যদি পৌত্তলিক মতে পুত্র কন্যাদির বিবাহ দেন, সে স্থলে ব্রাহ্মেরা যাইতে পারেন কি না?

উত্তর। প্রকৃত পৌত্তলিকের বিবাহে আত্মীয়তা প্রদর্শন জন্য আবশ্যক হইলে বরং ব্রাহ্ম যাইতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্ম যেখানে আপনার বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ঈশ্বরের অবমাননা ও ব্রাহ্ম-সমাজের কলঙ্ক ঘোষণা করেন, সেখানে ব্রাহ্মের যাওয়া কখন বিধেয় নহে।

প্রশ্ন। যদি পৌত্তলিক মতে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়, ব্রাহ্মেরা নবদম্পতির কুশলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারেন কি না?

উত্তর। জগতের সকলের কুশলই ব্রাহ্মগণের প্রার্থনীয়, সুতরাং যেরূপে বিবাহিত হউক, দম্পতির কুশল প্রার্থনা অবশ্যই করা যাইতে পারে। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা যদি পৌত্তলিক মতে বিবাহ করেন, তাঁহাদিগের জন্য বিশেষরূপে প্রার্থনা করা আবশ্যক এবং তাঁহারা যাহাতে দুর্ব্বলতা ও পাপ হইতে উদ্ধার হইতে পারেন, তজ্জন্য ব্রাহ্মদিগের বিশেষরূপে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। ধর্ম্মকে সুবিধার বস্তু করিয়া লইলে সে ধর্ম্মের পতন হয় কি না?

উত্তর। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন, এখন সকল ধর্ম্ম সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে, ক্রমে আরো সংক্ষিপ্ত হইয়া বিনাশ পাইবে। খৃষ্টধর্ম্মে আগে কত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইত, এখন সপ্তাহান্তে একবার গির্জ্জায় উপস্থিত হইতে পারিলে যথেষ্ট। মুসলমানদিগের ধর্ম্মযুদ্ধে কত কষ্ট সহ্য কবিতে হইত, এখন নমাজের সময় বার কত উঠা বসা করিতে পারিলে হয়। বৈষ্ণবদিগের দেশ বিদেশে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে এবং সকলের প্রতি প্রেম বিস্তার করিতে হইত, এখন কণ্ঠী ও তিলক ধারণ করিলেই হয়। আর হিন্দুদিগের আগে যাগ যজ্ঞ তপস্যা কত কঠোর সাধন ছিল, এখন যা ইচ্ছা তাই কর, মুখে 'আমি হিঁদু' বলিলেই হয়। বস্তুতঃ গভীররূপে ধর্ম্মজগতের অবস্থা আলোচনা করিলে বোধ হয়, ধর্ম্মের কঠিন অংশ ছাড়িয়া দিয়া লোকে আপনাদিগের সুবিধা অনুসারে বাহ্যিক সহজ অংশ টুকু ধরিয়া থাকিতে সচেষ্ট; ভীরু ধর্ম্মযাজকেরাও তাহাতেই সন্তুষ্ট, ইহাতে ধর্ম্মের পতন নিশ্চয়ই হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম এবং সাধনের ধন, ইহাকে সুবিধার বস্তু করিলে আপনাকে প্রতারণা করা হয়।

প্রশ্ন। সঙ্গতে একবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, প্রত্যেক ব্রাহ্মকে পরিবার-সাধনের জন্য প্রতিদিন অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময় দিতে হইবে; ছাত্রেরা এ বিষয়ে কিরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন?

উত্তর। পরিবার-সাধনের অর্থ সংসারকে ঈশ্বরের রাজ্য করা এবং যে সকল মনুষ্যের সহিত সর্ব্বক্ষণ সহবাস করা যায়, তাঁহাদিগকে

ঈশ্বরের পুত্র কন্যারূপে দেখিয়া তাঁহাদিগের সহিত আচরণ করা। ছাত্রেরা যেখানে থাকুন, যাহাদিগের সহবাস করুন, এই লক্ষ্য রাখিয়া চেষ্টা করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

প্রশ্ন। ছাত্রেরা নানাবিধ জ্ঞানালোচনাতেই ব্যাপৃত, তাঁহারা জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য কিরূপে সাধন করিতে পারেন?

উত্তর। পুরাণে কথিত আছে, প্রহ্লাদ 'ক' অক্ষর দেখিয়াই কাঁদিয়াছিলেন, তিনি তাহার মধ্যে তাঁহার ঈশ্বরের মূর্ত্তি এমন দেখিলেন যে, তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া গেল। এ কথার অর্থ আছে। ঈশ্বর যদি আমাদের লক্ষ্য থাকেন, আমরা যে কার্য্য করিতে যাই, তাহার মধ্যে তাঁহার দর্শন পাই। কোন জ্ঞান তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। সাধারণতঃ কাব্য নাটককে যে নিতান্ত ধর্ম্মশূন্য এবং ধর্ম্মার্থীদিগের পাঠের অযোগ্য বিবেচনা করা হয়, তাহার মধ্যে মানব-প্রকৃতির বিচিত্র ভাব চিত্রিত দেখা যায়; সুতরাং তন্মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত ও তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেমিক ছাত্র তাঁহার সহবাসে অপার সুখ সম্ভোগ করেন।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা ১ম কল্প, ২৬ সংখ্যা, ১৩ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

১৬ই কার্ত্তিক, ১৭৯৪ শক; বৃহস্পতিবার; ৩১শে অক্টোবর, ১৮৭২ খৃঃ।

প্রশ্ন। বকল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারেরা ধর্ম্ম ছাড়িয়া কেবল জ্ঞানের অনুশীলন করিতে বলেন কেন?

উত্তর। তাঁহারা বলেন, "Religion বা ধর্ম্মের অর্থ, যাহা দ্বারা জনসমাজকে একসূত্রে বন্ধন করা যায়; কিন্তু ধর্ম্ম মনুষ্যদিগকে পরস্পরের সহিত না বাঁধিয়া বিচ্ছিন্ন করিতেছে। আর ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ, নরহত্যা ও নানাবিধ অত্যাচার সংঘটিত হইতেছে; অতএব ধর্ম্মদ্বারা জগতের অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই। কিন্তু জ্ঞান দ্বারাই পৃথিবীর উন্নতি। প্রথমে লোকে অসভ্য ছিল, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ (Knowledge is power) জ্ঞানেরই ক্ষমতা, জ্ঞানবলে কি না সম্পন্ন করা যায়? অতএব বৃথা ধর্ম্মের গোলযোগ ছাড়, ক্ষেত্রতত্ত্ব রসায়নবিদ্যা পড়, যত পার জ্ঞানের চর্চ্চা কর।"

প্রশ্ন। ধর্ম্মদ্বারা কি জগতের যথার্থই অনিষ্ট হইতেছে?

উত্তর। মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল প্রবৃত্তি অপেক্ষা প্রবল। যে বস্তুর যত বল, তাহার ভাল অথবা মন্দকার্য্য করিবার ক্ষমতা তত অধিক। ইহা প্রকৃতিস্থ থাকিয়া ঠিক পথে চলিলে অসীম মঙ্গল, বিকৃত ও বিপথগামী হইলে অশেষ অমঙ্গল উৎপাদন করে। কিন্তু ধর্ম্মদ্বারা মঙ্গল না হইয়া যে অমঙ্গল হয়, সে মনুষ্যের দোষে, তাহা বলিয়া ইহাকে দূরীভূত করা যায় না। মনুষ্য-সমাজে যত অত্যাচার ও অমঙ্গল ঘটিতেছে, সকলই স্বাধীনতার অপব্যবহারে; তা বলিয়া

কোন্ ব্যক্তি এমন নির্ব্বোধ যে, সকল অনিষ্টের কারণ বলিয়া স্বাধীনতাকে লোপ করিবে? বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি যাহারা জগতের প্রাণ, সময় সময় তাহাদের দ্বারা সর্ব্বনাশ হইতে দেখিয়াও, কে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারে? অতএব মানবসাজের সর্ব্বমঙ্গলনিদান ধর্ম্ম হইতে আমাদের দোষে সময় সময় দুর্ঘটনা হয় বলিয়া, তাহা কখন পরিত্যজ্য হইতে পারে না।

প্রশ্ন। জ্ঞান দ্বারা কি পৃথিবীর সকল অভাব দূর ও সকল উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে?

উত্তর। জ্ঞানদ্বারা যে জগতের অশেষ উপকার হয়, কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু জ্ঞানদ্বারা মনুষ্যের সকল অভাব দূর এবং সকল উন্নতি সিদ্ধ হয়, এ অজ্ঞানের কথা। বকলের অপেক্ষা উচ্চমত প্রকাশ হইতেছে এবং ইউরোপের জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার কারতেছেন, (Intellectualism) কেবল জ্ঞানদ্বারা জগতের উন্নতি হয় না; হৃদয়ের কর্ষণ দ্বারা হৃদয়ের ভাল ভাব সকল যাহাতে সঞ্চিত হয়, তৎপ্রতি যত্ন করা আবশ্যক। 'কমট' যে সকল কথা অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার অনুরক্ত শিষ্য 'লুইস' প্রভৃতি তাহা স্বীকার করিয়া জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের যোগ সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন।

প্রশ্ন। কম্‌ট কি ধর্ম্ম এককালে অগ্রাহ্য করেন?

উত্তর। কম্‌ট প্রথমে জ্ঞানসর্ব্বস্ব ছিলেন এবং জ্ঞানানুশীলন দ্বারা জগতে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দেন। কিন্তু আমরা তাঁহার বিষয়ক আখ্যায়িকাতে পাঠ করিয়াছি, পরে কোন ঘটনা বিশেষ দ্বারা তাঁহার মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তিনি পরে

জ্ঞানের অসারতা স্বীকার করেন এবং হৃদয়ের উন্নতিই মনুষ্যের প্রধান কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এই কারণে মাতা, স্ত্রী এবং কন্যা এই ত্রিমূর্ত্তির পূজার বিধি দেন। তাঁহার হৃদয়ের ভাব যত খুলিতে লাগিল, তত তিনি ধর্ম্মের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে লাগিলেন। তিনি যে সকল উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ্য বলিয়া স্থির করেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের নাম ও ধর্ম্মভাব পূর্ণ একখানি গ্রন্থ তাঁহার সমধিক আদরণীয় ছিল। তিনি জীবনের শেষ অবস্থায় ধর্ম্মভাবে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ সকল লিখিয়া যান। এ সকল দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বলব্ধ অসীম খ্যাতি লোপ হইবার আশঙ্কায় তাঁহার পত্নী এ সকল প্রচার করিতে দেন নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নাস্তিক ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া তাঁহার যে অপবাদ আছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

প্রশ্ন। লুইস প্রভৃতি পণ্ডিতেরা কি বলেন?

উত্তর। তাঁহারা বলেন, মনুষ্যের হৃদয়ের উন্নতি সাধন প্রধান কার্য্য এবং মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ না পাইলে তাহা সম্পন্ন হয় না। এই জন্য তাঁহারা ঈশ্বরোপাসনার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রশ্ন। জ্ঞানশিক্ষার সহিত ধর্ম্মভাবের উন্নতি কিরূপে লাভ করা যায়?

উত্তর। জ্ঞানের নানা শাখা আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ ভাবে, কতকগুলি পরোক্ষভাবে মনের উপর কার্য্য করে। ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পাঠ করিলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মভাব সংগ্রহ করা যায়, অন্যান্য শাস্ত্র উপায় বিশেষ দ্বারা ধর্ম্মোন্নতির সহায়তা করে। অঙ্কবিদ্যা

অনুশীলন দ্বারা ধৈর্য্য, সত্যানুরাগ, সুপ্রণালী অনুসারে পরিষ্কাররূপে বুঝিবার শক্তি লাভ হয়; তাহাতে মন যে পরিমাণে উন্নত হয়, ধর্ম্মানুসন্ধানে সেই পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিজ্ঞানশাস্ত্রের কৌশল ও অখণ্ড নিয়ম সকল শিক্ষা করিয়া ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান ও মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্য অধ্যয়ন দ্বারা কবিত্বের আস্বাদন পাইয়া ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের কবিত্বে পরিপূর্ণ দেখা যায়। এইরূপে জ্ঞানের যে বিভাগে প্রবেশ করি, তাহার সকল সত্যে তাঁহার সত্যস্বরূপ উপলব্ধ হয় এবং ধর্ম্মানুরাগীর হৃদয়কে প্রেম ভক্তিতে উন্মত্ত করিয়া তোলে। বস্তুতঃ প্রত্যেক সত্যে ঈশ্বরের (Communion) সহবাস লাভ করা যায়, এ কথা অতি যথার্থ।

প্রশ্ন। এখনকার অনেক বিজ্ঞানবেত্তা ঈশ্বর না মানিয়া, স্বভাব ও স্বভাবের নিয়ম মানেন, সে কিরূপ ?

উত্তর। যাঁহারা গভীররূপে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহারা এই জগতে জগতের সকল ঘটনার নিয়ামক জগতের অতীত এক শক্তি স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই শক্তির অপার জ্ঞান ও অসীম মঙ্গল ভাব বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রকাশিত রহিয়াছে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন প্রেমসম্পন্ন এক শক্তি যদি স্বীকার করা হইল, তবে ঈশ্বর-স্বীকারের আর কি অবশিষ্ট রহিল ? বিজ্ঞানবিদেরা (Law) নিয়ম, (Vitality) জীবনীশক্তি, (Method) প্রণালী, (Active Principle) জীবন্ত কারণ ইত্যাদিকে জগৎকার্য্যের কারণ বলেন। সূক্ষ্মরূপে দেখিলে ইহা ঈশ্বর-শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র। আশ্চর্য্য! লোকে একই পদার্থকে ভিন্ন কথায় বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মনে করে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবেও তাহা

গ্রহণ করে। ধর্ম্মশাস্ত্রের শব্দকে যাঁহারা কুসংস্কার-সূচক বলেন, বৈজ্ঞানিক ভাষায় সেই শব্দ বুঝাইয়া দিলে গ্রহণ করিতে আর কোন আপত্তি করেন না। অতএব বিজ্ঞানবিদ্দিগকে ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা বুঝাইতে হইলে, তাঁহাদিগের ভাষায় তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হয়। তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বভাবে ঈশ্বরকে প্রকাশিত দেখিয়া তাঁহার পূজা করিবেন এবং স্বভাবের নিয়মেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান হইবেন।

প্রশ্ন। অঙ্কশাস্ত্র যেমন সহজে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র তেমন বুঝা যায় না কেন?

উত্তর। যে শাস্ত্র যত উচ্চ, তাহা তত জটিল, সুতরাং বুঝিতে তত কঠিন। অঙ্কশাস্ত্র অপেক্ষা জড়বিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান অপেক্ষা শারীরবিজ্ঞান, তদপেক্ষা মনোবিজ্ঞান, এবং তদপেক্ষা আত্মতত্ত্ব বুঝা কঠিন। কিন্তু অঙ্কের নিয়ম সকল অপরিবর্ত্তনীয় এবং শারীরিক নিয়মের পরিবর্ত্তন দেখা যায়, একারণ অঙ্ক অপেক্ষা শারীরবিজ্ঞানকে অসত্য বলা যায় না, দুরূহ বলা যায়; ইহাতে অবস্থাভেদে এক নিয়মের অন্তর্ভূত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়ম আসিয়া তাহার কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া দেয়। উচ্চতর শাস্ত্রে এরূপ আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়ম কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রশ্ন। ইতিহাস পাঠ করিলে কত শত যুদ্ধ, হত্যার মনুষ্যরক্তে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছে দেখা যায়; ইহাতে ঈশ্বরের হস্ত কিরূপে অনুভব করা যাইতে পারে?

উত্তর। যুদ্ধ, হত্যা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর ঘটনা দ্বারা ঈশ্বর শিক্ষা দেন যে, মনুষ্যের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলে অথবা জাতি

সকল পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদ করিলে এত অকল্যাণ হয়। তিনি আমাদের পাপে লিপ্ত নন, অথচ পাপের মধ্য হইতে শিক্ষা দান ও যেরূপ হউক শুভফল বিধান করেন। রোমের পতন কখন হইল? যখন তাহাদের মধ্যে Epicurean নামে চার্ব্বাক মত প্রচলিত হইল এবং লোক সকল অলস ও ভোগবিলাসী হইয়া পড়িল। ঈশ্বর এক বৃহৎ ঘটনার দ্বারা সমুদয় জগৎকে চিরকালের জন্য সতর্ক করিয়া দেন।

প্রশ্ন। ধর্ম্মজীবনের বর্ত্তমান প্রণালীর ফল ঠিক ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে, তাহা কি বলা যায়?

উত্তর। জীবনের পথে এমন স্থান আছে, যেখানে উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব ঘটনা সকলের সহিত বর্ত্তমান জীবনের স্পষ্ট যোগ উপলব্ধি হয় এবং বর্ত্তমান জীবন পূর্ব্ব জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া প্রতীত হয়। ইহা হইলে বর্ত্তমানের সহিত ভাবী জীবনের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আছে, তাহার সন্দেহ কি? তবে আমাদিগের জীবনের মধ্যে পদে পদে স্বাধীনতা ব্যতিক্রম ঘটাইতেছে, এজন্য কারণ কিরূপে কতদিনে কার্য্যে পরিণত হইবে, বলা সুকঠিন।

প্রশ্ন। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা জ্ঞানানুশীলন বিষয়ে ব্রাহ্মের প্রাধান্য কি?

উত্তর। ব্রাহ্ম জানেন, আমার মূল বিশ্বাস সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কোন জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে ভীত বা সঙ্কুচিত নহি। নাস্তিকতা, প্রকৃতিবাদ, মায়াবাদ, সকলকে অধীন করিয়া, সকলের অভ্যন্তর হইতে সত্য বাহির করিয়া, তাহাদের কেহ যাহা দিতে পারে নাই, এমন উচ্চতর সত্য জগৎকে দিতে পারিব।

The whole world is our Revelation—সমুদায় জগৎই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। সকল সত্যই গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আশা সর্ব্বোচ্চ, ইহাতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, হৃদয়ের উন্নতির পরাকাষ্ঠা; কিন্তু ব্রাহ্মকে যে যাহা বলে, তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। ঈশ্বরের আলোক যাহা আপনার মধ্যে পাইয়াছেন, তদ্দ্বারা সত্য নির্ব্বাচন করিয়া লন।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ১ম কল্প, ২১ সংখ্যা, ২৩শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

২৩শে কার্ত্তিক, ১৭৯৪ শক ; বৃহস্পতিবার ; ৭ই নভেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ।

প্রশ্ন। যে পরিমাণে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, সে পরিমাণে ভাবের হ্রাস হয় কি না ?

উত্তর। জ্ঞান, ভাব ও কার্য্য এই তিনের সামঞ্জস্যই ব্রাহ্ম-জীবনের প্রকৃত অবস্থা। এ তিনই পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে। মনে কর, আমি জানিলাম, এক ব্যক্তি যথার্থ দুঃখী, অমনি মনে দয়া হইল এবং তৎক্ষণাৎ দুঃখীকে সাহায্য দান করিয়া তাহার দুঃখ মোচন করিলাম। ইহা না হইলে আমার মন বিকৃত অবস্থাপন্ন।

প্রশ্ন। একজন মূর্খ চাষা লোকের দুঃখ বা সুখ হইলে সে যেমন কাতরতা বা আহ্লাদ প্রকাশ করে, একজন জ্ঞানী লোককে তেমন করিতে দেখা যায় না কেন ?

উত্তর। বাহিরের ভাব ভঙ্গী প্রকাশ দেখিয়া এক ব্যক্তির মনের ভাব ঠিক পরিমাণ করা যায় না। সামান্য ভাবই কথা বা বাহিরের নিদর্শন দ্বারা প্রকাশ করা যায়; কিন্তু ভাব যত গভীর হয়, তাহার উপযোগী কথা তত কম পাওয়া যায়। বিশেষতঃ অজ্ঞান লোকেদের ধারণাশক্তি নাই, এইজন্য তাহাদের অল্পভাবের প্রকাশ অধিক হইয়া পড়ে; জ্ঞানবান্ লোকের ভাব যত অধিক হয়, তাহা অন্তরে চাপিয়া রাখেন, ভাব গাঢ় হইতে থাকে। আর একটী কথা এই, অজ্ঞানী লোকে কিছু বুঝে না বলিয়া সামান্য সাংসারিক সুখে দুঃখে অস্থিরতা প্রকাশ করে; জ্ঞানী লোক

মূল পর্য্যন্ত তলাইয়া বুঝিয়া সে সকল স্থলে ধৈর্য্য অবলম্বন করেন।

প্রশ্ন। ধর্ম্মের ভাব বাহিরে প্রকাশ দেখিলে এক ব্যক্তিকে কি খুব ধার্ম্মিক বলা যায় না?

উত্তর। আমরা বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেককে দেখি, এক এক সময় ধর্ম্মে উন্মত্ত—হাস্য, ক্রন্দন, নৃত্য, দশাপ্রাপ্তি সকলি হয়, কিন্তু তাহাদের জীবনে বিপরীত ভাব দর্শন করা যায়। হাসা কাঁদা সহজে হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের স্থায়ী গভীর ভাব অন্তরে উপার্জ্জন করা কঠিন সাধনের ফল। ভাবকে জ্ঞান দ্বারা সংশোধিত এবং কার্য্য দ্বারা বদ্ধমূল না করিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

প্রশ্ন। কেবল জ্ঞান, কি ভাব, কি কার্য্য করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে গেলে ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয় কি না?

উত্তর। তাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকৃত ধর্ম্মের সাধন হয় না। কেবল জ্ঞান সার করিলে কল্পনার অন্ধকারে গিয়া নিমগ্ন হইতে হয়, কেবল ভাব লইয়া উন্মত্ত হইলে অস্থায়ী অসার জীবন লাভ হয়, কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলে হৃদয় মন শুষ্ক হইয়া যায়।

প্রশ্ন। হৃদয়ে দয়ার ভাব যদি উত্তেজিত হয়, আর তাহা কার্য্যে পরিণত না হয়, তাহাতে দোষ হয় কি না?

উত্তর। যে ভাব কার্য্যে পরিণত না হয়, তাহা ক্রমে কঠোর হইয়া যায় এবং পুনরায় তাহা উদ্দীপন করা কঠিন হয়। এই কারণে বালকদিগের কাব্য আদি অধিক পাঠ করা অনেক নীতিবেত্তার অভিমত নহে।

প্রশ্ন। কোন দুঃখীকে দেখিয়া প্রথমে কেমন দয়া হয়, পরে তাহা ক্রমশঃ কমিয়া যায় কেন?

উত্তর। হৃদয় যদি যথার্থ দয়াশীল হয়, দয়ার ভাব কখনও কমে না। তবে পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, ভাব অল্প বা নূতন হইলে, বাহিরে তাহার চিহ্ন প্রকাশ অধিক দেখা যায়; ক্রমে যত গাঢ় হয়, তাহা অন্তরের মধ্যে থাকিয়াই কার্য্য করে। হাউয়ার্ড প্রভৃতির ন্যায় দয়ালু মহাত্মাদিগের দয়ার ভাব কখন কমিয়াছিল, এরূপ শুনা যায় না। তাঁহারা প্রতিবাসী হইতে স্বদেশবাসী এবং স্বদেশবাসী হইতে পৃথিবীর সকল লোকের দুঃখদূরীকরণার্থ চিরকাল উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রশ্ন। দয়ার ভাব মনে না আসিলে দয়ার কায্য করা আমাদের উচিত কি না?

উত্তর। ভাবের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে পারি না এবং ভাব তত দেখিবার বস্তু নয়। আমরা কর্ত্তব্য (Principle) ধরিয়া কাজ করিয়া যাইব। কাজ করিতে কবিতে ভাব আইসে এবং সেই ভাব হৃদয়ে গাঢ় হইয়া চিরকাল কার্য্যের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। ইচ্ছাকে কর্ত্তব্যের অনুগত করিলে, ক্রমে যা কর্ত্তব্য তাই ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা তাই কর্ত্তব্য হয়; ধর্ম্মসাধন নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। যাহারা যৌবনের ভাব ও উৎসাহের উপর নির্ভর করিয়া দয়াশীল বা ধর্ম্মশীল হয়, যৌবন গত হইলে তাহাদের দয়া ও ধর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়ে। যাঁহারা কর্ত্তব্যবোধে দৃঢ়ব্রত হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদের ভাব ও কার্য্য চিরস্থায়ী হয়। তাঁহাদের যৌবনের উৎসাহ বার্দ্ধক্যে জীবনরূপে পরিণত হয়।

প্রশ্ন। ভাষা ভিন্ন কোন চিন্তা বা উপাসনা হইতে পারে কি না?

উত্তর। আমরা ভাষার সহিত চিন্তা করিতে শিখিয়াছি, এই জন্য আমাদের পক্ষে ইহা বুঝা সুকঠিন। কিন্তু ভাষা ভিন্ন যে চিন্তা হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। ইতর জন্তুদিগের ভাষা নাই, অথচ তাহারা ভাবিতেছে, স্নেহ অনুভব করিতেছে, ইচ্ছা করিতেছে। মানুষেরও ভাষা ভিন্ন চিন্তা হইয়া থাকে। একব্যক্তি জন্মকালা, জন্মবোবা, সে তো কথা কারে বলে কিছুই জানে না; কিন্তু তাহার মাতাকে দেখিয়া তাহার হৃদয়ে কি কোন প্রকার চিন্তা হয় না? আরো কথা কেবল আমরা কর্ণ দিয়া শুনি, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্যান্য ইন্দ্রিয় এবং সহজ জ্ঞান (intuition) দ্বারা আমাদিগের কত প্রকার জ্ঞানোপার্জ্জন হয়, সে সকল স্থলে ভাষা নাই। বিশেষতঃ হৃদয়ের ভাব যখন অত্যন্ত গভীর হয়, তখন বাক্যের সাধ্য নাই যে, তাহার ছবি আঁকিয়া দেখাইতে পারে। এই জন্য ধ্যান ও অবাক্ উপাসনা ধর্ম্মের উচ্চভাব এবং তাহা কেহ কাহাকে শিখাইতে পারে না।

প্রশ্ন। যে বিষয়ের জ্ঞান নাই, সে বিষয়ের সহজজ্ঞান থাকিতে পারে কি না?

উত্তর। সহজ জ্ঞান লাভের একটী ইন্দ্রিয়, ইহাকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে। যে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান নাই, সে ইন্দ্রিয় থাকা না থাকা সমতুল্য বটে; কিন্তু তাহা মূলে নাই, এরূপ বলা যায় না। তাহা তৎকালে নিদ্রিত (Dormant) অবস্থায় থাকিতে পারে, কিন্তু ক্রমে তাহার বিকাশ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। আমি, জগৎ এবং ঈশ্বর এ তিনের অস্তিত্বজ্ঞান কি আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ?

উত্তর। এ তিনের জ্ঞান এতদূর আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ যে, তদ্ব্যতীত যে কোন মানুষ থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কোন কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি বৃথা তর্ক ও যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া এই মূল সত্য সকলকে অস্বীকার করিতে যান বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ যে সফল হন, এরূপ বিশ্বাস হয় না। যিনি জগৎ কিছু নয়, কেবল মায়া বলেন, তিনি আবার ঘোর সংসারী হইয়া পদে পদে জগতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করেন। যিনি 'আমি' কিছুই নয় বলেন, কোন বিষয়ে কেহ তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি করিলে ক্রোধান্ধ হন। যিনি ঈশ্বর মানেন না বলেন, দুঃখ কষ্টে পড়িয়া তিনি আবার মনে মনে দেবতার ভয় করেন। অন্যের কথা কি, ফ্রান্সের পণ্ডিত ভল্‌টেয়ার যুক্তিবলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এককালে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, 'যা বলি কই, ভূতের ভয়ের ন্যায়, এ বিশ্বাসকে কোন মতে এককালে তাড়ান যায় না।'

প্রশ্ন। নাস্তিক কি কেহ থাকিতে পারে না?

উত্তর। যাহাদিগকে লোকে নাস্তিক বলে, তাহাদিগকে কেবল সন্দিগ্ধচিত্ত (Sceptic) দেখিতে পাই। যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ নাস্তিক বলিয়া অভিমান করেন, যতদিন সম্পদ, ততদিন তাঁহার নাস্তিকতা। অসহায় অবস্থায় পড়িলে, আপনার দশা স্মরণ করিতে হইলেই আবার তাঁহাকে আস্তিক হইতে হয়।

প্রশ্ন। যে স্থলে পৌত্তলিক ক্রিয়া, সাধু সচ্চরিত্র লোকদের নিন্দা এবং বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ হয়, সে স্থলে ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য কি?

উত্তর। ব্রাহ্ম পৌত্তলিক ক্রিয়াতে কোন মতে যোগ দিবেন না। সাধু, সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের নিন্দাস্থলে তাঁহাদিগের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিবেন; যদি তাহাতে নিন্দুক নিরস্ত না হয়, কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবেন, অথবা সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন। বিবেকের বিরুদ্ধ আচরণ করিতে দেখিলে, সে অন্যায় ব্যবহারের স্পষ্ট প্রতিবাদ করিবেন।

প্রশ্ন। অন্যে মিথ্যা বা অন্যায় আচরণ করিলে তাহাতে আমার কি?

উত্তর। ব্রাহ্মের মনে এই দুইটী ভাব থাকা চাই :—(১) আমি কাহাকেও মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা বলিতে দিব না। (২) আমি কাহারও অনিষ্ট করিতে পারিব না; অতি শত্রুরও ইষ্ট চিন্তা অন্তরের সহিত করিতে হইবে। ঈশ্বরের সত্যকে বিনষ্ট হতে দিলে আমার মৃত্যু হইবে, এই তাঁহার বিশ্বাস। সহস্র সহস্র বিদ্বান্ ধনী বড় লোক একত্র হইয়া যদি সত্যের অপলাপ করিতে চান, ব্রাহ্ম তথাপি তাহা কোনরূপে করিতে দিবেন না।

প্রশ্ন। ইহাতে ব্রাহ্মের অহঙ্কারী হওয়া হয় কি না?

উত্তর। প্রকৃত বিনয় সত্যের নিকট অবনত হওয়া, মনুষ্যের নিকটে নয়।

প্রশ্ন। সত্যের প্রতি গোঁড়ামি দূষ্য কি না?

উত্তর। গোঁড়ামি কথা এস্থলে ব্যবহার হইতে পারে না। সত্যের প্রতি অতিমাত্র ভক্তির নাম যদি গোঁড়ামি হয়, তাহা অপেক্ষা প্রশংসার কথা আর কিছুই নাই। সত্যের একতিলও অস্বীকার করাই দূষ্য।

প্রশ্ন। আমি যা বুঝি, তাই সত্য, আর অন্যের বিশ্বাস অসত্য, ইহা কি সিদ্ধান্ত করা যায়?

উত্তর। আপনাকে অপূর্ণ জীব বলিয়া জানিয়া, অন্যের যাহা কিছু বলিবার থাকে, সকলই ধীরভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। তাহাতে যদি আপনার বিশ্বাসে কোন ভ্রম দেখিতে না পাই, তাহা আরও দৃঢ়রূপে ধারণ করিব এবং অন্যকে সেই পথে আনিতে চেষ্টা করিব। অন্যের প্রতি আমাদিগের যতদূর সাধ্য সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে হইবে, অথচ যাহা সত্য নিশ্চয় জানি, জগতে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি করিব না।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা ১ম কল্প, ২৮ সংখ্যা, ৩০শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

৩০শে কার্ত্তিক, ১৭৯৪ শক; বৃহস্পতিবার; ১৪ই নভেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ।

প্রশ্ন। পাছে আমার মত বদলাইয়া যায়, এই ভয়ে ব্রাহ্মেরা কোন পুস্তকপাঠে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন কি না?

উত্তর। যাহা সত্য, তাহাই ব্রাহ্মের শাস্ত্র। যে সত্য জানি, তাহা অপেক্ষা অধিক সত্য যদি কোথাও পাওয়া যায়, ব্রাহ্ম তাহা গ্রহণে কুণ্ঠিত হইলে সত্যের বিপক্ষ, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপক্ষ হন। কিন্তু ব্রাহ্মের আপনাকে অগ্রে সবল করিয়া বিরুদ্ধমতাবলম্বীর মত পরীক্ষা করিতে হইবে। নতুবা নিজের মূল বিশ্বাস ও বিচারশক্তি না থাকিলে, যখন যে যা বলিবে, তাহাই বিশ্বাস করিতে হইবে, নিজের অস্তিত্ব থাকিবে না। যেখানে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তির লিখন বা তর্কের ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক বোধ হয় এবং তদ্দ্বারা প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে আপনার মতাবলম্বী বিচক্ষণ লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলেন, তাহা অগ্রে অবগত হইয়া তাঁহার বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এরূপ করিলে নিরাপদে সত্য নির্ব্বাচন করা যায়।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান দায়িত্ব কি?

উত্তর। ব্রাহ্মসমাজ সকল দেশের, সকল জাতির সত্য সকল গ্রহণে যেমন প্রস্তুত, সকল প্রকার অসত্যের তেমনি ঘোর বিরোধী, ইহা জগতের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে হইবে।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মসমাজের ভাবী সৌভাগ্যের অবস্থায় ইহার দায়িত্ব কি প্রকার হইবে?

উত্তর। ঈশ্বর যখন আমাদিগকে যে কার্য্যের ভার দেন, আমরা তাহার জন্য দায়িত্ব অনুভব করি। ভাবী অবস্থার দায়িত্ব এখন আনুমানিক মাত্র, ঠিক বুঝিবার যো নাই। তবে এই মাত্র বলা যায়, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব; কিন্তু সকল অবস্থাতেই তাহার গুরুতা সমান, কেননা সকলই ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট।

প্রশ্ন। আমরা এখন আমাদের যে সকল পাপ আছে জানি, সে সকলই যদি সংশোধন করি, তাহা হইলেও কি পরে কোন পাপ থাকিতে পারে?

উত্তর। অবস্থা-ভেদে পাপ ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রকার ধারণ করে। যখন আমরা গুরুতর পাপের অবস্থায় থাকি, তখন অত্যন্ত গুরুতর পাপই দৃষ্টিতে পড়ে, ক্ষুদ্র পাপ সকল লুকাইয়া থাকে। যত আমরা বিশুদ্ধ হইতে থাকি, ক্ষুদ্র পাপ সকলকে বৃহৎ দেখিতে পাই এবং যে সকল স্থলে মূলেই পাপ মনে করিতাম না, সেখানে নূতন পাপ সকল প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মসমাজের নিকট ছাত্রদিগের দায়িত্ব কি?

উত্তর। যিনি যে বিষয় অধিক পান, তিনি তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট তত ঋণী; ব্রাহ্মসমাজও তাঁহার নিকট সেইরূপ প্রত্যাশা করেন। ছাত্রদিগকে পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় না, জ্ঞানোপার্জ্জনই তাঁহাদিগের বিশেষ কার্য্য। তাঁহারা আপনাদিগের জ্ঞানকে আস্তিক করেন এবং উপার্জ্জিত জ্ঞানালোকে জগৎকে যতদূর সাধ্য আলোকিত করেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা দায়ী।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মেরা কিরূপে ব্রাহ্মসমাজে স্থায়ী হইয়া থাকিতে পারেন?

উত্তর। সম্মুখে একটী ভাবী আদর্শ (Ideal) রাখিয়া বর্ত্তমানে তাহার সাধন করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য। ভাবী জীবনের সহিত বর্ত্তমানের যোগ রাখা নিতান্ত আবশ্যক। খৃষ্টানেরা ধর্ম্মের জন্য অনায়াসে জীবন দিতে পারিলেন কেন? তাঁহাদিগের সম্মুখে একটী উজ্জ্বল আদর্শ ছিল। স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী (The Kingdom of heaven is at hand)। ব্রাহ্মেরা একটী আদর্শ দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন না, আজি যাহা মানেন, কালি তাহা অস্বীকার করেন; আজই যেটী চির জীবনের লক্ষ্য বলিয়া সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, কালই তাহা পরিত্যাগ করেন। এই জন্য তাঁহাদের এত পতন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ সময়ে ঈশ্বর প্রত্যেক ব্রাহ্মের নিকট স্বয়ং যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, যিনি বিশ্বাস ও যত্নপূর্ব্বক তাহা ধরিয়া চলিবেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজে স্থায়ী হইবেন।

প্রশ্ন। পরকালের আদর্শ পরিবার কিরূপ?

উত্তর। ইহকালে আত্মার বিশুদ্ধ ও উন্নত অবস্থায় আমরা যে পরিবারের আভাস পাই, তাহাই আমাদিগের পরকালের আদর্শ। আমরা তখন শারীরিক ও সাংসারিক সকল ভাব ভুলিয়া গিয়া ঈশ্বরের মধ্য দিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হই, আধ্যাত্মিক গাঢ় সম্মিলনের সুখ অনুভব করি; জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রেম সকলই ঈশ্বরের মধ্য দিয়া বিশুদ্ধ হইয়া, এক পিতার সেবায় এবং ভাই ভগিনীর কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হয়।

প্রশ্ন। যেটী আমাদের আদর্শ, তাহা সাধনে সুখ পাই কি না?

উত্তর। সুখকে কোন বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না।

ধর্ম্মসাধনে সুখ লক্ষ্য করিলে ধর্ম্ম ছাড়িতে হয় এবং তান্ত্রিকদিগের জঘন্য মত ও আচার অবলম্বন করিতে হয়। সুখ ঈশ্বরের দান, তিনি যখন উপযুক্ত মনে করিবেন দিবেন। সুখই পাই, আর দুঃখই পাই, আমরা তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শ ধরিয়া চলিতে থাকিব।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মেরা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ পাইয়াছেন, তবে কেন তাঁহাদের এত দুর্দ্দশা ?

উত্তর। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহা আমরা মতেই রাখিয়া দিই, বিশ্বাসে পরিণত করি না, এইজন্য আমাদের দুর্দ্দশা। তিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদের সহায় হইয়া নিকটে আছেন, তাঁহার কার্য্য করিতে গেলে কোন ভয়ের কারণ নাই, যথার্থ এরূপ বিশ্বাস কিছু পরিমাণে থাকিলেও ব্রাহ্মজীবনের মহত্ত্ব হইতে আমরা বঞ্চিত হই না। কিন্তু ঈশ্বরের পথে উচ্চ আশা থাকা দূরে যাক, আমাদের পদে পদে আশঙ্কা ও নিরাশা আসে; এরূপ ভাব থাকিতে আমাদের উন্নতির আশা কোথায় ?

প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্মে আমরা আত্মার উন্নতির কিরূপ আশা পাই ?

উত্তর। একটী বটবীজ যেমন অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহাই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, দিগন্তব্যাপী শাখা সকল প্রসারিত করিয়া, পৃথিবীতে একটী অদ্ভুত পদার্থরূপে প্রতীত হয়; সেইরূপ আমাদিগের আত্মা এখন অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহা ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া আমাদিগকে আশ্চর্য্য করিতে থাকিবে। আত্মার অনন্ত উন্নতির তুলনায় বট-বীজের উন্নতি অতি অকিঞ্চিৎকর মাত্র।

প্রশ্ন। ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ ভাব কি ?

উত্তর। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের সহিত যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করে, এমন আর কোন ধর্ম্ম নয়। খৃষ্ট ঈশ্বরের পিতৃভাব প্রচার করিলেন, কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম্মে তিনি ব্যবধান হইয়া ঈশ্বরকে দূরে ফেলিলেন। এই-জন্য মহম্মদ অধস্তন নরকে খৃষ্টানদিগের বাসস্থান স্থাপন করিয়াছেন। মহম্মদ নিজে সকল ব্যবধানের বিরোধী হইয়াও, আপনাকে ঈশ্বরের শেষ পেগম্বর বা দূত বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পথ রোধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম অব্যবধানে প্রত্যেক সাধকের নিকট ঈশ্বরকে আনিয়া দেন। তাঁহাকে "সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন" বলিয়া প্রকাশিত করেন। আর একটী বিশেষত্ব এই, অন্যান্য ধর্ম্মে পুস্তক, গুরু প্রভৃতির মধ্য দিয়া ঈশ্বরে যাইতে হয়, সুতরাং অনেক ভ্রম কুসংস্কার গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে ঈশ্বরের মধ্য দিয়া পুস্তক, গুরু, জগৎ সকলের নিকট উপস্থিত হইতে হয় এবং সকল স্থান হইতে তাঁহার সত্য গ্রহণ করা যায়।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা পতিত হন, তাঁহাদিগের পুনরুদ্ধারের জন্য কি চেষ্টা করা উচিত নয়?

উত্তর। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ইহা হইতে অনেক পুরাতন লোক পতিত হইয়াছেন এবং নূতনের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। বৃক্ষ হইতে পুরাতন পত্র পড়িয়া গিয়া নূতন পত্রের উদ্গম দেখা সুখজনক বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সে কথা বলা সঙ্গত বোধ হয় না। পুরাতন হইলেই যদি পড়িবে, তবে নূতনের উপর আশা কি? ফলতঃ আমাদের পক্ষে পুরাতন ৫টী ব্রাহ্ম, নূতন ৫০০ ব্রাহ্ম অপেক্ষা মূল্যবান্। পুরাতন একটী ব্রাহ্মেরও পতন আমাদিগের যারপর নাই শোকের কারণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু

দুঃখের বিষয়, পতিত ভ্রাতাদিগের উদ্ধারের জন্য অদ্যাপি আমরা বিশেষ চেষ্টা করি না। যে গেল, সে গেল, মৃত ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করি। আমাদের এই ঔদাসীন্য একটি মহাপাপ।

প্রশ্ন। আমরা এজন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে পারি?

উত্তর। ভ্রাতা পতিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি কেবল ভৎর্সনা করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে না। তাঁহার দোষকে ঘৃণা করিতে হইবে বটে, কিন্তু যত্নপূর্ব্বক সেই দোষ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য স্নেহ ব্যবহার করিতে হইবে। এজন্য সকল ব্রাহ্মেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে কার্য্য সাধারণের হাতে ফেলিয়া রাখা হয়, কেহ তাহাতে মনোযোগ করে না। এই জন্য যেখানে যত ব্রাহ্মসমাজ আছে, প্রত্যেক স্থানের উপাসকদিগের একত্র হইয়া এক একটী উপাসকমণ্ডলী (Congregation) সংস্থাপন করা উচিত। যিনি সেই সভার সভাপতি, আপন মণ্ডলীর সকলের তত্ত্বাবধান করা তাঁহার বিশেষ কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইবে। পতিত ব্রাহ্মের তিনি অনুসন্ধান লইবেন এবং উপায় ধার্য্য করিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মের সাহায্যে তাঁহাকে পুনরুদ্ধার করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবেন।

প্রশ্ন। অহঙ্কার অজ্ঞাতসারে আইসে, ইহাকে দূর করিবার উপায় কি?

উত্তর। আপনাদিগের কোন গুণ বা ক্ষমতা আছে ভাবিয়া অহঙ্কার হয়। আপনাদিগের দোষ ও দুর্ব্বলতার দিকে যদি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে তাহা এত অসংখ্য ও অপরিমেয় হইয়া পড়ে

যে, আপনাদের যৎসামান্য গুণ অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার আমাদিগের গুণ যত অধিক হউক না, অনন্ত গুণের সাগর ঈশ্বরের দিকে তাকাইলে ম্লানমুখ ও অবনতমস্তক হইতে হইবেই হইবে। অতএব আত্মদোষ দর্শন ও ঈশ্বরের সহিত আপনার গুণের তুলনা অহঙ্কার-বিনাশের উপায়।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা ১ম কল্প ২৯ সংখ্যা, ৭ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৪ শক; শুক্রবার; ২২শে নভেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ।

প্রশ্ন। উপাসকমণ্ডলীতে আসিবার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর। একটী ধর্ম্মপরিবার (Religious body) স্থাপন করা ইহার উদ্দেশ্য। একা একা ধর্ম্মসাধন হয় না, আমাদের শাসনের জন্য—সাহায্যের জন্য পরস্পরের জীবনের আনুকূল্য নিতান্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন। ধর্ম্মপরিবার কি প্রকার?

উত্তর। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ যেমন এক প্রাণে প্রাণবিশিষ্ট হইয়া পরস্পরে মিলিত ভাবে কার্য্য করে, উপাসকমণ্ডলীর সকল সভ্যের সেই ভাবে কার্য্য করা আবশ্যক। এক ঈশ্বর সকলের প্রাণ, তাঁহার জন্য একরূপ তৃষ্ণা ব্যাকুলতা সকলের হৃদয়ে। তাঁহাকে পাইবার উপায় কি, এই এক প্রশ্নে সকলের মন আন্দোলিত; যখন পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ, তখন সেই বিষয় লইয়াই আলাপ। এইরূপে সকলেরই এক অভাব, এক উপায়, এক সাধন হইলে, পরস্পরের স্থায়ী মধুর যোগে একটী ধর্ম্মপরিবার বন্ধন হয় এবং সকলের আত্মার প্রকৃত উপকার সাধন করে।

প্রশ্ন। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন সাধকেরা কি একভাবে মিলিত হইতে পারেন না?

উত্তর। আত্মার প্রকৃতভাবে মুক্তির ভিখারী হইয়া আসিলে, সকল অবস্থারই একত্র যোগ হয়; কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। সাধারণে কেবল উচিত বিবেচনা করিয়া আইসেন, ভাল পুস্তক,

উপদেশ, বা সাত পাঁচ উপায়ে তাঁহাদিগকে টানিয়া রাখে; উপায়-গুলি ছাড়িলেই তাঁহাদের পতন হয়। এই জন্য সাধন দ্বারা অবস্থা সংগঠন করা বিধেয়।

প্রশ্ন। কিরূপ লোককে প্রকৃত মুক্তির ভিখারী বলা যায়?

উত্তর। ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, যাঁহার অন্তরের গভীর অভাব সংসারের কিছুতেই দূর হয় না, যাঁহার আত্মার মধ্যে সর্ব্বক্ষণ সংগ্রাম চলিতেছে। এরূপ ব্যক্তি ঈশ্বর ভিন্ন বাঁচিতে পারেন না দেখিয়া, প্রাণের দায়ে স্বভাবতঃ ঈশ্বরকে চান এবং তাঁহার অভাব একে একে পূর্ণ হয়।

প্রশ্ন। ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য অভাব তো সকলেরই আছে; কিন্তু সকলে সরলভাবে প্রার্থনা করিতে পারেন না কেন?

উত্তর। অভাব এবং অভাব-বোধ (Conscious want) এই দুইটী স্বতন্ত্র। আমাদের আছে কি? সকল বিষয়েই তো অভাব; কিন্তু তথাপি যে সকল অভাবের জন্য আমরা ব্যাকুল নই, ইহাতে যে আমাদের অভাব-বোধ নাই, তাহাই সপ্রমাণ হয়। যাঁহাদিগের আত্মপরীক্ষা আছে, অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল, তাঁহারাই অভাব বোধ করিয়া প্রকৃতরূপে প্রার্থনা করিতে পারেন। প্রার্থনা মুখের কথা জানান নয়, অন্তরের অভাব খুলিয়া ঈশ্বরের কাছে ধরা। যখনি ঠিক প্রার্থনা, তখনি ঠিক তাহার উত্তর পাওয়া যায়। সমুদায় প্রার্থনার শাস্ত্র ইহার মধ্যে আছে।

প্রশ্ন। আমাদের অভাব বোধ না হইবার মূল কারণ কি?

উত্তর। সমুদায় রোগের মূল উপাসনার অভাব। উপাসনার অভাবে অন্তরে দৃষ্টি পড়ে না, অভাব বোধ হয় না। ধর্ম্মের অভাবের

তুলনা আমরা কি দেখিয়া করি? পূর্ণ পবিত্র ঈশ্বর হইতে আমি কত দূরে, তাঁহার সহিত মিলিত হইতে আমার কত বাধা বিঘ্ন রহিয়াছে, তাঁহাকে সম্পূর্ণ আপনার করিতে আমার কত সাধন আবশ্যক, প্রতিদিন যথার্থ উপাসনা না হইলে, এ সকলের ভাব কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

প্রশ্ন। উপাসনা কিরূপ হইলে ঠিক হয়?

উত্তর। কথা দ্বারা ইহার কোন লক্ষণ করা যায় না; কিন্তু যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা আপনাদের জীবনে ইহার প্রকৃত ভাব লাভ করেন। সকল সাধকই জানিতে পারেন, জীবনের মধ্যে এক এক সময়ে এক এক অপূর্ব্ব অবস্থা হয়। তখন ঈশ্বর হৃদয়কে অধিকার করেন, তাঁহার মধ্যে বাস করিতেছি উপলব্ধি হয়, তাঁহার মহিমা, তাঁহার প্রেম, তাঁহার পবিত্রতায় স্তব্ধ হইয়া প্রাণে প্রাণে তাঁহার সহিত মিলন হয়, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও শান্তি লাভ হয়, তাঁহার সঙ্গে থাকিতে কেবলই প্রার্থনা হয়, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না। যিনি যেরূপে জীবনে ঈশ্বরকৃপায় এক এক সময় এই ভাব পান, সেইটী তাঁহার উপাসনার আদর্শ। ঈশ্বর স্বয়ং সেই আলোক প্রদর্শন করিয়া সাধকদিগকে লোভ দেখান। তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আমাদিগকে প্রত্যেকবার উপাসনা করিতে যাইতে হইবে।

প্রশ্ন। সচরাচর উপাসনা করিতে গিয়া মনে কিরূপ ভাবা উচিত?

উত্তর। ঈশ্বর কাছে আছেন, ইহা সত্য—কল্পনা নয়, এইটী স্থির করা উপাসনার প্রথম অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থা ঈশ্বরের সত্তা

অনুভব করা। নিঃসংশয়ে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি না করিলে, উপাসনা আরম্ভ হইতে পারে না।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের সত্তা কতক্ষণ উপলব্ধি করা চাই?

উত্তর। উপাসনার সমুদায় ক্ষণ তাঁহার সত্তা অনুভব করা চাই। যদি তাহা না হয়, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা যাহা করি না কেন, সকলই বিফল। শূন্যের উপাসনায় কোন লাভ নাই।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের সত্তা হৃদয়ে অধিকক্ষণ কেন স্থির রাখা যায় না?

উত্তর। ইহা সাধনসাপেক্ষ। যাঁহাদের চিত্ত সাধনহীন, ঈশ্বরের চিন্তা একটু করিতে না করিতে তাঁহাদের মনে অন্য চিন্তা আসিয়া পড়ে, মন চঞ্চল হয়। এইরূপ আন্দোলিত মনে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব অধিকক্ষণ থাকে না। চিন্তা এরূপ বিষম শত্রু যে, মনে করিলেই তাড়ান যায় না; একবার তাড়াও, তাহা পুনরায় আর এক বেশ ধরিয়া আসিবে। তাহা মহীরাবণের ন্যায় যেন মায়াবলে অশেষ বেশ ধরিয়া মনকে ছলনা করে।

প্রশ্ন। উপাসনার সময় অপরচিন্তা তাড়াইবার উপায় কি?

উত্তর। সাধনের প্রথম অবস্থায় এ বিষয়ে অধিক পরিশ্রম ও সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক, চৌর চিন্তা সকলকে ধরিতে হয়, এবং "হে ঈশ্বর! এ পবিত্র সময়ে কেন এমন অপকৃষ্ট চিন্তা আইসে বলিয়া সকাতরে মধ্যে মধ্যে প্রার্থনা করিতে হয়।" এরূপে বাধা দূর ও ঈশ্বরের সত্তা উজ্জ্বল হয়।

প্রশ্ন। সত্তা অনুভব করিবার সহজ উপায় কিছু হইতে পারে কি না?

উত্তর। ভিন্ন ভিন্ন সাধক এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায় বলিতে

পারেন। ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ, এইটী গভীররূপে চিন্তা করিলে, সত্তা অতি আশ্চর্য্য ভাবে উপলব্ধি হয়। (১) এক সেই চৈতন্যস্বরূপ সত্তা বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য, সকল জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। (২) সেই চৈতন্য প্রাণ হইয়া আমার প্রাণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাতে বাহিরে অন্তরে ঈশ্বরের অনতিক্রমণীয় সত্তা অনুভব করিয়া, তাঁহার সহিত জীবনের সম্বন্ধ বুঝা যায়। তিনি পিতামাতা, পরিত্রাতা ও আশ্রয়, সহজে উপলব্ধ হয়। পরে আরাধনার সূত্রপাত হয়।

প্রশ্ন। স্থিরভাবে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিব, কোন বিঘ্ন হইবে না, এমন উপায় কি?

উত্তর। কেবল চিন্তা দ্বারা তাহা হয় না, তাঁহার জন্য তৃষ্ণা ও ব্যাকুলতা হইলেই সহজে হয়। কিন্তু সে তৃষ্ণা ব্যাকুলতা তিনি স্বয়ং না দিলে, আমরা উৎপাদন করিতে পারি না। তবে তাহার একটী উপায় আমাদের হাতে আছে; আপনার জীবনের অসারতা, জঘন্যতা, নিঃসহায়তা অনুভব করিয়া এক মন, এক ভাব ও এক দৃষ্টিতে সেই চৈতন্যস্বরূপের প্রতি দৃষ্টি করা এবং অনন্যগতি হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা।

প্রশ্ন। মনের চঞ্চলতা কেন হয়?

উত্তর। পাপ থাকাতে মন চঞ্চল হয়। যখনি মন চঞ্চল হইবে, তখনি প্রার্থনা করিব, "হে দয়াময়! কোন্ মহাপাপে উপাসনার সময় মন চঞ্চল হইল, দেখাইয়া দাও।" চাঞ্চল্যের প্রতি উপেক্ষা করা একটী পাপ। কত পাপ উপেক্ষা করিয়া আমরা চাপিয়া রাখি! সেগুলি এক এক করিয়া ধরিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে চলিয়া যায়।

প্রশ্ন। শুষ্ক অবস্থায় যখন ঈশ্বরের জন্য মনের তেমন ইচ্ছা হয় না, তখন কিরূপ প্রার্থনা করিব?

উত্তর। অন্তরের ঠিক অবস্থাটী ঈশ্বরের কাছে প্রকাশ করা। আমি তোমাকে চাই না, তোমার কৃপা না হলে তোমাকে পাব না, এই বলিয়া কাঁদিতে হয়।

প্রশ্ন। যে দিন উপাসনা করিতে গিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু হইল না, সে দিন কি বলিব?

উত্তর। "হে ঈশ্বর! আমাকে যে দেখা দিলে না, ইহাতে দয়া প্রকাশ করেছ; কেন না, এমন পাপী তোমাকে দেখার উপযুক্ত নয়।" ঠিক এ ভাবে কথা বলিলে দেখা না হইয়া যায় না।

প্রশ্ন। উপাসনা প্রকৃত ভাবে অভ্যাস করিবার জন্য প্রথম উপায় কি কি?

উত্তর। যাহা উপরে বলা হইয়াছে, তাহা হইতে এই তিনটী উপায় গ্রহণ করা যাইতে পারে:—

(১) আপনার অসারতা ও জঘন্যতা ভাবিয়া, ঈশ্বর ভিন্ন গতি নাই বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া।

(২) তাঁহার চৈতন্যস্বরূপ সমুদায় জগতে ও আপনার প্রাণের মধ্যে বর্ত্তমান, বার বার চিন্তা দ্বারা উপলব্ধি করা।

(৩) উপাসনার সময় দুশ্চিন্তা আসিয়া মনকে চঞ্চল করিলে ছোট ছোট প্রার্থনা দ্বারা আপনার ঠিক অবস্থা ঈশ্বরের নিকট প্রকাশ ও তাঁহার করুণা প্রার্থনা করা।

ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি, যাহা উপাসনার প্রথম সাধন, তজ্জন্য এই কয়টী উপায় বলা হইল। আরাধনা, প্রার্থনা আদির সাধন স্বতন্ত্র *

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা ১ম কল্প, ৩০ সংখ্যা, ১৪ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৪ শক; বৃহস্পতিবার; ২৮শে নভেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ।

প্রশ্ন। উপাসনার মধ্যে মন যখন চঞ্চল হয়, তখন ঈশ্বরের নিকট ছোট ছোট প্রার্থনা করিলে কি ফল হয়?

উত্তর। তাহাতে প্রথমে মনে একটী কষ্টকর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা দ্বারাই পরে মন উপাসনাতে স্থির হয়। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

প্রশ্ন। মৃত্যুচিন্তাদ্বারা আপনার অসারতা বুঝা যায় কি না?

উত্তর। এ জীবন অথবা সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ অনিত্য, এরূপ চিন্তায় যে বৈরাগ্যোদয় হয়, তাহা ক্ষণিক, তাহা অসারতা-বোধের ঠিক উপায় নহে। আপনার অসহায় অবস্থা, বাস্তবিক অক্ষমতা, এবং ঈশ্বরের কৃপা ও বলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিলে অসারতা উপলব্ধি হয়। আপনার অজ্ঞানতা, অপ্রেম, অপবিত্রতা, দুর্ব্বলতা এই সকল ধরিয়া, অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা ও শক্তির সাগরের প্রতি যত দৃষ্টি যায়, ততই নিজের অসারতা গাঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

প্রশ্ন। আমাদের যে সকল অভাব ও দোষ অনেক দিন হইতে রহিয়াছে জানিতেছি, তাহার হ্রাস হইতেছে না কেন?

উত্তর। আত্মানুসন্ধানের অভাবই ইহার কারণ। পাপ সকল চোরের ন্যায় আমাদের হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন বেশে থাকে এবং সুযোগ পাইলেই প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া আমাদিগকে অধিকার করে। পাপ সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইলে, এক একটী পাপকে অনুসন্ধান করিয়া ধৃত এবং যত্নপূর্ব্বক বিনষ্ট করা চাই। শত্রুদল-বেষ্টিত

দুর্গরক্ষার জন্য যত সাবধানতা ও কষ্ট স্বীকার প্রয়োজন, এ বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক।

প্রশ্ন। আত্মানুসন্ধান জন্য আমরা কি কি উপায় অবলম্বন করিতে পারি?

উত্তর। (১) আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে এক একখানি দৈনিক বিবরণপুস্তক (Diary) রাখিতে হইবে এবং তাহাতে প্রতিদিনের ভালমন্দ প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে লেখা আবশ্যক। সুবিখ্যাত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এই উপায়ে আপনার চরিত্র সংশোধন করিয়াছিলেন। (২) সন্ধ্যার সময় আত্মপরীক্ষার্থ কিয়ৎক্ষণ সময় নির্দ্দিষ্ট রাখা আবশ্যক; তখন সকল কাজ রাখিয়া আপনার জীবন পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। প্রাচীন গ্রীক ঋষি পিথাগোরসের এ সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে, তাহা সকলের স্মরণ কবা কর্ত্তব্য।

"Nor let soft slumber close your eyes,
Before you've recollected thrice
The train of action through the day:
Where have my feet chose out their way?
What have I learnt, where'er I've been,
From all I've heard, from all I've seen?
What know I more, that's worth the knowing?
What have I done that's worth the doing?
What have I sought that I should shun?
  What duty have I left undone?
  Or into what new follies run?

These self-inquiries are the road
That leads to virtue and to God."

সমস্তদিনের মধ্যে যে কার্য্য-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা তিনবার স্মরণ না করিয়া কেহ যেন সুখকর নিদ্রাবেশে নয়ন মুদ্রিত না করেন। অদ্যকার দিনের মধ্যে কোথায় আমি বিপথে পদার্পণ করিয়াছি? যেখানে যাহা কিছু শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি, তাহা হইতে কি শিক্ষা করিয়াছি? যাহা জানা উচিত ছিল, তাহার কতদূর জানিয়াছি? যাহা করা উচিত ছিল, তজ্জন্য কতদূব চেষ্টা করিয়াছি? কোন কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াছি, অথবা নূতন কোন কোন দুষ্কর্ম্মে পতিত হইয়াছি? এই সকল আত্মপরীক্ষা ধর্ম্ম ও ঈশ্বরলাভের উপায়।

প্রশ্ন। নির্দ্দিষ্ট সময় না রাখিয়া জীবনের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কি আত্মপরীক্ষা করিলে হয় না?

উত্তর। সকল কার্য্যের বিশেষ সময় ঠিক রাখা চাই, নতুবা সাধারণ ভাবে রাখিয়া দিলে কোন কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না। আত্মবিস্মৃত থাকা আমাদিগের স্বভাব, অতএব নির্দ্দিষ্ট সময়ে আত্মচিন্তা অভ্যাস করিলে, ক্রমে তাহা জীবনে ব্যাপ্ত করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ প্রতিদিনের জীবনের সকল সময়ের একত্র সমালোচনার জন্য একটী সময় থাকিলে, অন্য সময়ের কার্য্যের গুণ গ্রহণ ও ত্রুটী সংশোধন সহজে হইতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া কার্য্য করিবার সময় আত্মবিস্মৃত থাকিব না, যতদূর পারি, আপনার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া সমস্তদিন কার্য্য করিতে ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে হইবে।

প্রশ্ন। কিরূপ নিয়মে প্রতিদিন কার্য্য করিলে আত্মপরীক্ষার সাহায্য হয়?

উত্তর। দিবারম্ভে সমস্তদিনের সাধারণ ও বিশেষ কার্য্যগুলি ঠিক করা। কার্য্যের সময় ঠিকভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশানুসারে কাজ করিতে চেষ্টা করা, যখনি ঠিক ভাবের বিঘ্ন বা ব্যতিক্রম ঘটিবে তাহা নির্দ্দেশ করা এবং ছোট ছোট অন্তরের সরল প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের ক্ষমা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা। বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য বর্ত্তমানকালেই সম্পন্ন করা এবং ভাবী কালের উপর কিছুমাত্র ঋণভার চাপাইয়া না রাখা। যে কার্য্য করিতে যাওয়া যায়, সাধ্যমত তাহার একটী পরিমাণ করিয়া লওয়া এবং তাহা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত না ছাড়া; যদি অত্যাবশ্যক কোন কার্য্য মধ্যে উপস্থিত হয়, নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের অবশিষ্ট ভাগ সময়ের ফাঁক তাল যখন পাওয়া যায়, তখনি সম্পন্ন করা। সমস্ত দিবস যাহাতে নিরলস অথচ সাধু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারা যায়, এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখা। সকল কার্য্য সত্বর হইয়া অগ্রে সম্পন্ন করিবার জন্য এই বাক্যটী স্মর্ত্তব্য, "তোমরা কার্য্যকে চালাও, কার্য্য যেন তোমাকে চালায় না।"

প্রশ্ন। আত্মপরীক্ষার সহিত উপাসনার কিরূপ সম্বন্ধ?

উত্তর। আত্মপরীক্ষা উপাসনা ও জীবনের কার্য্য এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী বন্ধন। আত্মপরীক্ষা দ্বারা জীবনের প্রকৃত অবস্থা অবধারণ করিয়া, ঈশ্বরের নিকট ঠিক প্রার্থনা করিতে পারি এবং প্রার্থনা করিয়া যাহা পাইলাম, তাহা জীবনের ধন করিয়া লইতে পারি। আত্মপরীক্ষা কঠোর গুরু হইয়া দুইটী শাসনে জীবনকে দৃঢ় করিয়া রাখে, "উপাসনা যথার্থ ভাবে করিতে হইবে এবং উপাসনার

দ্বারা ঈশ্বরের যে আদেশ লাভ করিলাম, তাহা জীবনে পরিণত করিতে হইবে।" "Well done, my son, with whom I am well pleased."—"পুত্র! ঠিক কাজ করিয়াছ, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি," প্রতিদিন ঈশ্বরের মুখ হইতে এই কথা না শুনিলে, আত্মপরীক্ষা সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

প্রশ্ন। কেবল আপনার জীবন দেখিলেই আত্মপরীক্ষা সম্পূর্ণ হয় কি না?

উত্তর। আপনি, অন্যলোক এবং ঈশ্বর এই তিনই দৃষ্টিপথে না রাখিলে আত্মপরীক্ষার সম্পূর্ণ সাধন হয় না। আপনার পূর্ব্বের জীবনের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিয়া যেমন উন্নতি অবনতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, সেইরূপ সাধুজীবনের দৃষ্টান্তে আপনাকে উন্নত করিতে হইবে। আবার ঈশ্বরের পূর্ণ আদর্শ সর্ব্বোপরি থাকিবে, কতদূর তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেছি, বিনীত ভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে।

প্রশ্ন। আপনার দোষ গুণ কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে?

উত্তর। আপনার যদি কিছু গুণ দেখা যায়, তজ্জন্য কিছুমাত্র অহঙ্কারী না হইয়া তাহাতে কেবল ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা এবং গুণ যত অধিক হউক, আপনার নিতান্ত অনুপযুক্ততা স্মরণ রাখিয়া নম্র হইয়া থাকা বিধেয়। কিন্তু আপনার দোষ দেখিবার জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিতে হইবে এবং ক্ষুদ্র বোধ হইলেও ভয়ঙ্কর সর্পের ন্যায় ভয় করিতে হইবে। দোষ জানিবার একটী উৎকৃষ্ট উপায়, শত্রুর মুখে আপনার নিন্দা শ্রবণ করা। উদারচিত্তে এ উপায়টী গ্রহণ করিবে।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মেরা প্রেততত্ত্ব-মত (Spiritualism) মানিতে পারেন কি না?

উত্তর। যাহা কিছু সত্য, সকলি ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গ, সুতরাং ব্রাহ্মগণের অবশ্য গ্রাহ্য। কোন শাস্ত্র সত্যবিহীন নহে এবং একেবারে অভ্রান্তও নহে। অতএব প্রেমতত্ত্বে যে কিছু সত্য থাকে, তাহা গ্রহণ এবং যে কিছু ভ্রম থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বিশ্বাসের সহিত প্রেততত্ত্বের কোন বিরোধ দেখা যায় কি না?

উত্তর। আমরা প্রেততত্ত্বশাস্ত্রের যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে এই কয়েকটী বিরুদ্ধ কথা অবগত হইয়াছি। প্রেততত্ত্ববাদী অনেকের মতে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নন, কেবল নির্ম্মাতা। তিনি যেমন অনাদি, জড়পরমাণু সকল এবং আত্মা সকল তেমনি অনাদি এবং তাঁহার সহিত সমকালবর্ত্তী। পরকালে আহার বিহারাদি শারীরিক কার্য্য হইয়া থাকে ইত্যাদি। এ সকল কল্পিত মত বহু অনিষ্টকর, ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুমোদন করিতে পারেন না।

প্রশ্ন। অধুনাতন পণ্ডিতদিগের অনেকে জড়বাদী, আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে অসম্মত; এমন সময়ে কতকগুলি পণ্ডিত, প্রেতাত্মাদিগের সহিত শারীরিক দর্শন ও কথোপকথন পর্যন্ত হয়, এতদূর কি প্রকারে বিশ্বাস করেন?

উত্তর। ঈশ্বরের জগতের একটা বড় আশ্চর্য্য নিয়ম, সকলি সামঞ্জস্যের দিকে লইয়া যায়। কেহ সেই সামঞ্জস্য ভঙ্গ করিয়া একদিকে বাড়াবাড়ি করিলে, অন্যদিক হইতে প্রতিঘাত আসিয়া

সাম্য অবস্থা পুনঃ স্থাপন করে। অত্যন্ত কুসংস্কারকে ধ্বংস করিবার জন্য নাস্তিকতা হয়। অত্যন্ত জড়বাদ বিনষ্ট করিবার জন্য মায়া ও অনুমানবাদ আসিয়া থাকে। প্রেততত্ত্ব সেইরূপ বর্ত্তমান কালের সভ্যজাতিদিগের আত্যন্তিক ঐহিক ভাব ধ্বংস করিতে আসিয়াছে বোধ হয়। ইহা দ্বারা মনোবিজ্ঞানেরও অনেক অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ হইতে পারে। পুরাণে উক্ত আছে—"সঙ্কীর্ণে তু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।" সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ পরিবর্ত্তনের সময়ে বিদ্যা এবং পিতৃগণ অর্থাৎ প্রেতগণের প্রাধান্য কাল কথিত হয়। বস্তুতঃ একথার মধ্যে গূঢ় সত্য আছে।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ১ম কল্প, ৩১ সংখ্যা, ২১শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৪ শক ; বৃহস্পতিবার ; ৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ।

প্রশ্ন। আত্মপরীক্ষার দ্বারা ভাবী জীবন কিরূপ হইবে, জানা যায় কি না ?

উত্তর। জড়জগৎ যেমন নিয়মে চলিতেছে, এবং সেই নিয়ম জানিয়া আমরা গ্রহণ, ঝটিকা প্রভৃতির ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি ; আধ্যাত্মিক জগৎও সেইরূপ অখণ্ড নিয়মে চলিতেছে, তাহা জানিতে পারিলে আমাদিগের জীবনের বিষয়েরও ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। জড় অপেক্ষা আধ্যাত্মিক নিয়ম সকল উচ্চতর ও জটিল ; এইজন্য তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। আমরা জীবনের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য এক একটী অবস্থায় উপস্থিত হই যে, তখন মাতৃস্তন্যপান হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমস্ত একসূত্রে গ্রথিত দেখিতে পাই। বাল্যকালের যে সকল আশা চেষ্টার অর্থ তৎকালে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি নাই, এখন কড়া ক্রান্তিতে তাহা সফল দেখিয়া, যারপর নাই, আশ্চর্য্য হই। আত্মপরীক্ষার দ্বারা এ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা যায়।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক অবস্থা কি না ?

উত্তর। বিখ্যাত কোম্‌ট বলেন, এখন জনসমাজে বিশৃঙ্খলার (Disorganisation) অবস্থা, ক্রমে তাহা সুশৃঙ্খল (Organisation) অবস্থায় আসিবে। আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে এই কথাটী বিশেষরূপে খাটে। ইহা এখন বিশৃঙ্খল অবস্থাপন্ন। ব্রাহ্মসমাজে এখন পরস্পরের মধ্যে বিরাগ (repulsion) যত, অনুরাগ (attraction) তত নয়। এরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মগণ সমাজবদ্ধ

হইতে পারে না। সমাজবদ্ধ হইতে হইলে, পরস্পরের মধ্যে যাহাতে মিলন অধিক হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে।

প্রশ্ন। ইহার জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে?

উত্তর। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকগণ এই অভাবটী বিলক্ষণ অনুভব করিয়া একটী প্রচারক-সভা (Missionary Conference) করিয়াছেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য অথচ শাসন থাকে, এই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মসমাজ সুপ্রণালীবদ্ধ হইবার একটী মূল সূত্র বলিতে হইবে, ইহা দ্বারা ক্রমে সমস্ত ব্রাহ্মগণ এক যোগে বদ্ধ হইতে পারিবেন। অন্যান্য ব্রাহ্মগণের এ বিষয়ে মনোযোগ ও সহায়তা করা আবশ্যক।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে শাসনের আবশ্যকতা কি?

উত্তর। সমাজ-বন্ধনের জন্য একত্র হওয়া যেমন আবশ্যক, শাসনও সেইরূপ। বিনা শাসনে যথেচ্ছাচার ও পাপের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতে সমাজকে কলঙ্কিত ও বিনষ্ট করিয়া ফেলে; এই সকল দোষে ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মগণের অনেক দুরবস্থা ঘটিয়াছে।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মসমাজের শাসনভার কতকগুলি ব্যক্তির হস্তে থাকা বিধেয় কি না?

উত্তর। যে কোন প্রকার শাসনপ্রণালী হউক না কেন, সকলে একত্র হইয়া শাসন করা অসম্ভব। সাধারণতন্ত্রে সাধারণের মতে কার্য্য হয় বটে, কিন্তু সাধারণে কতকগুলি ব্যক্তিকে মনোনীত করেন, তাঁহারাই কর্ত্তৃত্বভার হস্তে লইয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ব্রাহ্মসমাজেও তদ্রূপ প্রণালী অবলম্বিত হইতে পারে। কিন্তু এইটী জানা আবশ্যক, ব্রাহ্মসমাজের যিনি শাসনভার লইবেন, কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করা

তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তিনি সকলের ভৃত্য, প্রেমশাসনে সকলকে পাপ হইতে নিবৃত্ত ও পুণ্যে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবেন।

প্রশ্ন। প্রচারকদিগের হইতে ক্রমে পৌরোহিত্যপ্রথার সৃষ্টি হইতে পারে কি না?

উত্তর। পৃথিবীর ধর্ম্ম সকলের ইতিহাস পাঠ করিলে এইরূপ আশঙ্কা অতি সহজেই হইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বভাব সেরূপ নহে; ইহা স্বাধীনতার ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরের সহিত প্রত্যেক সাধকের সাক্ষাৎ যোগ সংস্থাপন করে। অন্যান্য ধর্ম্মে পুরোহিতেরা ঈশ্বর ও সাধকের মধ্যবর্ত্তী হন এবং সাধকদিগের চিন্তা ও কার্য্য করিবার স্বাধীনতা লোপ করেন; ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। বিশেষতঃ প্রচারকগণ কেবল শাসন করিবেন এমত নহে, সাধারণের নিকট তাঁহারা দায়ী থাকিবেন এবং তাঁহারাও সাধারণ দ্বারা শাসিত হইবেন। এইরূপ ভাবে কার্য্য করিলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না।

প্রশ্ন। প্রচারক ভিন্ন অন্য ব্রাহ্ম কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন না?

উত্তর। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে প্রত্যেক ব্রাহ্মই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক। যখনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তখনি প্রত্যেক ব্রাহ্ম এই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশে যেমন আপনাকে নিয়মিত করিব, সেইরূপ সকল মনুষ্যকে এই ধর্ম্মে আনিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। বিশেষতঃ দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল বিস্তার করা যেমন প্রচারের এক অঙ্গ, জীবনসংসারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় কার্য্যে ইহা প্রদর্শন করাও সেইরূপ প্রচারের অপর

অঙ্গ। আমাদিগের মধ্যে যেরূপ ব্রাহ্ম প্রচারক থাকিবেন, সেইরূপ ব্রাহ্ম শিক্ষক, ব্রাহ্ম চিকিৎসক, ব্রাহ্ম উকিল, ব্রাহ্ম বাণিজ্যব্যবসায়ী সকল হওয়া আবশ্যক। এইরূপে বিবিধ মতে সমাজের সর্ব্বস্থলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত এবং প্রেমরাজ্য সংস্থাপিত হইবে।

প্রশ্ন। প্রচারকে এবং অন্য ব্রাহ্মে প্রভেদ কি?

উত্তর। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল বক্তৃতা, উপদেশ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহারা দেশ বিদেশে প্রচার করিতে জীবন সমর্পণ করেন, তাঁহারা প্রচারক নামে অভিহিত হন। ঈশ্বর সকলের প্রকৃতি একরূপ করেন নাই এবং সকলে এক প্রকার কার্য্যে জীবনযাপন করিবে, ইহাও তাঁহার অভিপ্রায় নয়। এইজন্য সকল ব্রাহ্ম এ প্রকার প্রচার-ব্রত-গ্রহণে অক্ষম। প্রচারকগণ ঈশ্বরপ্রদত্ত এই ভার মস্তকে লইয়া, ঈশ্বরের আদেশ পালন ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করেন।

প্রশ্ন। ঈশ্বর, জগৎ এবং আমি এই তিন পদার্থ লইয়া চিরকাল পণ্ডিতদিগের এত বাগ্‌বিতণ্ডা ও পরস্পরে বিবাদ চলিতেছে কেন?

উত্তর। এই তিনের বিশ্বাসই আমাদিগের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ, সুতরাং তিনই সত্য এবং ইহাদের একটী অস্বীকার করিলে অপরদ্বয়ও যুক্তিমতে অস্বীকার করিতে হয়। প্রথমতঃ মনে কর, আমি কিছুই নয়। আমি যদি কিছুই নয়, তবে আমার সন্দেহও কিছুই নয় এবং আমি যে জগৎ ও ঈশ্বরকে স্বীকার করিতেছি, তাহা অস্বীকার্য্য। যদি বলি, জগৎ কিছুই নয়, তবে কাহারও সহিত তর্ক করা আমার বন্ধ হইল; কেন না, যাহার সহিত আমি তর্ক করিব, সেত কিছুই নয়; শূন্যের সহিত আর কে বিবাদ করে? যদি বলি, ঈশ্বর নাই, তবে এ জগতের কোন নিয়ম শাসনও মানিতে পারি না এবং এই

আমি বা কি প্রকারে থাকিতে পারি, আর বুঝা যায় না। জগতের নিয়ন্তা না থাকিলে জগৎ চলা অসম্ভব, জগতের কার্য্যপ্রণালীর উপর বিশ্বাস করা অসম্ভব। আমার আশ্রয় না থাকিলে আমার থাকা অসম্ভব এবং আমার কোন কার্য্যের অর্থও নাই। অতএব আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ মূল সত্য যাহা মনুষ্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং সেই জন্য যাহা মনুষ্য বিচারক্ষম হইবার পূর্ব্বে জানিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিয়া পণ্ডিতগণ কেবল বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াছেন।

প্রশ্ন। মনুষ্যের সকল কার্য্য মনুষ্যের ইচ্ছা ও ক্ষমতায়ও নয় কেন?

উত্তর। ইহাতে ঈশ্বরের অধিকতর করুণাই প্রকাশ পাইতেছে। তিনি মনুষ্যের জীবনধারণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে সকল কার্য্য, তাহা স্বহস্তে রাখিয়াছেন এবং অতি সামান্য যে সকল কার্য্য, তাহাই মনুষ্যের আয়ত্তাধীন করিয়াছেন। শরীর-পোষণের জন্য আমরা কি করি? হস্তে করিয়া অন্নগ্রাস মুখের মধ্যে দিই, এই মাত্র; কিন্তু অশেষ কৌশলে কে তাহার পরিপাককার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, শরীর-পোষক রস উৎপাদন করেন? যেমন পাকক্রিয়া, তেমনি রক্তসঞ্চালন, তেমনি শ্বাসকার্য্য, এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার আমরা নিজে করিব কি? ইহাদের স্থূল তত্ত্বও আমরা অদ্যাবধি বুঝিতে অক্ষম। মানুষের ইচ্ছা, বুদ্ধি বা ক্ষমতার উপর এ সকল বিষয় সমর্পিত হইলে, দুইদণ্ড কাল জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইত।

প্রশ্ন। যাঁহারা নিজের বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে কার্য্য করেন, আর যাঁহারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন, এ উভয়ে প্রভেদ কি?

উত্তর। যাঁহারা নিজের উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদিগের

নিজের উপর ক্ষমতা যত অধিক হউক না, তাহাতে অতি অল্প মাত্র উৎসাহ ও বল বিধান করিতে পারে। যাঁহারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন, অক্ষয় সমুদ্রের সহিত তাঁহাদিগের যোগ হয়। তাঁহাদের ক্ষমতাতীত কার্য্য তাঁহারা সম্পন্ন করেন। ঈশ্বরের সকল নিয়মের স্রোত আছে, আমরা স্বাধীন ইচ্ছায় একটু চেষ্টা করিয়া তাহাতে গা ঢালিয়া দিতে পারিলেই হয়, স্রোত আপনার বেগে আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করে।

প্রশ্ন। অদ্বৈতবাদীদিগের নিকট কি কি শিক্ষা করা যায়?

উত্তর। অদ্বৈতবাদীদিগের ঈশ্বরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সহজে বুঝা যায়। এক বাদসাহ আপনার উজীরকে জিজ্ঞাসা করেন, "ময়দান ক্যা হায়?" উজীর বাদসাহকে এক মাঠের মধ্যে লইয়া গিয়া বলিলেন, এই যাহা দেখিতেছেন, ইহার নাম 'ময়দান'। বাদসাহ কিছু বোধগম্য করিতে না পারিয়া চলিয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে সেই ময়দান জঙ্গলপূর্ণ হইলে উজীর বাদসাহকে লইয়া পুনরায় তথায় গেলেন। বাদসাহ পূর্ব্বে সেখানে প্রসারিত এবং প্রবাহিত বায়ুহিল্লোলের সুখ অনুভব করিয়াছিলেন, এখন জঙ্গল ও বদ্ধ আকাশ দেখিয়া বড় বিরক্ত হইলেন এবং আজ্ঞা করিলেন, এখনি এ সকল কাটিয়া ফেল। উজীর পুনরায় বাদসাহকে তথায় আনিবামাত্র বাদসাহ বলিয়া উঠিলেন, "সব ময়দান হো গিয়া।" উজীর বলিলেন, আপনি যে ময়দানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ সেই। বাদসাহ তখন ময়দান কি, স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। ঈশ্বরের ভাব সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এইরূপ জগৎ ছাড়িয়া একমাত্র ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে হয়।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ১ম কল্প, ৩২ সংখ্যা, ২৮শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৪ শক; বৃহস্পতিবার; ১২ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ।

প্রশ্ন। আমরা কি প্রকার ভাবে উপাসনা করিতে গেলে তাহাতে সক্ষম হইতে পারি?

উত্তর। আপনার বলের উপর নির্ভর করিয়া উপাসনা করিতে গেলে, তাঁহার দ্বার আমাদিগের নিকট রুদ্ধ হয়। যত ব্রহ্মকৃপাবল এবং আপনার অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিব, ততই উপাসনায় সক্ষম হইব।

প্রশ্ন। উপাসনা বিষয়ে আপনার অসারতা কিরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়?

উত্তর। একটু শরীরের কল বিগড়াইলে, অথবা সংসারের অবস্থা একটু প্রতিকূল হইলে, আর আমরা উপাসনাতে মন স্থির করিতে পারি না। আমাদিগের কত দুর্ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিতেছে এবং পরীক্ষাতে মনের বল বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমরা যেরূপ অপরাধী, প্রলোভনের অধীন, প্রবৃত্তির দাস, সংসারভয়ে ভীত, তাহা মনে করিলে দেবদুর্লভ ঈশ্বরের পবিত্র চরণ-পূজায় আমাদের কিছুমাত্র অধিকার আছে, এ কথা মনে করিতে কি সাহস হয়? তবে যে অধিকার পাই, তাহা কেবলি ব্রহ্মকৃপাবলে।

প্রশ্ন। সমস্ত দিনের কার্য্যের পর একটু সময় উপাসনা করিতে গেলেই, কেন মনে বিষয়-কোলাহল উপস্থিত হয়? নিশ্চিন্তমনে উপাসনা করিবার অবসর পাওয়া যায় না?

উত্তর। একখানি গাড়ী চলিতে চলিতে থামিলেও যেমন তাহা

পশ্চাৎ দিকে একটু ফিরিয়া আইসে, মন সেইরূপ কার্য্যের স্রোতে ভাসিয়া উপাসনা করিতে গেলে, সেই পূর্ব্বের স্রোতেই ফিরিয়া আইসে। যাঁহারা অধিকাংশ সময়ে সংসারের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, যথেষ্ট সময় দান না করিলে তাঁহারা স্থিরমনে উপাসনা করিতে কখনই সমর্থ হন না। যাঁহারা সংসারের কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরকে লইয়া থাকিতে পারেন, তাঁহারা যখনি ইচ্ছা করেন, উপাসনার্থ প্রস্তুত থাকেন।

প্রশ্ন। সজন উপাসনা ও নির্জ্জন উপাসনার মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্ট?

উত্তর। সজন নির্জ্জন উভয় উপাসনাই আবশ্যক ও পরস্পরের সাপেক্ষ। সজন উপাসনা কি নিমিত্ত? না, নির্জ্জন উপাসনা শিক্ষার নিমিত্ত। আবার সজন উপাসনাকে জীবন্ত করিবার জন্য নির্জ্জন উপাসনা আবশ্যক। নির্জ্জনে হৃদয়ের মধ্যে বন্ধু বান্ধবগণকে ঈশ্বরের প্রীতিতে গ্রথিত করিয়া যখন সজন উপাসনার কার্য্য করিতে পারি এবং সজনে ঈশ্বরের প্রতি তন্মনা হইয়া যখন নির্জ্জন উপাসনা-কার্য্য করিতে পারি, তখনি উপাসনার পরিপক অবস্থা বলা যায়।

প্রশ্ন। পাঁচ জনে একত্র উপাসনায় কি বিশেষ লাভ হয়?

উত্তর। আপনার মন সকল সময়ে ঠিক অবস্থায় থাকে না; তখন উপাসনা করিতে গেলে শুষ্কতা ও অন্ধকার দেখিয়া নিরাশ হইতে হয়। পাঁচজনে একত্র উপাসনা করিলে একজনের ভাল উপাসনা দেখিয়া অন্য সকলের মন বিগলিত ও প্রেমার্দ্র হইতে পারে। এইরূপে একত্র উপাসনার দ্বারা আমরা নির্জ্জন উপাসনার

সম্বল করিতে পারি। কিন্তু যিনি কেবলই সামাজিক উপাসনা করেন, নির্জ্জন উপাসনা মোটে করেন না, তিনি স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হন না। একত্র উপাসনায় আর একটী লাভ এই, তাহাতে ঈশ্বরের পিতৃভাবের গৌরব বুঝা যায়। যিনি আমার ঈশ্বর, আমার পিতা ও পরিত্রাতা, তিনি অন্য মানবদিগেরও ঈশ্বর, পিতা ও পরিত্রাতা। ইহা হইতে হৃদয়ে মনুষ্যজাতির প্রতি ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হয় এবং হৃদয় উদার হইয়া, সকলের সহিত এক হৃদয় হয়। 'Love of Humanity' মানব-প্রকৃতির প্রতি প্রীতি বর্দ্ধিত হইবার ইহা একটী প্রধান উপায়। ইহা দ্বারা মানব-প্রকৃতিকে ঈশ্বরের পবিত্রস্বরূপের প্রতিকৃতি বলিয়া ক্রমশঃ চিনিতে পারা যায় এবং ইহাই মনুষ্যের অপবিত্রতা-বিনাশের শ্রেষ্ঠ সাধন।

প্রশ্ন। সজন উপাসনার প্রতিবন্ধক কি কি?

উত্তর। (১) রুচির সহিত মিলে না। আমি যে প্রকার ভাবে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করি, সেরূপ না হইলে উপাসনার ব্যাঘাত হয়। (২) লোকের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। যিনি আচার্য্যের কার্য্য করেন, অথবা যাঁহাদিগের সঙ্গে উপাসনা করা যায়, তাঁহাদিগের কাহারো চরিত্রে বিশেষ কোন দোষ থাকিলে মন বিচলিত হয়। (৩) উপাসনা শুনা হয়। উপাসনা আপনার করিবার বস্তু, কিন্তু অন্যে উপাসনা করিতেছেন বলিয়া, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া যদি কেবল কতকগুলি কথায় কর্ণপাত করা যায়, তাহা হইলে সে উপাসনা বিফল হয়। (৪) আপনি উপাসনার কার্য্য করিলে আত্মগৌরব বা বৃথা ভয় মনে উদয় হইয়া মনকে কলুষিত করিয়া দেয়।

প্রশ্ন। রুচির সহিত না মিলিলে উপাসনার সহিত কিরূপে যোগ দেওয়া যায় ?

উত্তর। অভ্যাস দ্বারা সকল নিয়মই আপনার উপযোগী করা যায়। যিনি যেরূপে উপাসনা করুন, তাহাতে সাধারণ ভাবে যোগ দেওয়া যায় এবং আপনার বিশেষ ভাব তাহাতে সংযোগ করিয়া, যতদূর সাধ্য, আপনার উপকার করা যাইতে পারে। কিন্তু একটা বিষয় অগ্রে জানিয়া থাকা আবশ্যক, সাধারণ উপাসনা যে সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি বিশেষের সকল অবস্থায় রুচি ও ভাবের সহিত মিলিবে, ইহা কখন সম্ভবপর নহে। এইজন্য সেইরূপ উপাসনার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে অভ্যাস করিতে হইবে।

প্রশ্ন। লোকের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি না পড়িবার উপায় কি ?

উত্তর। উপাসনা করিতে গিয়া আমরা ঈশ্বরের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিব এবং তাঁহাতেই চিত্তকে নিমগ্ন করিতে চেষ্টা করিব। তাঁর পবিত্র আলোকে আলোকিত হইবার জন্য যদি প্রার্থনা থাকে, যাঁহার সঙ্গে উপাসনা করি না কেন, তাঁহার সাধু ভাব সকল দ্বারা আপনার কল্যাণ সাধন করিয়া লইতে পারি, তাঁহার অসাধু ভাব বিস্মৃত হইয়া যাই। বরং অসাধু ব্যক্তি যদি যথার্থ সরল হৃদয়ে উপাসনায় যোগ দেন, তাঁহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা আরও প্রবল হয়। উপাসনাকারীকে কেবল কপট জানিলে, তাঁহার সহিত যোগ দেওয়া কঠিন।

প্রশ্ন। উপাসনা শুনা কিরূপে নিবারণ হইতে পারে ?

উত্তর। নির্জ্জন উপাসনায় যেমন আমি আমার ঈশ্বরকে পূজা করি, সজন উপাসনায়ও সেইরূপ করিতে হইবে। উপাসনা শুনা

উপাসনাই নহে, এজন্য সজন উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আপনার হৃদয়কে ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় এবং যতক্ষণ উপাসনা হইবে, ততক্ষণের মধ্যে ঔদাসীন্য ভাব আসিলেই আপনাকে সাবধান হইতে হইবে।

প্রশ্ন। সজন উপাসনায় আত্মগৌরবাদির ভাব বিনষ্ট হইবার উপায় কি?

উত্তর। পূর্ব্বে আপনার অসারতার বিষয়ে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেই হয়। ভাল উপাসনা, কি প্রার্থনা যদি হয়, তাহা ঈশ্বর হইতে। আপনার অসংখ্য পাপের জন্য ভাল করিয়া একটু কাঁদিবার সামর্থ্য যখন আপনার নাই, তখন অন্য বিষয়ে আর আত্মগৌরব কি করিব? যদি আপনাকে অনুপযুক্ত জানিয়াও সামাজিক উপাসনা করিতে হয়, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে সকল আশঙ্কা দূর হয়।

প্রশ্ন। সকলে একত্র হইয়া উপাসনা করিলে দেশের কল্যাণ হয় কি না?

উত্তর। সকলে একত্রে ভাল করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিলে, ভারতবর্ষকে এখনি টলমল করিয়া কাঁপাইয়া দেওয়া যায়; জনসমাজের ঘোর মোহ ও অপবিত্রতা অনেক পরিমাণে তিরোহিত এবং পাষাণ হৃদয়কেও ঈশ্বর-প্রেমে বিগলিত করা যায়।

প্রশ্ন। নির্জ্জন উপাসনার প্রতিবন্ধক কি?

উত্তর। যাঁহার সাধন নাই এবং হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রেম সঞ্চারিত হয় নাই, নির্জ্জন উপাসনা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁর মন হয় বিষয়চিন্তায়

ব্যস্ত, নয় চরিদিক শূন্য ও অন্ধকার দেখিয়া ভীত হয়, অথবা তিনি নিদ্রাগত হন। এক ব্যক্তির কথা শুনা গিয়াছে, তিনি নির্জ্জনে উপাসনা করিতে গিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, আপনার তথায় যাইবার উদ্দেশ্য এককালে বিস্মৃত হইয়া 'মাছি ধরিতে' ব্যস্ত হইয়াছেন! পরে স্মরণ হইয়া আশ্চর্য্য হইলেন। কত ব্যক্তি কতরূপে মাছি ধরেন!!

প্রশ্ন। নির্জ্জন উপাসনার জন্য কিরূপে প্রস্তুত হইতে হইবে?

উত্তর। যে সকল উপায়ে সজন উপাসনা ভাল হয়, নির্জ্জন উপাসনায় সেই সকল অবলম্বন করিতে হইবে। পাঠ, সঙ্গীত, বাক্য দ্বারা উপাসনা, মনকে প্রস্তুত করিবার জন্য এ সকলের সাহায্য লইতে হয়। প্রার্থনা অন্যতর উপায়।

প্রশ্ন। কিরূপে ঠিক প্রার্থনা হয়?

উত্তর। যথার্থ অভাব (Fact) ধরিয়া প্রার্থনা করিলে ঠিক প্রার্থনা হয়। যাহা আমি পারি না, তাহাই যথার্থ অভাব এবং জীবনের পরীক্ষা দ্বারা তাহা অনেক পাওয়া যায়। কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা দ্বারা সেই অভাব সকল ক্রমে মোচন করিতে হইবে।

প্রশ্ন। দিনের মধ্যে নির্জ্জন উপাসনা কখন করা উচিত?

উত্তর। প্রাতঃকালে দৈনিক কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই ইহার প্রকৃত সময়। ঈশ্বরের করুণা সম্বল করিয়া লইলে, সমস্ত দিন ভাল যায়। নিদ্রাভঙ্গ হইয়াই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা যাঁহাদের স্বাভাবিক ভাব, তাঁহাদিগের অবস্থা উন্নত। যাঁহারা প্রাতঃকালেই ঈশ্বরকে পূর্ণ হৃদয়ে উপাসনা করিতে না পারেন, তাঁহারা দিনের মধ্যে অন্য সময় নির্দ্দিষ্ট রাখিতে পারেন; কিন্তু প্রাতঃকালে

একবার হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে যেন অভ্যাস করেন।

প্রশ্ন। যে দিন সংসারের এত কর্ত্তব্য বা কোন স্থানে যাইবার এত ত্বরা যে, উপাসনার জন্ম অধিক সময় পাওয়া যায় না, সে দিন কি কর্ত্তব্য ?

উত্তর। যে দিন কর্ত্তব্য কার্য্য অধিক থাকে, সেদিন ঈশ্বরকে যদি হৃদয় খুলিয়া বলি যে, উপাসনা ও কাজ উভয়ই তোমার, আমি নির্জ্জনে তোমাকে লইয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতেছি না, তোমার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমাকে বাহির হইতে হইতেছে, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেও ভাল উপাসনা হয়।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা ১ম কল্প, ৩৩ সংখ্যা, ৩ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

৬ই পৌষ, ১৭৯৪ শক; বৃহস্পতিবার; ১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ।

প্রশ্ন। ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে চিরকাল কি বাহিরের বড় বড় উপায় ধরিয়া থাকিতে হইবে?

উত্তর। অনেকে একত্র না হইলে, অনেক আয়োজন না করিলে যদি ধর্ম্ম সাধন না হয়, তাহা হইলে সেটী স্থায়ী এবং সহজ উপায় নহে। এমন অনেক সময় আছে, যখন বাহিরের অবস্থা কোন প্রকারেই অনুকূল নহে। সেই সকল সঙ্কট ও পরীক্ষার সময়ে এমন ব্রহ্মাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা চাই যে, তাহা ছুড়িলেই ভয়ানক পাপ প্রলোভন তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া যায়। এইজন্য সাধন দ্বারা সংক্ষিপ্ত উপায় সকল আয়ত্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

প্রশ্ন। কিরূপ সংক্ষিপ্ত উপায় অধিক কার্য্যকর হইতে পারে?

উত্তর। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে এ সকল উপায় ভিন্ন ভিন্ন। যিনি আপনার ধর্ম্মজীবনের পরীক্ষায়, যাহাতে সহজে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারেন, সেই তাঁহার পক্ষে উৎকৃষ্ট উপায়। ঈশ্বরের নামসাধন এবং অল্প কথায় প্রার্থনা-অভ্যাস আমরা উপায়ের মধ্যে নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

প্রশ্ন। নাম-সাধন কি প্রকার?

উত্তর। "দয়াময়" কি "পতিতপাবন" এইরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ-প্রকাশক এক একটী কথা লইয়া তাহার সহিত এরূপ ভাব যোগ করিতে হয় যে, ঐ সংক্ষিপ্ত শব্দ উচ্চারণ বা স্মরণ করিবা মাত্র ঈশ্বরের সমুদায় করুণা মনকে অভিভূত করিবে, তাঁহার সাক্ষাৎ প্রেমময় মূর্ত্তি

হৃদয়ে প্রকটিত হইবে। নাম ও ঈশ্বর অভিন্ন হইয়া সাধকের নিকট প্রকাশিত হইবে। এরূপ হইলে নামের কত মহিমা জানা যায়, কিন্তু ইহা বহুসাধন-সাপেক্ষ। ভাবশূন্য নামোচ্চারণ করিলে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না, বরং নামাপরাধ হয়।

প্রশ্ন। ছোট ছোট প্রার্থনা এক সময় কার্য্যকর হইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু আবার তাহা ভাববিহীন শুষ্ক হইয়া যায় কেন?

উত্তর। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে নিরুপায় দেখিয়া এক এক উপায় প্রেরণ করেন; কিন্তু তৎপ্রতি আমাদিগের দৃষ্টি এবং যত্ন না থাকিলে তাহা হারাইয়া ফেলি। যখন কোন উপায় ভাববিহীন শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন ঔদাস্য না করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে চমকিয়া উঠিব এবং কষ্টস্বীকারপূর্ব্বক সাধন করিয়া আবার তাহা সরস করিব।

প্রশ্ন। অনেকে কোন উপায় ধরিয়া সাধন করিতেছিলেন, কিছু দিন পরে নিরাশ হইয়া তাহা এককালে পরিত্যাগ করেন কেন?

উত্তর। প্রাত্যহিক উপাসনা, যাহা ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মজীবনের অন্ন, তাহাও এক এক সময় নীরস হইয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা এই শুষ্কতার জন্য ইহার প্রতি ঔদাস্য করেন, ক্রমে তাঁহারা নিরাশ হইয়া এককালে ছাড়িয়া দেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। কিন্তু যাঁহারা হাজার নীরস হউক, ইহা ধরিয়া পড়িয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে অধিককাল কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। এবং তাঁহারা এককালে উপাসনায় ভাবশূন্য হইয়া পড়েন না। ধরিয়া পড়িয়া থাকা একটী আশ্চর্য্য সঙ্কেত। ইহা দ্বারা সকল অভাব দূর হয়।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়া সুখ শান্তি না পাইলে, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত কি না?

উত্তর। ঈশ্বরের উপাসনায় সুখ শান্তি লাভ হয় বটে, কিন্তু সুখ-শান্তি-লোভে উপাসনা করিতে যাওয়া এবং সুখ শান্তি না পাইলে তাহা ছাড়া অতিশয় নীচতা। মাতৃহারা শিশু যেমন মাতাকে যতক্ষণ না পায়, ততক্ষণ ক্রন্দন করে, আমরা সেইরূপ যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাইব, ব্যাকুল হইয়া কাঁদিব। তাঁহাকে পাইয়া সুখী হওয়া, আর সুখ চাওয়া এ দুই স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন। অন্ত উপাসনা করিতে গেলে ঈশ্বরেতে মন স্থির হইবে না, ইহা বলিয়া কোন দিন উপাসনায় ক্ষান্ত হওয়া যায় কি না?

উত্তর। যাহা আমাদিগের কর্ত্তব্য, ঈশ্বর তাহা করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত কথা। যাঁহারা 'পারি না' বলিয়া আপত্তি করেন, তাঁহাদের জানা উচিত, "All weakness is wickedness"—দুর্ব্বলতার অন্য অর্থ দুষ্টতা। উপাসনা করিতে যদি আপনার দুর্ব্বলতা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হইয়া উপাসনা বরং আরো ভাল হয়।

প্রশ্ন। নির্জ্জন উপাসনায় বিক্ষিপ্ত মনকে স্থির করিবার উপায় কি?

উত্তর। সজন উপাসনায় যেমন উপাসনার পূর্ব্বে উদ্বোধন আবশ্যক, নির্জ্জন উপাসনাতেও তাহাই কর্ত্তব্য। উদ্বোধন অর্থ মনকে জাগ্রৎ করা। ঈশ্বর সম্মুখে বর্ত্তমান, ইহা যতক্ষণ না হৃদয়ঙ্গম হয়, ততক্ষণ উদ্বোধন সম্পূর্ণ হয় না। যতক্ষণ না তাঁহার সত্তা

অনুভব করিব, অন্ধ পাপীর ন্যায় প্রকাশিত হইবার জন্য দয়াল ঈশ্বরকে কাতরভাবে ডাকিতে থাকিব।

প্রশ্ন। উদ্বোধনের সময় ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিয়া, উপাসনার অন্যান্য সময়ে তাহা হারাইয়া ফেলা যায় কেন?

উত্তর। আমরা অনেক সময় ঈশ্বরকে ডাকিয়া তাঁহার অবমাননা করি। একজন বড় মানুষকে ডাকিয়া যদি গৃহে আনি এবং তৎপরে তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অন্য বিষয়ে নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলে তাঁহার নিকট কত অপরাধগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একাধিপতি, সকল রাজার রাজা, সকল দেবতার দেবতা, তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া আমরা কত সময় উপেক্ষা করি; তাঁহার প্রতি যথোচিত ভক্তি সম্মান না করিয়া, অন্য চিন্তায় মনকে নিয়োজিত করি। ইহাতে আমাদের অপরাধের সীমা কোথায়? উপাসনার সমুদায় সময় বিশেষ আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে।

প্রশ্ন। উপাসনার সময় যেমন পবিত্রভাব (Spirit) পাওয়া যায়, কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কি প্রকারে তাহা রক্ষা করা যায়?

উত্তর। এইটী আমাদিগের জীবনের আদর্শ ও সাধনের শেষ অবস্থা। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, ক্রমে কত অধিকক্ষণ সেইভাব রক্ষা করিতে পারি। কাজ করিতে করিতে যখনি সে ভাবের অভাব বোধ হইবে, তখনি সচেতন হইয়া মনকে ঠিক করিয়া লইতে হইবে। যে সংক্ষিপ্ত উপায়ের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিলে কাজের ব্যাঘাত হয় না, অথচ হৃদয় সহজে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

প্রশ্ন। কাজের সময় হৃদয়ের ভাব ঠিক আছে, তাহার পরীক্ষা কি ?

উত্তর। কাজ সমাপ্ত হইলে হৃদয় যদি পূর্ণ থাকে এবং পবিত্র তৃপ্তি অনুভূত হয়, তাহা হইলে জানিতে পারি, ঠিক হৃদয়ে কাজ করিয়াছি।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মসমাজে মধ্যে মধ্যে যে শুষ্কতা আসিয়া পড়ে, তাহা কি প্রকার ভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ?

উত্তর। তাহা পরীক্ষার অবস্থা বলিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অগ্নি-পরীক্ষা ভিন্ন আত্মা সংগঠিত হয় না, এই কারণ ঈশ্বর প্রতিকূল অবস্থা প্রেরণ করেন। দুর্ভিক্ষ থাকাতেই লোকে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়। ধর্ম্মজগতে আত্মার দুর্ভিক্ষও সময় সময় এই কারণে উপস্থিত হয়, যে ধর্ম্মার্থিগণ আপনাদিগের অধিকতর সম্বল সঞ্চয় করিতে যত্নবান্ হইবে।

প্রশ্ন। এ সময় যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন, এবং যাঁহারা তাহাতে পড়িয়া থাকেন, এ উভয়ের অবস্থার কি প্রকার তারতম্য হয় ?

উত্তর। যাঁহারা এ সময় নিরাশ হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন দেখা যায়, তদবধি তাঁহাদিগের আত্মার উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইল। যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাসসূত্র অবলম্বন করিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা বাঁচিয়া যান এবং দেখা যায়, পরীক্ষার সময় চলিয়া গেলে তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও বল বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া দশজনে মিলিয়া থাকিলেই মঙ্গল হয়।

প্রশ্ন। মনুষ্য ঈশ্বরের আদেশ শুনিলে, তদনুসারে কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে কি না ?

উত্তর। মনুষ্য বিবেকের অনুমোদিত, সুতরাং ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া লন, তাহা না করিলেও করিতে পারেন ; কিন্তু স্থির বিশ্বাসে সাক্ষাদ্‌ভাবে ঈশ্বরের আদেশ শুনিলে, তাহা না করিয়া কখনই থাকিতে পারেন না। মনুষ্য ইচ্ছা না করিলেও এবং আপনার দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা স্মরণ করিয়া সঙ্কুচিত হইলেও, সেই আদেশ বলপূর্ব্বক তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া, আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লয়। আদেশের সহিত বলও আইসে। সেনাপতি যেমন 'কামানের মুখে যাও' বলিয়া আজ্ঞা দিলেই যোদ্ধা যাইতে বাধিত হয়, ঈশ্বরের আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও সেইরূপ।

প্রশ্ন। সত্য এক হইলে তাহার প্রয়োগরীতির কি অনৈক্য হইতে পারে ?

উত্তর। সত্য মূলে এক এবং অখণ্ড। তবে সমাজের পরিধি-বিস্তারের সহিত সত্যের বিস্তার অধিক হইতে পারে এবং এক সত্যপ্রচারের প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে।

প্রশ্ন। ব্রহ্মানন্দ-লাভের জন্য যে ব্যক্তির প্রকৃত ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে, তিনি কেবল আত্মীয়তা-রক্ষার জন্য প্রকৃত পৌত্তলিকের পৌত্তলিক কার্য্যকলাপে কোন প্রকার যোগদান করিতে পারেন কি না ?

উত্তর। প্রকৃত ব্রহ্মলাভার্থী ব্যক্তি পৌত্তলিক কার্য্যকলাপে কোন প্রকার যোগদান করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক।

প্রশ্ন। মনুষ্য যত সাধু হউন না, অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহার

সাধুতার অভাব (Moral imperfections) যখন থাকিবে, তখন সাধু অসাধুতে প্রভেদ কি?

উত্তর। অভাব অনন্তকাল থাকিলেও, ধর্ম্মোন্নতি অনুসারে মনুষ্যদিগের অবস্থার তারতম্য থাকিবে। ভাণ্ডারে খাদ্য সংগ্রহ আছে, কেহ একবৎসর, কেহ একমাস চাহিয়া পাইতেছে, কেহ তদ্দণ্ডে পাইতেছে। যাঁহারা উন্নত অবস্থাপন্ন, তাঁহারা প্রার্থনা করিবা মাত্র নগদ পান। এরূপ অভাব সুখেরই বিষয়। এখন আমরা ইন্দ্রিয়দমনকেই অসাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে করি; কিন্তু সাধন করিতে করিতে এমন অবস্থা আসিবে, যখন ইন্দ্রিয়গণের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিতে পারিব। তখনই মুক্তির অবস্থা। তৎপরে ঈশ্বরের নিকট যেমন চাই, তেমন পাই, তাঁহাকেই পাইতে থাকিব।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ১ম কল্প, ৩৪ সংখ্যা, ১৩ই পৌষ বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

১৩ই পৌষ, ১৭৯৪ শক; বৃহস্পতিবার; ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ।

প্রশ্ন। পবিত্র হওয়া কিরূপ?

উত্তর। পুণ্যস্বরূপ ঈশ্বর পবিত্রতার পূর্ণ আদর্শ; আমরা যে পরিমাণে তাঁহার অনুগত হই, সেই পরিমাণে পবিত্র হই।

প্রশ্ন। অপবিত্রতা কি?

উত্তর। ঈশ্বর ও ধর্ম্মের অনুগত না হইয়া স্বার্থ বা রিপুপরতন্ত্র হইয়া কার্য্য করাই অপবিত্রতা।

প্রশ্ন। মনুষ্য কোন প্রকার সাধন দ্বারা এককালে পবিত্র হইয়া যাইতে পারেন কি না?

উত্তর। ঈশ্বর একমাত্র অনন্ত পবিত্র, মনুষ্যকে অনন্তকাল পবিত্রতা অর্জ্জন করিতে হইবে। তিনি কোন কালেই ইহার শেষ করিতে পারিবেন না।

প্রশ্ন। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পবিত্র হওয়া কিরূপ?

উত্তর। পৌত্তলিকধর্ম্মাবলম্বীদিগের মতে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত, তাহাতে মনের পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য দেখা যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুতাপ ও প্রার্থনার দ্বারা যে প্রায়শ্চিত্ত হয় বলেন, তাহার অর্থ—এককালে পূর্ণ পবিত্র হইয়া যাওয়া নয়, কিন্তু মনে যে পাপ ছিল, তাহা গিয়া পবিত্রস্বরূপের সহিত যোগ হওয়া। আমার অত্যন্ত রাগ আছে, অনুতাপ ও প্রার্থনা দ্বারা তাহা বিনষ্ট হইয়া ঈশ্বরের অনুরূপ ভালবাসা বৃদ্ধি হইতে পারে।

প্রশ্ন। যাহারা ঈশ্বর ও ধর্ম্ম মানে না, তাহারা যদি জগতের

হিতকর কোন কার্য্য করে, সে কার্য্যকে পবিত্র বলা যায় কি না?

উত্তর। এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহা জগতের হিতকর হইতে পারে, কিন্তু পবিত্র নামের যোগ্য হইতে পারে না। সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় উপকারী কি আছে? কিন্তু তথাপি তাহাদের পবিত্রতা কিছুই নাই। যশোলিপ্সু ব্যক্তিরা কত লোকের কত দুঃখ দূর ও সুখোন্নতি বিধান করে, তথাপি তাহারা পবিত্র নয়। যাহারা ঈশ্বর ও ধর্ম্ম মানে না, অথচ স্বাভাবিক দয়ালু, স্বভাবের জন্য লোকের উপকার করে, তাহারাও পবিত্র উপাধির যোগ্য হইতে পারে না। পক্ষিমাতা যেমন স্বাভাবিক স্নেহগুণে শাবকদের মঙ্গল করে, তাহাদের কার্য্যও সেইরূপ। পবিত্রতার আদর্শ অতি উচ্চ, তদ্দ্বারা তাহার বিচার হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। দয়া ও পবিত্রতাতে প্রভেদ কি?

উত্তর। দয়া মাতৃস্নেহের ন্যায় একটী অন্ধভাব হইতে পারে এবং অপাত্রে পড়িয়া অপবিত্র আকারও ধারণ করিতে পারে। পবিত্রতায় কোন দোষস্পর্শ হইতে পারে না, এবং তাহাতে জ্ঞান, ভাব ও কার্য্য সকলই ঈশ্বরের অনুগত।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের পবিত্রস্বরূপ কোন্‌টী?

উত্তর। তাঁহার সকল স্বরূপই পবিত্র। তাঁহার জ্ঞান, শক্তি, মঙ্গলভাব সকলই অনন্ত পবিত্রতাতে পূর্ণ।

প্রশ্ন। প্রার্থনার আবশ্যকতা কি?

উত্তর। প্রার্থনা স্বাভাবিক; স্বভাবতই আমরা অন্যসাপেক্ষ, আমাদের অভাব অন্যের সাহায্যে পূরণ করিয়া লইতে হয়।

আমরা যদি পূর্ণস্বভাব হইতাম, কোন অভাব না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের প্রার্থনার প্রয়োজন হইত না; কিন্তু আমাদের অনেক অভাব আছে। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল শক্তিরই উন্নতি সাধন করিতে হইবে। শারীরিক অভাব দূর করিতে হইলে, শারীরিক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে; মানসিক উন্নতির জন্য মানসিক উপায় অবলম্বন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই; সেইরূপ আধ্যাত্মিক অভাব দূর করিবার, আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করিবার উপায়ও আধ্যাত্মিক, সেই আধ্যাত্মিক উপায়ই প্রার্থনা; ইহা ভিন্ন আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের উপায়ান্তর নাই। পাপদমনের জন্য প্রার্থনা অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন। নিজের চেষ্টায় পাপ দমন হয় কি না?

উত্তর। নিজের মনের বলে কোন কোন ব্যক্তি কোন কোন দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন; কিন্তু প্রবলতর প্রলোভনে স্থির থাকিতে পারেন না। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, "No heart is pure that is not passionate, no virtue is safe that is not enthusiast." সে হৃদয় পবিত্র নহে, যাহা অনুরাগী নয়, এবং সে পুণ্য নিরাপদ নহে, যাহা উৎসাহহীন। কোন এক প্রবৃত্তিকে দমন করিতে হইলে অন্য প্রবৃত্তির সাহায্য আবশ্যক। যে সকল দুষ্কর্ম্মে অধিক অর্থ আবশ্যক, কৃপণ ব্যক্তি তাহাতে রত হয় না। আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে সাধুতা, পবিত্রতা প্রভৃতির প্রতি বলবতী প্রীতি না হইলে, লোকে পাপ দমন করিতে পারে না।

প্রশ্ন। কেবল বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা পবিত্রতা লাভ করা যায় কি না?

উত্তর। বিজ্ঞান হৃদয়শূন্য হইলে তাহা কেবল অনর্থক শুষ্ক জ্ঞান হইয়া উঠে। মনুষ্যসমাজ হৃদয় দ্বারাই চালিত হয়। শুষ্ক জ্ঞান যদি আমাদিগকে চালিত করে, নিশ্চয়ই আমাদিগের পতন হইবে। পবিত্রতার প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা চাই. কিন্তু সেই ভালবাসা সাধনের একমাত্র উপায় প্রার্থনা। প্রার্থনা ভিন্ন ইহা থাকিতে পারে না।

প্রশ্ন। প্রার্থনা সম্বন্ধে পণ্ডিত কম্‌টির মত কি?

উত্তর। কম্‌টি বলেন, একটী আদর্শ স্থির করিয়া লইয়া তদনুসারে মনুষ্য উন্নত হইবে। সেই আদর্শ সর্ব্বদা উন্নত হইতে থাকিবে। তিনি আরো বলেন, শরীরতত্ত্বের নিয়মানুসারে মন আপনার উপর কার্য্য করিয়া (self-acting upon self) উন্নতি লাভ করে। তিনি এবং তাঁহার মতানুযায়ীরা প্রার্থনা মানেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রার্থনা আপনাকে আপনি বলা। ইহা উপহাসজনক ক্রীড়ার ব্যাপার। ইহা আমাদিগকে কখনই উন্নত করিতে পারে না। তাঁহারা আদর্শ মনুষ্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, স্ত্রী, মাতা ও কন্যা এই তিন ব্যক্তি সাধুতা. পুণ্য, দয়া, প্রীতি প্রভৃতির আদর্শ। ইঁহারা যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমাদিগের অধিক প্রীতির উদ্দীপন করেন, সেই পরিচ্ছদ সমেত তাঁহাদিগকে ভাবিতে হইবে। ক্রমে পরিচ্ছদ অঙ্গাদি ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাদের সাধুতা, প্রীতি প্রভৃতি আদর্শ সম্মুখে রাখিতে হইবে। এই সম্বন্ধে হিন্দুদের সহিত ইঁহাদের অনেক ঐক্য হয়। হিন্দুদের মতে ধ্যানের সময় দেবতার মস্তিষ্ক হইতে নখ পর্য্যন্ত দেখিয়া, ক্রমে অঙ্গ প্রত্যাহার করত মহাকাশে মনঃস্থাপন করিতে হয়।

প্রশ্ন। কম্‌টি অবশেষে হৃদয়ের এত পক্ষপাতী হইলেন কেন?

উত্তর। শুষ্ক জ্ঞান সমাজ উৎসন্ন করে, কিন্তু হৃদয় সমাজ বন্ধন করে। সুতরাং কম্‌টি হৃদয়ের উপযুক্ত কার্য্য স্থির করিয়া দিয়া এক প্রকার জ্ঞানীর কার্য্য করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক ভাব আছে এবং তাহারই জন্য ধর্ম্ম আছে। এই আধ্যাত্মিক ভাবের কখন বিনাশ হইতে পারে না। প্রত্যেক বিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তি প্রথমে সমাজ-ধ্বংসনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সেই কার্য্য শেষ হইলে তাঁহাকে ধর্ম্মের দিকে আসিতে হয়।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের নিকট কি চিরকাল প্রার্থনা করিতে হইবে?

উত্তর। প্রার্থনা অনন্ত। আত্মার উন্নতি অনন্ত; সুতরাং অভাব পূরণের নিমিত্ত তাহাকে অনন্তকাল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু প্রার্থনার ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে থাকিবে। প্রথমে মাসান্তে বা সপ্তাহান্তে প্রার্থনার ফল লাভ হয়, পরে আত্মা যত উন্নত হইতে থাকে, তত শীঘ্র শীঘ্র প্রার্থনা পূর্ণ হয়। আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত করিবার পক্ষে প্রার্থনা একমাত্র উপায়।

প্রশ্ন। আমাদিগের অভাব আছে, অথচ প্রার্থনা হয় না কেন?

উত্তর। মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক কখন কখন প্রার্থনা চাপিয়া রাখে। যেরূপ মৃত্তিকাতে উৎপাদিকা শক্তি আছে, বীজ না পাইলে তাহা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে, কিন্তু বীজ পাইলেই তাহার কার্য্য আরম্ভ হয়। মনুষ্যের জীবনে এই ভাব স্পষ্ট দেখা যায়। প্রার্থনা প্রথমে চাপিয়া রাখিয়া আমরা কত পাপ করি। কিন্তু প্রার্থনা আরম্ভ হইলে অতি অল্প সময়ে রাশি রাশি পাপ চলিয়া যায়। আমাদের অপূর্ণ স্বভাব এবং তজ্জনিত ঈশ্বরের উপর নির্ভর হইতেই প্রার্থনা আরম্ভ হয়।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ১ম কল্প, ৩৫ সংখ্যা, ২০শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

২৭শে পৌষ, ১৭৯৪ শক; বৃহস্পতিবার; ৯ই জানুয়ারী, ১৮৭৩ খৃঃ।

প্রশ্ন। পরলোক-বিশ্বাসের পত্তনভূমি কি?

উত্তর। পরলোক-বিশ্বাসের সামান্য যুক্তি আছে, যথা শরীর ও আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ। শরীর পরমাণু-সমষ্টিতে নির্ম্মিত, এই জন্য তাহার বিয়োগ আছে; আত্মা পরমাণু-যোগে উৎপন্ন নয়, এইজন্য তাহার বিয়োগ নাই। এ সকল যুক্তি অগ্রাহ্য নয়; কিন্তু এ সকল একটী একটী সোপান ধরিয়া উঠিয়া যে আমরা পরলোক বিশ্বাস করি, তাহা নয়। পরলোকবিশ্বাসের পত্তনভূমি বিবেকের উপরে। যখন আত্মাকে ধর্ম্মের অধিকারী বোধ করি, তখনই পরলোকের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করি। এই জন্য পশুদের আত্মা আছে, কি না আছে, আমরা সে বিচার করিতে যাই না। পাপ পুণ্যের জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী; ইহকালে তাহার ফল ভোগ হয় না, এইজন্য পরকাল অবশ্যই আছে, আমাদের সহজ বিশ্বাস।

প্রশ্ন। বিবেক হইতে পরলোকের নিগূঢ় তত্ত্ব কিরূপে বুঝা যায়?

উত্তর। বিবেক মানিলে ধর্ম্মরাজ্য (Moral Government) মানিতে হয়। ঈশ্বর ন্যায়বান্ রাজা, পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড রাজ-নিয়ম; বিবেক রাজপ্রতিনিধি হইয়া রাজাদেশ জ্ঞাপন করেন। যে পরিমাণে পাপ পুণ্য কৃত হয়, ঠিক সেই পরিমাণে তাহার ফল ভোগ না হইয়া যায় না—এ সকলের সমষ্টি একটী ধর্ম্মরাজ্যের জ্ঞান। ইহার অণুমাত্র কেহ কাটিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে পারেন না; একটী মানিলে সব মানিতে হয়।

প্রশ্ন। দণ্ড পুরস্কার ইহলোকেই হয়, মানিলে চলে না ?

উত্তর। ধর্ম্মরাজ্যের দুই অংশ, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। বর্ত্তমান জ্ঞান অগ্রে হয়, তাহারই সম্পূর্ণতার জন্য ভবিষ্যৎ জ্ঞান আপনা হইতেই হয়। মনে কর, একখানি পুস্তকের এক পৃষ্ঠার সকল পংক্তির আদ্যক্ষরগুলি বাহিরে রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ যদি কেহ ঢাকিয়া রাখেন, আমরা তদ্দ্বারা কোন অর্থ উপলব্ধি করিতে পারি না; ঢাকা অংশ খুলিলেই তাহার সম্পূর্ণ অর্থ অনায়াসে বুঝিতে পারি। সেইরূপ, বর্ত্তমানে ধর্ম্মরাজ্যের এক অংশ মাত্র আমরা দেখিতে পাই, সুতরাং পুণ্যের সম্পূর্ণ পুরস্কার ও পাপের সম্পূর্ণ দণ্ড হয়, তাহা অপর অংশ না দেখিলে বুঝিতে পারি না। অতএব এই জীবনের প্রসারণ ও সম্পূর্ণতাই পরকাল।

প্রশ্ন। পাপ পুণ্যের দণ্ড, পুরস্কার অন্তরে হয়; অতএব এক জনের তাহা ইহ জীবনে হইল কি না, অন্যে কিরূপে বুঝিবে ?

উত্তর। আমরা নিজের জীবন পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারি, ইহলোকে পাপের সম্পূর্ণ শাসন হয় না এবং পুণ্যেরও পুরস্কার যথেষ্ট হয় না। অন্যের বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারি, কিয়ৎ পরিমাণে অবশ্য পারি; কিন্তু তাহাতে প্রমাণের অভাব দেখি।

প্রশ্ন। আমরা পূর্ব্ব জন্মের পাপের জন্য ইহ জন্মে দুঃখ ভোগ করি, ইহা স্বীকার করা যায় কি না ?

উত্তর। বিবেককে ভিত্তিভূমি করিলে তাহা হইতে সকল সত্য বাহির হয়। ঈশ্বর ন্যায়বান্, তিনি সকল বিষয়ের সুচারু সূক্ষ্ম বিচার করিবেন। এক জনের দণ্ড অপরকে দিলে সকলে চিৎকার

করিয়া তাঁহার কার্য্যকে অন্যায় বলিবে। দণ্ড কি? না, জ্ঞানকৃত পাপের জন্য জ্ঞাতসারে দণ্ড। (Conscious punishment for conscious sin) আমি ইহজন্মে কাণা কি কুঁজা হইয়াছি, ইহাকে আমার পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল বলিলে জানিতে হইবে, আমি কি ছিলাম, কি পাপ করাতে এই দণ্ড পাইলাম। যদি জানিতে পারি যে, আমি পূর্ব্বজন্মে অমুক পাপ করিয়াছিলাম, সেই আমি ইহজন্মে এই শাস্তি পাইতেছি; তাহা হইলে পূর্ব্বজন্মের ফলাফল মানা যায়। কিন্তু প্রথমতঃ কেহ বলিতে পারে ইহা খুন করিবার ফল, কেহ বলিতে পারে মিথ্যা কথার ফল; কোন কথা বিশ্বাস করিবার কিছু মাত্র যুক্তি নাই, অনুমানই সর্ব্বস্ব। দ্বিতীয়তঃ যদিই অনুমান মানিয়া লওয়া যায়, আমার পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মে কোন যোগ দেখা যায় না। যে আমি এই রোগ ভোগ করিতেছি, সেই আমি এই রোগের কারণ-স্বরূপ এই প্রকার পাপ করিয়াছিলাম? মনকে জিজ্ঞাসা করিলে, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক কেহই ইহার উত্তর প্রদান করে না। তৃতীয়তঃ এবং সর্ব্বপ্রধান যুক্তি, এই সাংসারিক সুখই যে ধর্ম্মের পুরস্কার এবং দুঃখই যে পাপের দণ্ড, কে বলিল? অনেক স্থলে ইহার বিপরীত বলাই যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন। না জানিয়া কোন পাপ করিলে কি দণ্ড হয় না? এক ব্যক্তি পাগল বা মাতাল অবস্থায় যে পাপ করে, তাহাকে কি তাহার ফল ভোগ করিতে হয় না?

উত্তর। যে পাপ করিয়া এক ব্যক্তি মাতাল বা পাগল হইয়াছে, তজ্জন্য সে দণ্ডভাগী; কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় যে পাপ করে, তাহার জন্য দণ্ডভাগী নয়।

প্রশ্ন। পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ না থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বকৃত কোন না কোন পাপের এই দণ্ড ভোগ করিতেছি, এরূপ মানিলে হানি কি?

উত্তর। পার্থিব গভর্ণমেণ্টও দণ্ড দিবার সময় অপরাধীর অপরাধ বলিয়া দেয়। তখন ন্যায়বান্ ঈশ্বর কি না জানাইয়া দণ্ড দেন? আরো, তাঁহার সকল দণ্ড সংশোধনের জন্য; যদি দোষই না জানিলাম, তবে দণ্ডে কি ফল হইবে? একব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে, তাহাকে আফিম খাওয়াইয়া অচেতন করিয়া একশত ঘা মারা অপেক্ষা, সচেতন অবস্থায় দু ঘা মারায় অধিক ফল। অচেতন করিয়া যে দণ্ড দেওয়া হয়, সে দণ্ডই নয়।

প্রশ্ন। পূর্ব্বজন্মের কথা যদিও স্মরণ না হয়, তথাপি অনুমান করিয়াও বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না?

উত্তর। ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুমানের (Hypothesis) উপর কোন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। বিশেষতঃ জীবনের গুরুতর বিষয়ে অনুমানকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন। ইহ জন্মের ভোগাভোগের কারণ যদি পূর্ব্বজন্মের পাপ পুণ্য অনুমান করা যায়, গ্রহের সুদৃষ্টি কুদৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারণও অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন। সংসারের সুখ দুঃখকে পুণ্য পাপের ফলাফল কেন বলা যায় না?

উত্তর। যাহা ঈশ্বরের পথে যাইতে আমাদিগকে সহায়তা করে, তাহাই সৌভাগ্য এবং ধর্ম্মের পুরস্কার বলা যায়; তদ্বিপরীতই দুর্ভাগ্য। কিন্তু সাংসারিক সুখ অনেক সময়ই মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে

বিচ্ছিন্ন করিয়া পাপে মগ্ন করে এবং সংসারের দুঃখ অনেক সময় ধর্ম্মপথের অনুকূল হয়। এ সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখই বরং আমাদিগের প্রকৃত কল্যাণকারী বন্ধু; তবে কি প্রকারে পাপের ফল বলা যায়?

প্রশ্ন। ঈশ্বর ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করা পাপ কি না?

উত্তর। ধর্ম্মরাজ্যের নিয়মলঙ্ঘনই পাপ। ভৌতিক শারীরিকাদি নিয়ম আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে হইবে বটে, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সময় সময় উহাদিগকে লঙ্ঘন করিতে হয়। তখন তাহা পাপ না হইয়া বরং পুণ্য হয়। সংক্রামক রোগাক্রান্ত লোকের সেবা শুশ্রূষা করিতে গিয়া যদি পীড়া হইল, সত্য প্রচার করিতে গিয়া লোকের অত্যাচারে যদি প্রাণ বলিদান দিতে হইল, এ সকল মহৎ পুণ্য, সন্দেহ নাই।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা ১ম কল্প, ৩৬ সংখ্যা, ৪ঠা মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা

৮ই মাঘ, ১৭৯৪ শক; সোমবার; ২০শে জানুয়ারি, ১৮৭৩ খৃঃ।

সঙ্গতসভার সাম্বৎসরিক উৎসব

৮ই মাঘ, সোমবার, রাত্রি ৭॥টার সময় ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে সঙ্গতসভার সাম্বৎসরিক উৎসবক্রিয়া অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। ১১ই মাঘ উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক কালব্যাপী যে মহোৎসব হয়, ইহাই তাহার প্রারম্ভ। সভামণ্ডপ চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত, পুষ্পদাম-শোভিত এবং আলোকমালালঙ্কৃত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল। অন্যূন দুইশত ব্যক্তি সভাস্থ ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত মহাশয় কার্য্যারম্ভ করেন। তৎপরে সম্পাদক সঙ্গতসভার ইতিবৃত্ত এবং গত বৎসরের কার্য্যবিবরণ অবগত করেন। অনন্তর কয়েকজন সভ্য স্ব স্ব জীবনের সার কথা পাঠ করেন। সর্ব্বশেষে কেশববাবু সঙ্গত সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ এবং ইহার কল্যাণ ও উন্নতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া কার্য্য সমাধা করেন। উৎসবের আদি, অন্তে ও মধ্যে মধ্যে সুন্দর ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া শ্রোতাদিগের হৃদয় মন পুলকিত করিয়াছিল। সভার কার্য্যবিবরণ, সভ্যগণের লিখিত সার কথা এবং সভাপতির বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রকটিত হইল।

সঙ্গতসভার ইতিবৃত্ত ও গত সাম্বৎসরিক বিবরণ

ত্রয়োদশ বর্ষ হইল, যৎকালে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর এবং ভক্তিভাজন বাবু কেশবচন্দ্র সেন পূজ্যপাদ মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সম্মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন, ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া জীবন্ত ধর্ম্মোপদেশে ধর্ম্মার্থীদিগের মন বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সঙ্গতসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর (১৭৮২ শকাব্দের পৌষ) শুক্রবার এই সভার জন্মদিন। ধর্ম্মোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন মহাশয়ের নারিকেলডাঙ্গার উদ্যানে ইহার প্রথম সূচনা হয়; পরে ইহা এই কলুটোলাস্থ ভবনে রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমতঃ নয়জন ব্রাহ্ম ভ্রাতা একত্র হইয়া এই সভাটীর প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে আটজন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র, অবশিষ্ট মহোদয় তাঁহাদিগের শিক্ষক ও ধর্ম্মজীবনের প্রবর্ত্তক। কি কারণে ইঁহারা এই সভাটী সংস্থাপন করেন, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তৎকালে ইঁহারা প্রতি বুধবারে উপাসনা-মন্দিরে গমন করিয়া আত্মার জন্য ধর্ম্মভাব প্রচুর পরিমাণে লাভ করিতেন, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে ধর্ম্মবুদ্ধিকে বিকশিত করিয়া সত্যান্বেষণে প্রবল উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিলেন; কিন্তু অস্থায়ী ভাব বা শুষ্ক জ্ঞান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। যাহাতে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া জীবনকে উন্নত ও পবিত্র করিতে পারেন, এইজন্য তাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা ধর্ম্মসাধনে নিতান্ত আগ্রহান্বিত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন বটে, কিন্তু দেখিলেন, আপনার আপনার চেষ্টায় তাহা সম্পন্ন করা অসম্ভব। এইজন্য পরস্পর সমভাবাপন্ন কয়েকটী ভ্রাতা একহৃদয় হইয়া সঙ্গতসভা সংস্থাপন করেন।

"সঙ্গত" এই নামটী এদেশের পক্ষে নূতন। যাঁহারা ইহার

সহিত পরিচিত, তাঁহারা ইহার নাম শুনিয়া একটী গানের আড্ডা মনে করিতে পারেন; কিন্তু ইহা সেরূপ স্থান নহে। ইহার নাম প্রথমে "Society of Sympathy" মিলনসভা ছিল। পরে লাহোরের একটী ধর্ম্মালোচনী সভার নাম হইতে "সঙ্গত" নাম গৃহীত হয়।

ব্রহ্মবাদী শঙ্করাচার্য্যের পজ্ঝটিকায় আছে :—

"নলিনীদলগতজলবত্তরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং।
ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

সজ্জনসঙ্গতি—ধর্ম্মকাম ব্যক্তিদিগের একত্র মিলনই—ভবসাগর-পারের একমাত্র তরণীস্বরূপ। এই সজ্জনসঙ্গতি হইতেই 'সঙ্গত' কথা উৎপন্ন, তাহার সন্দেহ নাই।

আমাদিগের এই সঙ্গতসভার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা ইহার প্রথম অধিবেশনদিবসের আলোচিত বিষয় পাঠ করিলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। "Sympathy" অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে সমহৃদয়তা প্রথম-দিনের আলোচনার বিষয় ছিল। নিজে ভাল হওয়া এবং পরস্পরকে ভাল হইতে সাহায্য করা সঙ্গতসভার সভ্যগণের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধা-রিত হয়। এইভাবে সঙ্গতসভার কার্য্যারম্ভ ব্রাহ্মগণের মধ্যে একটী নূতন ব্যাপার বলিতে হইবে। এতকাল ব্রাহ্মগণ জানিতেন, সপ্তাহান্তে এক দিন করিয়া সমাজে গিয়া, সকলে মিলিয়া সমস্বরে প্রার্থনা করাই ধর্ম্মসাধন; কিন্তু সাধনের সাহায্যে প্রতিদিনের জীবনকে যে বিশুদ্ধ করিতে হইবে এবং ঈশ্বরের উপাসকগণকে যে

ধর্ম্মযোগের নৈকট্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে, ইহা তাঁহাদিগের নিকট অপ্রকাশিত ছিল। এই ভাবটী বীজস্বরূপে ব্রাহ্মহৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া, যে কি প্রকাণ্ড আশ্চর্য্য বৃক্ষ উৎপাদন করিল, পশ্চাৎ দেখিবার বিষয়। যাহা হউক, প্রথম হইতেই সঙ্গতের সভ্যগণ সকলে যে একহৃদয়, তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিলেন। প্রতি শুক্রবার তাঁহারা একত্র হইয়া, আপনাদিগের জীবন যাহাতে বিশুদ্ধ হয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান সকল যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা সপ্তাহের মধ্যে প্রতি মঙ্গল ও শুক্র দুই দিন করিয়া একত্র হইতেন। তাঁহারা যে বিষয়ের কথা কহিতেন, সকলের হৃদয় তাহাতে একবাক্য হইয়া সায় দিত; সে কথা এমনি সরস, এমনি মিষ্ট, এমনি হৃদয়গ্রাহী যে, যত পরস্পরের হৃদয় খুলিতেন, তত সকলে সুখী হইয়া শ্রবণ করিতেন। কথা কহিতে কহিতে কোন কোন দিন রাত্রি অবসান হইত, কোন কোন দিন প্রভাতের তোপ পড়িয়া যাইত। তখন তাঁহারা এত সময় গিয়াছে, অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন।

কেবল সভার দিনেই সঙ্গতের সভ্যগণের এইরূপ মিলন হইত না, কেবল বিদ্যালয়ে ও সমাজে তাঁহারা একত্র হইয়া সন্তুষ্ট হইতেন না; পরস্পরের সহিত যেন মধুর প্রাণের যোগ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, সর্ব্বক্ষণেই পরস্পরকে দেখিতে ভালবাসিতেন এবং সুযোগ পাইলেই পরস্পর একত্র হইয়া ধর্ম্মযোগের মধুরতা আস্বাদন করিতেন।

প্রথম বৎসর সঙ্গতে যে সব বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহার

সিদ্ধান্ত সকল পরে পুস্তকাকারে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান' নামে প্রচারিত হয়। তাহাতে এই কয়েকটী বিষয় প্রকটিত হইয়াছে :—

১। উপাসনা। ২। আত্মপরীক্ষা। ৩। আমোদ। ৪। অর্থব্যয়। ৫। অভ্যর্থনা। ৬। সময়। ৭। সত্য বাক্য। ৮। নির্ভর। ৯। কর্ত্তৃত্ব। ১০। কৌতূহল। ১১। পৌত্তলিকতা। ১২। সংসার। ১৩। প্রীতি। ১৪। মোহ। ১৫। ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ। ১৬। পবিত্রতা। ১৭। কর্ত্তব্যশ্রেণী। ১৮। লোকভয়। ১৯। ত্যাগস্বীকার।

এই সকল বিষয় কেবল কথায় ছিল, তাহা নহে। আলোচনার সময় সকলে তৎসম্বন্ধে আপনার আপনার মনের ভাব অকপটে প্রকাশ করিতেন এবং যাহা সিদ্ধান্ত হইত, যে উপায় নির্দ্দিষ্ট হইত, প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক সকলে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন এবং তৎপরক্ষণ হইতেই সকলের কার্য্যে তাহা প্রকাশ হইত। একদিন স্থির হইল, 'প্রতিদিন দুইবার ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য,' তৎপর দিন প্রত্যেকের জীবনে মিলাইয়া লও, তাহার পরিচয় পাইবে। যে দিন সিদ্ধান্ত হইল, 'পৌত্তলিক কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা পাপ,' তৎপরক্ষণ হইতেই সকলে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব এককালে কাটিয়া ফেলিলেন। যে দিন নির্দ্দিষ্ট হইল, 'লোকভয়ে ব্রাহ্মোচিত কোন কার্য্য করিতে বিরত হইব না,' তদ্দিন হইতেই সকলে স্বর্গীয় সাহসে কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাড়না, গঞ্জনা, সহস্র ত্যাগ-স্বীকার সকলই ঈশ্বরের আজ্ঞায় মস্তক পাতিয়া সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গতের সভ্যগণের এইরূপ কথা লইয়া 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান' পুস্তক সংরচিত হয়। ১৭৮৩ শকে সঙ্গতের প্রথম সাম্বৎসরিক

উপলক্ষে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে, মহর্ষি দেবেন্দ্রবাবু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন এবং ইহা অদ্বিতীয় পুস্তক, যতকাল চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ইহার কথা সকল অখণ্ড্য থাকিবে, এইরূপে সহস্র স্বরে ইহার গুণগান করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ তৎকালে তিনি এই পুস্তকখানি বেদবাণী স্বরূপে অন্তরের সহিত গ্রহণ করেন এবং 'উপবীতধারণ পৌত্তলিকতার চিহ্ন' ইহাতে লিখিত দেখিয়া আপনি উপবীত ত্যাগ করেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, নয়জন সভ্য লইয়া প্রথমে সঙ্গতসভা হয়। ক্রমে ইঁহাদিগের সহিত অন্যান্য ব্রাহ্মগণ যোগ দেওয়াতে, সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইঁহারা সকলেই উৎসাহবান্ এবং অনুষ্ঠানে অগ্রসর। যাঁহারা সে প্রকার ধাতুর ব্রাহ্ম নহেন, তাঁহারা প্রায় ইহাতে যোগদান করিতেন না। সঙ্গতের সভ্যসংখ্যা যখন বৃদ্ধি হইল, তখন শুক্রবার কলুটোলার ভবনে যেরূপ সঙ্গত হইত, কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে তদনুরূপ কয়েকটী পারিবারিক সঙ্গত সংস্থাপিত হইল। আবার ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রবাবুর বাটীতে এক একটী মাসিক সাধারণ সঙ্গত হইতে লাগিল। ইহাতে ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে ধর্ম্মের যেরূপ মধুর যোগ ও জীবন্ত ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল, সেরূপ আর কখনও দৃষ্ট হইল না।

১৭৮৩ হইতে ৮৬ শক পর্য্যন্ত সঙ্গতের কার্য্য সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। ১৭৮৪ শকে ব্রাহ্মবন্ধুসভার সহিত ইহার গূঢ় যোগ সংস্থাপিত হয় এবং ব্রাহ্মবন্ধুসভায় যে সকল আলোচনা হইত, কি উপায়ে তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে, সঙ্গত নির্দ্ধার্য্য করিয়া দিতেন। এতদিন স্ব স্ব জীবনসংক্রান্ত কথা হইত, এখন তাহার

সহিত সামাজিক কার্য্য সংযুক্ত হইল। ব্রাহ্মধর্মপ্রচার, অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধন এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকটন এই কয়েকটী প্রধান উদ্দেশ্য হইল। সঙ্গতের সভ্যগণ কিছুকাল এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎসঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনসম্বন্ধীয় আলোচনা করিতে বিস্মৃত হন নাই। উল্লিখিত কয়েকটী বিষয়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার বিষয়েই সঙ্গত হইতে সমধিক স্থায়ী ও কার্য্যকর উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। সঙ্গতের প্রত্যেক সভ্যকে সাধ্যমত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, ইহা একটী নিয়ম-স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়; এতদ্ব্যতীত কতকগুলিকে যাবজ্জীবন প্রচারব্রতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, স্থির হয়। সভাপতি মহাশয় সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন, প্রত্যেক সভ্য আপনার আপনার ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কার্য্য (Mission) স্থির করিয়া লন। তিনি শেষোক্ত প্রস্তাবের যখন প্রথমোল্লেখ করিলেন, সকলে তাহা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু অনেকদিন ক্রমাগত এই বিষয়ের আন্দোলন চলিতে লাগিল। তিনি নিজে ইতিপূর্ব্বে এক প্রকার বিষয়কার্য্য ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রথমে প্রকাশ্যে প্রচারব্রত অবলম্বন করেন। অন্যান্য উৎসাহী ব্রাহ্ম ক্রমে তদনুবর্ত্তী হন। এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একটী স্বতন্ত্র প্রচারবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৮৬ শকের ফাল্গুন মাসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। একদিকে ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টী বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ, অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন অধ্যক্ষগণ। এই শেষোক্ত ভ্রাতৃগণ সকলেই সঙ্গতসভার সভ্য।

অতএব প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনদলের সহিত সঙ্গতসভার সভ্যগণেরই বিরোধ উপস্থিত হইল। প্রাচীন সম্প্রদায় জাতিভেদ, উপবীতধারণ প্রভৃতির পোষকতা করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিতান্ত ভীত হইয়া হিন্দুসমাজের আবরণে আপনাদের শরীর ঢাকিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গতের সভ্যগণ 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং,' 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং' এই মহাবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া সমুদায় পৌত্তলিকতার বন্ধন ছেদন করিতে এবং সাহসপূর্ব্বক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনেক দিন হইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 'শির দেয়াত রোণা কেয়া' ইহা তাঁহাদিগের স্বর্গীয় সাহসবাক্য ছিল। এখন কি কোন প্রকার অনুরোধ, প্রলোভন বা ভয়ে তাঁহারা পৌত্ত-লিকতা ও সংসারের সহিত সন্ধি করিয়া চলিতে পারেন ? সুতরাং তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। সঙ্গতের সভ্যগণ এই সময়ে যে কিরূপ পরীক্ষার অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় কার্য্যভার হইতে তাঁহারা বিদায়প্রাপ্ত অথবা দূরীভূত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ধনহীন এবং জগতের গণনার নিতান্ত বহির্ভূত। কোন স্থানে বিশুদ্ধ সামাজিক উপাসনা সম্ভোগ করিয়া যে সান্ত্বনা লাভ করিবেন, সে পথও রহিল না। এই অবস্থায় তথাপি তাঁহারা সঙ্গতসভা ছাড়িলেন না; বরং নিরুপায় কয়েক ভ্রাতা পরস্পরের মুখদর্শন ও হৃদয় বিনিময় করিয়া যাহা কিছু শান্তিলাভ করিতে লাগিলেন। বিপদের সময়ে তাঁহাদিগের আত্মীয়তা অধিকতর গাঢ় ও মধুর হইল। সঙ্গতের সভ্যগণের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট কয়েক ভ্রাতা সেই ব্রত জীবনের সার করিয়া লইলেন।

১৭৮৭ শকের আষাঢ় পর্য্যন্ত সঙ্গতসভার কার্য্য নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহিত হয়। পরে প্রচারকগণ ধর্ম্মপ্রচারার্থ নানা দেশে বহির্গত হইলে, সঙ্গতসভার কার্য্য কিছুদিন স্থগিত রহিল, অথবা তাঁহাদের জীবনের সহিত একীভূত হইয়া গেল, বলা যায়। ১৭৮২ হইতে ১৭৮৭ শক পর্য্যন্ত সঙ্গতসভা জীবন ধারণ করিয়া, যদি আর কিছু না করিয়া থাকেন, তাঁহার সুপক্ক ফলস্বরূপ কয়েকটী ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক প্রসব করিয়াছেন। এ ফল সামান্য হইলেও, অন্য কোন বিদ্যালয় ও সভাকে এ প্রকার মহৎ ফল প্রদর্শন করিতে দেখা যায় না। জগতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের জন্য আটদশটী জীবন সংগঠিত হইল। মনুষ্য সংসারের সকল সুখ ও আশা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের জন্য ভিখারী হইবেন, সকল ক্লেশ স্বীকার করিয়া জগতের নরনারীদিগের নিকট স্বর্গীয় প্রেম বিতরণ করিতে জীবন উৎসর্গ করিবেন, পৃথিবীতে এরূপ একটী দৃষ্টান্ত দুর্লভ। যে সঙ্গতের প্রসাদে আমরা এতগুলি দৃষ্টান্ত দেখিতেছি, তাঁহাকে কি প্রকার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা দান করিব? যে মহাত্মা সঙ্গতের জীবনস্বরূপ হইয়া, ইহার এ প্রকার উপাদেয় ফলোৎপাদনে অবিশ্রান্ত যত্ন, পরিশ্রম ও সাহায্য করিলেন, তিনি যে আমাদিগের চিরশ্রদ্ধার আস্পদ, বলা বাহুল্য। যে করুণাময় পিতা ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য সামান্য উপায়ে আপনার মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, তাঁহাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করি। ভবিষ্যতে যে কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিবেন, তিনি তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী বিশ্বব্যাপী আন্দোলন এই ক্ষুদ্র সঙ্গতের অন্তর্ভূত দেখিতে পাইবেন।

সঙ্গতের সভ্যগণের উদ্যোগে ১৭৮৮ শকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ

প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তাঁহারা একটী উপাসনাগৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী ধনসংগ্রহার্থ ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। এই সময় সঙ্গত-সভা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ব্রাহ্মসমাজে গাঢ়তম অন্ধকারের রাজ্য সমাগত হয়। অবিশ্বাসীদিগের নিকট প্রতীত হইল, ব্রাহ্ম-সমাজ এতদিন বৃথা কোলাহল করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইল। শত্রুগণের মহা আনন্দ হইল; কিন্তু যাঁহার বিধানে অন্ধকারের পর আলোক, তাঁহারই বিধানে ব্রাহ্মসমাজের শুভদিনের পুনরভ্যুদয় হইল। প্রচারকগণ, যাঁহাদিগের জীবনে সঙ্গতের জীবন মিশ্রিত হইয়াছিল, এই সময় দৃঢ়তা-সহকারে দয়াময় পিতার চরণতলে অনবরত অশ্রু-পাত, ক্রন্দন ও হৃদয়ের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, নিরাহারে দিনরাত্রি তাঁহার করুণার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই কঠোর সাধনের ফলে ১৭৮৯ শকের ৯ই অগ্রহায়ণ স্বর্গীয় ব্রহ্মোৎসবের সৃষ্টি হইল। ১৭৯০ শকের ১১ই মাঘ মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর নিখাত হইল এবং ১৭৯১ শকের ৭ই ভাদ্র, ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার মহোৎসবে ব্রাহ্ম-সমাজ পুনর্জ্জীবন লাভপূর্ব্বক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সঙ্গতের প্রথম কল্পের বিবরণ উল্লিখিত হইল। ১৭৯১ শকের ৯ই বৈশাখ সঙ্গতসভা রীতিমত পুনঃসংস্থাপিত হয় এবং ইহার দ্বিতীয় কল্প আরম্ভ হয়। প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার সঙ্গতের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল এবং কলেজের ছাত্র ও অন্যান্য কতকগুলি নূতন ধর্ম্মার্থী ইহার সভ্য হইলেন। এই সকল সভ্যের উৎসাহ, যত্ন ও ধর্ম্মজ্ঞান-পিপাসা দেখিয়া সঙ্গতের বাল্যকাল স্মৃতিপথে পুনরুদিত হইল। এ সময়ে ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব সকলের বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল। ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে উক্ত সভ্যগণের মধ্যে অনেকে

প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণকে লইয়া উপাসকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সঙ্গতসভা তাহার সহিত মিলিত হইয়া গেল। উপাসকমণ্ডলী দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এক বিভাগ ব্রহ্মমন্দিরের আয়ব্যয়ের তত্ত্বাবধান করিবেন, অন্য বিভাগ পূর্ব্বতন সঙ্গতসভার ন্যায় ধর্ম্মসাধনের সহায়তা করিবেন, এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। উপাসকমণ্ডলী সভার প্রারম্ভে ভক্তিভাজন সভাপতি মহাশয় স্পষ্টরূপে ইহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর উপাসকগণ একটী আদর্শ ধর্ম্মপরিবার সংস্থাপন করিবেন। তাঁহারা একদিকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মপথে চলিবার সহায় হইবেন, অন্যদিকে পরস্পরের পাপের নিবারক হইয়া একটী সামাজিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবেন; এই উদ্দেশ্যে আটটী অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মনিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। এই সময় হইতে সঙ্গত বিস্তৃত আকার ধারণ করিল, এবং ইহার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সঙ্গত-সভা প্রতি শুক্রবার যথাপূর্ব্ব হইতে লাগিল। মাসিক এক রবিবার কেবল উপাসকমণ্ডলীর অন্য বিভাগের অধিবেশন হইত। মতভেদ-সত্ত্বে ব্রাহ্মদের যাহাতে মিলন থাকে, সঙ্গতসভায় এই বিষয়ের অনেক উপদেশ দিয়া সভাপতি মহাশয় ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রথম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাকে অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করেন। কিন্তু কিছুদিনের জন্য তিনিও মাঙ্গালোরে গমন করিলে ইহার কিছু বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই বিশৃঙ্খলা নিবারণ এবং সভ্যগণের দৃঢ়তর সম্মিলন সাধন জন্য, ১৭৯২ শকের ১০ই বৈশাখ সঙ্গতের

সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয় এবং গত বৎসর যত বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্ক্ষেপ মর্ম্ম পঠিত হয়।

অতঃপর সঙ্গত সভার তৃতীয় কল্প আরম্ভ হয়। তাহাতে এইরূপ কথিত হয়, সঙ্গতের প্রথম পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বাহ্য অনুষ্ঠান শিক্ষা হয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভক্তি, বিশ্বাস, ঈশ্বরের করুণা আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভে আমরা দেখিলাম, যাঁহারা মঙ্গলময় পিতার এরূপ প্রতিনিধিস্বরূপ আমাদের ধর্ম্মপথে হস্তধারণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, একে একে পরিত্যাগ করিলেন। অতএব অন্তরের সহিত প্রত্যেকের প্রত্যক্ষভাবে সাধন করিতে হইবে। এই ভাবে সঙ্গতের কার্য্য কিছুকাল চলিতে লাগিল। প্রতাপ বাবু ফিরিয়া আসিয়া সঙ্গতকে নব উৎসাহে উৎসাহিত করিলেন। সেই উৎসাহ-স্রোত চলিতেছিল। পরে ভক্তিভাজন কেশববাবু ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া, ইহাতে আরও নূতন নূতন ভাব সংযোগ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পৃথিবীর এই দুই বিভাগের সম্মিলন করিয়া, ব্রাহ্মেরা কিরূপে আপনাদিগের জীবনের সম্যক্ উন্নতি ও ব্রাহ্মপরিবারের সম্পূর্ণতা সাধন করিতে পারেন, এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। ইহলোক পরলোক এ উভয়ের যোগ সাধন বিষয়েও সভ্যগণ মনোযোগী হইলেন। ১৭৯৩ শকের মাঘ মাসে সঙ্গতের আলোচিত বিষয় সকল হইতে কতকগুলি সাধনাঙ্গ সঙ্কলন করিয়া, ধর্ম্মসাধন নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে :—

১। আরাধনা। ২। প্রার্থনা সাধন। ৩। বিশ্বাস সাধন।

৪। নিরাশা নিবারণের উপায়। ৫। শুষ্কভাব ছাড়িয়া সরল ভাব সাধন। ৬। জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য। ৭। পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব। ৮। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ৯। সময়ের সদ্ব্যয়। ১০। মৃত্যু ও পরকাল সাধন। ১১। স্ত্রীজাতির প্রতি কর্ত্তব্য। ১২। ভ্রাতৃভাব। ১৩। পরিবার সাধন। ১৪। আদেশ শ্রবণ। ১৫। সাম্বৎসরিক উৎসব। ১৬। ধর্ম্মসাধনের উন্নতিপ্রণালী।

এই পুস্তকখানিতে আধ্যাত্মিক সাধনের অনেক নিগূঢ় সঙ্কেত প্রকাশিত আছে।

গত বৎসরের ১১ই মাঘ হইতে এ পর্য্যন্ত সঙ্গতসভা নিয়মিতরূপে চলিতেছে। এ বৎসর প্রথমাবধি পুনরায় পরিবারসাধনের উপায় দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। সঙ্গতের সভ্যগণ মধ্যে শিথিল-ভাবাপন্ন হইয়া পড়াতে, গত ১৪ই বৈশাখ সঙ্গতের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে সঙ্গতের সভ্যগণ বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ হন। যিনি সভ্য হইবেন, তিনি প্রতি সভায় নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইবেন এবং মীমাংসিত কর্ত্তব্য সকল জীবনে পরিণত করিতে যথোপযুক্ত সাধন করিবেন, সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয়। সঙ্গতের আলোচিত বিষয় সকল সংরক্ষিত করিবার জন্য ধর্ম্মসাধন নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইবার ব্যবস্থা হয়। এই নূতন ব্যবস্থার পর ৪৯ জন ব্রাহ্ম এ পর্য্যন্ত সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। মধ্যে সঙ্গতের সভ্যগণ দর্শক বা শ্রোতার ন্যায় আসিতেন ও চলিয়া যাইতেন, কাহাকেও ধরিয়া রাখা যাইত না; তাহাতেই সঙ্গতের বার বার উত্থান ও পতন হয়। কিন্তু এক্ষণে অনেকগুলি নিয়মিত সভ্য প্রাপ্ত হওয়া

গিয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মকে জীবনের ধন করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র এবং সাপ্তাহিক মিলন ব্যতীত সপ্তাহের মধ্যে সময় সময় একত্র হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের ধর্ম্মোৎসাহ দেখিলে হৃদয়ে অনেক আশার সঞ্চার হয়। ধর্ম্মসাধন পত্র ২১শে বৈশাখ হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত ৩৬ সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে। সাধারণের উপ-কারক হইবে বলিয়া মূল্য ৫ মাত্র এবং প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে যতদূর সাধ্য সরল ভাষায় ইহার প্রস্তাব সকল লিখিত হয়। প্রতি সংখ্যা সহস্র খণ্ড করিয়া মুদ্রিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা যতদূর প্রচারিত হইবার আশা করা যায়, ততদূর হইতেছে না। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া লেখা হয় বলিয়া, সাধারণের নিকট ইহা গৃহীত হইবাব তত আশা করা যায় না; কিন্তু ব্রাহ্মগণ ইহার প্রতি যদি স্নেহ প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে রক্ষা পাওয়া ভার।

ধর্ম্মসাধন পত্রে সঙ্গতসভার যে সকল আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান :—

১। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বন্ধন করিবার জন্য বিশ্বাস-পরায়ণ হইয়া অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিতে হইবে।

২। প্রত্যেক মনুষ্যের সাধুভাবে ঈশ্বরের পুণ্যভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

৩। সকল মনুষ্যের উপর ঈশ্বরের সাধারণ করুণা যেমন সত্য, প্রত্যেকের উপর তাঁহার বিশেষ করুণা তেমনি সত্য।

৪। বিবেক ও ঈশ্বরের আদেশের সম্মিলন করা ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক ও তাহাই তাঁহার শাস্ত্র।

৫। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ দ্বারা প্রকৃত বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে হইবে।

৬। স্ত্রী-জাতিতে ঈশ্বরের প্রেম-প্রকৃতি দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার কর্ত্তব্য।

৭। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে ব্রাহ্মপরিবারের আদর্শ চিত্রিত করিয়াছেন, বিশ্বাসপূর্ব্বক জীবনে তাহার সাধন চাই।

৮। ঈশ্বরকে পাইতে যেমন, রাখিতেও তেমনি যত্ন চাই।

৯। আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য প্রত্যেক ভ্রাতা ভগিনীর সাহায্য আবশ্যক।

১০। ঈশ্বরে বাস করাই স্বর্গে বাস করা এবং ইহজীবনে তাহার যে প্রমাণ পাই, তাহা হইতে পরজীবনের আভাস পাই।

১১। পরলোকবাসী আত্মাদিগের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগ আছে ও থাকা চাই, শারীরিক যোগ অসম্ভব।

১২। উন্নতির একটী সীমা নির্দ্ধারণ করা ব্রাহ্মদের পতনের মূল।

১৩। ঈশ্বরের সহিত প্রাণের যোগ সাধন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন।

১৪। আত্মার উন্নতির জন্য আমাদিগের নিকট প্রলোভন, পরীক্ষা উপস্থিত হয়; তাহাতে ঈশ্বরের কৃপা উপলব্ধি করিতে যেন না ভুলি।

১৫। ব্রাহ্ম কোন নূতন মতের প্রচার দেখিয়া ভীত নহেন। তিনি সকল মতকে আপনার আয়ত্ত করিয়া তদ্দ্বারা উপকার লাভ করিতে পারেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম এতদূর উচ্চ ও উদার ভাব শিক্ষা দেন।

১৬। উপাসনাতে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিয়া, 'তুমি' বলিয়া প্রার্থনা না করিলে, উপাসনার ফললাভ হয় না।

১৭। ধর্ম্মসাধনের সংক্ষিপ্ত উপায় নামসাধন প্রভৃতি বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক আয়ত্ত করা আবশ্যক। বিপদ্, পাপ, প্রলোভন, মৃত্যু এসকল সঙ্কট সময়ে তাহাই একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র।

এই সকল আলোচনা করিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সঙ্গতসভা যে কি, প্রথম অবস্থায় তাহার যে স্বর্গীয় আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রভাবেই ব্রাহ্মসমাজের এই উন্নত অবস্থা। মধ্য সময়ে বিশৃঙ্খল ও অনিশ্চিত বিষয় নিয়া গিয়াছে। সভ্যগণ প্রথমে স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরলোকের সহিত যোগ-বন্ধনের জন্য তত সচেষ্ট হয়েন নাই। তৃতীয় অবস্থায় আবার আমরা পূর্ব্বের ন্যায় হৃদয়-মিলনের ভাব কতক কতক উপলব্ধি করিতেছি এবং আবার সকলে একহৃদয় একপরিবার হইয়া, আপনাদের ধর্ম্মোন্নতি সাধন করিবাব আশা হইতেছে। কিন্তু এখনও সঙ্গতের অনেক অভাব রহিয়াছে। এখন জ্ঞান ও অনুষ্ঠান অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাল্যকালের সে হৃদয়ের ভাব কৈ, যাহাতে এ উভয়কে সম্বদ্ধ করিয়া জীবনের যথার্থ হিতসাধন করিবে? সঙ্গতের ভ্রাতৃগণ পূর্ব্বের ন্যায় সরলতা, পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক প্রাণের যোগ বন্ধন করিতে না পারিলে, এ সঙ্গত কখনও চিরস্থায়ী হইবে না। যদি হয়, তদ্দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হইবে না। হৃদয়ের যোগ (Sympathy) এইটী সঙ্গতের পত্তনভূমি। করুণাময় ঈশ্বর করুন, এই হৃদয়ের যোগ যেন চিরকাল আমাদিগের মধ্যে বিরাজ করে এবং আমরা যেন সকলে একপ্রাণ হইয়া সাধনার পথে পরস্পরের সাহায্য করিয়া, সেই পিতাকে লাভ করিতে সমর্থ হই।*

---

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা ১ম কল্প, ৩৭—৪২ সংখ্যা, ২৫শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

সভাপতির বাক্যের সারাংশ।*

ভবিষ্যতের বিষয় আমরা জানিনা, কিন্তু গত বিষয় উজ্জ্বল পরীক্ষার ব্যাপার, তাহার মধ্য দিয়া সকলেই চলিয়া আসিয়াছি। আমরা যখন ধর্ম্মপথভ্রমণে প্রথম আরম্ভ করি, তখন আর এখন, অনেক দিন গত হইল, ইহার মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। তখনকার আর এখনকার অবস্থার অনেক প্রভেদ। এ বিষয় যত আলোচনা করি, তত আনন্দ লাভ করি। ক্ষুদ্র শিশু মাতার নিকট একটা ছোট ঘটী পাইয়া জল খাইয়া কত সুখ পায়। বয়োবৃদ্ধি হইলে তাহা ক্ষুদ্র বলিয়া পরিত্যাগ করেন, আরও প্রশস্ত পাত্র চান; কিন্তু যতবার ছোট ঘটীটী দেখিবেন, অবশ্যই প্রফুল্ল হইবেন। তিনি যত বড় লোক হউন্, অহঙ্কার করুন্, তথাপি ছেলে বেলার ভগ্ন পাত্রটী যতবার দেখিবেন, আহ্লাদিত হইবেন। পূর্ব্বে একজন চাষা ছিলেন, ক্রমে রাজা হইলেন, ধন ধান্যে তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তিনি মনে করিতে পারেন, ছিন্ন বস্ত্রের দিন আর স্মরণ করিবনা; কিন্তু কোন রাজা এমন বিকৃতস্বভাব হইতে পারেন না যে, বর্ত্তমানের সহিত পূর্ব্বের অবস্থা তুলনা করিয়া আহ্লাদিত না হন। এখন আমরা ঈশ্বরের প্রসাদ অনেক লাভ করিয়াছি। ধর্ম্ম-পুস্তক, ধার্ম্মিকদিগের সহবাস, অনেক লোকের উৎসাহে ধর্ম্ম আমাদিগের প্রতিজনের পক্ষে দশ বৎসরে অনেক সুলভ হইয়াছে। পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন অনেক ভাল ভাল বস্তু পাইয়াছি। এখন আমরা কলে ধর্ম্মলাভ করি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে বহু পণ্ডিতের সঞ্চিত ধনের অধি-কারী হই। এখন রজনীর অন্ধকার গিয়াছে, রাস্তা ঘাট সব পরিষ্কার, দলে দলে লোক দৌড়িতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্ম অনায়াসলভ্য হইয়াছে, বলিতে হইবে; কিন্তু তথাপি, অনেক দুঃখে আগে যে সত্য লাভ করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া কত সুখ হয়। এমন দিন

*১২৩—১৩৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সঙ্গতসভার সাম্বৎসরিক উৎসবের এই অংশ ভুলক্রমে বাদ পড়িয়াছে।

ছিল, যখন এই ভবনের একটী ক্ষুদ্র গৃহে কয়েকটী ভাই শান্তি করিবার জন্য একত্র হইতাম, কথায় কথায় সমস্ত রজনী কাটিয়া যাইত। কলহ বিবাদ কি, জানিতাম না; পরস্পরের মুখ দেখিতাম, আহ্লাদিত হইতাম; পরস্পরকে ভালবাসিতাম, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতাম। তখনকার বন্ধুতা পরীক্ষা করিয়া নয়, বালকের প্রণয়। পরীক্ষিত বন্ধুতায় পরস্পরের দোষ গুণ বিচার করিতে হয়, ইহাতে ধর্ম্মপ্রণয় রক্ষা করা কঠিন। এরূপ বন্ধুতার মূল্য অধিক, কিন্তু সে সময়ের নির্দ্দোষিতা বড় মধুর। সঙ্গত এই মধুর যোগে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া প্রেমময় পিতার সহিত পরিচিত করিয়াছেন, সেই পিতা অলক্ষিতভাবে থাকিয়া সঙ্গতকে রক্ষা করিয়াছেন। সকলকে অনুরোধ, এই ক্ষুদ্র সঙ্গতটীকে অবহেলা করিবেন না। ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় বৃহৎ কার্য্যের কারণ সঙ্গতকেই দেখিতে পাই। সঙ্গত সামান্য বলিয়া প্রতীত হউক, কিন্তু ইহা হইতে প্রকাণ্ড ব্যাপার উৎপন্ন হইয়াছে। এই সামান্য সভা, যাহার নাম পর্য্যন্ত অনেকে অজ্ঞাত, ইহাদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের পথ প্রস্তুত হইয়াছে। এখন যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেককেই আজি এখানে উপস্থিত দেখিতেছি; এই সঙ্গতে তাঁহাদের ধর্ম্মের বর্ণমালা শিক্ষা হইয়াছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ক্ষুদ্র উপায়ে ঈশ্বর যে কত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহার দৃষ্টান্ত এই সঙ্গত। 'সাধন বিনা সে ধন মিলে না,' সাধনের জন্য এই সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা অনেকে ধর্ম্মকে জীবনের ধন করিয়াছেন। ঈশ্বর করুন, ইহা দ্বারা সাধন দিন দিন বর্দ্ধিত হউক।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা*

প্রশ্ন। উপাসনার সময় মন স্থির হয় না কেন?

উত্তর। নানা লোকের পক্ষে নানা কারণ—কাহার ভাব নাই, কাহার তত্টা আন্তরিক ইচ্ছা নাই; কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে সংসারের কল্পনা ও ভাবনা প্রতিবন্ধক। উপাসনার সময় আমাদের মনের যে অবস্থা, তাহা তৎপূর্ব্ব অবস্থা সকলের ফল মাত্র বলা যায়। যে ব্যক্তি রাগী বা সর্ব্বদা সংসারচিন্তায় আকুল, উপাসনার সময়েও তাহার মনে রাগ ও সংসারের ভাব থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক। যদি কোন দিন না থাকে, তাহাতে কেবল ঈশ্বরের আশ্চর্য্য এই কৃপাই প্রকাশ পায় যে, তিনি অধম সন্তানকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এক এক সময় প্রলোভন দেখান। অতএব সে প্রকার এক এক দিনের কথা ধরিয়া আমাদের জীবনের সাধারণ অবস্থার বিচার করা যায় না; তাহা কখন হইবে, কেন হইবে, কেহ জানে না। আমাদের সাধন যতদূর যায়, তাহাতে দেখা যায়, সমস্তদিন আমরা যে ভাবে জীবন কাটাই, উপাসনার সময় সেই ভাব হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া, ঈশ্বর-দর্শনের বাধা জন্মাইতে থাকে। অতএব উপাসনার সময় মন স্থির করিতে হইলে, ভাল ভাবে জীবন কাটান আবশ্যক।

প্রশ্ন। কি ভাবে প্রার্থনা করিলে যথার্থ প্রার্থনা হয়?

উত্তর। প্রার্থনা যথার্থভাবে করিতে হইলে এই চারিটী কার্য্য আবশ্যক:—

১। অভাব জানা।

---

* তারিখ নাই।

২। অভাবের জন্য ব্যাকুল হওয়া।

৩। ব্যাকুলহৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট চাওয়া।

৪। যাহা প্রার্থনা করা যায়, জীবনে তাহা অনুষ্ঠান করা এবং তাহার বিরোধী কার্য্য না করা।

প্রশ্ন। অভাব জানা কিরূপ?

উত্তর। যে অবস্থায় মনুষ্য কি চাহিবে জানে না, অথচ প্রার্থনা করে, সে অবস্থায় প্রার্থনা উপাসনার প্রতিবন্ধকতা করে। আমাদের জীবনে অভাব অনন্ত, অভাব নাই একথা বলা কেবল অজ্ঞানতা মাত্র। কিন্তু অনন্ত অভাব বলিয়া সাধারণ ভাবে 'আমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত কর, আমাকে পূর্ণ পবিত্র কর' এরূপ প্রার্থনা করিলে বিশেষ ফল দর্শে না। আমার জীবনের বিশেষ পাপ কি? বিশেষ অভাব কি? প্রত্যেকের অন্তর্দ্দৃষ্টির দ্বারা তাহা পরীক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। পরীক্ষা দ্বারা যাহা অবধারণ হইবে, তাহারই জন্য প্রার্থনা করিবে। এরূপ প্রার্থনার ফল প্রত্যক্ষ।

প্রশ্ন। যথার্থ প্রার্থনার পরীক্ষা কি?

উত্তর। যে পাপের জন্য প্রার্থনা করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। ঈশ্বর এরূপ চিকিৎসক নন যে, রোগ চাপিয়া রাখিয়া ঔষধ দিবেন। সরল ভাবে যথার্থ রোগ জানাইলে, তিনি নিশ্চয়ই তাহার প্রতিকারের উপায় করিয়া দেন।

প্রশ্ন। অভাবের জন্য ব্যাকুলতা সকল সময়ে হয় না কেন?

উত্তর। অভাব যতদূর হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত, তাহা হয় না। আমার রাগ আছে, কিন্তু তাহা যে বিশেষ হানিকর, এরূপ বিবেচনা হয় না। সেই রাগ আবার অনেক সময় কর্ত্তব্যের পাগড়ী পরিয়া

আইসে এবং শ্লাঘার হেতু বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু রাগ ইহার উগ্রতম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কত স্থানে কত ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটন করিয়াছে, তাহা মনে করিলে, আর ইহাকে কিছুতেই সামান্য বলিয়া তুচ্ছ করা যায় না। যাঁহার যে পাপ অধিক প্রবল, তিনি তাহার প্রবলতা এবং তজ্জনিত অনিষ্ট নিজের জীবনেই বিলক্ষণ জানেন। সুযোগ পাইলে তাহা তদপেক্ষা আরও কত প্রবল হইয়া, কত জঘন্য কার্য্য সংঘটন করিতে পারে, ইহা মনে করিলে নিজের পাপের জন্য ব্যাকুলতা না আসিয়া যায় না। স্থিরভাবে এইরূপ চিন্তা করিলে, জীবনের প্রকৃত অভাবের জন্য হৃদয় স্বতই ব্যাকুলিত হয়।

প্রশ্ন। যাঁহারা নিজের বিশেষ অভাব বোধ করিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কি?

উত্তর। যাঁহারা ধর্ম্মের উপদেষ্টা এবং মানবপ্রকৃতি উত্তমরূপে বুঝেন, তাঁহাদের নিকট গমন করা উচিত। সমহৃদয় ব্যক্তিগণের সহিত ধর্ম্মজীবন আলোচনা করিলেও, আপনার যথার্থ অবস্থা প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন। আমাদের যে সকল দোষ কর্ত্তব্যের বেশ ধরিয়া আসিয়া শেষে সর্ব্বনাশ করে, তাহাদের প্রতিবিধানের উপায় কি?

উত্তর। রাগ যদি আমার একটী দুর্দ্দান্ত রিপু হয়, একমাস কি সাত দিনের জন্য এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, কোন কারণেই রাগকে মনে আসিতে দিব না। তজ্জন্য লোকের কাছে তাড়না, যন্ত্রণা ও অপমানও সহ্য করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। এরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক একদিন চলিতে পারিলেও উপকার দেখা যায়।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের নিকট অনুতাপ ও প্রার্থনা করিয়া হৃদয়ের পাপ

গিয়াছে, এক সময় বোধ হয়; কিন্তু আবার সে পাপ জাজ্বল্যমান হইয়া প্রকাশ পায় কেন ?

উত্তর। আমাদের যত বয়োবৃদ্ধি হয়, আত্মার গঠন ততই দৃঢ়তর হইতে থাকে। পৃথিবী যেমন স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে, আমরাও তেমনি কু-অভ্যাসের মধ্য দিয়া আমাতে পাপের এক এক স্তরে হৃদয় গঠিত হইয়াছে। আমরা এখন যে পাপের অবস্থায় আছি, যত্নপূর্ব্বক ঈশ্বরের নাম করিয়া তাহার স্তর কাটিলাম, মনে সুখোদয় হইল। কিন্তু পরক্ষণেই খনিত স্তরের নিম্নে আর এক স্তর দেখি এবং সাধন দ্বারা তাহাও দূরীকৃত করিলে, তন্নিম্নে অন্যতর স্তর দেখিয়া চমকিয়া উঠি। তাহা কাটিয়া নিম্নে আর এক স্তর, এইরূপ ক্রমাগত দেখিতে পাই। যতক্ষণ সকল স্তর কাটিয়া মন সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত না হয়, ততক্ষণ হৃদয়ে পাপের রাজত্ব রহিয়াছে, নিশ্চয় জানিতে হইবে। খৃষ্টানেরা যে মনুষ্যের (absolute sin) পূর্ণ পাপ বলেন, তাহার মূল এখানে। এক দিনের জীবন ধর্ম্মস্রোতে ভাসিলে পাপের দাগ উঠে না। মুখের দুটা কথায় কি চির জীবনের পাপ যায় ? এত পাপের স্তরে হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়াছে। ইহাতেও যে ঈশ্বর শান্তি আনন্দ দেন, সে তাঁহার কৃপাগুণে, আমাদিগের গুণে নয়।

প্রশ্ন। আমরা যা প্রার্থনা করি, তা কি প্রকৃত ভাবে ঈশ্বরের নিকটে চাই ?

উত্তর। আমরা যে কথায় প্রার্থনা করি, ঈশ্বর সে কথা যেন ঠিক অর্থে না লন, মনে মনে ইচ্ছা করি। অনেক সময় পাছে তিনি প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া ফেলেন, এইভাবিয়া ভয় হয় এবং প্রার্থনার ফল

প্রদান বিষয়ে তাঁহাকে একটু বিলম্ব করিতে বলি। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিল বটে যে, 'হে ঈশ্বর! আমার বিষয়বাসনা ধ্বংস কর, কিন্তু মনে মনে বলিল, আমি এখন তাহা ছাড়িতে পারিব না, অন্ততঃ কিছুদিন তাহার সুখ ভোগ করিতে দাও'। এইরূপ অসরল ভাবে আমরা প্রার্থনা করি বলিয়া, তাহার ফল দেখিতে পাই না। ইহা দ্বারা কেবল আপনাদের অপরাধের সংখ্যাই বাড়াইতে থাকি।

প্রশ্ন। প্রার্থনার যথার্থ ভাব কি?

উত্তর। শুনা যায়, মহম্মদের নিকট এক ব্যক্তি প্রার্থনা কি জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকে জলে ডুবাইয়া ধরিলেন; সে প্রাণের দায়ে ধড় ফড় করিয়া উঠিলে বলিলেন, প্রার্থনার ভাব এই প্রকার। যথার্থ প্রার্থনা প্রাণের দায়, মুখের কথা নহে।

প্রশ্ন। জীবনে প্রার্থনার প্রতিবন্ধকতা না করা কি প্রকার?

উত্তর। প্রার্থনা করিলাম, আমি যেন মিথ্যা কথা না কই; কিন্তু বরাবর যেমন, এখনও তেমনি মিথ্যা বলিতে জিহ্বাতে বাধে না, ইহা হইলে প্রার্থনা কপটতা মাত্র। আমাদের সাধ্য যাহা, তৎসাধনে ত্রুটি করিলে ঈশ্বরের সাহায্য লাভ করা যায় না। অতএব প্রার্থনা অনুসারে প্রতিদিনের জীবনকে মিলাইয়া চলিতে হইবে।

প্রশ্ন। ঈশ্বরকে কিরূপ ভাবিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে?

উত্তর। ঈশ্বর আছেন—যথার্থ জীবন্ত এক ব্যক্তি সম্মুখে বর্ত্ত-মান, ইহা বিশ্বাস করিয়া দুটী কথা বলিতে পারিলেও প্রার্থনার কার্য্য হয়।

প্রশ্ন। জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করা উচিত কি না?

উত্তর। যদি কোন দেশে ধর্ম্ম বদ্ধমূল করিতে হয়, তাহা হইলে সে দেশের জাতীয় ভাব রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে দেশে প্রচার করিতে হইবে, সে দেশের লোকদের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, ক্ষমতা, অবস্থা, ব্যবহার, পূর্ব্বাপর ইতিবৃত্ত এ সকল অগ্রে বিচার করিয়া, প্রকৃত জাতীয় ভাব কি, এ সকল বুঝিতে হইবে এবং তাহা ধর্ম্মের সহিত সম্মিলিত করিতে হইবে।

প্রশ্ন। প্রকৃত জাতীয় ভাব কি?

উত্তর। কোন জাতীয় সামাজিক ব্যবহারাদি সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহার কতকগুলি প্রকৃতিমূলক এবং কতকগুলি অভ্যাস বা সাময়িক মতমূলক। যাহা প্রকৃতিমূলক, তাহা চিরস্থায়ী, তাহার সহিত সত্যের বিরোধ হয় না, তাহার অন্যথা করা উচিত নহে। যাহা অভ্যাস বা মতমূলক, তাহা সময়ের গতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে; অনেক সময়ে সত্যের সহিত তাহার বিরোধ হয় এবং তাহার দোষ গুণ বিচার করিয়া তাহার সংশোধন সংহরণ করা আবশ্যক। প্রকৃতিমূলক ভাব প্রকৃত জাতীয় ভাব।

প্রশ্ন। সমাজে থাকিয়া এবং সমাজ ছাড়িয়া ধর্ম্মপ্রচার কাহাকে বলে? এবং তাহার ফলাফল কি?

উত্তর। পৃথিবীতে কতকগুলি সমাজ আছে, যেমন হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি। হিন্দু সমাজের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। ইহাতে এত প্রকার বিবাহপ্রণালী আছে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার, কার্য্য

ও ব্যবস্থা অনুসারে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এত মতামত আছে যে, তাহার মধ্যে কোন্‌টী হিন্দু, কোন্‌টী অহিন্দু, কেহ বলিতে পারেন না। এ সকলই জাতীয় বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যখন এক সমাজের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া অন্য সমাজের ব্যবহার অবলম্বন করা যায়, তখন জাতীয় ও বিজাতীয় বলিয়া প্রভেদ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি এরূপ করেন, প্রবল ধর্ম্মোৎসাহী হইলে তিনি অন্যের মন কথঞ্চিৎ আকর্ষণ করিতে পারেন; কিন্তু জনসমাজে সাধারণরূপে ধর্ম্মপ্রচারে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। আমরাও দেখিতে পাই, যাঁহারা জাতীয় ভাব ছাড়িয়া ধর্ম্মের নামে বিজাতীয় আহার ব্যবহারাদি প্রথা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের দ্বারা অন্যের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদের নিজের ধর্ম্মভাবও বিলুপ্ত হয়।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ১ম কল্প, ৪৩ সংখ্যা, ১লা চৈত্র বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা*

প্রশ্ন। অল্পবয়স্কা স্ত্রীদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ?

উত্তর। আমাদিগেব দেশে যেরূপ অনুপযুক্ত বয়সে বিবাহ হইবার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অশেষবিধ অনিষ্ট হইতেছে। অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া স্ত্রী পুরুষে উপযুক্ত বয়সের ন্যায় ব্যবহার করিলে, কেবল কুসংস্কারের কার্য্য হয় এরূপ নহে, কিন্তু ভয়ানক অধর্ম্ম হয়, তাহাতে আত্মার পতন ও দুর্গতি অনিবার্য্য। যাঁহারা দেশের প্রথা এবং পিতামাতার নির্ব্বোধতার অনুবর্ত্তী হইয়া অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছেন, যতদিন উপযুক্ত বয়স না হয়, ততদিন স্ত্রীসংসর্গ যাহাতে না হইতে পারে, দৃঢ়তা সহকারে এ প্রকার বন্দোবস্ত করা তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন। স্ত্রী ও পুরুষের কত বয়স উপযুক্ত বলিয়া অবধারিত হইতে পারে ?

উত্তর। স্ত্রীর বয়স অন্যূন পূর্ণ ১৬ বৎসর এবং পুরুষের অন্যূন পূর্ণ ২০ বৎসর উপযুক্ত বলিয়া স্থির করা যায়। যাঁহারা বিবাহ করেন নাই, তাঁহাদিগের বিবাহ বিষয়ে এই নিয়ম অবলম্বনীয়।

প্রশ্ন। অল্পবয়স্কা স্ত্রীকে স্বামী নিজে শিক্ষা দিলে হানি আছে কি না ?

উত্তর। অল্পবয়স্কা স্ত্রী ও পুরুষ যদি বিদ্যাশিক্ষার অভিপ্রায়ে

---

*তারিখ নাই।

একত্র হন, তাহাও নিরাপদ নহে। বিশেষতঃ অনেক স্থলে পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, স্বামীর নিকট স্ত্রীর বিদ্যাশিক্ষা বড় কার্য্যকর হয় না। স্ত্রীকে শিক্ষিত করিতে হইলে, যেখানে বিশ্বস্ত স্থলে বয়স্কা স্ত্রী বা শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় পাওয়া যায়, সেখানে স্ত্রীকে পাঠান উচিত। ইহাতে একটু অসুবিধা হইলেও বিশেষরূপে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। স্ত্রীর প্রতি আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে গেলে, যদি পরিজনবর্গের অসন্তোষভাজন হইয়া উৎপীড়িত হইতে হয়, কি কর্ত্তব্য ?

উত্তর। যাহার সহিত বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হওয়া যায়, তাহার সহিত চির জীবনের সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং তাহার পরিণাম সুখ দুঃখ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের জন্য আপনাকে দায়ী জানিতে হইবে। ইহা হইলে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য নিজের ধর্ম্মসাধনের একটী অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বরের আদেশে নিজের ধর্ম্মসাধনার্থ উৎ-পীড়ন সহ্য করা যেমন কর্ত্তব্য এবং তাহাতে যেমন আপনার উপকার হয়, এ বিষয়েও সেইরূপ।

প্রশ্ন। সঙ্গতের নিয়ম বলিয়া স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে, এ ভাব ঠিক কি না ?

উত্তর। সঙ্গতের নিয়ম বলিয়া অথবা কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া যাঁহারা এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা ইহার গুরুত্ব এবং উপা-দেয়তা বুঝিতে পারিবেন না। যাঁহারা ঈশ্বরের নিকট ভার প্রাপ্ত হইয়া, যা করা উচিত নির্ভরের সহিত মিলাইয়া করিবেন, তাঁহারা ঈশ্বরের সহায়তা পাইবেন এবং ঠিক কার্য্য করিয়া যাইবেন।

প্রশ্ন। স্ত্রীর যদি ইচ্ছা না হয়, তাঁহাকে আপনার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা উচিত কি না ?

উত্তর। যাঁহার বোধশক্তি হয় নাই, তাঁহার স্বীয় হিতকর কার্য্যে সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইবে, এরূপ কখনও বিশ্বাস করা যায় না। আপনার কর্ত্তব্য অনুরোধে স্ত্রীকে যে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা যায়, তাহাতে তাঁহার আপত্তি না থাকিলেই হইল। কিন্তু তিনি যাহাতে আপনার মঙ্গল আপনি বুঝিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, সে জন্য চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন। অল্পবয়স্কা স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মযোগ সংস্থাপনার্থ কিরূপ উপায় অবলম্বন বিহিত ?

উত্তর। শারীরিক যোগে যেমন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র থাকা উচিত, যতদূর সাধ্য ধর্ম্মের যোগে বদ্ধ হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উপাসনার সময় একত্র হইয়া ঈশ্বরের পূজা করা এবং স্ত্রীর কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা বিধেয়। উপাসনার পর যতটুকু সময় শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা বিশেষ উপকারী হইতে পারে। ধর্ম্মের সহিত যাহার যোগ আছে, এমন শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যে অবধি স্ত্রীর স্বামী বলিয়া জ্ঞান হয়, তদবধি তাঁহার সহিত ধর্ম্মের যোগ বর্দ্ধন না করিলে বহু অনিষ্টের সম্ভাবনা।

প্রশ্ন। যেখানে স্ত্রী পুরুষের বয়ঃপ্রাপ্তি হইয়াছে, সেখানে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য কি ?

উত্তর। প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তির এই সত্যটী পরিষ্কাররূপে জানা উচিত যে, স্ত্রীর জন্য না ভাবিলে, চেষ্টা না করিলে, আপনার উন্নতির জন্য হাজার উপায় অবলম্বন করুন, সকলই ব্যর্থ হইবে।

এখন যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিশেষরূপে সংযুক্ত, তাঁহাদের মত ও বিশ্বাস এই যে, স্ত্রীলোকদিগের জন্য চেষ্টা না করিলে আপনাদিগের সর্ব্বনাশ। স্বামী অল্পবয়স্ক বা অধিকবয়স্ক হউন, এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে সকল ধর্ম্মসাধন পণ্ডশ্রম দেখিবেন। মন্দিরে আচার্য্য এ বিষয়ে অনেক বলিয়াছেন, সে সকল কথা বিশেষ যত্নের সহিত হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। মন্দিরে সঙ্গতে না আসিলে পরিত্রাণ হয় না, এমত নহে; কিন্তু যেখানে ধর্ম্মসাধন জন্য বিশেষ আয়োজন হইতেছে, সেখানে যোগ দিলে বিশেষ সুবিধা। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, যাঁহারা পারেন, তাহাতে যোগদান করিলে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। স্ত্রীলোকদিগের জন্য আংশিক উন্নতির চেষ্টা করিলে এখন বড় কৃতার্থ হওয়া যাইবে না। সময় সময় দুই একটী ধর্ম্মকথা বলিলেই যে তাঁহাদের সমুদায় প্রকৃতির উন্নতি হইবে, এমন আশা করা যায় না। ব্রাহ্মদিগের সংসর্গে আমরা যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ মন ভাল থাকে, একা এক স্থানে পড়িয়া থাকিলে ক্রমে সকল ভাব চলিয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রী-জাতির জন্য যত চেষ্টা হইতেছে, যাহাতে তাহার প্রত্যেকটী স্ত্রী প্রকৃতিতে গিয়া পড়ে এবং প্রত্যেক নারী তদ্দ্বারা উপকৃত হন, আমাদিগের সম্পূর্ণরূপে এরূপ চেষ্টা করা বিধেয়।

প্রশ্ন। স্ত্রীজাতির দ্বারা পুরুষজাতির ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন কিরূপে হইতে পারে?

উত্তর। স্ত্রীজাতিকে অপবিত্র ভাবে দেখিলে যেমন সকল ধর্ম্ম নষ্ট হয়, পবিত্র ভাবে দেখিতে পারিলে সেইরূপ চক্ষু পবিত্র হইয়া যায়। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে হৃদয় পবিত্র করা সকল ধর্ম্মের মূল। যে

পবিত্রভাব ঈশ্বরের মধ্য দিয়া স্ত্রীপ্রকৃতির প্রতি তাকাইলে হয়, সেই পবিত্রতা অর্জ্জন করা আবশ্যক। উপাসনার সময় এই ভাব উপলব্ধি হয়। স্ত্রীলোককে মাতা ভগিনীর ন্যায় পবিত্র চক্ষে যিনি দেখিতে পারেন, তাঁহার স্থায়ী পবিত্রতা লাভ হইয়াছে।

প্রশ্ন। পাপ করিলে মনে কষ্ট হয়, অথচ পাপ যায় না। তবে অনুতাপকে কি প্রকারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলা যায়?

উত্তর। আত্মগ্লানি (Remorse) ও অনুতাপ (Repentance) এ দুয়ের প্রভেদ জানা উচিত। পাপ করিলে স্বভাবতঃ মনে যে গ্লানি হয়, তাহা আত্মগ্লানি। আগুনে হাত দিলে যেমন পুড়িয়া কষ্ট হয়, পাপ করিলেও তাহার ফলস্বরূপ আত্মগ্লানি নিশ্চয়ই সহ্য করিতে হয়। কিন্তু আত্মগ্লানি হইলেও লোকে পাপ ছাড়িয়া পুণ্যের জন্য ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না। পাপের কদর্য্যতা ও পুণ্যের সৌন্দর্য্য তুলনা করিয়া যখন মনে যন্ত্রণা হয় এবং পাপকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিয়া পুণ্যের জন্য প্রাণগত প্রার্থনা ও চেষ্টা হয়, তখনই প্রকৃত অনুতাপ হয়। এই অনুতাপে পাপ নিশ্চয়ই দূর হয়।

প্রশ্ন। মনুষ্যের যখন স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তখন সে অনন্ত পাপী হইতে পারে কি না?

উত্তর। মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা পারিমাণিক। মনুষ্য ইচ্ছা করিয়া কতক পরিমাণে পাপ সঞ্চয় করিতে পারে, কিন্তু সে অনন্ত পাপের অধিকারী হইতে পারে না। যে ব্যক্তি যত কেন পাপী হউক না, তথাপি তাহার মধ্যে কিছু না কিছু পুণ্যের ভাব আছে। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বরের অনন্ত পবিত্র ইচ্ছা দ্বারা সীমাবদ্ধ, ইহা তাঁহার ইচ্ছা-স্রোতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। সুতরাং পাপ

পরিমিত, কেন না ইহা তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা শাসিত হইতেছে। পুণ্য অনন্ত, কেন না ঈশ্বর অনন্ত। আমাদিগের গতি অনন্ত পুণ্যের দিকেই ক্রমাগত প্রসারিত হইতে থাকিবে।

প্রশ্ন। ধর্ম্মপ্রচারসম্বন্ধে কি কি নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলা উচিত?

উত্তর। প্রথমতঃ, জানা চাই, স্বজাতীয় ভাব (Nationality) পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় সমাজের ব্যবহারাদি অবলম্বন করিলে ধর্ম্মপ্রচারের প্রতিবন্ধকতা ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মদ্বারা সামাজিক যাবতীয় কুব্যবহার ও কুপ্রথা সংশোধন করিতে হইবে। যাঁহারা কোন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাঁহারা আপনাদিগের ধর্ম্মভাব দ্বারা জনসমাজের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত ও সংগঠিত করিয়াছেন দেখা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি ভারতবর্ষের জনসমাজের ধর্ম্ম হয়, ইহা দ্বারা এদেশের সকল আচার ব্যবহার পুনঃ সংস্কৃত হইবে। তৃতীয়তঃ, ঐতিহাসিক প্রমাণ বা পরীক্ষা দ্বারা, কিরূপ প্রচারপ্রণালী সমধিক ফলজনক, অবধারণ করিতে হয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে প্রণালীতে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন, তাহা বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই আদরণীয় দেখা যায় এবং তাহার ফলও প্রত্যক্ষ হইতেছে।

প্রশ্ন। পৈতা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অথবা জাতীয় চিহ্ন?

উত্তর। শাস্ত্র, বর্ত্তমান ব্যবহার এবং ঐতিহাসিক মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, পৈতা যে ধর্ম্মের নিদর্শন, স্পষ্ট প্রতীত হয়। শাস্ত্রের বচন:—"জন্মনা ব্রাহ্মণঃ প্রোক্তঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।" জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা দ্বিজ

অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ বলা যায়। শূদ্র ও স্ত্রীলোক বেদপাঠের অধিকারী নয়, কেন না তাহাদিগের উপবীতধারণের ক্ষমতা নাই। পূর্ব্বে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী রমণী বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে উপবীতধারণের প্রথা ছিল। হিন্দু আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বেও উপবীত-গ্রহণ যে ধর্ম্মসংস্কারের নিদর্শন ছিল, তাহা অন্যতর আর্য্যজাতি পারসিকদিগের ব্যবহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। বর্ত্তমান ব্যবহারেও দেখা যায়, ব্রাহ্মণ যত দুরাচারী হউন না, পৈতা থাকিলেই তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা হইল; পৈতা ফেলিলেই তাঁহাকে সমাজভ্রষ্ট ও পতিত হইতে হয়।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিক, ১ম কল্প, ৪৪ সংখ্যা, ৮ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা*

প্রশ্ন। আমরা ধর্ম্মজীবনে যথার্থ উন্নতি দেখিতে পাই না কেন?

উত্তর। ইহার দুটী কারণ আছে। ভার-গ্রহণের ও ভার-প্রদানের অভাবের জন্য আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন সংগঠিত হইতে পারিতেছে না। এই ভাবের আদান প্রদানের উপরেই ধর্ম্মজীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি নির্ভর করে।

প্রশ্ন। আমরা ভারগ্রহণ কাহার করিব?

উত্তর। ভারগ্রহণ নিজের জীবনের করিতে হইবে না, ভ্রাতা ভগিনীর ভার লইতে হইবে। ভাই ভগিনীর সেবা করিতে আপনাকে বিশেষরূপে দায়ী মনে করিয়া, তাঁহাদের শরীর মন আত্মার সুখ ও উন্নতির জন্য যত্ন করাই ভারগ্রহণের প্রকৃত অর্থ।

প্রশ্ন। আপনার জীবনের ভার কাহার উপরে অর্পণ করিব?

উত্তর। আমাদের জীবনের ভার আমরা নিজেও লইতে পারি না, আর কাহাকেও দিতে পারি না, তাহা একমাত্র ঈশ্বরেতে সমর্পিত হইবে। অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া, শরীর মন আত্মার কল্যাণের জন্য সকল সময়ে, সকল অবস্থাতে একমাত্র তাঁহার প্রতি নির্ভর করা অর্থাৎ তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করাই ভারার্পণ।

প্রশ্ন। আমরা কিরূপ ভাবে ভারগ্রহণ করিতে পারি?

উত্তর। আমাদের ভারগ্রহণের বিশেষ অভাব। ভ্রাতা

*তারিখ নাই।

ভগিনীর সেবার জন্য যে আমরা দায়ী, এই ভাবই আমাদের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয় নাই। আমাদের পিতা পরমেশ্বর সকল সন্তানের ভার লইয়াছেন। পিতার স্বভাবকে আদর্শ করিয়াই আমাদের উন্নতি লাভ করিতে হইবে। ভ্রাতা ভগিনীর কিছু না কিছু ভার বহন করা পিতার আদেশ। ভারগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের দান আসে; ধর্ম্মজগতে যিনি সাহায্য করিতে যান, তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হন। কোন বন্ধু এক এক সময়ে এই অমূল্য সত্যটি বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বর অবিশ্রাম দান করেন, কিন্তু কাপড়ে বাঁধিলে আর কিছুই দেন না।" বাস্তবিক যিনি দান পাইয়া দান করেন না, পরে তাঁহার দান পাইবার পথ রুদ্ধ হয়। মহাত্মা ঈশার এই উপদেশ যে, "হে জগতের পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত পথিকগণ! আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দান করিব। কিন্তু আমা হইতে একটী সহজ ভার লইতে হইবে।" ভার বহন না করিলে শান্তি লাভ হয় না।

প্রশ্ন। যে ভারটী গ্রহণ করিলাম, তাহা ঈশ্বরাভিপ্রেত কি না, তাহা কিরূপে জানিতে পারিব?

উত্তর। যে ভারটী গ্রহণে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তি বাড়িবে ও তাঁহার নৈকট্য বোধ হইবে, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য; তাহাতে নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ হইবে।

ভক্তের দীনতা

জগতে পরম সুন্দর*কে? কাহার সৌন্দর্য্য-জ্যোতিঃ সমুদায় সৌন্দর্য্যকে পরাস্ত করে, কাহার মুখ পানে তাকাইলে চক্ষু পরিতৃপ্ত

ও প্রাণ শীতল হয়? সে ঈশ্বরের দীন ভক্ত। দেখ, তাঁহার দীনতাপূর্ণ মুখে কি সৌন্দর্য্যরাশি, কেমন পবিত্র জ্যোতিঃ, তাঁর কাতরতার মধ্যে কি লাবণ্য, অশ্রুধারার মধ্যে কেমন শোভা! তিনি যখন করযোড়ে অশ্রুপাত করিতে করিতে দীনভাবে পিতার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন, তখন তাঁকে দেখিলে যে প্রাণ জুড়ায়, তাঁর চরণধূলি মাথায় করিতে যে ইচ্ছা হয়। পৃথিবীর সমুদায় সৌন্দর্য্য একত্র কর, ভক্তের সেই দীনতার সঙ্গে তুলনা হইবে না। কল্পনাতে কি কেহ এমন সুন্দর ছবি চিত্র করিতে পারে যে, সেই দীন ভাইয়ের মুখের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে? কখনই না। তাঁর সেই ছিন্ন মলিন বস্ত্র এবং সেই ভিখারীর বেশের নিকটে রাজার মণিময় ভূষণ পরিচ্ছদও কিছুই নয়। এমন হইতে পারে, তিনি অন্ধ, খঞ্জ বা কুব্জ বা ব্যাধিত-কলেবর; অথবা এমন হইতে পারে যে, তাঁহার বাহ্য আকৃতিতে কোনই মূল্য নাই। কিন্তু তথাপি দেখ, তাঁহার কেমন কান্তি, তাঁর মুখের কেমন আকর্ষণ! কেন তাঁকে এত মনোহর দেখি, কেন তাঁকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁর কাছে কাছে থাকিতে কেন প্রাণ ব্যাকুল হয়? এমন দীনহীনকে দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে সহস্র আবালবৃদ্ধ নরনারী কেন দৌড়িয়া আসে? সকলে মুগ্ধ অবাক্ হইয়া কি জন্য তাঁর মুখ নিরীক্ষণ করে? তাঁর মুখের একটা কথা শুনিয়া কেন লোকের চক্ষের জল বিগলিত হয়? এ কিসের আকর্ষণ? ইহার মধ্যে কি কোন পার্থিব কারণ বিদ্যমান? তাহা নয়। ভক্তের সেই মলিন বেশ ও দীনতার মধ্যে যে স্বর্গের লাবণ্য, তাঁহার মুখে যে পিতার প্রেমপূর্ণ জলন্ত মুখজ্যোতিঃ, চক্ষে পিতার

পুণ্য দৃষ্টির আলোক পড়িয়া তাঁহাকে পরম মনোহর করিয়া তুলিয়াছে; তাঁর কথা যে পিতার প্রেমনিকেতনের সংবাদ, এইজন্য তাঁহার এত আকর্ষণ।

আমি আর কিছুই চাহি না, ঐশ্বর্য্যের বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ধনী মানীদিগকেও ইচ্ছা করি না, জ্ঞানীদিগকে চাহি না; সেই দীন ভাই-দিগকে চাহি। আমি তাঁহাদের কথা শুনিব, তাঁহাদের কাছে থাকিব ও তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া পিতাকে ডাকিব; তাহাতেই আমার স্বর্গ, তার মধ্যেই আমার মুক্তি। আমি ধনী হইতে চাহিনা, সেই দীনতা চাই, যাহা ভক্তদিগের জীবনে প্রকাশ পায়। ধনমানের সৌন্দর্য্য নয়, চির জীবন দেখিব, দীনতার কি শোভা! আমি তাহারই সাধন করিব, তাহা পাইলেই আমি পিতাকে পাইব, পিতার প্রেমরাজ্য আমার হইবে। দূর হউক ধনমান, প্রভুত্ব, দীনতা আমার জীবনের ভূষণ হউক, পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে আমার মস্তক অবনত থাকুক। আমি পিতার দ্বারে দীন ভিক্ষুক হইয়া যেন চিরজীবন থাকিতে পারি, তিনি এই আশীর্ব্বাদ করুন।

"যে চায়, সেই পায়"

ঈশ্বরকে কে পায়? যে চায়, সেই পায়। এ কথা সহসা শুনিতে যেমন সহজ বোধ হয়, আশার সঞ্চার হয়, তেমনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গভীর ভাবে দেখিতে হইলে, যেন নিরাশ হইয়া পড়িতে হয়। যিনি বাক্য মনের অতীত, নিরাকার অনন্ত দেব, তাঁহাকে চাহিলেই পাওয়া যায়, এমন কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? জ্ঞানী পারেন? না; ধনী পারেন? না; ধনী, মানী, গুণী,

জ্ঞানী, দরিদ্র, মূর্খ, রাজা, নরনারী কেহই পারেন না। তবে কে পারেন? যিনি সরল সাধক, বিশ্বাসী ভক্ত, তিনি পারেন। ঈশ্বরকে মুখে চাহিলে পাওয়া যায় না, মুখের চাওয়া চাওয়া নয়, হৃদয়ের চাওয়া চাই। নতুবা মুখে চাহিবে, "হে ঈশ্বর! আমি কেবল তোমাকেই চাই, আর কিছু নাহি চাই", হৃদয় অমনি ভিতর হইতে বলিয়া উঠিবে, "না, ঈশ্বর না, আমি কেবল তোমাকে চাই না, সংসারকেও চাই, সংসারের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে চাই। সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য তোমাকে চাই, নতুবা নয়। সংসারই আমার জীবনের লক্ষ্য, তুমি তাহার উপায়। তোমাকে আমি সেই জন্য চাই, সাংসারিক সুখ যেন পাই। তোমাকে ভিন্ন যদি তা পাই, তাহা হইলে তোমাকে আর কি প্রয়োজন? তোমার জন্য সংসার নয়, সংসারের জন্য তোমাকে চাই।" এই ভাবে চাহিলে অন্তর্য্যামীকে পাওয়া যায় না। হৃদয়নাথ হৃদয় দেখেন। যার হৃদয় তাঁকে চায়, সেই তাঁকে পায়। সর্ব্বাগ্রে হৃদয়ের অভাব বোধ হওয়া চাই। অভাব বোধ না হইলে, ব্যাকুলতা উপস্থিত হয় না। ব্যাকুলতা না হইলে প্রকৃত প্রার্থনা হয় না। প্রার্থনা যথার্থ না হইলে প্রার্থনার ফল লাভ হয় না। ঈশ্বরের দান প্রার্থনা-সাপেক্ষ নহে। আমরা প্রার্থনা না করিলে তিনি যদি না দিতেন, তাহা হইলে আমাদের নামও থাকিত না। তিনি উদার করুণায় সকলি দিয়াছেন, কেবল প্রার্থনার অপেক্ষায় আপনাকে আপনার হাতে রাখিয়াছেন। না চাহিলে সকলি দেন, কেবল আপনাকে দেন না। যেমন পিপাসাতুর জল বিনা প্রাণে বাঁচে না, তেমনি ঈশ্বর বিনা যাহার প্রাণনাশ হয়, সেই চাইলে ঈশ্বরকে পায়। যে পর্য্যন্ত

শঠতা কপটতা পরিত্যাগ করিয়া, হৃদয়দ্বার খুলিয়া দিয়া, সরল অন্তরে ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরকে না চাহিব, সে পর্য্যন্ত বলিতে পারি না, "যে চায়, সেই পায়।"

ঈশ্বরকে লাভ করিবার নিমিত্তই আমাদের এই সংসারে আসা, আর কিছুর জন্য নয়। ধন উপার্জ্জন করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা নয়; সাংসারিক অকিঞ্চিৎকর সুখভোগই যে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাহাও নয়; ইন্দ্রিয়সেবা করাই যে আমাদের জীবনের কার্য্য, তাহাও নয়। এই সমস্ত ঈশ্বরপ্রাপ্তির এক একটী উপায়। ঈশ্বরলাভই আমাদের সমস্ত জীবনের কার্য্য ও লক্ষ্য। রোগীর পক্ষে ঔষধ-সেবন যেমন রোগশান্তির উপায়, তেমনি ঈশ্বরলাভের জন্য সংসার। পীড়িত ব্যক্তির ঔষধ-সেবনই উদ্দেশ্য নহে; তেমনি সংসার-ভোগ ও ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করাই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যেমন ঔষধসেবন রোগশান্তির জন্য প্রয়োজন, তেমনি সংসারধর্ম্ম পালন করা ঈশ্বরলাভের জন্য আবশ্যক। ঈশ্বর যদি সাংসারিক সুখ দেন, ভালই; ঈশ্বরের দান অবনতমস্তকে গ্রহণ করিব এবং তাঁহার আদেশ অনুসারে তাহা উপভোগ করিব। ঈশ্বর যদি সংসারকে পরিত্যাগ করিতে বলেন, তৎক্ষণাৎ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিব। ঈশ্বরকে লইয়া ইহকাল, পরকাল, অনন্তকাল থাকিব। প্রাণ দিয়া পরিত্রাণ লইব। যে সাধকের এইরূপ ভাব, পাপ তাঁহার সন্তাপদায়ক হয় না, তিনি পাপের সন্তাপক হয়েন। ছিদ্রান্বেষী পাপ ঈশ্বরপ্রাণ সাধকের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইবার পথ না পাইয়া দূর হইতেই পলায়ন করে। পাপ কোন্ হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে? ইন্দ্রিয় ও সংসারাশক্তির সুতীক্ষ্ণ বাণ

দ্বারা সে হৃদয় সচ্ছিদ্র হইয়াছে। পাপান্ধকার দূর করিয়া দিয়া, ঈশ্বরের জ্যোতিঃ সাধকের হৃদয় নিত্য আলোকময় করিয়া রাখে। যাঁহার চরিত্র পবিত্র হইয়াছে, মনে মুখে কাজে যাঁহার মিল হইয়াছে, সেই মহাত্মাই বলিতে পারেন, 'ঈশ্বরকে যে চায়, সেই পায়।'*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ১ম কল্প, ৪৫ সংখ্যা, ১৫ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

"এবার সাধারণ উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা বিশেষ না থাকাতে একটী পারিবারিক সঙ্গতের বিবরণ হইতে কতকগুলি উপাদেয় বিষয় উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করা গেল।" সঃ

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা*

প্রশ্ন। হৃদয় অসাড়, পাপ আছে জানিতেছি, তথাপি কষ্ট অনুভব হয় না, এ রোগ-প্রতীকারের উপায় কি?

উত্তর। (১) প্রার্থনার সময়ে এই অসাড় ভাব দূর করিবার জন্য সরলভাবে ঈশ্বরের সাহায্য চাওয়া; ইহাতে আপনার যত অকিঞ্চন ভাব হইবে, ততই ঈশ্বরের উপর নির্ভর বাড়িতে থাকিবে এবং পবিত্রতার জন্য অনুরাগ হইবে। (২) যে পাপ বহুদিনের পোষিত হইয়া হৃদয়কে অচেতন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে কতদূর পর্য্যন্ত গুরুতর বিপদ্ ও অমঙ্গল ঘটিতে পারে, সর্ব্বতোভাবে এই চিন্তা করা; ইহাতে চৈতন্যোদয় হইবার অনেক সম্ভাবনা।

প্রশ্ন। স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে ভাল ভাব কিসে হয়?

উত্তর। (১) উপাসনা দ্বারা পুরাতন মন্দ ভাব সকল ফিরাইয়া স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে পবিত্রভাব অর্জ্জন করা (২) পবিত্র স্ত্রীলোকের সংসর্গে মনের ভাব ভাল করা।

প্রশ্ন। যে রিপুটী অধিক প্রবল, কি প্রকার বিশেষ চেষ্টায় তাহাকে খর্ব্ব করা যাইতে পারে?

উত্তর। রিপু সকল মনের এক একটী অংশ নয়, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থামাত্র। হৃদয়ের মূল এবং মনের সাধারণ ভাব পবিত্র না হইলে, প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে জয় করা যায় না। যিনি আর সকল পাপ পুষিয়া রাখিয়া, কেবল কামরিপুকে দমন করিতে চান, তাঁহার চেষ্টা কখন সফল হয় না। রিপু সকল পরস্পরের সহকারী,

* তারিখ নাই।

মনের মধ্যে একটীর বাসস্থান থাকিলে তাহার কুটুম্বগণের আর আসিবার ভাবনা থাকে না। যাহার লোভ কি ক্রোধ আছে, তদ্দ্বারা তাহার কামপ্রবৃত্তিও বৃদ্ধি হইবে। পাপকে ছোট বড় জ্ঞান না করিয়া, সকল পাপের বিরুদ্ধে দৃঢ়রূপে সংগ্রামপূর্ব্বক জয়লাভ করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। যাহার মনে অনেক দিন হইতে কুপ্রবৃত্তি প্রবল, যে হাজার চেষ্টা করিলেও বিফল হয়, তাহার পক্ষে দুর্দ্দম রিপু সকলকে জয় করিবার নিশ্চিত উপায় কি?

উত্তর। "Passion Should be conquered by Passion" প্রবৃত্তি দ্বারাই প্রবৃত্তির জয় সাধন করিতে হইবে। যাঁহার যত কেন প্রবল রিপু হউক না, তিনি যদি ঈশ্বরের জন্য প্রবল অনুরাগী হন, কোন সাধু ভাবে বা সাধু কার্য্যে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত ও উন্মত্ত হইতে পারেন, অতি সহজে পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

প্রশ্ন। কামরিপু-দমনের ভাব ও অভাব পক্ষে কি কি উপায় আছে?

উত্তর। ভাবপক্ষে উপরে যেরূপ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ পবিত্র স্ত্রীলোকদিগের সংসর্গে মনের কুভাব পরিবর্ত্তন করা। অভাবপক্ষে অসৎ গ্রন্থ পাঠ, অসৎ আলাপ ও অসৎ সংসর্গ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকা।

প্রশ্ন। পাপ ছাড়িলেও মন্দ কল্পনা আসিয়া মনকে কেন কলুষিত করে?

উত্তর। কুকল্পনা সকল আমাদিগের মনের সাধারণ ও প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিয়া দেয়। যখন আমরা ভাল হইয়া গিয়াছি

বলিয়া অহঙ্কার করি, তখনি পুনরায় পাপে পতিত হই। মনের মন্দ কল্পনা সকল আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেয় যে, "অহঙ্কার করিও না, দেখ, এখনও তুমি নরকে বাস করিতেছ।"

শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রামতনু লাহিড়ী এই দিবস সঙ্গতে উপস্থিত থাকিয়া আপনার যে কয়েকটী সদ্ভাব ও বহুদর্শনের কথা বলেন, তাহা পরে লেখা যাইতেছে।

"আমার মনে অনেক সময় অনেক রিপু প্রবল হয়, লজ্জার কথা বলিয়া রাখিলাম, মরিলে কম শাস্তি পাব। পাপের উদ্রেক হইলে আমি ছুটিয়া বাড়ী হইতে পলাইয়া কোন বন্ধুর মুখ দেখিতে যাই। পাপ-নিবারণের এমন উপায় আর আমিত দেখিতে পাই না।" পরে তিনি পূর্ব্বের শিক্ষিত দলদিগের হইতে কি কি বিষয়ে নীতি-শিক্ষা লাভ করা যায়, তদ্বিষয়ে অনেক করিয়া বলিলেন। পূর্ব্বের শিক্ষিত দল উপকার করাই ধর্ম্ম জানিতেন এবং সর্ব্বপ্রকার ভ্রম, কুসংস্কার ও মিথ্যাকে বিনাশ করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। আমি যতজন জানি, তাঁহাদিগের মধ্যে নাস্তিক ছিলেন, এমন বোধ হয়, কেহ হয় না; কুসংস্কারের ধর্ম্ম মানিতেন না বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিত। তবে এই বলা যায় যে, তাঁহারা নীতির জন্য যত মনোযোগী, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের জন্য তত নয়। তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞা ছিল, যে কোন উপায়ে সত্য প্রতিপালন করিব; যাহারা ধূর্ত্ত কপট, তাহাদের মুখও দেখিব না। অঙ্গীকার করিয়া তাহা প্রতিপালন না করিলে কি হয়? একথা যে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, সে অস্বাভাবিক জন্তু। ভদ্রলোক আপনার গৌরবের হানিকর কোন কার্য্য করিতে পারেন না। আমি যা বলিতেছি,

মনে থাকিলে আমার উপকার হয়। আমাদের বাঙ্গালিদের প্রধান দোষ ভীরুতা; জীবনের যে প্রণালী কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইবে, তাহাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক জীবন সমর্পণ করা চাই। থিয়োডোর পার্কারের কি সাহস! সহস্র বিপক্ষের সম্মুখে সত্যসমর্থনার্থ নির্ভয়ে বলিলেন, "I am Theodore Parker, আমি লোকভয়ে ভীত হইবার লোক নহি।" তিনি নীতির সহিত ধর্ম্মের যোগ হওয়া আবশ্যক বলিলেন। "কেবল নীতিতে একটী বন্ধন হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে ধর্ম্ম থাকিলে দুইটী বন্ধন রহিল। যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহার উপর বিশ্বাস অধিক হইবেই হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম নীতিশূন্য হইলে, কুনীতি জীবনে থাকিলে ধর্ম্ম বলা মিছা।"*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা ১ম কল্প, ৪৬—৪৭ সংখ্যা, ২২—২৯শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা।*

প্রশ্ন। Miracle অর্থাৎ অলৌকিক ক্রিয়াতে বিশ্বাস করা যায় কি না?

উত্তর। অলৌকিক ক্রিয়া দ্বিবিধ—এক ভেল্কি দেখাইয়া পয়সা পাইবার জন্ত; দ্বিতীয়, ধর্ম্মপ্রচারার্থ। প্রথমটী যে নানাবিধ কৌশলদ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহা অনেকেই জানেন এবং তাহা আশ্চর্য্য হইলেও লোকে তাহার অলৌকিকত্ব বড় গুরুতর জ্ঞান করেন না। সুতরাং সে বিষয় আমাদের আলোচ্য নয়। দ্বিতীয়টী ধর্ম্মপ্রচারের অত্যাবশ্যক উপায় বলিয়া লোকে তাহা ঈশ্বরীয় ব্যাপার জ্ঞানে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে, (১) এরূপ উপায় ধর্ম্মপ্রচারার্থ একান্ত আবশ্যক কি না? অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা ও সাধুচরিত্রদ্বারা ঈশ্বরের মহিমা যেরূপ ব্যক্ত হয়, একখানি রুটী ৫০০ লোককে খাওয়াইলে কি সেরূপ হইতে পারে? বস্তুতঃ ইহা দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার হওয়া দূরে থাকুক, ইহার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি অল্প। (২) কেবল সাধু লোকে নয়, দুষ্ট লোকেরাও এরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। তবে আর ইহা দ্বারা ধর্ম্মের কি বিশেষ পরিচয় দান করা হইল?

প্রশ্ন। ক্রাইষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতির কি অলৌকিক কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল?

উত্তর। সাধারণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা যাঁহাদের বুদ্ধি জ্ঞান অধিক, স্বাভাবিক নিয়ম অর্থাৎ কার্য্যকারণ বিষয়ে তাঁহাদের অধিকতর

* তারিখ নাই।

সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা থাকাতে, তাঁহারা সাধারণের অসাধ্য অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। অজ্ঞলোকের নিকট তাহা আশ্চর্য্য ও অলৌকিক বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। তাহারা আপনাদের অপেক্ষা জ্ঞানীদিগের ক্ষমতা অধিক দেখিয়া, তাঁহাদিগের উপর একবালে অসীম ক্ষমতা আরোপ করে এবং তাঁহাদিগকে অলৌকিক পুরুষ বলিয়া পূজা করে। এই কারণে ক্রাইষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতির নামে যত কার্য্য বর্ণিত আছে, তাহার অনেক অংশ বাদ দিয়া লইতে হয়। অবশিষ্ট যে কার্য্যগুলি, তাহা স্বাভাবিক কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এখন যে কার্য্যের কারণ প্রকাশিত হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবে। বিজ্ঞানশাস্ত্র কত অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

প্রশ্ন। বিজ্ঞানশাস্ত্র কিরূপে অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে?

উত্তর। আকাশের বিদ্যুৎকে তারের ভিতর পুরিয়া নিমেষের মধ্যে শত শত ক্রোশ দূরে সংবাদ চলিতেছে, দুই বৎসরের পথ ২০ ঘণ্টায় যাওয়া যাইতেছে; তাড়িত বিজ্ঞানের যত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়ম আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই শরীর, মন ও জড় জগতের মধ্যে আশ্চর্য্য সম্বন্ধ দেখিয়া লোকে অবাক্ হইতেছে। কিন্তু হৃদয়কে পরিবর্ত্তন করিয়া পাপীকে পুণ্যবান্ করা যেরূপ অলৌকিক ব্যাপার, এরূপ আর কিছুই নহে, ইহা পর্ব্বতকে স্থানান্তরিত করা অপেক্ষাও কঠিন ব্যাপার।

প্রশ্ন। জগতের সকল ঘটনাই কি নিয়মদ্বারা সম্পন্ন হয়? ঈশ্বর নিয়মভঙ্গপূর্ব্বক অলৌকিক ক্রিয়া (Miracle) কিছু প্রদর্শন করেন না?

উত্তর। কতকগুলি ঘটনা অসাধারণ বলিয়া লোকে Miracle বা অলৌকিক ক্রিয়া বলে, কিন্তু তন্মধ্যেও ঈশ্বরের নিয়ম কার্য্য করিয়া থাকে। ধূমকেতুর উদয়, উল্কাপাত, ভূমিকম্প, নৃসিংহ প্রভৃতির ন্যায় অস্বাভাবিক উৎপত্তি ইত্যাদির কারণ পূর্ব্বে জানা ছিল না, এখন জানা যাইতেছে; যাহা এখন জানা যাইতেছে না, পরে যাইবে। অনেক বিষয় হয়ত আমরা ইহজীবনে জানিতে পারিব না, কিন্তু সকলি ঈশ্বরের নিয়মাধীন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এখন আমরা জানি, সূর্য্য পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যায়; কিন্তু হয়ত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে এমনও হইতে পারে যে, সূর্য্য উত্তর দিক্ হইতে উঠিয়া দক্ষিণে অস্তগত হইবে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মতে পৃথিবীর ক্রমশঃ স্থানপরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু যাহাই হউক, নিয়মানুসারেই তাহা সম্পন্ন হইবে। জগতে নিত্য নিত্য কত আশ্চর্য্য ঘটনা হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না; তবে কোন একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া কেন আমরা তাহা অলৌকিক (Miracle) বলিয়া বিশ্বাস করিব?

প্রশ্ন। মুক্তির পথ এক অথবা অনেক? কলিকাতায় আসিতে হইলে যেমন নানা পথ দিয়া আসা যায়, পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী সকল অবলম্বন করিয়া সেইরূপ মোক্ষধামে উপনীত হওয়া যায় কি না?

উত্তর। সত্য পথই মোক্ষধামে যাইবার একমাত্র পথ। এ পথ আমাদের ভিন্ন ভিন্ন লোকের মতে ভিন্ন প্রকার হইতে পারে না; যিনি মুক্তি দান করেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট এক মাত্র পথ। ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম, সত্যধর্ম্ম বা যে কোন নাম দিয়া বলা যাউক, তাহাতে

ক্ষতি নাই। সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা, দয়া, ভক্তি, স্বার্থপরতা ও সাম্প্রদায়িকতা বিসর্জ্জন, ঈশ্বরের উপর নির্ভর ও বিশ্বাস ইত্যাদি মোক্ষধামে যাইবার এক এক সহায় এবং এই সকলের সমষ্টি মোক্ষধামে যাইবার একটি সরল ও প্রশস্ত পথ, যাহা অবলম্বন করিয়া সকল দেশের ও সকল কালের ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্ত সন্তানগণ গমন করিয়াছেন। "ভক্তবৃন্দের পদচিহ্ন চেয়ে দেখরে" তাঁহাদের পদচিহ্ন ধর্ম্মজগতের ইতিহাসের প্রতি পত্রে সাক্ষ্য দান করিতেছে, তাহা চিনিবার জন্য চক্ষু সাফ করিয়া দেখা চাই। যিনি যে পরিমাণে এই সকল উপায়ের কোন না কোনটী অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। যিনি সর্ব্বতোভাবে এই পথ-সমষ্টি অবলম্বন করিবেন, তিনি সত্যধর্ম্মের সেই এক প্রশস্ত সরল পথ ধরিয়া মোক্ষধামে উপনীত হইবেন। পৌত্তলিক প্রণালী মধ্যে এই সত্যধর্ম্মের উপায় যতটুকু আছে, ততটুকু মাত্র মুক্তিপথের সহায় হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে যে পরিমাণে পৌত্তলিকতা, সেই পরিমাণে তাহা মুক্তিপথের প্রতিবন্ধক।

প্রশ্ন। মোক্ষধাম বলিয়া কি একটী গৃহ আছে?

উত্তর। মোক্ষধাম একটী বাটী, উদ্যান বা নগর নহে। ইহা আধ্যাত্মিক বিষয়, কোন জড় পদার্থের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। যে অবস্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে সহবাস, চিরশান্তি, নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিয়া আত্মা অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তাহাকেই স্বর্গ, মুক্তি বা মোক্ষধাম বলা যায়।

প্রশ্ন। আমাদের সঙ্গতের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর। এই সঙ্গতের নাম উপাসক-মণ্ডলী। ইহার উদ্দেশ্য,

ব্রহ্মমন্দিরে যে সকল উপদেশ হয়, তাহা দ্বারা পরস্পরের চিন্তা, ভাব ও অনুষ্ঠান ভাল করিয়া লওয়া এবং ভাল হইবার সাহায্য করা। এই উপাসক-মণ্ডলী ব্রাহ্মসমাজের মধ্যবিন্দু হইবে এবং ইহার দৃষ্টান্ত ও চেষ্টায় সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ একটী শরীর হইয়া যাহাতে ঈশ্বরকে প্রাণস্বরূপ বলিয়া পূজা করিতে পারে, এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে হইবে।

প্রশ্ন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদের পাপের মূল কারণ কি?

উত্তর। জীবন্ত ঈশ্বরের সহিত আমাদের আত্মার যে যোগ আছে, তৎপ্রতি বিশ্বাস না করা পতনের মূল কারণ। ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে জীবন্ত ঈশ্বরের পরিচয় ও পথ দেখান হইয়াছে। এখন বিশ্বাস পরীক্ষার সময়। প্রত্যেক পরীক্ষার দুটী উদ্দেশ্য দেখা যায়, নূতন উৎসাহ দান ও পুরাতন অহঙ্কার বিনাশ। ঈশ্বরের সহিত জীবন্ত যোগ রক্ষা না করিলে জীবন উদ্যমবিহীন ও শুষ্ক হইয়া যায়। এরূপ পরীক্ষাস্থলে জীবন সহজে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের সহিত জীবন্ত যোগ কিরূপে রক্ষা করা যায়?

উত্তর। প্রতিদিন উপাসনার সময় ঈশ্বরের কথা অন্ততঃ একটু শুনা ও বুঝা চাই। যেদিন অহঙ্কারের জন্য ঈশ্বরকে দেখিতে না পাই বা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে না পারি, সে দিনও তাহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে। কোন ধাম্মিক ব্যক্তির সহিত দেখা করিতে গেলে, যদি এক সময়ে দেখা না হয়, যে কারণে হইল না বুঝা যায় এবং অন্য সময়ে হইবে, আশা হয়; ঈশ্বর সম্পর্কে ততটুকুও বুঝা চাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে ঈশ্বরের নিকট আমরা সকল আলোক

লাভ করি, তাঁহার নিকট নিরাশ হইলে আর আশার স্থল নাই। প্রথমে তাঁহাকে পাওয়া চাই, পরে তাঁহার আদেশে ধর্ম্ম-সাধনের অন্য অন্য উপায় ধারণ করিতে পারি। সকল ধর্ম্মে একটী সীমা বন্ধন করিয়া বলে, ঈশ্বরের নিকট যাইলে কিছুই হইবে না। ঈশ্বর তাঁহার করুণা দেখাইয়া আমাদিগের নিকট ধরা দিয়াছেন, আমরা তাঁহার সেই করুণা-সূত্র অবলম্বনে তাঁহাকে না ধরিলে আর উপায় নাই। এইটুকু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ।

প্রশ্ন। আমরা ভাল হতে পারি না কেন?

উত্তর। ভাল হতে পারি না, কেননা ভাল হতে চাই না। চাই না, কেন না তাহাতে কোন আকর্ষণ বোধ হয় না। কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকিলে সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া তাহা পাওয়া যায়। লোকে প্রতিবন্ধকের প্রতি তাকায় না, লক্ষ্যের প্রতি তাকাইয়া থাকে। যখন আকর্ষণ থাকে, তখন মনের বিশ্বাস ও বল থাকে; তখন কোন শত্রু কাছে ঘেঁসে না, দুর্ব্বল দেখিলেই চাপিয়া ধরে। এক সময় আকর্ষণ ছিল, পাপের জন্য গিয়াছে, ইহা মনে থাকিলেও পুনরায় পাইবার আশা হয়। জীবনে এরূপ দুই তিনটী রেখা টানিয়া রাখিতে পারিলে নিরাশার সময়ও আনন্দ হয়। ইহা অস্বীকার করিলে বড় বিপদ্। আমাদের অবস্থা যে মন্দ হইয়াছে, তজ্জন্য হৃদয়ে এক একটী জাগ্রৎ বেদনা না থাকিলে কোন উপায় হইতে পারে না।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ১ম কল্প, ৪৮ সংখ্যা, ১লা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৫ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা*

প্রশ্ন। সকল ধর্ম্মসাধনের মূল কথা কি?

উত্তর। সরলভাবে প্রতিজ্ঞা করা, "আমি চেষ্টা করিব"।

প্রশ্ন। চেষ্টা করিব, কে বলিতে পারে?

উত্তর। যে ইচ্ছা করে, সেই পারে। কিন্তু যথার্থ প্রাণগত সরল ইচ্ছা না হইলে, 'চেষ্টা করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা আসিতে পারে না। আমরা অনেক সময় যাহা ইচ্ছা করি, মনে করি, বাস্তবিক তাহা ইচ্ছা করি না; আমাদের হৃদয়ের গূঢ় প্রার্থনা অন্যদিকে ধাবমান হয়, সুতরাং ইচ্ছা ও চেষ্টা সেই দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে। আমি ভাল হইব, যথার্থ এ ইচ্ছা হইলেই ভাল হওয়া যায়।

প্রশ্ন। আমি চেষ্টা করিব, কিন্তু তাহা সাধ্যানুসারে করিব, বলা যায় কি না?

উত্তর। আমাদিগের যথাসাধ্য তাহা করিলেই যথেষ্ট, তাহার অতিরিক্ত আর কিছু করিতে আমরা দায়ী নহি, ঈশ্বরও তাহা আমাদিগের নিকট চাহেন না। কিন্তু কতদূর আমাদিগের সাধ্য, আমরা পূর্ব্ব হইতে তাহার সিদ্ধান্ত করিতে পারি না; যাহা কর্ত্তব্য বুঝিব, সরল ভাবে তাহার অনুসরণ করিয়া যতদূর যাইতে পারি, ততদূর আমাদিগের সাধ্য। সাধন না করিলে কতদূর সাধ্য বা অসাধ্য, বুঝিতে পারা যায় না।

প্রশ্ন। কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে চরিত্রগত দোষ সংশোধন হইতে পারে?

---

* তারিখ নাই।

উত্তর। আমাদিগের চরিত্রগত দোষ সকল দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায় (১) জঘন্য ও (২) সামান্য। সাধনের সুবিধার নিমিত্ত এই দুই শ্রেণীর প্রধান পাপগুলি প্রথমে গ্রহণ করা যাইতেছে।

(১) জঘন্য পাপ পাঁচটী—কাম, ক্রোধ, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা, নিষ্ঠুরতা এবং উপাসনা-হীনতা।

(২) সামান্য পাপ পাঁচটী—অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, পরনিন্দা, আলস্য ও অকৃতজ্ঞতা।

আমরা প্রতিদিন এই সকল দোষে কতবার দোষী হই, তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেকের নিকট এক একখানি ক্ষুদ্র স্মরণ-পুস্তক রাখা আবশ্যক। ঐ পুস্তকে প্রত্যেক দোষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিহ্ন ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং প্রতিদিন সে দোষে যতবার দোষী হওয়া যায়, তাহা চিহ্ন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ইহা অন্যকে দেখাইবার প্রয়োজন নাই, প্রত্যেকে আত্মপরীক্ষার জন্য আপনার নিকটেই রাখিবেন এবং দিন দিন কোন্ পাপ কত কমিতেছে, ইহা দ্বারা নিরূপণ করিবেন। প্রথমতঃ দৈনিক স্মরণ-পুস্তকে প্রথম শ্রেণীর পাপের দাগ দিয়া কিছুদিন সাধন করা ভাল। তাহাতে জঘন্য পাপ কত কম হয়, বুঝা যাইবে।

প্রশ্ন। কোন দোষ কার্য্যে অনুষ্ঠিত না হইলেও কি পাপের মধ্যে গণ্য হইবে ?

উত্তর। দোষের কার্য্য হইলেত পাপ বলিয়া গণনা করিতে হইবে ; কিন্তু যেখানে কার্য্যের সুবিধা হয় নাই, কিন্তু মনে মনে তজ্জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছা জন্মিয়াছে, সেখানে তাহাকেও পাপ বলিয়া

ধরিতে হইবে। মনেতেই পাপ। দশ দিন বনে বসিয়া চিন্তা দ্বারা এত পাপ করা যায় যে, দশ বৎসর সহরে থাকিয়াও তত হয় না।

প্রশ্ন। মনেতে পাপের যে কোন প্রকার চিন্তা আসুক, তাহাকেই কি পাপ বলিয়া ধরিতে হইবে?

উত্তর। অনেকে এই কথা লইয়া বৃথা গোল করেন, কিন্তু দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সহজে মীমাংসা করা যাইতে পারে। (১) একটী পাখী ঘরের এক জানালা দিয়া আসিয়া আর এক জানালা দিয়া উড়িয়া গেল। (২) ঘরের মেঝের উপর দিয়া একটা ছুঁচা চলিয়া গেল। প্রথমটী এলো গেলো, কিছুমাত্র তাহার চিহ্ন রহিল না। দ্বিতীয়টী ময়লাপূর্ণ নর্দ্দমার ভিতর হইতে আসিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু একটা কাল দাগ রাখিয়া গেল, আধ ঘণ্টা দুর্গন্ধ রহিল। পাপচিন্তাও এইরূপ দুই প্রকারে হইয়া থাকে।

প্রথমটি স্মরণমাত্র, তাহাতে পাপ নাই। পূর্ব্বে মদ খাইতাম, এখন ছাড়িয়াছি; কিন্তু পাঁচজনকে মদ খাইতে দেখিয়া আপনার পূর্ব্ব পাপ অভ্যাস স্মরণ হইল, তাহাতে পাপ হইল না। সেই পাপের প্রতি বরং যত আন্তরিক ভয় ও ঘৃণার উদয় হয়, ততই আপনার চরিত্রের সাধুতা প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয়টী বাসনা-ভূমি, পাপচিন্তা মনে আসিবামাত্র ইচ্ছা হয়, আর একটু থাক্। অনেকে মদ খাইতেছে দেখিলাম, আর একটু দেখি, ক্রমে ইচ্ছা হইবে একটু খাই, পরে মাতালের ন্যায় অচেতন হইয়া পড়ি। পাপ আসিবামাত্র অমনি অমনি চলিয়া যাওয়া কম লোকের ঘটে। অধিকাংশ স্থলে ইচ্ছা হয়, প্রিয় পাপকে আসন পাতিয়া বসাই, তাকে শীঘ্র বিদায়

হইতে না দি। যে ব্যক্তি আধ মিনিট বা পাঁচ সেকেণ্ড মন্দ ইচ্ছাকে মনে থাকিতে দেয়, তাহাকে চিরজীবন তাহার কুফল ভোগ করিতে হয়।

প্রশ্ন। যদি স্বপ্নে কোন পাপ করা যায়, তাহাও ধর্ত্তব্য কি না?

উত্তর। স্বপ্ন জাগ্রৎ অবস্থার ব্যঞ্জক। স্বপ্নেতে এমত কিছু হয় না, যা জাগ্রৎ অবস্থায় না হয়। স্বপ্নের কার্য্যটী পাপ নয় বটে, তাহা মিথ্যা; কিন্তু তাহা পাঠ ও আলোচনা করিয়া অনেক শিক্ষা করা যায়। স্বপ্নে যদি কোন পাপকার্য্য করি, জাগ্রৎ অবস্থায় যে সে পাপ করিতে পারি, তাহা অসম্ভব বোধ হয় না। অতএব স্বপ্ন দ্বারাও আপনার অবস্থা বুঝিয়া সাবধান হওয়া যায়।

প্রশ্ন। পাপ সকলের পরস্পরের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ?

উত্তর। পাপ সকল পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিয়া থাকে এবং পাপের পরিবার যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে। কাহার একটা নবকুমার হইলে যেমন চারিদিক হইতে ঢাকি ঢুলী আসিয়া নাচ বাদ্য করিতে থাকে, একটী নূতন পাপ জন্মিলে তেমনি সকল পাপ ঢাক ঢোল লইয়া আনন্দোৎসব করিতে থাকে।

প্রশ্ন। চরিত্র সংশোধন ও উপাসনা এ দুয়ের মধ্যে কঠিন কোন্‌টী?

উত্তর। সাধারণতঃ ধরিলে উপাসনা করা সহজ; কেন না, তাহাতে আপনার নিকট আপনি দায়ী, অন্যের সঙ্গে গোল বাধে না। তাহাতে কোন ত্রুটী হইলে, ধরা পড়িবার বড় সম্ভাবনা নাই।

চরিত্র-সম্বন্ধে পদে পদে অন্যের সহিত সম্বন্ধ, তাহাতে ত্রুটী হইলে ধরা পড়িতে হয়; এক জনের চরিত্রের দোষে সহস্র লোকের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ব্রাহ্মের চরিত্র-সংশোধন না হইলে ধর্ম্ম মিথ্যা, উপাসনা মিথ্যা, সমাজ মিথ্যা, সব মিথ্যা।

প্রশ্ন। ষড়্‌রিপুর মধ্যে জঘন্য ও প্রধান কোন্‌টী?

উত্তর। কাম ও ক্রোধ এই প্রথম দুটী সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য। এ দুটীর সহিত শরীরের অতি গূঢ় সম্বন্ধ, এই জন্য বাহিরের কার্য্যে ইহারা প্রকাশিত হয় এবং যাহার শরীরে ইহারা বাস করে, প্রায় শরীরের পতন না হইলে তাহাকে ত্যাগ করে না। এই জন্য এই দুইটীর প্রতি বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক, এবং যাহাতে ইহারা দমন থাকে, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। ইন্দ্রিয় সকল যৌবনেই প্রবল হয়, বয়োবৃদ্ধি হইলে কি নিস্তেজ হয় না?

উত্তর। ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য প্রভৃতি যৌবনেই থাকে, পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, যৌবনকালের ফল ষাট সত্তর বৎসর বয়সেও ভোগ করিতে হয়। যৌবনে ইন্দ্রিয় দমন না করিলে, বৃদ্ধকালেও তাহার দাসত্ব করিতে হইবে। রিপুদিগকে আধচাপা রাখিয়া দিলে, চিরকাল আধচাপা ভাবে চলিবে। আমরা দেখিতেছি, রিপুদমন সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি আমাদিগের অবিশ্বাস আছে। যতদিন এ অবিশ্বাস থাকিবে, ততদিন পরস্পরেরই অপকার। আমাদিগের মধ্যে পঞ্চাশটা মানুষ খুন কেহই করিতে পারেন না, ইহা যেমন সাহসপূর্ব্বক বলা যায়, কেহ রিপুসেবা করিতে পারেন না, একথা তো তেমন বলা যায় না। আমরা পরস্পরের

হাতে পাঁচ টাকা গছাইয়া রাখিতে যেমন বিশ্বাস করি, কাহারও নিকটে আপনাদের ভগিনী ভার্য্যাকে সেইরূপ অসঙ্কোচে রাখিয়া যথা ইচ্ছা নিশ্চিন্ত হইয়া কি যাইতে পারি? যেদিন এ বিশ্বাস হইবে, সেদিন পৃথিবী স্বর্গ হইবে।

প্রশ্ন। আমরা আত্মশাসনের জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারি?

উত্তর। আত্মশাসনের জন্য উপাসনা, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি যে সকল উপায় আছে, তাহাও ধরিতে হইবে। তদ্ভিন্ন আত্মপরীক্ষার জন্য স্মরণ-পুস্তকে পাপচিহ্ন করিবার যে কথা হইয়াছে, তাহাই এখনকার বিশেষ উপায়। যে পাপপ্রবৃত্তি অধিক প্রবল দৃষ্ট হইবে, তৎশাসনের জন্য আত্মস্বীকৃত কোন প্রকার দণ্ড স্বীকার করিলে অনেক উপকার হয়। যেমন, কেহ একটী ক্রোধের কার্য্য করিয়া ফেলিলেন, তৎপরে ঠিক আহারের সময় আহার না করা. অথবা কোন সুখভোগ পরিত্যাগ করা। এ সকল যদিও বাহ্যিক প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু যিনি আপনার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বুঝিয়া এই প্রকার উপায় গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার সমূহ উপকার হইতে পারে।

প্রশ্ন। স্মরণ-পুস্তকে পাপের দাগ দিলেই কি উপকার হইবে, মনে রাখিলেই তো হয়?

উত্তর। প্রত্যেকের দুই একটা পাপ খুব প্রবল, তাহারই প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকে। অন্য পাপ সামান্য জ্ঞানে অগ্রাহ্য করা হয়। যাঁর কাম ক্রোধ বেশী, মিথ্যা কথাকে দোষ বলিয়া তত দেখেন না। কেবল চিন্তায় আত্মপরীক্ষা করিতে গেলে আপাততঃ দুই চারি সপ্তাহ চলিতে পারে, কিন্তু পরে ঠিক থাকিবে না। দাগ দিবার

নিয়ম করিলে বিশেষরূপে আত্মপরীক্ষা হয় এবং সকল পাপ ধরা পড়ে। কিন্তু দাগ দেওয়ার আসল অর্থ, কাগজে দেওয়া নয়, মনে দেওয়া। ইহার মধ্যে আর একটা সূক্ষ্ম কথা মনে রাখা উচিত। কাগজ, কলম, কালী এই তিন পৃথিবীর জিনিষ লইয়া যে দাগ দিলাম, তাহা পার্থিব; তাহার কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই। কিন্তু সেইটীকে যদি প্রতিজনের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে তাহার স্বর্গীয় ভাব হইল, তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই বাঁচিয়া যাইব। ঈশ্বর হাতে যদি একটা ঘাস দেন, তাহা ধরিয়াই রক্ষা পাইতে পারি; ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে ঘাস ঘাসই থাকে, তাহা পরিত্রাণের উপায় হইতে পারে না।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা ১ম কল্প, ৪৯ সংখ্যা, ৬ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৭৯৫ শকে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আলোচনা *

প্রশ্ন। অন্য লোকের অন্যায় ব্যবহারই আমাদিগের রাগের কারণ কি না?

উত্তর। যে রাগস্বভাব, তাহার রাগের উত্তেজনার নিমিত্ত অন্য লোকের সহায়তা আবশ্যক করে না। কাছে কোন লোক না পাইলে সে ঘর দুয়ারের সঙ্গেও ঝগড়া করে। একটা দুয়ারে মাথা ঠেকিলে 'লাগ, লাগ, লাগ', বলিয়া সে রক্তপাত করে; কাগজে মনের মত লেখা না হইলে, তাহা সজোরে মুড়িয়া ছুড়িয়া ছিঁড়িয়া কুচি কুচি করিয়া ফেলিয়া তবে সুস্থির হয়। রাগ আপনার শরীরে উৎপন্ন হইয়া আপনাকেই পুড়াইয়া মারে।

প্রশ্ন। কেহ রাগের কথা বলিলে থামাইবার উপায় কি?

উত্তর। রাগের উত্তরে রাগের কথা শুনাইলে রাগীর আহ্লাদ হয়, কেননা উত্তরদাতাও তাহার সমান ভূমিতে দাঁড়াইয়াছেন, সে আরও আস্ফালনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাগের কথা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকা ভাল, তাহাতে রাগীর অহঙ্কারে ঘা লাগে, সে অপমানিত হইয়া আপনা আপনি চুপ করিয়া যায়। কেবল চুপ না করিয়া সে সময় তাহার জন্য প্রার্থনা করিলে উভয়ের পক্ষে আরও ভাল হয়।

প্রশ্ন। আমরা অনেক সময় কর্ত্তব্য বোধ করিয়া লোকের প্রতি যে রাগ প্রকাশ করি, তাহাতে কি দোষ আছে?

উত্তর। সচরাচর দেখা যায়, কাহার প্রতি কোন কারণে মনে

---

* তারিখ নাই।

মনে রাগিয়া আছি, শেষে কর্ত্তব্যের ছল করিয়া সেই রাগ চরিতার্থ করা হয়। যে যে স্থলে রাগ প্রকাশ হয়, তাহা সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিলে প্রতীত হয়, যাহার উপর রাগ করি, তাহার ভাল করিবার ইচ্ছা সহস্রাংশের একাংশ আছে কিনা; তাহাকে শুনাইয়া দিব, জব্দ করিব, এই ইচ্ছাটাই পনের আনা। মনের মধ্যে একটু প্রবেশ করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করি, যার উপর রাগি, তার জন্য প্রাণ কাঁদে কি না? তার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি কি না? তাহা হইলে আমাদিগের দুষ্ট বুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

প্রশ্ন। অন্যের মঙ্গল-সাধন কি রাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য?

উত্তর। অন্যের ভাল করা রাগের তত উদ্দেশ্য নয়, কেন না তজ্জন্য দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি বৃত্তি আছে। অধর্ম্ম, অত্যাচার, অন্যায়ের নিবারণ রাগের উদ্দেশ্য। যেখানে দুর্ব্বলকে সবল পীড়ন করিতেছে, কি কোন অসহায় নিরাশ্রয়ের প্রাণবধে কেহ উদ্যত, সেই স্থলে রাগ উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক। ধর্ম্মগত রাগ (Righteous Indignation) হইলে তাহাতে দুর্ব্বলকে শত গুণ বলবান্ করে, লোককে জাগাইয়া তুলে, প্রত্যেক কথায় লোকের ন্যায়বৃত্তিকে উৎসাহিত করিয়া দেয়, অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্যার্থ টাকা সংগ্রহ করে, দশ ঘণ্টায় যে কার্য্য হয় না, এক ঘণ্টায় করিয়া ফেলে। কিন্তু ন্যায্য রাগের সঙ্গে সঙ্গে দয়া, ক্ষমা, উপাসনার ভাব, বুদ্ধি সকলই কার্য্য করিতে থাকে। সে রাগ ঠিক নয়, যাহাতে দয়া আদি সৎ প্রবৃত্তি পুড়িয়া যায়। রাগের জন্য রাগ দূষণীয়। কেহ কেহ এমন আছেন, একজন ছেলেকে মারিতে আসিলে আততায়ীকে কেবল তাড়াইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না, তাহার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন, ছেলে হয়ত হারাইয়া গেল, তাহা মনে নাই। ইহা রাগের বিকৃত ভাব।

প্রশ্ন। রাগ ও ক্ষমার প্রধান নিয়ম কি?

উত্তর। অন্যের সম্বন্ধে অত্যাচার হইলে রাগ হইবে। নিজের সম্বন্ধে কেহ অত্যাচার করিলে ক্ষমা করিতে হইবে। কেহ সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায়, এ সকলের বিরুদ্ধাচারী হইলে রাগ প্রকাশপূর্ব্বক শাসন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু নিজের বিরুদ্ধাচরণ করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া ক্ষমা করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন। ক্ষমা দেখাইতে গিয়া যদি প্রাণ যায়, সে কি ভাল?

উত্তর। ক্রাইষ্টের ক্ষমা আমাদিগের আদর্শ। যাহারা তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিতে আসিল, তাহাদিগের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'পিতা! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করিতেছে, জানে না'। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত আমরা অত্যাচার করিতেছি; তিনি অনন্ত দয়াগুণে আমাদিগকে ক্ষমা করিতেছেন। কে বলিবে, তাঁহার তত ক্ষমা ভাল নয়?

প্রশ্ন। অপবিত্র রাগের লক্ষণ কি?

উত্তর। যাহার উপর রাগ হইতেছে, তাহার কষ্ট দেখিলে সুখ হয় এবং সুখ দেখিলে কষ্ট হয়। তাহার ধর্ম্মলঙ্ঘনজনিত অনুতাপ দেখিলে যে সুখ হয়, তাহা নহে; কিন্তু যেরূপে হউক, তাহাকে যত বিপন্ন ও নিপীড়িত দেখা যায়, মনোমধ্যে ততই আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে কেহ কিছু রাগিয়া বলিলে, সে সময় প্রতিবাদ করা উচিত কি না?

উত্তর। অনেক সময় না করাই ভাল। শূকরের নিকট মুক্তা ছড়াইবার নিষেধ আছে। রাগের মুখে প্রতিবাদ না করা হয়, ইহা একটী নিয়ম বলিয়া লিখিয়া রাখা উচিত। রাগের সময় প্রতিবন্ধকতা করিলে কেবল যে রাগ বাড়ে, তাহা নয়, হিংসা বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা প্রভৃতি কুভাবও উত্তেজিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। যাহার উপর রাগ করা যায়, তাহার প্রতি ক্ষমা অভ্যাস করিবার উপায় কি ?

উত্তর। আমরা অনেক সময় মনে করি, অন্যের নিকট কিছু পাইবার আমাদিগের অধিকার (Right) আছে, সে তাহা না দিলে বা বিপরীত আচরণ করিলে রাগ হয়। কিন্তু লোকের দুর্ব্যবহার মনে করিয়া যেমন রাগ হয়, দুর্ব্বলতা স্মরণ করিলে ক্ষমা আইসে। আমি যাহা অধিকার বলিয়া চাই, তাহা দিবার পক্ষে তাহার কত অক্ষমতা, প্রতিবন্ধকতা, অবস্থার প্রতিকূলতা থাকিতে পারে। তাহার মত আমার অবস্থা হইলে আমি কি করিতাম ? এইরূপ যাহা দেখিয়া ক্ষমা আইসে, সেই দিকটা অধিক ভাবিতে হইবে। লোকের কতদূর পর্য্যন্ত দোষ ক্ষমা করিতে পারি, চিন্তা দ্বারা ইহা ক্রমে ক্রমে মনের আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করা উচিত। বিলাতে স্পার্জিয়ন্ নামে একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা তাঁহার আশ্চর্য্য বক্তৃতায় লোকদিগকে ক্ষণকালের মধ্যে হাসান, কাঁদান, রাগান, আবার মন গলাইয়া দেন। এ সকলই স্বাভাবিক। যেরূপ ভাব মনের সম্মুখে ধরা যাইবে, তাহার অনুরূপ ভাব মনও গ্রহণ করিবে।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মগণ কাম-ক্রোধ দমন করিতে না পারিলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন হানি হয় কি না ?

উত্তর। প্রথম দুইটী রিপুর প্রাবল্য যাহাদিগের মধ্যে, তাহারা সকল সমাজেরই অশ্রদ্ধেয়; তাহাদিগের বাক্য, কার্য্য, ধর্ম্মবিশ্বাস কিছুতেই লোকের শ্রদ্ধা হয় না। ইহা নিশ্চয় বলা যায়, ব্রাহ্মগণ যদি এই দুইটী জঘন্য রিপুর উপর জয়লাভ করিতে পারেন, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পবিত্র স্বর্গীয় ভাবে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট ও বিমোহিত হয়, ইহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না।

প্রশ্ন। রিপু দমনের জন্য কি কি উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে?

উত্তর। প্রথম দিন বলা হইয়াছে, দৈনিক আত্মপরীক্ষা-পুস্তকে কি কার্য্যে, কি চিন্তায় যতবার রিপুর উত্তেজনা হইবে, ততটা দাগ দেওয়া কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় দিন আত্মনিগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অর্থাৎ একবার পাপ করিয়া ফেলিলে তজ্জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক উপবাস, সুখভোগত্যাগ স্বীকার করিলে উপকার দর্শে; এমন কি, তজ্জন্য গালে চড় বা আচ্ছা করিয়া আপনা আপনি কাণ মলা খাইলেও আরও ফললাভ হয়।

প্রশ্ন। চিত্ত নিগ্রহ না করিলে শরীর নিগ্রহ করিয়া কি হইবে?

উত্তর। চিত্ত নিগ্রহ করিবার জন্যই শরীর-নিগ্রহ। উপবাস করিলে শুধু আমি খাইলাম না তাহা নয়, শরীরিক কষ্টে মনও খুব কষ্ট পেয়ে বলিবে, এরূপ পাপ আর করিব না। যদি মনের চৈতন্যের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগস্বীকার করা যায়, তাহাতে অবশ্যই সুফল ফলে, নতুবা হিতে বিপরীত হয়।

প্রশ্ন। সামাজিক শাসন ব্রাহ্মদিগের জন্য আবশ্যক কি না?

উত্তর। দণ্ডভয় ও পুরস্কার-লোভে চিরকাল ধর্ম্মশাসন চলিয়া

আসিতেছে। তাহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর উপায় বটে, কিন্তু ব্রাহ্মগণ আজিও সে সীমা অতিক্রম করেন নাই। ধম্‌কানিতে এখনও অনেকের কু অভ্যাস দূর করা যায়। একটা দুষ্কর্ম্মের জন্য মেথরের কাণমলা খাইলে অনেকে তাহা হইতে বিরত হন। বাহ্য শাসন সকল আপেক্ষিক; ইহা দ্বারা অন্তরে অনুতাপ হইয়া যাহাতে আধ্যাত্মিক শাসনের পথ প্রশস্ত হয়, তজ্জন্য সকলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। রিপু দমনের আর কোন উপায় আছে কি না?

উত্তর। এ সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ উপায় নির্দ্দেশ করা যায়। প্রথম রিপুদ্বয় যখনই মনে উত্তেজিত হইবে, যাহার বিরুদ্ধে হইবে, তাহাকে মনের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহার পায় পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা। দিনের মধ্যে যতবার হইবে, ততবার এইরূপ করিতে হইবে। এই নিয়ম ক্রমে আত্মশাসনে পরিণত হইয়া আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে।

প্রশ্ন। অনেক দিনের পাপ এক দিনে যাইতে পারে কি না?

উত্তর। এক দিনে কি, এক মুহূর্ত্তে যায়, যদি এক বৎসর মধ্যে যিনি যত জঘন্য পাপ করিয়াছেন, সর্ব্বসমক্ষে স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিতে পারেন।

প্রশ্ন। আত্মদোষ-স্বীকার-প্রণালী (Confession) কি ভাল?

উত্তর। রোমান্ ক্যাথলিকদিগের মধ্যে এই প্রণালী প্রচলিত। ইহা দ্বারা অনেকের উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকের অপকারও হইয়াছে, এবং শেষে এ প্রণালী জঘন্য পাপের পোষাক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদিগের মতে একজনের নিকট এরূপ

দোষ স্বীকার করা কখনই হইতে পারে না। দশজন সমহৃদয় ব্যক্তির নিকটে হইলে ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ এবং অপকারিতা নিবারিত হয়।

প্রশ্ন। আত্মদোষ স্বীকার প্রস্তুত হইয়া না করিলে কি হয়?

উত্তর। অপ্রস্তুত অবস্থায় বলিলেও অনিষ্ট, শুনিলেও অনিষ্ট। ইহাতে অনেকে অধিক কপট ও ভয়ানক মিথ্যাবাদী হইয়া আপনার আরো সর্ব্বনাশ করিতে পারেন। *

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ১ম কল্প, ৫০ সংখ্যা, ২৭শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৭৯৫ শকে প্রকাশিত হয়।

ভাদ্রোৎসব

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

ভাই ভগ্নী

৯ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক; রবিবার; ২৪শে আগষ্ট, ১৮৭৩ খৃঃ।

প্রশ্ন। ধর্ম্মরাজ্যে ভাই ভগ্নীর অর্থ কি ?

উত্তর। ঈশ্বরের পুত্র আমার ভাই, ঈশ্বরের কন্যা আমার ভগ্নী, যিনি পরস্পরের সঙ্গে এই সম্বন্ধ বুঝিতে পারেন, তাঁহারই নিকট ভাই ভগ্নীর যথার্থ অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনিই নর নারীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সমর্থ। ঈশ্বরকে মানিলে তাঁহার সন্তান-দিগের সহিত এ সকল স্বর্গীয় অনন্তকালস্থায়ী সম্বন্ধ সাধন করিতেই হইবে। প্রত্যেক নর নারী আমার ভাই ভগিনী, কেন না প্রতিজনই ঈশ্বরের হস্ত-বিরচিত এবং প্রত্যেকেই ঈশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আবার যখন ব্রাহ্ম ভ্রাতার চক্ষে ঈশ্বরের জ্যোতি এবং ব্রাহ্মিকা ভগিনীর হৃদয়ে ঈশ্বরের কোমলতা দেখি, তখন মন আপনি মোহিত হইয়া এই কথা বলে, ইনিই আমার ভাই, ইনিই আমার ভগ্নী। এইরূপে যাঁহারা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া নর নারীর মধ্যে পবিত্র ভাই ভগ্নী সম্পর্ক দেখিতে পান, তাঁহারাই ধন্য। নতুবা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া নিম্ন স্থানে কেহই যথার্থরূপে ভাই ভগ্নীকে চিনিতে পারে না। পিতার প্রেমে পরিচালিত হইয়া আত্মা

দ্বারা ভাই ভগিনীকে বরণ করা সামান্য ব্যাপার নহে। হৃদয়ের দ্বারা পৃথিবীর লোকদিগকে বশীভূত করা সহজ; কিন্তু ইহা দ্বারা স্বর্গের দেবতাদিগকে লাভ করা অসম্ভব। কেন না আমরা মনুষ্যের প্রতি প্রেমিক শ্রদ্ধাবান্ অথবা কৃতজ্ঞ হইতে পারি, অথচ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোন প্রকার প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিতে পারে। ঈশ্বরের সন্তানদিগের জন্য আমাদের আত্মায় যে সকল আসন আছে, তাহা কেবল ঈশ্বর-সম্পর্কেই তাঁহারা পাইতে পারেন। ঈশ্বরকে অস্বীকার করিলে চিরকালই সে সকল শূন্য থাকিবে। স্বর্গীয় পিতার পুত্র আমার ভাই, স্বর্গীয় পিতার কন্যা আমার ভগ্নী, এইরূপে ঈশ্বরের সম্পর্কে নর নারীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া বরণ করিলেই, স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব এবং স্বর্গীয় ভগ্নীভাব প্রকাশিত হয়। অন্যথা স্বর্গীয় পিতাকে ছাড়িয়া যে মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় এবং মমতা, তাহাকে যদি ভ্রাতৃভাব কিম্বা ভগ্নীভাব বল, তাহা ঐহিক এবং অস্থায়ী, তাহা আজ আছে, কাল নাই। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশে, ইনি ঈশ্বরের পুত্র, ইনি ঈশ্বরের কন্যা, ইহা স্পষ্ট বুঝিয়া যখন কোন আত্মাকে আমার ভাই ভগিনী বলিয়া আত্মার আসনে বরণ করি, তাহা চিরকালের জন্য, এবং সেই সম্পর্কই যথার্থ স্বর্গীয় এবং পারলৌকিক। এইরূপে যিনি ভাই ভগিনীকে আত্মার আসনে বসাইতে পারেন, পৃথিবীর মায়া, মমতা তাঁর নিকট বিষবৎ পরিহার্য্য। আত্মার যে স্থানে পিতা বসিবেন, সেই স্থানেই পিতার পুত্র কন্যারা বসিবেন, ইহাই পিতার আদেশ এবং এই জন্যই ভাই ভগিনী সম্পর্ক এক দিকে যেমন পবিত্র, অন্য দিকে ইহা তেমনই সুমিষ্ট। ঈশ্বরকে পিতা এবং কখন কখন মাতা বলিলে, আমাদের মন অত্যন্ত তৃপ্ত হয়; কিন্তু তাঁহাকে শুদ্ধ ঈশ্বর,

স্রষ্টা, পাতা, কিম্বা রাজা বলিয়া ডাকিলে, আমাদের মনে তেমন আনন্দ হয় না। ইহার কারণ এই, জগতে পিতা এবং মাতার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রিয় এবং মিষ্ট। এই মিষ্টতার অনুরোধেই আমরা ঈশ্বর-সম্পর্কে পিতা মাতা শব্দ ব্যবহার করি। সেইরূপ ভাই ভগিনী শব্দ। নর নারীকে ভাই ভগিনী বলিলেই মনের কঠোরতা এবং অপবিত্রতা চলিয়া যায় এবং অন্তরে একটী মধুর পবিত্র সম্পর্কের উদয় হয়, এবং সমস্ত হৃদয় মন পবিত্র প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হয়; এই জন্যই আমরা পত্র লিখিবার সময়, কিম্বা মুখে কথা বলিবার সময়, নর নারীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করি। অনন্ত পুণ্যের আধার আনন্দময় যিনি, তাঁহার পুত্র কন্যা আমার নিকট আসিয়াছেন, ইহা অনুভব করিলে সহজেই তাঁহাদের প্রতি সুমিষ্ট ভাবের উদয় হয়। জগতের নর নারী সকল আমার প্রিয়, এই জন্য যে, তাঁহারা আমার প্রিয়তম পরম সুন্দর পিতার পুত্র কন্যা। পৃথিবীতে যদিও কোন কোন স্থানে ভাই ভগ্নীভাব কলঙ্কিত দেখা যায়, কিন্তু স্বভাবতঃ কদাচ ভাই ভগ্নীর প্রতি অপবিত্র ভাব হইতে পারে না। ঈশ্বরের এই নিয়ম যে, ভাই ভগ্নীকে দেখিলেই কিম্বা তাঁহাদিগকে স্মরণ করিলেই পবিত্র প্রেমের উদয় হইবে। ধর্ম্মরাজ্যের ভ্রাতৃভাব এবং ভগ্নীভাব, পৃথিবীর এই ভাই ভগ্নী সম্পর্ক অপেক্ষাও অনন্ত গুণে পবিত্র এবং সুমধুর; কিন্তু ইহা যেমন পবিত্র এবং সুমিষ্ট, তেমনই সাধনের প্রথমাবস্থায় ইহা অতি সুকঠিন। সেখানে প্রত্যেকের মুখে ঈশ্বরকে না দেখিলে, স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব কিম্বা ভগ্নীভাব অসম্ভব। পৃথিবীর লোকেরা দশজন নর নারীর মধ্যে পাঁচজনের রূপ গুণে মোহিত হইয়া তাহাদিগকে বাছিয়া লয়, এবং তাহাদিগকেই ভালবাসে। তাহাদের

স্নেহ প্রেম, লোক বিশেষের প্রতি ধাবিত হয়; কিন্তু এই প্রকার সঙ্কীর্ণ, অনুদার প্রেম ধর্ম্ম-ভাবকে বিনষ্ট করে। ঈশ্বর হইতে যে ভ্রাতৃভাব, কিম্বা ভগ্নীভাব প্রেরিত হয়, তাহা সমস্ত জগতের জন্য। সেই স্বর্গের প্রশস্ত প্রেম কদাচ রূপ, গুণ, কিম্বা ধন মানের বিচার করে না। তাহা শরীরের দিকে দৃষ্টি করে না; কিন্তু সুন্দর কদাকার, জ্ঞানী মূর্খ, সাধু পাপী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করে। সেই প্রেম, কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য নহে। স্ত্রীর প্রতি যে প্রণয়, তাহা স্ত্রীতে বদ্ধ থাকিবে; পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, সহোদর, সহোদরা এবং উপকারী বন্ধু ইত্যাদির সঙ্গে যে বিশেষ বিশেষ মধুর সম্পর্ক, সে সকল চিরকালই সঙ্কীর্ণ থাকিবে; কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর-সম্পর্কে যে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা কখনই পাঁচজনকে লইয়া, কিম্বা একটি দেশ লইয়া, অথবা ইহলোকের সমুদয় ভাই ভগ্নীকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না; কিন্তু ইহা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া, ইহ-পরলোকবাসী ঈশ্বরের সমস্ত পরিবারকে আলিঙ্গন করে। অতএব ব্যক্তি বিশেষকে লইয়া প্রেম সাধন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য নহে। প্রেম-শৃঙ্খলে সমস্ত জগৎকে বদ্ধ করিতে হইবে। প্রেমকে ছাড়িয়া দাও, ইহা আপনি অসীম ভাবে জগতে বিস্তৃত হইবে। নিরাকার আত্মারূপ ঈশ্বরের পুত্র কন্যাকে ভালবাস, পাপকে ঘৃণা কর; কিন্তু পাপীকে প্রেম কর। কে বলে, অধার্ম্মিকা স্ত্রীকে ভালবাসিলে পাপ হয়? সেই পাপীয়সী পুণ্যময় পিতার কন্যা, যদি ইহা দেখিতে পাও, পাপের সাধ্য কি যে, তোমাকে আক্রমণ করে? পিতাকে ভালবাসিয়া তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে ভালবাস, কোন ভয় নাই। সমুদয় ভাই ভগিনীরা যে

পবিত্র হইয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু তুমি প্রত্যেককে ঈশ্বরের সম্পর্কে তোমার ভাই ভগিনী বলিয়া অভ্যর্থনা করিলে, তোমার পরিত্রাণ এবং স্বর্গ-সাধন সহজ হইবে। চক্ষু খুলিয়া সাধন করিও না, কেন না তাহা হইলে বাহিরের রূপ গুণে মোহিত হইতে পার। নিরাকার ভাবে ঈশ্বরের পুত্র কন্যা বলিয়া ভাই ভগ্নীদিগকে আত্মাতে স্থান দান কর, বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। ঈশ্বরকে দিয়া ভাই ভগ্নীদের কাছে প্রেম শ্রদ্ধা প্রেরণ কর, স্বর্গরাজ্য আসিবে। নতুবা তুমি আপনি কাছে গিয়া যদি ভাই ভগ্নীদিগকে প্রেম দিতে যাও, তাহা হইলে গরল উৎপন্ন হইবে। অতএব দিবারাত্রি ঈশ্বরের চরণতলে পড়িয়া প্রেমরাজ্যের জন্য ক্রন্দন কর, তিনি তোমাদিগের মধ্যে প্রেম সংস্থাপন করিবেন।

লক্ষ্ণৌ *

১৮ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক; শুক্রবার; ৩রা অক্টোবর, ১৮৭৩ খৃঃ।

১। আদেশ—গঙ্গানদীর মত ever flowing.

২। ঈশ্বর প্রতিজনের নিকট আসিয়া actually প্রেম ঢালিতেছেন। যারা ধারণ করে না, তারা পায় না।

৩। সাধনের মূল মন্ত্র—Now and Here.

৪। মনুষ্য machine of Divine grace এর মধ্যে আপনাকে ফেলিয়া দিলেই, সে দ্বিজ হইয়া বাহির হয়।

৫। ঈশ্বর পূর্ণানন্দ, আপনি আপনার রচনা দেখিয়া সুখী হন। সেইরূপ ভক্ত ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার স্বাধীন প্রেম ভক্তি অর্পণ করিয়া, আপনি আপনার প্রেমে মোহিত হন।

৬। চিনিয়া বিবাহ করিলে যেমন অকৃত্রিম, অকাল্পনিক প্রেম হয়, সেইরূপ নর নারীর ভিতরে যে ভাই ভগ্নী আছেন, তাঁহাদিগকে চিনিলে প্রকৃত ভ্রাতৃ-ভগ্নীভাব হয়। ভাই ভগ্নীদের পিতার দত্ত নিগূঢ় তত্ত্ব দিব।

৭। When God promises to give heaven, His promissory note is as good as the gift itself.

৮। God is a sweet reality to every faithful soul.

---

* আচার্য্যদেব ১৭৯৫ শকে আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পশ্চিমাঞ্চলে প্রচার করিতে যান। লক্ষ্ণৌতে কয়েক দিন থাকিয়া উপাসনা, প্রসঙ্গ প্রভৃতি করেন। এই আলোচনা সেই সময়ের।

বেলঘরিয়া তপোবন

পরিবার সাধন

১লা পৌষ, ১৭৯৫ শক; সোমবার; ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ।

প্রশ্ন। পরিবার-সাধন সম্পর্কে অনেক উপদেশ শ্রবণ করিলাম এবং অনেক উপদেশ দিলাম; তথাপি কেন আমরা পারিবারিক পবিত্র শান্তি উপভোগ করিতে পারি না?

উত্তর। আমাদের প্রাণ এখনও পরিবারের পরিত্রাণের জন্য তেমন ব্যাকুল হয় নাই; সময়ে সময়ে আমরা একাকী ঈশ্বরকে সম্ভোগ করিবার জন্য তৃষিত হই, নিজের দুঃখ পাপ মোচন করিবার জন্য তাঁহার নিকট ক্রন্দন করি; কিন্তু কোন দুঃখী ভাই, কিম্বা কোন দুঃখিনী ভগ্নীর পরিত্রাণের জন্য আমাদের অশ্রুপাত হয় না, তাঁহাদের পাপ-যন্ত্রণা দেখিয়া আমাদের মন ব্যথিত হয় না। তাঁহাদের দুঃখে দুঃখী হইতে আমরা ইচ্ছা করি না, এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে একত্রে পিতার সুখ-ধামে বাস করিতে অদ্যাবধি আমাদের উপযুক্ত ব্যাকুলতা জন্মে নাই। ভাই ভগ্নীদিগকে আমাদের হৃদয় হইতে অনেক দূরে রাখিয়া দিয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমরা আত্মগোপন করি; কিন্তু যতই সরল ভাবে আমরা ঈশ্বরের নিকট হৃদয় খুলিয়া দিই, ততই যেমন তাঁহাকে আমরা নিকটে লাভ করি, ভাই ভগ্নীদের সম্পর্কেও ঠিক সেইরূপ। যতই আমরা তাঁহাদের নিকট হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিব, ততই আমরা তাঁহাদের সঙ্গে পরিবার-জাত বিশুদ্ধ এবং

গভীর স্বর্গীয় শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিব। অন্ততঃ যদি একটি ভাই কিম্বা একটী ভগ্নীকেও এইরূপে পিতার সন্নিধানে লাভ করিতে পারি, আমাদের পারিবারিক সুখ-ভোগের সীমা থাকিবে না।

প্র। কিন্তু যে সকল নর নারী গভীর পাপ হ্রদে ডুবিয়া আছে, তাহাদের নিকটে কিরূপে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিব? পাপী ভাই এবং পাপীয়সী ভগ্নীকে কিরূপে ভালবাসিব?

উ। যথার্থ এবং বিশুদ্ধ ভালবাসা, যাহা প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বর হইতে বিনিঃসৃত হয়, ভাই ভগ্নীর পাপ দেখিয়া কদাচ তাহা ক্ষীণ হইতে পারে না; বরং যতই ইহা জগতের পাপ দুঃখ দেখে, ততই ইহা গভীরতর এবং প্রবলতর হয়। ইহা মনুষ্যের দোষ গুণ বিচার করে না; যেখানে ঈশ্বরের সন্তান, কি পাপী, কি নির্দ্দোষ, সেখানেই ইহা প্রধাবিত হয়।

ব্রাহ্মসঙ্গতের আলোচনা

৫ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শক; রবিবার; ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ।

ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে উপাসকমণ্ডলীসভার অধিবেশন হইয়া ইহার নূতন ব্যবস্থা এইরূপ স্থির হইল :—

১। 'উপাসক-সভা' স্বতন্ত্র সংস্থাপিত হওয়াতে অদ্যাবধি উপাসকমণ্ডলী সভা 'ব্রাহ্মসঙ্গত' নামে আখ্যাত হইবে।

২। এই সভার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—তত্ত্বশিক্ষা ও ধর্ম্মসাধন। (১) তত্ত্বশিক্ষা অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিগূঢ় মত সকল এখানে আলোচিত হইবে। (২) ধর্ম্মসাধন অর্থাৎ যে সকল সত্য শিক্ষা করা যাইবে, তাহা জীবনে পরিণত করিবার উপায় সকল অবলম্বিত হইবে।

৩। যাঁহারা উপাসকমণ্ডলীর সভার সভ্য ছিলেন, তাঁহারা এই সভার সভ্য রহিলেন। নূতন কোন ব্যক্তি সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইলে, সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া আবেদন করিবেন; সভ্যগণ সেই আবেদন গ্রাহ্য করিলে, তিনি সভ্যরূপে গণ্য হইবেন। দীক্ষিত ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মার্থীও এই সভার সভ্য হইতে পারেন।

৪। সভ্যগণকে প্রতি সভায় উপস্থিত থাকিতে হইবে, সঙ্গতের নিয়মাদি পালন করিতে হইবে এবং মাসিক দাতব্য অন্যূন ৶০ আনা দিতে হইবে।

৫। ব্রাহ্মসঙ্গতের যন্ত্রস্বরূপ "ধর্ম্মসাধন" পত্র পুনরায় নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে। সভ্যগণ বিনামূল্যে ইহার এক এক খণ্ড পাইবেন।

ব্রাহ্মসঙ্গতের আলোচনা

১২ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শক; রবিবার; ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ।

কিরূপে চিরজীবন ব্রাহ্ম থাকা যায়?

প্রশ্ন। ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া যাইতে পারেন কি না?

উত্তর। এ বিষয়ে কল্পনামূলক সিদ্ধান্ত অনুচিত ও অনাবশ্যক। অনুচিত, কারণ তাহাতে ভ্রম হয়। অনাবশ্যক, কারণ আমাদিগের চক্ষুর সমক্ষে ব্রাহ্মসমাজের ৪৬ বৎসরের ইতিহাস রহিয়াছে; ঘটনা অবলম্বন করিয়া আমরা সত্যমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ী হইয়া থাকিতে পারেন নাই, এ বিষয় নিঃসন্দেহ।

প্রশ্ন। এখন ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য কি?

উত্তর. কি কি কারণে পতন হয়, ও কি কি ঔষধে তাহার নিবারণ হয়, স্থিররূপে জানা আবশ্যক।

প্রশ্ন। বিষয়াসক্তি ও সাধনের অভাব ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িবার যথার্থ কারণ কি না?

উত্তর। বিষয়াসক্তি ও সাধনের অভাব সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই আছে, এ দোষ মনুষ্যের চিরকালই থাকিবে। যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও মনুষ্যের মনোবৃত্তি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, মন অত্যন্ত

তরল বস্তু। অটল ও অবিচলিত চিত্তে ধর্ম্মসাধন করিতে পারে, এমত লোক একজন কি দুইজন। একাধারে গভীর উপাসনার ভাব, দয়ার উচ্ছ্বাস, ভ্রাতৃপ্রেমের ঔদার্য্য, চরিত্রের নির্ম্মলতা এরূপ ছবি চিরকালই আদর্শ হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্মের প্রতি আমরা কিরূপ আশা করি? যদি বলি, তিনি যাবজ্জীবন একটিও পাপ করিতে পারিবেন না, ইহা অসম্ভব। মনুষ্যের স্বভাব ও কুপ্রবৃত্তি সকলকে এতদূর সংযত করা অসাধ্য। আমরা চাই, যাহা আমরা পারিব। চিত্ত-চাঞ্চল্য সত্ত্বে কিরূপে ব্রাহ্ম থাকিতে পারা যায়। আমাদিগের আদর্শ এত উচ্চ যে, পতন হইবেই হইবে। পতন হইলে আবার উঠিব। কিন্তু ব্রাহ্ম পতন হইলেই সমাজ ছাড়িয়া যান কেন? অন্যেই বা তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন কেন? সাত বৎসর যে উপায় অবলম্বন করিয়া রহিলেন, হঠাৎ তাহা ছাড়িয়া চলিলেন কেন?

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বারংবার পতন, উত্থান, পরিবর্ত্তন ও আন্দোলন দেখা যায়, ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা শোচনীয় বলা যায় কি না?

উত্তর। অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনায় ব্রাহ্মদের অবস্থা শোচনীয় বলা যায় না। পতন ও পরিবর্ত্তন ব্রাহ্মসমাজের জীবনের চিহ্ন; অন্য সম্প্রদায়দিগের নির্জ্জীব ভাব, উন্নতিও নাই, পতনও নাই। স্রোতস্বান্ জলস্রোতে বড় বড় তরঙ্গ উঠে, জোয়ার ভাঁটা খেলে, স্রোতোবিহীন পুষ্করিণী স্থির। হিন্দু খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে কত দোষ হইতেছে, তাহা আন্দোলনের বিষয় হয় না, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অল্প দোষ দেখিলেই তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়। ইহাতে অনেকে

নিরাশ হন, কিন্তু বাস্তবিক ইহা আশার কারণ। সময়ে এই সজীবতা গিয়া ব্রাহ্মসমাজ অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পড়িতে পারে। এই সজীব অবস্থা রক্ষা করিয়া উচ্চতার স্থায়িত্ব-সাধন ও নীচতার নিবারণ আমাদিগের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদিগের পতনের প্রধান কারণ কি?

উত্তর। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সকলের বিশ্বাসের স্থিরতা নাই। চিরজীবনের জন্য বিশ্বাস স্থির না হইলে ব্রাহ্মজীবনও স্থিরতর থাকিতে পারে না। সামান্য বিষয়ের মতভেদ ধর্তব্য নহে, কিন্তু অনেকের মূল বিশ্বাসও আন্দোলিত হয় এবং তাহাই ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িবার মূল কারণ। অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করিতে গিয়া শেষে বড় বড় ব্রাহ্মেরও পতন হইয়াছে। নীতি-সম্বন্ধেও 'ব্যভি-চার তত দোষ নহে' এইরূপ একটু দূষিত মত মনের মধ্যে রাখিয়া শেষে ব্রাহ্ম ভয়ঙ্কর পাপে পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া দেন।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদিগের পতন-নিবারণের উপায় কি?

উত্তর। (১) বিশ্বাসের স্থিরতা, (২) চরিত্রের পবিত্রতা—এই দুইটী বন্ধনে ব্রাহ্মকে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইতে হইবে। এই দুই চড়াতে ব্রাহ্মসমাজ-তরী অনেকবার ভগ্ন হইয়াছে, অনেক বিপদের পর এই শিক্ষা লাভ করা গিয়াছে। আমাদিগকে এই দুইটী চড়া বাঁচাইয়া চলিতে হইবে ও পরিবারদিগকে লইয়া যাইতে হইবে।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাস কি?

উত্তর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পরকালের অস্তিত্ব ও পাপ পুণ্যের

দায়িত্ব এই কয়টী মূল সত্য। এই দৃঢ় ভিত্তির উপরে ব্রাহ্মের সকল মত সংস্থাপিত।

প্রশ্ন। ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ ও বিবাদ হইতে পারে কি না?

উত্তর। গূঢ়ভাবে দেখিলে এই বিবাদ প্রকারান্তরে মধ্যে মধ্যে উত্থিত হইয়াছে এবং ইহাতে অনেক ব্রাহ্মের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এ গুরুতর বিষয়টীতে সকলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। 'ঈশ্বর গায় ঠেকে' এই কথা বলিয়া এক সময় কতকগুলি ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রবাবুকে উপহাস করিতেন। দেবেন্দ্রবাবুর অপরাধ এই, তিনি ঈশ্বরকে কোন দূরস্থ অলক্ষিত পদার্থ বলিয়া মানেন না, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে ধারণ ও দর্শন করা যায়, বিশ্বাস করেন। এইরূপে যিনি যখন ঈশ্বরকে একটু নিকটস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আক্রমণ করা হইয়াছে। এখন দেখা কর্ত্তব্য, ঈশ্বর-দর্শন ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাসের বিষয় কিনা? অনেকে ইহা মানেন না; নিজে পান না, এইজন্য অন্যের দর্শনকে কল্পনা বলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত ও পুস্তকাদি যদি প্রমাণস্থলে গ্রহণ করা যায়, তবে ব্রাহ্মগণ ইহা যে চিরকাল মানিয়া আসিতেছেন, তৎপ্রতি সংশয় থাকে না। সঙ্গীত ও পুস্তকের কথা যদি রূপক বলা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরও কল্পনা। ঈশ্বর আছেন যেমন সত্য, ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়, ইহাও ব্রাহ্মসমাজের তেমনি অভ্রান্ত সত্য।

প্রশ্ন। যে নিজে দেখে নাই, ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়, এ বিশ্বাস সে কিরূপে করিবে?

উত্তর। একজন ব্রাহ্ম নিজে না দেখিতে পারেন, হয়ত ইহজীবনে দেখিবেন না; কিন্তু তা বলিয়া দর্শন অসম্ভব বলিতে পারেন না। পাঁচ শত ব্যক্তি দর্শন করে নাই বলিয়াও এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে না। আমি কিম্বা পাঁচশত ব্যক্তি মিথ্যা কহিতে পারি, কিন্তু তা বলিয়া সত্যবাদী হওয়া অসম্ভব বলিতে পারি না।

প্রশ্ন। ব্রহ্মদর্শন-বাদী সাধারণের নিকটে এত উপহাসাস্পদ হন কেন?

উত্তর। কেবল দর্শন এই কথার জন্য যথার্থ সাধকগণকে অনেক গালাগালি খাইতে হইবে। ইহার কারণ, (১) ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন সকল ধর্ম্মের বিরোধী কথা; (২) ভক্তির ব্যাপার এত নিগূঢ় ও উচ্চ, যে লোকে তাহা বুঝিতে পারে না, সহ্য করিতেও পারে না, শুনিলে ঘৃণা করে। নিরাকার ঈশ্বরের দর্শন চিন্তা মাত্র বলিয়া অনেকে অনুমোদন করিতে পারে; কিন্তু প্রেমের আতিশয্যে নিরাকারকে সাকারের ন্যায় নিকটস্থ করিলে লোকে মনে করে, হয় কল্পনা, নয় কপটতা। এইজন্য যাঁহারা জড়বিজ্ঞানের তত্ত্ব অধিক আলোচনা করেন, সামাজিক ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত ও বাহ্যদর্শনপ্রিয়, তাঁহারা এ আধ্যাত্মিক নিগূঢ় সত্যের চিরকাল প্রতিবাদ করিবেন।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মের নিকট ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও ব্রহ্মদর্শন এক কথা কি প্রকারে?

উত্তর। "তুমি আছ" এইটী ব্রাহ্মের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস, উজ্জ্বল বিশ্বাসের সহিত এই কথা বলিতে পারাই দর্শন। ইহাতে পুষ্পের মুকুল ও প্রস্ফুটিত অবস্থার প্রভেদ মাত্র। ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার

বিশ্বাসের আরম্ভ, দর্শন প্রস্ফুটিত অবস্থা। সত্তা ও দর্শন বর্ণমালার ক ও ক্ষ।

প্রশ্ন। ঈশ্বর-দর্শন অস্বীকারকারী ব্রাহ্ম দোষী কি না?

উত্তর। বিশ্বাসভূমি হইতে ঈশ্বরকে কাটিয়া ফেলিলে ঈশ্বরের সত্তাও কাটিয়া ফেলা হয়। ঈশ্বরকে যদি দর্শন করা যায় না, তবে তাঁহার সাধনা কেন করিতেছি? তিনি আছেন, আর না আছেন, আমার কাছে সমান কথা; এইরূপে সূক্ষ্ম করিতে করিতে ক্রমে নির্ম্মূল, ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বাস পরিত্যাগ। এইজন্য যে ব্রাহ্ম ঈশ্বর-দর্শন অস্বীকারকারী, তিনি ঈশ্বর-সত্তা অস্বীকারকারীর ন্যায় দোষী বলিয়া গণ্য।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ব্রাহ্মদিগের একটী চিরাগত বিশ্বাস কি না?

উত্তর। ব্রাহ্মসমাজে বহুকালাবধি এ বিশ্বাস স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক সাংবৎসরিক উৎসবের বক্তৃতা ইহার প্রমাণ। রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন, ইহা ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, ব্রাহ্মগণ চল্লিশ বৎসর ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। "ব্রাহ্মসমাজ" জিনিষটী ঈশ্বরের বিশেষ করুণার দান। তিনি তাঁহার বিশেষ দয়াতে ইহা সংস্থাপন করিয়াছেন যেমন সত্য, ইহা রক্ষা করিতেছেন তেমনি অভ্রান্ত সত্য।*

* ৫ই আশ্বিন ও ১২ই আশ্বিনের আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ২য় কল্প, ১ম সংখ্যা, ১৯শে আশ্বিন, রবিবার, ১৭৯৬ শকে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মসঙ্গতের আলোচনা

২৬শে আশ্বিন, ১৭৯৬ শক; রবিবার; ১১ই অক্টোবর, ১৮৭৪ খৃঃ।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ব্রাহ্মদিগের একটী মূল বিশ্বাস কিনা?

উত্তর। দর্শনের ন্যায় বিশেষ করুণাও একটী মূল মত। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রারম্ভকাল হইতে ইহা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এই দুইটী মত বিষয়ে ব্রাহ্মদিগকে অত্যন্ত সাবধান হওয়া আবশ্যক। ইহা হইতে একদিকে যেমন পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার, অন্যদিকে সেইরূপ অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা আসিতে পারে। এ দুই মতে ভ্রম থাকিলে শত সহস্র উপধর্ম্ম ও সম্প্রদায় সৃজিত হইতে পারে।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা সম্বন্ধে কয় প্রকার মতের লোক দেখা যায়?

উত্তর। তিন প্রকার—পূর্ণ বিশ্বাসী, অল্প বিশ্বাসী ও মিথ্যা বিশ্বাসী। (১) যাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ করুণা সম্বন্ধে যাহা কিছু সত্য সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা পূর্ণ বিশ্বাসী; এই প্রকার লোকই যথার্থ ব্রাহ্ম ও উচ্চ অঙ্গের সাধক। (২) যাঁহারা তদ্বিষয়ে কতক বিশ্বাস করেন, কতক করেন না, তাঁহারা অল্প বিশ্বাসী, ইঁহারা নিম্নশ্রেণীর সাধক। (৩) যাঁহারা সত্যবিরুদ্ধ কথা মানেন বা গ্রহণ করেন, তাঁহারা মিথ্যা বিশ্বাসী; ইঁহারা আপনাদিগের কল্পনাকে সত্য বলিয়া মানিয়া ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাপন্ন হন। এই তিনটী শ্রেণীকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া দেখিতে না পারিলে ঠিক পথে দাঁড়াইতে পারা যায় না। ব্রাহ্মকে অল্প বিশ্বাসী ও মিথ্যা

বিশ্বাসীর পথ পরিত্যাগ করিয়া সত্য বিশ্বাসীর মত গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রশ্ন। বিশেষ করুণা সম্বন্ধে পূর্ণ সত্য বিশ্বাস কি ?

উত্তর। ঈশ্বর যেমন পূর্ণভাবে আছেন, তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করা যায় না; তাঁহার করুণাও সেইরূপ পূর্ণভাবে সমুদায় জীবের উপরে বিস্তারিত হইতেছে, তাহা পক্ষপাতী হইয়া কাহার উপরে অধিক এবং কাহার উপরে অল্প পতিত হয় না। তাঁহার করুণা তাঁহার ইচ্ছাধীন বটে, কিন্তু তাঁহার সকল ইচ্ছা নিয়মিত এবং তাঁহার নিয়ম জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত, তাহা সকলের সমান হিত অন্বেষণ করে। অতএব ঈশ্বর হইতে এক অখণ্ড, পূর্ণ করুণা চিরকাল আসিতেছে ও চিরকাল আসিবে। সেই করুণা যখন আমরা সম্ভোগ করি, আমরা দুইভাবে দেখিতে পারি—সাধারণ ও বিশেষ। যখন আমরা তাহাকে সাধারণ ভাবে দেখি ও তাহা দ্বারা সাধারণ অভাব মোচন হইতেছে বলি, তখন তাহা সাধারণ। যখন তাহাকে অসাধারণ ভাবে লই ও তাহা দ্বারা বিশেষ অভাব মোচন হইল, বিশেষ মঙ্গল সাধন হইল মানি, তখন তাহা বিশেষ।

প্রশ্ন। আমরা সাধারণ হইতে বিশেষ করুণা কি প্রকারে প্রভেদ করি ?

উত্তর। ফল দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ইহার নির্ব্বাচন করা হয়। কোন ব্যক্তির সহিত হঠাৎ পথে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়া একজন সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির বহুদিনের সন্দেহ মিটিয়া গেল, সেই কথা শুনিয়া অন্য পাঁচজনের কিছুই হইল না। যাহার বিশেষ উপকার হইল, সে ব্যক্তি এস্থলে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা

মানিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেই দিবে। ঈশ্বরের দয়ার স্রোত সকল গৃহে আসিয়া সামান্য অভাব দূর করিতেছে, ইহা সাধারণ। কিন্তু সেই জল একটী আত্মার বিশেষ তৃষ্ণা শান্তি করিল, বিশেষ পাপ দূর করিল, এস্থলে বিশেষ করুণা। ঈশ্বরের দয়া এক, কিন্তু তাহা ঘটনা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সামান্য ও বিশেষ। ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় ধর্ম্মসম্প্রদায় ও জাতিবিশেষের উপরে যে করুণা আইসে, তাহাও সামান্য ও বিশেষ বলিয়া প্রভেদ করা যায়।

প্রশ্ন : বিশেষ করুণা সকলে বুঝিতে পারেনা কেন ?

উত্তর। বিশ্বাস-চক্ষু দ্বারা বিশেষ করুণা আবিষ্কৃত হয়, এই জন্য বিশ্বাসী তাহা ধরিতে পারেন, অবিশ্বাসী পারেনা। ঈশ্বরের করুণা-হস্তের চিঠি পঞ্চাশজনের নিকট আসিল, উনপঞ্চাশজন তাহা ফেলিয়া দিল, একজন বিশ্বাসী তাহাতে গভীর তত্ত্ব—স্বর্গের সংবাদ পাঠ করিয়া বিশেষ উপকার পাইলেন এবং মানিলেন। একই চিঠি, এক হাতেরই লেখা, কিন্তু বিশ্বাস হেতু তাহাতে একজনের পরিত্রাণ হইল, অন্য সকলের কিছুই হইলনা।

প্রশ্ন। বিশ্বাসীর নিকটে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা কি চিরকাল একই ভাবে দৃষ্ট হয় ?

উত্তর। বিশ্বাস চক্ষু যত উজ্জ্বল ও প্রস্ফুটিত হয়, বিশেষ করুণা ততই অধিক দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় হয়তো পাঁচ বৎসরের মধ্যে একটী ঘটনায় বিশেষ করুণার পরিচয়, পরে এক বৎসরের মধ্যে পাঁচটি ঘটনায়, পরে দিনের মধ্যে দশবার, শেষে যতবার দেখা যায়, তত বারই নূতন নূতন ঘটনা নূতন ভাবে বিশেষ করুণা প্রকাশ করে। বিশ্বাস দ্বারা কেবল পাওয়া যায় তা নয়, যেগুলি সামান্য

বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা বিশেষ করুণারূপে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর সাধারণের পিতা, প্রভু ও পরিত্রাতা ; বিশ্বাস-চক্ষুতে দেখিলে তাঁহাকে সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া হৃদয় সন্তুষ্ট হয় না, আমার নিজস্ব ধন বলিয়া ধারণ করে। দূরের ঈশ্বরকে যত নিকটে এবং সাধারণ সম্বন্ধকে যত বিশেষ সম্বন্ধে পরিণত করা যায়, ততই ঈশ্বর আমার বিশেষ অনুরাগভাজন হন, আমার প্রতি তাঁহার সকল কার্য্যেই বিশেষ করুণা দেখি এবং বিশেষ করুণা ভিন্ন পরিত্রাণ হয় না, এই সত্যে বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন। সামান্য ঘটনা হইতে বিশেষ করুণার উপলব্ধি কিরূপে হয় ?

উত্তর। অন্ন ত আমরা প্রতিদিন ভোজন করিতেছি, কিন্তু একদিন তাহাই করুণার বিশেষ সংবাদ প্রকাশ করিল। আমি মহাপাপী, ঈশ্বরের চিরশত্রু, তিনি আমার মুখে এই অন্নগ্রাস আনিয়া দিলেন, শত্রুর প্রতি তাঁর এত দয়া, এই কথা মনে হইয়াই চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল। সেই অন্ন অনুতাপ, বিশ্বাস, ভক্তি আনিয়া দিল। দেখিলাম, ভাতের ভিতর এত শাস্ত্র লেখা রহিয়াছে, যে বেদ উপনিষদে তাহা নাই। সেই ভাতই আমার পরিত্রাণের কারণ হইল। কেন আজি এমন হইল ? আজি বিশ্বাস-চক্ষু ফুটিল বলিয়াই। ইঁদুর নড়ার খড় খড় শব্দ শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, সংসারের সকলইত খড় খড়—সব অসার, তাহাতেই তাহার পরিত্রাণ। অতএব অন্যের চক্ষে যাহা হেয় ও অগ্রাহ্য, বিশ্বাসীর আত্মার মঙ্গলের কারণ হইয়া তাহাই তাহার পরম আদরের বস্তু হয়।

প্রশ্ন। বিশেষ করুণা স্বীকার করা আর না করাতে আমাদিগের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধের কোন পরিবর্ত্তন হয় কি না?

উত্তর। আমাদিগের বলা আর না বলাতে তাঁর প্রকৃতির বা সম্বন্ধের কোন ব্যতিক্রম হয় না। আস্তিক ও নাস্তিক দুয়ের পক্ষে যেমন ঈশ্বর সমান, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর পক্ষেও সেইরূপ। তিনি উভয়কেই স্বর্গের দিকে টানিতেছেন, একজন মানিতেছে, অন্যে মানেনা। এক সূর্য্য চক্ষুষ্মান্ ও অন্ধ দুই ব্যক্তির উপরেই আলোক বর্ষণ করিতেছে। কাণা যদি দুই প্রহর বেলার সময় বলে সব অন্ধকার, তাহাতে সূর্য্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। কাণা যখন চক্ষু লাভ করিবে, আলোক দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবে ও মানিবে। অবিশ্বাসী কাণা অহঙ্কারী। সে আপনি যাহা দেখিতে না পায়, অন্যে পায় বলিলে সহ্য করিতে পারে না; তাহাকে কাণা বল, রাগিবে। কিন্তু বিশ্বাস-চক্ষু ফুটিলে, সেও প্রেম-সূর্য্যকে দেখিয়া তাহার সাক্ষ্য দিবে। বিশ্বাসে ঠিক ধরিতে না পারিলে, বিশেষ করুণা বলা না বলা সমান।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা কি এক আকারে সকলের নিকট সমাগত হয়?

উত্তর। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা বলা ভুল—তিনি নিজেই বিশেষ করুণা। যদি বলা যায়, সেই করুণা বহুরূপী, তাহা ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি ইংরাজী লেখাপড়াওয়ালা, ইংলিস্ম্যান সাজিয়া ইহা তাহার নিকট আসিল, তাহার ভিতর দিয়া স্বর্গের সংবাদ বলিল; টুলো পণ্ডিতের নিকট ইহা বেদের ভিতর দিয়া গেল; কৌপীনধারী

সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া আসিয়া ইহা একজন সরল হিন্দুর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করিল; খোল করতালের ভিতর দিয়া আসিয়া একজন বাউলকে উন্মত্ত করিল। একই করুণা প্রত্যেকের অবস্থার উপযোগী হইয়া প্রত্যেকের নিকট আসিতেছে এবং যে যে আকারে আকৃষ্ট হয়, তাহার নিকট সেই আকারে প্রকাশিত হইয়া তাহার পরিত্রাণের সহায় হইতেছে।

প্রশ্ন। বিশেষ করুণা সম্বন্ধে অল্প বিশ্বাসীর মত কিরূপ?

উত্তর। অল্প বিশ্বাসীদিগকে ইংরাজীতে 'Men of little faith' বলা যায়। ইঁহারা ঈশ্বরের করুণা মানেন, কিন্তু তাহা কেবল সাধারণ ভাবে। ঈশ্বর এই জগতের মঙ্গলের জন্য কতকগুলি ভৌতিক ও মানসিক নিয়ম স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, তদনুসারে সকলের উপকার হইতেছে। তিনি কাহাকেও চিনেন না, কাহারও বিশেষ অভাব দেখিয়া বিশেষ বিধান করিতেও আসেন না। যদি সাধারণ অপেক্ষা কেহ কোন বিষয়ে অধিক উপকার পান, সে তাঁহার নিজের বুদ্ধি, ক্ষমতা, যত্ন ও পরিশ্রমেরই ফল।

প্রশ্ন। এ মতের ভ্রম কোথায়?

উত্তর। ইহাতে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব (Personality) অস্বীকার করা হয়। তাঁহাকে দূরে রাখিয়া তাঁহার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ ও নিকট সম্বন্ধের মূলোচ্ছেদ করা হয়। তিনি যে গুরু হইয়া শিক্ষা দেন, পরিত্রাতা হইয়া মন ফিরান, তাহা কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। বিশেষ অভাব উপস্থিত হইলে আপনি আপনার বুদ্ধিতে নির্দ্দিষ্ট পথ খুঁজিয়া লইব, আপনার বলে চলিয়া

গিয়া পরিত্রাণের রাজ্যে উপস্থিত হইব, এইরূপ বৃথা অহঙ্কার জন্মাইয়া সর্ব্বনাশ করে। এ মত শুষ্ক ও কঠোর, ইহা দ্বারা মনের ভক্তি ও প্রেম শুকাইয়া যায়, নাস্তিকতা আসিয়া পড়ে। ইংরাজীতে এই মত 'Rationalism', 'Deism' প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের বিশেষ করুণায় অল্প বিশ্বাসীরা কি উপাসনা মানেন না?

উত্তর। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপাসনা মানেন, কিন্তু সে উপাসনা আপনার কথা আপনাকে শুনান মাত্র। তাঁহাদের নিজের কথায় নিজের মনে যা কিছু উপকার হয়; ঈশ্বর শুনিতে আসেন না, কোন ফলও বিধান করেন না, এই তাঁহাদের বিশ্বাস। অল্প বিশ্বাসীদিগের মত সকল যুক্তি তর্ক দ্বারা স্থিরীকৃত এবং সে সকলের মধ্যে একটী আশ্চর্য্য ঐক্যও আছে। তাঁহারা যেমন বিশেষ করুণা মানেন না, তেমনি প্রার্থনাও মানেন না। তাঁহারা সকল বিষয়ে নিজেই রোগী, নিজেই চিকিৎসক।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা বিষয়ে কল্পনাবাদীদের মত কি?

উত্তর। অল্প বিশ্বাসীরা যেমন ঈশ্বরকে দূরস্থ ও নিঃসম্পর্ক করিয়া একদিকে সত্য হইতে দূরে যান, ইহারা তেমনি ঈশ্বরকে অত্যন্ত নিকটস্থ ও আত্মীয় করিতে গিয়া অন্যদিকে ভ্রমে পতিত হন। ইহারা আপনার জীবনের বিশেষ বিশেষ শুভ ঘটনা ধরিয়া ভাবেন, ঈশ্বর যখন জগতের আর কাহাকে ইহা দেন নাই, আমাকেই দিয়াছেন, তখন তাঁহার বিশেষ করুণা আমারই প্রতি। তিনি অপরকে এই এই কষ্ট দিয়াছেন, আমাকে দেন নাই, অতএব আর

সকলে তাঁহার অপ্রিয়, আমি তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র। ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে যেমন, দল বিশেষ সম্বন্ধেও তেমনি কাল্পনিক বিশ্বাস আছে। ঈশ্বর সকলকে ভালবাসেন, তন্মধ্যে গুটিকতককে বিশেষ ভালবাসেন। ভাত ডাউল সকলের জন্য, ভাল খাওয়া গুটিকতকের জন্য। ভাল জ্ঞান, ভাল ধর্ম্ম, ভাল সুখ তাহাদিগেরই প্রাপ্য। শেষে একটি দল ঈশ্বরের চিহ্নিত বলা হয়। ঈশ্বর কতকগুলিকে বিশেষ ভালবাসিয়া ব্রাহ্মণ ও আর সকলকে শূদ্র করিয়াছেন। শূদ্র হাজার কাঁদিলেও ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ করিতে পারে না। খ্রীষ্টধর্ম্ম একমাত্র অভ্রান্ত ধর্ম্ম, ইহুদী জাতি ঈশ্বরের প্রিয় জাতি, এ সকল মতও এই কল্পনা-প্রসূত। কাল্পনিক বিশ্বাসীরা এইরূপ ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও দেশের মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ করুণাকে আবদ্ধ করিতে চায়। ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতার, সম্প্রদায় সম্বন্ধে চিহ্নিত এবং দেশ সম্বন্ধে তীর্থস্থানের মত ইহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা এই তিনকেই ভ্রমাত্মক বলি। অতি শ্রেষ্ঠ মনুষ্য, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসমাজ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজন-স্থানেও ভ্রম ও পাপ আছে, আমাদিগের বিশ্বাস।

প্রশ্ন। ঈশ্বরকে নিকটে আনিতে গিয়া এরূপ ভ্রম কেন হয়?

উত্তর। মনুষ্য আপনার কল্পনাতে মনুষ্যের স্বভাব-দোষ ঈশ্বরে আরোপ করে। মনুষ্য পক্ষপাতী, এক ব্যক্তিকে ভালবাসিতে গিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকে ঘৃণা করে, এক দলকে প্রিয়রূপে দেখিতে গিয়া অন্য সকলকে অপ্রিয় দেখে, এক দেশের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে গিয়া আর সকল দেশকে শত্রু বলিয়া গণনা করে। এরূপ দুর্ব্বলতা ঈশ্বরে নাই। তাঁহার অপক্ষপাত উদার দয়া যেমন সাধারণরূপে

সকলকে আলিঙ্গন করিতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বাসীর চক্ষে বিশেষভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা কি অপর সকলকে ছাড়িয়া ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষ অথবা জাতি বিশেষের প্রতি প্রকাশিত হইতে পারে না?

উত্তর। যে করুণা দশজনকে ফেলিয়া দুইজনকে ভালবাসে বা দুইজনকে ভালবাসিবার জন্য অপর সকলের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে, সে করুণা দৈত্যের—ঈশ্বরের কখন নয়।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মেরা কি ভাবে বিশেষ করুণা মানেন?

উত্তর। ব্রাহ্মদিগের মতে সাধারণ ও বিশেষ করুণার একত্র সামঞ্জস্য আছে। ঈশ্বর যে প্রেমে দুইজনকে বশীভূত করিতেছেন, সকলের প্রতিই সমানরূপে সেই প্রেম প্রবাহিত করিতেছেন। বিশ্বাসী সাধক সেই প্রেম স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের সহিত প্রাণের গূঢ়যোগে সংবদ্ধ হন; সেই প্রেমে এক সময় না এক সময় সকলে পরাজিত হইয়া পরিত্রাণের পথে উপনীত হইবে।

প্রশ্ন। বিশেষ করুণা সম্বন্ধে সঙ্গতের সভ্যগণের নিজের ও অপরের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি?

উত্তর। তাঁহারা প্রথমশ্রেণীর মতাবলম্বী অর্থাৎ সত্য বিশ্বাসী হইবেন। যদি বিশ্বাস ততদূর না হইয়া থাকে, তাহা অসম্ভব বলিবেন না। অল্প বিশ্বাসী ও কাল্পনিক বিশ্বাসী সঙ্গতের সভ্যগণের মধ্যে থাকিতে পারেন না। বিশেষ করুণাভাজন ও বিশেষ করুণাভোগী কাহারা হইয়াছেন, ইহা লইয়া আমাদিগের মধ্যে যে গোল হয়, তাহা অকারণ। যিনি বিশ্বাস ও ভক্তিবলে ঈশ্বরের

বিশেষ করুণা বুঝিয়াছেন বলেন, তিনি তদ্দ্বারা আপনার উন্নতি সাধন করিতে থাকুন, অন্যের তাহাতে আপত্তি করিবার কারণ নাই। যিনি আপনাকে ঈশ্বরের চিহ্নিত মনে করেন, অন্যকে অচিহ্নিত শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিবারও তাঁহার অধিকার নাই। একজন ঘোর মাতাল যদি যথার্থ পরিত্রাণ পাইয়া আপনাকে ঈশ্বরের বিশেষ করুণাভাজন ও চিহ্নিত বলে, জগৎকেও একদিন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এ বিষয়ে মিথ্যা বা কল্পনা করিয়া বলিয়া কেহ লাভবান হইতে পারেন না।

প্রশ্ন। বিশেষ করুণা সম্বন্ধে লোকেব আপত্তির কারণ কি?

উত্তর। লোকে মনে করে, ঈশ্বর যিনি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, তিনি কি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র,কীটের নাম ধাম জানিয়া আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিতে পারেন? গবর্ণর জেনেরল সাধারণ মঙ্গলোদ্দেশে যেমন রাজ্য শাসন করিতেছেন, কোন প্রজার বিশেষ তত্ত্ব লন না, ঈশ্বরও সেইরূপ কেবল সাধারণ নিয়মে কার্য্য করিয়া থাকেন। সীমাবিশিষ্ট মনুষ্যের সহিত অনন্ত ঈশ্বরের এরূপ তুলনা ভ্রান্তিমাত্র। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের রাজা ক্ষুদ্র কীটের বিশেষ অভাব জানিয়া যে তাহা মোচন করেন, ইহাতেই তাঁহার মহিমা অধিক প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন। 'ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের বিশেষ বিধান' ইহার অর্থ কি?

উত্তর। এই হীন পরাধীন ভারতবর্ষ অজ্ঞানতা, পাপ কুসংস্কার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, ইহার উদ্ধারের জন্য বিশেষ করুণা করিয়া ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজরূপ সূর্য্য প্রকাশিত করিলেন। ইহাদ্বারা সকল

ভারতবাসীর ও আমার পরিত্রাণ হইবে, প্রত্যেক ব্রাহ্ম এই বিশ্বাস করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ভাল মন্দ উভয় প্রকার ঘটনা আছে কি না? যদি থাকে, উভয়ই কি বিধানের অন্তর্গত?

উত্তর। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ভাল মন্দ উভয় প্রকার ঘটনাই আছে। যাহা কিছু ভাল, সকলই ঈশ্বরকৃত; যাহা কিছু মন্দ, মনুষ্যের। কিন্তু উভয়ই বিধানের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য, কেন না উভয় দ্বারা ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করেন; ভাল ঘটনা সৎপথে লইয়া যায়, মন্দ ঘটনা অসৎপথে যাইতে নিবারণ করে। তাঁহার কার্য্য সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষ (Direct and Indirect) এই দুই ভাবে চলিয়া থাকে। তিনি আলোক দেন, আমরা অন্ধকার দিয়া তাহা ঢাকিতে যাই, সেই অন্ধকার হইতে আবার তিনি আলোক বাহির করেন। যেমন ভারতবর্ষের অসত্য অন্ধকার হইতে তিনি ব্রাহ্মসমাজরূপ আলোক বাহির করিয়াছেন, তেমনি ব্রাহ্মদিগের পাপ অন্ধকার হইতে তিনি তাঁহার সত্যপথ প্রকাশ করেন। লোহিতসাগরে জাহাজডুবি হইল, মনুষ্যের দোষে; কিন্তু তাহাতে বিপদ দেখাইয়া সতর্কতা শিক্ষা দেন তিনি।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের, তবে ইহার মধ্যে পাপ আসিয়া প্রতিবন্ধক হয় কেন?

উত্তর। ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীন করিয়াছেন, তিনি স্বাধীনতা বিনাশ করিয়া কোন বিধান করেন না। ব্রাহ্মসমাজ যখন মনুষ্যগণ লইয়া, তখন ইহার মধ্যে ভ্রম ও পাপের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবেই

যাইবে। কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে তাহা হইতেও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হইবে।

প্রশ্ন। মন্দ ঘটনা হইতে ভাল হয়, ইহাতে সে মন্দ ঘটনা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হইল, বলা যায় কি না?

উত্তর। মন্দ ঘটনা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হয় না, তাহাতে যে দয়া প্রকাশ হয়, সেইটী তাঁহার ইচ্ছা। এক মাতাল গলায় দড়ী দিয়া মরাতে তাহার বিধবার ভাল হইল। এস্থলে মৃত্যু ঘটনা পর্য্যন্ত মনুষ্যের নিজের কার্য্য; কিন্তু তৎপরে যে সুফল হইল, সেইটী ঈশ্বরের কার্য্য। বাঘে মানুষ খাইল, ইহার সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছার যোগ নাই; কিন্তু ইহা হইতে মনুষ্যের জীবন-রক্ষার কোন সদুপায় হইলে তাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী হইল।

প্রশ্ন। ভৌতিক ঘটনা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়, বলা যায় কি না?

উত্তর। ভৌতিক ঘটনা ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তিতে হয়, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছায় সর্ব্বত্র সম্পন্ন হয় না। ঘরে সকলে বসিয়া আছে, হঠাৎ ছাদের একটা কড়ি পড়িয়া একজনের মৃত্যু হইল; এ দুর্ঘটনাটী ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইল, বলা যায় না। কার্য্য-কারণ-স্রোত চিরকাল চলিয়া আসিতেছে; ঘটনা তদনুসারে হইবে। ঘটনা ভাল, মন্দ ও সামান্য (Indifferent) তিন প্রকারই হইতে পারে। যে ঘটনায় শুভফল উৎপন্ন হইল দেখিতে পাই, তাহাতেই কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার যোগ আছে, স্বীকার করিতে পারি।

প্রশ্ন। একজন বৈষ্ণব বিশেষ করুণার মত মানিলে তাহাকে ব্রাহ্ম বলা যায় কি না?

উত্তর। ব্রাহ্ম নাম লইলেই যথার্থ ব্রাহ্ম হয় না, ব্রাহ্ম ভাবই

ব্রাহ্মের লক্ষণ। বৈষ্ণবের পৌত্তলিকতা যতদূর, ততদূর তিনি পৌত্তলিক; ব্রাহ্মভাব যতদূর, ততদূব তিনি ব্রাহ্ম।

প্রশ্ন। চিরকাল ব্রাহ্ম থাকিবার মূল বিশ্বাস কি কি অবধারিত হইল?

উত্তর। ব্রহ্মদর্শন ও ঈশ্বরের বিশেষ করুণাতে বিশ্বাস। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী হইতে ব্রাহ্মদিগের প্রভেদ এই যে, ইঁহারা ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ স্বীকার করেন। কিন্তু এ দুটী বিশ্বাস না থাকিলে, সে যোগসাধন কিরূপে হইতে পারে? এ দুটী বিশ্বাস যাঁহার যত উজ্জ্বল হইবে, ঈশ্বর তাঁহার তত নিকটস্থ, আত্মীয়, হৃদয়ের ধন ও জীবনের জীবন হইবেন, ঈশ্বর হইতে তাঁহার বিচ্যুতি ততই অসম্ভব হইবে।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ২য় কল্প, ২য় সংখ্যা, ২৬শে আশ্বিন, রবিবার ও ৩য় সংখ্যা, ২রা কার্ত্তিক, রবিবার, ১৭৯৬ শকে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মসঙ্গতের আলোচনা

২রা ও ৯ই কার্ত্তিক, ১৭৯৬ শক; রবিবার; ১৮ই ও ২৫শে অক্টোবর, ১৮৭৪ খৃঃ।

প্রশ্ন। ধর্ম্মসাধনের আরম্ভে প্রথম কর্ত্তব্য কি?

উত্তর। সাধন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে জীবনের এমন একটী আদর্শ স্থির করা আবশ্যক, যাহার অনুরূপ জীবন সংগঠিত হইবে। ব্রাহ্মের লক্ষণ এই হওয়া উচিত যে, কতকগুলি ধর্ম্মমত ও নীতি সম্বন্ধীয় বিষয় তিনি অটলভাবে জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি যেমন ঈশ্বর, পরলোক ও আত্মার অস্তিত্ব এবং মনুষ্যের দায়িত্ব এই সকল মত অবিচলিতভাবে চিরদিন পোষণ করিবেন—কখন, কোন অবস্থায় ও কোন কারণে ইহার বিরুদ্ধ মত মনোমধ্যে স্থানদান করিতে পারিবেন না, তেমনি ধর্ম্ম এবং নীতি সম্বন্ধে একটী আদর্শ স্থির করিয়া প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহ এবং প্রতি-মাসে তদনুসারে জীবন সংগঠন করিতে চেষ্টা করিবেন, জীবন যাহাতে স্থিরভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, এরূপ করিবেন। একজন দুদিন বা দুমাস কি এক বৎসর উপাসনা করিলেন, দয়ালু অথবা ক্ষমাশীল হইলেন, আর দুদিন, দুমাস কি বৎসর কাল উপাসনাহীন, কঠোর-হৃদয় বা রাগী হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, এরূপ হইলে হইবে না। যদি পরিবার-সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য হয়, তবে তিনি প্রতিদিন এমন কিছু করিবেন, যাহাতে তাহা জীবনে প্রকাশ পায়। প্রতিদিনের জীবন ব্রাহ্মের উচ্চ আদর্শের একটী অনুরূপ ক্ষুদ্র চিত্র হইবে। বাস্তবিক

অটলতা ও স্থৈর্য্য ব্রাহ্মজীবনের লক্ষণ, পরিবর্ত্তন ব্রাহ্মের লক্ষণ নহে।

প্রশ্ন। 'সাধক' কাহাকে কহে ?

উত্তর। নিয়মবদ্ধ হইয়া যাঁহারা ধর্ম্মসাধনের চেষ্টা করেন, তাঁহারাই 'সাধক'। ইচ্ছা ও সুবিধা অনুসারে কখন কখন যাঁহারা ধর্ম্ম চেষ্টা করেন, তাঁহারা 'সাধক' নাম গ্রহণ করিতে পারেন না।

প্রশ্ন। অস্থিরভাবে চেষ্টা করিলে কি কিছু ফল দর্শে না ?

উত্তর। চাঞ্চল্য চিরদিন থাকিতে পারে না। মনুষ্য-আত্মা স্থিরতা চায়, একদিন না একদিন জীবন স্থির হইবেও হইবেই—হয় ধর্ম্মেতে, না হয় সাংসারিকতা, পৌত্তলিকতা অথবা অবিশ্বাসে। অস্থিরভাবে জীবন চালনা করিতে করিতে যদি সংসারে সুবিধা হয়, তবে ব্রাহ্ম সংসারী হইবেন, যদি কোন বিশেষ পাপে লিপ্ত হইয়া পড়েন, তবে অবিশ্বাসী হইবেন, এবং ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ ব্যাপার করিতে অক্ষম হইয়া পৌত্তলিক হইবেন। চিত্ত ও জীবনের চাঞ্চল্যের পরিণাম এইরূপ অধোগতি। এই পতন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দৃঢ় নিয়মে জীবন সম্বদ্ধ করা সঙ্গতের সভ্যদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। সঙ্গতের সভ্যেরা কিরূপ নিয়মানুসারে চলিবেন ?

উত্তর। তাঁহারা সাধক নাম গ্রহণে ইচ্ছুক; সুতরাং যে আদর্শানুসারে জীবন চালাইতে হইবে, তাহা তাঁহাদের প্রথমতঃ স্থির করা উচিত। প্রতিদিন হয় ভালই, না হয় প্রতি সপ্তাহে যে যে কার্য্য করা উচিত, তাহা ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে; জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্যগুলি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার সাধন করিতে হইবে।

ব্রাহ্মেরা দীক্ষিত হইবার সময় এই একটী মাত্র নিয়ম-পালনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হন যে, 'প্রতিদিন উপাসনা করিব'। সঙ্গতের সভ্যদের সেইরূপ ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, প্রথমতঃ মত সম্বন্ধে 'এই এই মত আমি চিরদিন সকল স্থানে সকল অবস্থার মধ্যে অবিচলিতভাবে পূর্ণরূপে মানিব, কার্য্যে বা বাক্যে ইহার অন্যথা কদাপি হইবে না'; দ্বিতীয়তঃ জীবন সম্বন্ধে 'এই আদর্শ-জীবন আমি চিরদিন সর্ব্বত্র, সমভাবে পালন করিব, কখন কোন কারণে বিচলিত হইব না।' এইরূপ স্থির করিয়া সভ্যগণ নিয়মিতরূপে একমাসকাল সাধন করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন। তাহা দেখিয়া শেষে সকলেই তাঁহাদের অবলম্বিত সাধন-পথ অনুসরণ করিতে প্রলুব্ধ হইবেন।

প্রশ্ন. সকল অবস্থাপন্ন লোকদের পক্ষে এক নিয়ম থাকিতে পারে কি না?

উত্তর। রোগ, পাঠ্যাবস্থা অথবা এরূপ কোন বিশেষ অবস্থার কথা এখানে হইতেছে না। এই সকল অবস্থা চিরদিন থাকে না। যে অবস্থা চিরদিন থাকিবে, তাহাই স্থির করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মের সাধারণ কর্ত্তব্য কি কি, তাহাই অবধারণ করিয়া নিয়মবদ্ধ করা যাইবে। ছাত্র যতক্ষণ ব্রাহ্ম, ততক্ষণ তিনি এই নিয়মের অধীন। ছাত্রদিগের এই একটা বিষম ভ্রম সর্ব্বদা লক্ষিত হয়, তাঁহারা মনে করেন, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে থাকিবেন, সুতরাং সকল কার্য্য সমাধা করিবার বিস্তীর্ণ সময় তাঁহাদের সমক্ষে রহিয়াছে, পর পর কার্য্য করিলেই হইবে। কিন্তু প্রত্যেক ব্রাহ্মের মনে রাখা উচিত, ঈশ্বরের নিকট তিনি হিসাবদায়ী (accountant) স্বরূপ। ছাত্রই হউন, আর বিষয়ীই হউন, প্রতিদিনের নিকাশ তাঁহার নিকট

প্রদান করিতে হইবে। তিনি পরে সেই নিকাশ পূর্ণ করিবার যে সময় পাইবেন, ইহার নিশ্চয় কি?

প্রশ্ন। একত্র ধর্ম্মের অনেক বিষয় না লইয়া জীবনে যাহা পরিণত করা যায়, এরূপ অল্প অল্প করিয়া লইলে হয় না?

উত্তর। ধর্ম্মসম্বন্ধে আমার নিজের মত কিরূপে স্থাপিত করিব? যাহা ধর্ম্ম, তাহা সকল সময়েই ধর্ম্ম, তাহা পূর্ণরূপে পালন করিতেই হইবে। ধর্ম্মকে খণ্ড খণ্ড করা একটী কুসংস্কার। জীবন পবিত্র করা ইহার আবার অংশ কিরূপে হইতে পারে?

প্রশ্ন। আমাদের আদর্শ এক ও স্থির, অথচ উন্নতিশীল, সে কি প্রকার?

উত্তর। একটী আদর্শ স্থির, তাহা অনন্তকাল একরূপেই থাকিবে, সেটী অনন্ত উন্নতি। কিন্তু প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহ, প্রতি-মাস এবং প্রতিবৎসরের আদর্শ উন্নতিশীল, পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। যেমন দয়াবৃত্তির আদর্শ দয়ার অনন্ত উন্নতি, ইহা স্থির ও চিরকালই এক, কিন্তু দিন দিন যেটুকু বৃদ্ধি, তাহা সসীম ও বর্দ্ধিষ্ণু, সুতরাং তদনুসারে আদর্শ উন্নত হইবে।

প্রশ্ন। কার্য্য দ্বারা প্রকাশকে এই উন্নতির পরিমাপক বলিয়া স্থির করা যায় কি না?

উত্তর। না। যাহার আয় একটাকা, সে এক পয়সা দান করে, আয় বৃদ্ধি হইলে সে একটাকা দান করিল; কিন্তু এই দানের আধিক্য দয়াবৃত্তি-বৃদ্ধির পরিমাপক নহে। প্রকাশ নানা প্রকারে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক হৃদয়স্থ ভাব অধিক হয় কি না, ইহাই আমা-দের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন। যে সকল নিয়ম ধার্য্য করিবার কথা হইতেছে, অনুরূপ ভাব না থাকিলেও তাহা প্রতিপাল্য কি না?

উত্তর। হাঁ। কার্য্য করিতে করিতে পরে ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। ভাব না থাকিলে তাহা কেবল কর্ত্তব্য বলিয়াই প্রতিপালন করিতে হইবে।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মজীবনের কি কি বিশেষ কর্ত্তব্য?

উত্তর। প্রথম—নিজের সম্বন্ধে—উপাসনা অর্থাৎ শুদ্ধ আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা। প্রকৃত উপাসনা প্রতিদিন অন্যূন অর্দ্ধঘণ্টা, সঙ্গীত ইহার অন্তর্গত নহে। ইহা সজনে এবং নির্জ্জনে দুই প্রকারে হইতে পারে।

দ্বিতীয়—ঐ—নির্জ্জন চিন্তা—স্বীয় আত্মা ও চরিত্র, পরলোক এবং ঈশ্বর বিষয়ক। প্রতিদিন হউক, একদিন পরে পরে হউক, অথবা সপ্তাহে একদিন দুই বা তিন ঘণ্টা কাল হউক, নিয়মিতরূপে ইহা করিতেই হইবে।

তৃতীয়—ঐ—ধর্ম্মপুস্তকপাঠ—উপদেশ, বক্তৃতা অথবা পুস্তক। এই পাঠের ফল সংশয়চ্ছেদ, বিশ্বাস-বৃদ্ধি, জ্ঞান-উপার্জ্জন, বুদ্ধির নির্ম্মলতা। প্রতিদিন হউক, একদিন পরে পরে হউক, অথবা সপ্তাহে একদিন হউক, নিয়মিতরূপে ইহা করিতেই হইবে। সপ্তাহে হিসাব ঠিক করা চাই।

চতুর্থ—ঐ—সাধুসঙ্গ—যাঁহাদিগকে সাধক ভক্ত বলিয়া জানা আছে ও বিশ্বাস হয়, তাঁহাদের সঙ্গে নিয়মিতরূপে বসা। যখন সাধুসঙ্গ করিবে, তখন ধর্ম্ম বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে আলাপ হইবে না। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা ইহার উপকারিতা স্বীকার করে; ব্রাহ্মেরা কৃতজ্ঞ হউন,

নাই হউন, ব্রাহ্মসমাজ না পাইলে কেহই এত দূর উন্নত হইতে পারিতেন না, ইহা ঐতিহাসিক সত্য ও প্রকৃত ঘটনা।

পঞ্চম—অন্যের সম্বন্ধে—দয়া; প্রত্যেকে স্থির করিবেন, শারীরিক পরিশ্রম অথবা ধন দ্বারা তিনি কি কি করিতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ দয়া। দয়া না থাকিলে জগতে কেহই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হয়েন না। আমরা যে দয়ার উপর নির্ভর করিয়া উপাসনা করি, সেই দয়াকে জীবনে অবহেলা করিলে কার্য্যতঃ ইহাই প্রমাণ করা হয়, আমরা দয়াও মানি না, উপাসনাও মানি না।

প্রশ্ন। দয়াধর্ম্ম-প্রকাশ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের কোন ত্রুটি আছে কি না?

উত্তর। পরের প্রতি সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য দয়া। সকল ধর্ম্মে ঈশ্বরের উপাসনার সহিত দয়াও ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মেরা উপাসনার প্রতি যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন, সে বিষয়ে যেরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলেন, দীনদুঃখীদিগের সাহায্যার্থ তদনুরূপ কোন চেষ্টা করেন না। ব্রাহ্ম বা অন্য লোকদিগের মধ্যে রোগী, অনাথ, বিধবা প্রভৃতি দয়ার পাত্র কত অসংখ্য রহিয়াছে, তাহাদিগের প্রতিপালন জন্য একটী ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজ, বিশেষতঃ এদেশীয় লোকে এরূপ কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দয়া-প্রকাশের নিয়মিত কোন ব্যবস্থা থাকা চাই।

প্রশ্ন। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের অপেক্ষা দয়ার কার্য্যে অধিক নিযুক্ত থাকিতে পারেন কি না?

উত্তর। ঈশ্বর পুরুষদিগের অপেক্ষা নারীগণের প্রকৃতিকে অধিক কোমল করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন; ইহাতে তাঁহার এই ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণ দয়ার কার্য্যে অধিক নিযুক্ত থাকিবেন। যে ধর্ম্মসমাজে এরূপ ব্যবস্থা দেখা না যায়, তাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যদি কোন ধর্ম্মসমাজের গঠনের দোষে, শাসনের অভাবে বা অবস্থার প্রতিকূলতায় স্ত্রীগণ দয়াহীনা হন, তাহা হইলে সে ধর্ম্মসমাজের অনিষ্ট, তদন্তর্গত স্ত্রীগণের বিশেষ অনিষ্ট। প্রত্যেক জনসমাজে নারীগণ দয়ার রক্ষক; ঈশ্বরের অভিপ্রেত দয়া ও কোমলতার বৃদ্ধি ও বিস্তারে তাঁহারা পুরুষ-দিগের সহায় হন। বিশেষতঃ অশিক্ষিত অবস্থা প্রযুক্ত আমাদিগের স্ত্রীগণের হস্তে দয়ার বিশেষ কার্য্যভার প্রদান করা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে কি কি বিশেষ নিয়ম থাকিবে, সঙ্গতের সভ্যগণ তাহা স্থির করিবেন।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা ২য় কল্প, ৪র্থ সংখ্যা, ৯ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৭৯৬ শকে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মসঙ্গতের আলোচনা

৯ই ও ১৬ই কার্ত্তিক, ১৭৯৬ শক; রবিবার; ২৫শে অক্টোবর ও ১লা নভেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ।

প্রশ্ন। পরের প্রতি কর্ত্তব্য কয় প্রকার?

উত্তর। দ্বিবিধ—সাধারণ ও বিশেষ :—

(১) পরের প্রতি সাধারণ কর্ত্তব্য, পক্ষপাতী না হইয়া নির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যের দুঃখ কষ্ট নিবারণ করা। (২) বিশেষ কর্ত্তব্য, বন্ধুতা বা বিশেষ প্রেমযোগ সাধন করা।

প্রশ্ন। বিশেষ প্রেমযোগ কি?

উত্তর। বিশেষ সম্বন্ধে যাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ। ইহাও সাধনের একটী অঙ্গ হওয়া উচিত। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যেমন নিয়মিতরূপে নির্জ্জনে ঈশ্বর সাধন করেন, তেমনি নিয়মিতরূপে বন্ধুতারও সাধন করিবেন।

প্রশ্ন। ১১ই মাঘ প্রভৃতি উৎসবের সময় ব্রাহ্ম বন্ধুগণের পরস্পরের সহিত যেরূপ প্রণয়-যোগ হয়, পরে সেরূপ থাকে না কেন?

উত্তর। নদীর যেমন জোয়ার আছে, ভাঁটাও আছে; ব্রাহ্ম-জীবনের প্রেমনদীরও সেইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এরূপ ঘটনা আকস্মিক নহে, নিয়মাধীন। চন্দ্রের আকর্ষণে সাগরের জল স্ফীত হইয়া জোয়ার হয়, আকর্ষণ প্রবল হইলে বান ডাকিয়া বন্যা উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রেমচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলে উপাসনায় নিমগ্ন হইলে প্রেমসাগর উথলিয়া তাহার তরঙ্গ বান ডাকিয়া আইসে এবং ব্রাহ্মজীবনরূপ ক্ষুদ্র নদী সকল পরিপূর্ণ করিয়া দেয়।

উৎসবে আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য, ঈশ্বরকে খুব ভালবাসিব। তাঁকে ভালবাসিলে সকলের প্রতি ভালবাসা যায়, পরিমাণে যথাযোগ্যরূপে সকলের প্রতি ব্যাপ্ত লয়। এটী ঈশ্বর-ভক্তিসাধনের ফল।. উৎসবের তরঙ্গ শান্ত ভাব ধারণ করিলে সে জলবৃদ্ধির হ্রাস হইয়া জীবন-নদী সকল পূর্ব্বের আকার ধারণ করে। নদীতে ভাঁটা পড়িলে তার তলার হাড় গোড় ও কুৎসিত পদার্থ সকল বাহির হইয়া পড়ে, জলবৃদ্ধি হইলে সব ঢাকিয়া যায়; প্রেম-নদীরও জোয়ার হইলে সদ্‌ভাবের আতিশয্যে হীন ভাব সকল ঢাকিয়া যায়, কিন্তু ভাঁটা পড়িলে সকলের অন্তরের রিপু ও কুভাব সকল জাজ্বল্যমান-রূপে প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদিগের জীবননদী চিরকাল প্রেমজলে পূর্ণ রাখিবার উপায় কি?

উত্তর। বিশেষ নিয়ম করিয়া ব্রাহ্ম ভ্রাতা ভগিনীদিগের সহিত যোগ সাধন করিতে হইবে। যাহার প্রতি অভক্তি ও ঘৃণা আছে, সাধন দ্বারা তাহাকে ভালবাসিতে হইবে। যখন ঈশ্বর-ভক্তির উচ্ছ্বাস হয়, তখন ইহা অতি সহজে সম্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু তাহা না হইলেও সামান্য সামান্য উপায় দ্বারা প্রেম বৃদ্ধি করা যায়। কাহার বক্তৃতা বা গান শুনিয়া, কাহার বাটিতে গমন করিয়া, আমার প্রতি কাহার বিশেষ স্নেহ অনুরাগ দেখিয়া, দৈনিক গতিতে প্রীতি বৃদ্ধি করা যায়। পরস্পরের গুণে বশীভূত হওয়া ইহার কারণ, এবং পরস্পরের দোষ-দর্শন ইহার অন্তরায়। যেমন চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, সেইরূপ কতকগুলি গুণে মনের প্রীতি আকৃষ্ট হইয়া উচ্ছ্বসিত হয়, আকর্ষণ হইতে দূরে গেলেই ভাঁটা

পড়ে। কেহ রাগ করিলে, কাহার সহিত মতের অনৈক্য ঘটিলে, কাহাকেও বড় হইতে দেখিয়া অহঙ্কারে আঘাত লাগিলে—ইত্যাদি কারণে প্রীতির হ্রাস হয়।

প্রশ্ন। প্রীতির অভাব হইয়া পড়িলে কি কর্ত্তব্য?

উত্তর। যাঁহাদিগের সঙ্গে মিল থাকিবে না বোধ হয়, অপ্রণয়ের পূর্ব্বাভাস পাইলেই তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পাপের অঙ্কুর অবস্থায় তাহার বিনাশ সহজসাধ্য। অপ্রণয়ের অঙ্কুরেই, যে কোনরূপে হউক, মিলন করিতে হইবে; প্রতিজ্ঞা করিয়া চেষ্টা করিলে মীমাংসা শীঘ্র হইয়া যায়। আপনি না পারিলে বন্ধুগণের সাহায্য লইয়া করিতে হইবে। কাহার চরিত্রগত দোষ দেখিলে বা কাহার প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস হইলে তাহা দূর করিতে হইবে।

প্রশ্ন। ব্রাহ্ম ভাইদিগের প্রতি আমরা অবহেলা করি কেন?

উত্তর। ধনের মূল্য না বুঝিলে লোকে তাহার প্রতি অবহেলা করে। আমাদিগের দুইটী ধন আছে—প্রথম ব্রহ্মধন, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; দ্বিতীয় ব্রাহ্মধন, ইহার জন্যও আমরা কৃতজ্ঞ হইব। ধন পাইয়া অবহেলা করিলে কষ্ট পাইতে হয়; বিচ্ছেদের অবস্থায় সেই ধনের মর্য্যাদা বুঝা যায়। ব্রাহ্মদিগকে যে আমরা অবহেলা করি, তাহার কারণ, তাঁহাদিগকে আমরা সুলভ মনে করি, ইহা কুটিল বুদ্ধির কার্য্য। ঈশ্বরকে পাওয়া কত দুর্লভ। তাঁহাকে রাখিবার জন্য ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের সহবাস নিতান্ত আবশ্যক। আমাদিগের এত বল নাই যে, ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে না পাইয়া সমস্ত জীবন ব্রাহ্মভাবে কাটাইতে পারি। এই জন্য সাধন দ্বারা যেমন ব্রহ্মধনকে রক্ষা করিতে হইবে,

সেইরূপ তাঁহার আনীত বন্ধুগণকেও রক্ষা করিতে হইবে। একের প্রতি যত্ন ও আদর অন্যের প্রতি প্রীতি বৃদ্ধি করিবে।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার এখন কিরূপ ভাবে চলিতেছে?

উত্তর। যে চাঞ্চল্য তাঁহাদিগের জীবনের অন্যান্য অংশে, এখানে তাহা বিশেষরূপে জাজ্বল্যমান। আজি একজনকে মাথায় তুলিতেছি, কালি তাহাকে পদ দ্বারা দলন করিতেছি। যে ধর্ম্ম-সমাজ এইরূপ অবস্থায় থাকে, তাহাতে যে সাধন নাই, ইহাই সপ্রমাণ হয়। আমরা যে ভাবে চলিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, আমরা কোন ব্রত গ্রহণ করি নাই; আমরা অবস্থার দাস—জড়; অন্যের গুণ থাকিলে আমাদিগকে টানিয়া লইবে, দোষ থাকিলে দূর করিয়া দিবে। আমরা পরস্পরকে বলি, যদি তোমরা ভাল-বাসিতে পার, তাহা হইলেই আমি ভালবাসিব, নচেৎ পারিব না। সাধারণ ব্রাহ্মদিগের এই অবস্থা সাধকদিগের অবস্থা নয়। কেহ যদি বলে, মন যদি ভাল থাকে, উপাসনা করিব, নচেৎ করিব না, তাহাকে সাধক বলা যায় না। সাধক অনুকূল অবস্থায় যেমন, প্রতিকূল অবস্থাতেও তেমনি দৃঢ়রূপে আপনার ব্রত পালন করেন।

প্রশ্ন। পরস্পরের সম্বন্ধে আমরা কি ব্রত অবলম্বন করিয়াছি?

উত্তর। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যেমন অঙ্গীকার করিয়াছেন, সকল অবস্থায় ঈশ্বরের উপাসনা করিব, সেইরূপ সকল অবস্থায় পরস্পরকে ভালবাসিব, এই অঙ্গীকারে (Contract) প্রত্যেক ব্রাহ্ম আবদ্ধ। আমাদিগের মধ্যে কেহ দুঃখী থাকিবে না, দয়া-বৃদ্ধি দ্বারা সকলের

দুঃখ মোচন করিব; বিচ্ছেদ থাকিবে না, প্রেমযোগ-বৃদ্ধি দ্বারা তাহা দূর করিব।

প্রশ্ন। যাহার সহিত অঙ্গীকারে বদ্ধ হই, তাহার কোন দোষ দেখিলে আমরা সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে পারি কি না?

উত্তর। অঙ্গীকার বা contract দুই প্রকার—অবস্থাধীন ও অবস্থা-নিৰ্বিশেষ। একজন আমাকে একটী বাড়ী বিক্রয় করিলে তাহাকে ২০০৲ টাকা দিব, বিক্রয় না করিলে দিতে বাধ্য নই, ইহা অবস্থাধীন অঙ্গীকার। কিন্তু একজনের আমি ২০০৲ টাকা ধারি, সোমবার প্রাতে দিব বলিয়াছি; সে সময়ে আসিয়া চাহিলে, আজি আকাশ মেঘলা হইয়াছে, অতএব দিব না বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারি না। আমরা অনেক সময় এইরূপ ওজর করিয়া ব্রাহ্ম-দিগকে ভালবাসা দিই না। ব্রাহ্মদিগকে ভালবাসিব, নির্ব্বিশেষ অঙ্গীকার, ইহা ব্রাহ্মদিগের প্রাপ্য, আমাদিগকে দিতেই হইবে; নতুবা অঙ্গীকার-লঙ্ঘনের পাপভাগী হইব।

প্রশ্ন। হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে কি প্রকারে তাহা দিব?

উত্তর। টাকা দিব, যদি অঙ্গীকার করিয়া থাকি; আর সম্বল না থাকে, যে প্রকারে পারা যায়, তাহার উপায় করিতে হইবে। প্রেম ধার মিলে না সত্য, কিন্তু একস্থান আছে, চাহিলেই তথা হইতে সকলে তাহা লাভ করিতে পারে।

প্রশ্ন। সঙ্গতের সভ্যদিগের জীবনের আদর্শ কি স্থির হইল?

উত্তর। তাঁহাদিগের জন্য পাঁচটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে:—(১) উপাসনা, (২) নির্জ্জন চিন্তা, (৩) ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, (৪) সাধু-সহবাস, (৫) দয়া। এই পাঁচটী সাধারণ কর্ত্তব্য ছাড়া

বন্ধুত্ব-সাধন একটী বিশেষ কর্ত্তব্য। নিয়মিতরূপে এই কয়েকটীর সাধন করিতে হইবে। যিনি ইহার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন, এখানে আসিয়া স্বমুখে ব্যক্ত করিতে হইবে; নতুবা তিনি সঙ্গতের সকলকে প্রবঞ্চনা ও আপনার অধোগতি সাধন করিবেন।

প্রশ্ন। সাধু-সহবাসের প্রকৃত অর্থ কি?

উত্তর। অসাধু-সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাদের সহবাসে বিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব প্রবল হইবে, তাঁহাদের সঙ্গে থাকা। সাধু কেবল একজন আছেন এবং তাঁহার নিকটে যেমন করিয়া হউক যাতায়াত করিলেই হয়, ইহা সাধু-সহবাস নহে। দশজন ধাম্মিক লোকের নিকটে গিয়া সংসারের কথোপকথন করিলেও সাধুসঙ্গ হয় না। আমরা প্রত্যেকেই পরস্পরের সম্বন্ধে সাধু-সঙ্গ হইয়া পরস্পরকে ভাল করিতে পারি, কিন্তু অসার আমোদ করিয়া ও অন্য কথা কহিয়া তাহার প্রতিবন্ধক হই। ইহার একটী প্রধান কারণ, সর্ব্বদা দেখা শুনা। যখন সাধু-সহবাস করিব, তখন কোন ক্রমে অন্য কথা না হয়, এরূপ প্রস্তুত হইয়া আসিতে হইবে। উদ্দেশ্য স্থির না থাকিলে তাহার ফললাভও হয় না।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশের অবস্থা অতি হীন, ইহাতে তাঁহারা দয়ার কার্য্য কিরূপে করিতে পারেন?

উত্তর। ইহা অত্যন্ত অযথা কথা ও একটী বৃথা ওজর মাত্র। দয়া একটী ভাব, প্রত্যেকেরই ইহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। যাঁহাদিগের নিজের সঙ্গতি নাই, অন্যের সাহায্যে দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন। পৃথিবীতে যাঁহারা অধিকতর উদার দয়ার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই নিজে সঙ্গতিপন্ন

ছিলেন না; তাঁহাদের মনে এক একটী সাধু ইচ্ছার উদয় হইয়াছিল, পাঁচজনের সাহায্য লইয়া তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। দয়া একটী বিশেষ ব্রত বলিয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে স্থির থাকা ও তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ভারতসংস্কার সভার দাতব্য বিভাগ এই উদ্দেশে রহিয়াছে, তাহার সহিত আমাদিগের যোগ রাখা কর্ত্তব্য। যদি আপনারা না পারি, মফঃস্বলের বন্ধুবান্ধবগণের সাহায্য লইয়া ইহার উদ্দেশ্য সকল সাধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন পত্রিকা," ২য় কল্প, ৫ম সংখ্যা, ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার, ১৭৯৬ শকে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মসঙ্গতের আলোচনা

২৩শে কার্ত্তিক ও ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬ শক; রবিবার;
৮ই ও ২২শে নভেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ।

প্রশ্ন। প্রচারকদিগের অন্য প্রকার দয়ার কার্য্য করা আবশ্যক কি না?

উত্তর। জগতে ধর্ম্ম-বিতরণ দ্বারা পরোপকার করা সর্ব্বোচ্চ দয়া বটে, কিন্তু অন্য প্রকার দয়া-প্রকাশও আবশ্যক। যাঁহারা পৃথিবীর ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, তাঁহারা আপনাদিগের জীবনে একদিকে যেমন সাধন, অন্যদিকে তেমনি দয়ারও অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কিরূপ দয়ার আবশ্যক?

উত্তর। রোগীকে ঔষধ পথ্য দান, দরিদ্রের প্রতিপালন, অনাথ ও বিধবার জীবিকার সংস্থান ইত্যাদির সুনিয়ম ব্রাহ্মসমাজে অদ্যাপি নাই। দয়া এমন উচ্চবৃত্তি, চালনার অভাবে তাহাতে মরিচা পড়িয়া রহিয়াছে। চালনা করিলে উহা দ্বারা ব্রাহ্মেরা জগতের অশেষ উপকার সাধন করিতে পারেন।

প্রশ্ন। সঙ্গত দয়া সম্বন্ধে কি করিতে পারেন?

উত্তর। নিয়মিতরূপে দয়াশিক্ষার জন্য সঙ্গতের সভ্যগণ মাসে মাসে যথাশক্তি কিছু কিছু দান করিবেন। এরূপে যদি ছয় আনা সংগৃহীত হয়, তাহাই ছয় লক্ষ টাকা; কেন না, বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থভাবে তাহা প্রদত্ত হইল। পয়সা ভিন্ন অন্য উপায়েও যিনি যত দয়ার কার্য্য করিতে পারেন তাহাতে ক্রটী করিবেন না। বই লিখিয়া, চাউল,

বস্ত্র বিতরণ বা অন্য উপায়ে সাহায্য করিয়া লোকের উপকার করা যাইতে পারে। সঙ্গতের সকল সভ্য এবং প্রচারকগণ এ বিষয়ে কে কি করিতে পারেন, স্থির করিবেন।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মেরা পশুপক্ষীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন ?

উত্তর। সর্ব্বজীবে দয়া করা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মত, এ কারণে ইতর জন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আর একটী বিশেষ কারণ আছে। যে হিন্দুস্থানে পশুপক্ষীর প্রতি দয়া করা ধর্ম্মের একটী বিশেষ অঙ্গ বলিয়া গণ্য এবং নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে, ব্রাহ্মেরা তথাকার বায়ুতে সঞ্জীবিত হইয়া, হিন্দুসমাজের সংস্কার সকলের মধ্যে বয়োবৃদ্ধি লাভ করিয়া ইহা প্রতিপালনে অধিকতর দায়ী। পশু পক্ষীর প্রতি যে দয়া করিতে হইবে, অন্য জাতি সকলকে ইহা শিক্ষা করিতে হয়; কিন্তু বাল্যসংস্কার-প্রযুক্ত ইহা আমাদিগের পক্ষে অতি স্বাভাবিক ও সাধ্যায়ত্ত। এ বিষয়ে ব্রাহ্মেরা যদি জৈন বৈষ্ণবদিগের ন্যায়ও দয়ালুতা প্রকাশ করিতে না পারেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মের অগৌরব হয়।

প্রশ্ন। পশু পক্ষীদের প্রতি দয়া-প্রদর্শনার্থ আমিষ-ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত থাকা কর্ত্তব্য কি না ?

উত্তর। এ কথায় কোন না কোন পক্ষ খড়্গহস্ত হইবেন। ইহাতে আঘাত লাগিলে অনেকের উদরের উপর অর্থাৎ জীবনের প্রধান অঙ্গের উপর আঘাত পড়িবে। এ বিষয়ে বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিতেছি, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে সাধনোদ্দেশে আমিষ-ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সাধকেরা

পরীক্ষায় ইহা দ্বারা উপকার পাইয়াছেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মদিগের বাটীতে যাহাতে জীবন্ত প্রাণীর হত্যা না হয়, এবং পালিত জন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার হয়, তাহার উপায় করা বিধেয়।

প্রশ্ন। বাটীতে পশু পক্ষী প্রভৃতি পোষা উচিত কি না ?

উত্তর। তাহাতে দোষ নাই, বরং দয়া-শিক্ষার একটী প্রধান উপায়। বালকেরা স্বভাবতঃ পশু পক্ষীদিগকে ভালবাসে; বাল্য-কাল হইতে উহাদিগের প্রতি স্নেহ দয়া করিতে উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগের প্রকৃতি কোমল ও দয়ার্দ্র করা যায়। কিন্তু বালকেরা অনেক সময় অকারণ উহাদিগকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয় এবং তদ্দ্বারা ভয়ানক নিষ্ঠুরস্বভাব হইয়া উঠে। ব্রাহ্ম পরিবারের বালকেরা যাহাতে সে কুশিক্ষা না পায়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা চাই। এ বিষয়ে যাঁহারা গ্রন্থকার, পুস্তক লিখিয়া, যাঁহারা শিক্ষক, উপদেশ দিয়াও অনেক সাহায্য করিতে পারেন।

প্রশ্ন। যে সকল জন্তু পোষা যায়, তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ?

উত্তর। এ বিষয়ে হিন্দুদের আচরণ দৃষ্টান্তস্থল। হিন্দুগৃহের গোরুর প্রতি কত আদর, কত স্নেহ, কত সেবা শুশ্রূষা। গোরু অনাহারে থাকিলে হিন্দুরা আহার করে না। ঘোড়া, ছাগল, প্রভৃতি পশু কিম্বা কোকিল প্রভৃতি পক্ষী পুষিলে তাহাদিগের আহার, বাসস্থান, স্বাস্থ্যের উপায় প্রভৃতি ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। ইহাদিগকে সুখে রাখিলে পুণ্য আছে এবং কষ্ট দিলে পাপ হয়, এইরূপ ভাবিয়া কার্য্য করা উচিত। ব্যবহারের গুণে যেন ব্রাহ্মগৃহের পশু অন্য হইতে পৃথক জানা যায়।

প্রশ্ন। হস্পিটালে রোগীদের প্রতি আমরা কোন দয়ার কার্য্য করিতে পারি কি না ?

উত্তর। সঙ্গতে অনেকবার ইহার আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং সময়ে সময়ে কেহ কেহ তাহাদিগকে দেখিবারও ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সঙ্গতের সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা মেডিকেল কলেজের ছাত্র, এ বিষয়ে তাঁহারা ব্রাহ্ম ষ্টুডেণ্টের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন। হস্পিটালের রোগীদের ন্যায় দয়ার পাত্র অতি অল্প আছে। যাঁহারা Duty করেন বলিয়া তাহাদিগের সেবায় নিযুক্ত হন, তাঁহারা কর্ত্তব্যের পবিত্র নাম কলঙ্কিত করিয়াছেন। Duty অর্থ বেগার দাঁড়াইয়াছে ; ব্রাহ্ম ছাত্রদের এ কলঙ্ক দূর করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। আমাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধে বিশেষ কর্ত্তব্য কি ?

উত্তর। সৌহার্দ্দ স্থাপন করা ও রক্ষা করা। যাঁহারা এক ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া তাঁহার পরিবারের অন্তর্গত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সৌহার্দ্দ স্থাপন অপেক্ষা রক্ষা করা অধিক কঠিন বলিয়া বিবাদ ও অনৈক্য ঘটিয়া থাকে।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদিগের পরস্পরে বিবাদ হইলে মিলনের উপায় কি ?

উত্তর। (১) উৎকৃষ্ট উপায় ঈশ্বরের নিকট মিটান ; (২) মধ্যম উপায় আপনা আপনি মিটান ; (৩) নিকৃষ্ট উপায় তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা মিটান।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের নিকট বিবাদ মিটান কিরূপ ?

উত্তর। ব্রাহ্মেরা সকল উপায় অপেক্ষা উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ উপায় জ্ঞান করেন। যখন অন্যান্য পাপ দূর করিবার জন্য উপাসনা

অবলম্বনীয়, তখন এস্থলে কেন হইবে না ? আমাদিগের পরস্পরের মুখদর্শনের ইচ্ছা না থাকিলেও উপাসনার স্থানে একত্র হইতে হইবে। উপাসনা-মন্দির, উৎসব-স্থান, যেখানে ঈশ্বরের আরাধনা একমাত্র লক্ষ্য, সহস্র শত্রুতা সত্ত্বেও সেখানে মিলিত হইতে হইবে, ইহা জীবনের অটল প্রতিজ্ঞা থাকিবে। যাঁহারা যথার্থ অন্তরে সঙ্গতের বা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ইহা কর্ত্তব্য। বাহিরে যতই বিবাদ থাকুক, উপাসনার ঘরে কোন বিবাদ থাকিবে না, বরাবর যেরূপ উপাসনা করিয়া আসিতেছি, কোন কারণে তাহা অন্যথা হইবে না, ইহাই নিয়ম। ইহা দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের মহৎ কল্যাণ হয়। অতএব প্রথম নিয়ম এই, একঘরে উপাসনা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—নির্জ্জনে উপাসনার সময় ঈশ্বরের নিকট মিলনের প্রার্থনা করিতে হইবে। নির্জ্জনে একাকী উপাসনা করিবার সময় সাধারণরূপে সকল ব্রাহ্মের সহিত মিলন হয়; যাঁহাদের সঙ্গে বিবাদ থাকে, সে সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে মিলনের জন্য বিশেষরূপে প্রার্থনা করা আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ—যাঁহাদের সঙ্গে বিবাদ হয়, যতদূর সাধ্য, একত্র তাঁহাদিগের সহিত উপাসনা করিতে হইবে। ঈশ্বরের চরণ মীমাংসার স্থান; একত্র তাঁহার নিকট মীমাংসার প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই অমিলন দূর হয়।

প্রশ্ন। মনের যখন মিল নাই, তখন একত্র হইয়া উপাসনা করা কি সম্ভব ?

উত্তর। নাস্তিকতা অন্যদিগের মধ্যে আছে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও

দেখা যায়। যাহা আপনাদের অসাধ্য, ঈশ্বর দ্বারা তাহা হইবে; ইহা অন্যের নিকট উপহাসের কথা হইতে পারে, ব্রাহ্মের নিকটেও কি হইবে? সমস্ত পাপ দূর করিবার জন্য যখন ঈশ্বরের নিকট যাই, তখন অপ্রেম দূর করিতে কেন যাইব না? অনেকদিন প্রার্থনা করিয়াও অপ্রেম যায় না সত্য, কিন্তু তাহার কারণ ভাল করিয়া প্রার্থনা করা হয় না। দুই জনের হাত ও মস্তক ঈশ্বরের চরণে পড়িলে মিলন হইবেই হইবে; ইহা অখণ্ড সত্য। উত্তেজিত অবস্থায় আমরা মিলিতে পারি না, আমাদিগের এ দুর্ব্বলতা স্বীকার করা যায়; কিন্তু ঈশ্বরের যোগে মিলন হইবে, এ বিশ্বাস থাকিবে না কেন? দুইটা কঠিন ধাতু হাজার ঘর্ষণেও আপনা আপনি মিলে না, কিন্তু আগুনের উত্তাপে গলিয়া পরস্পরের মধ্যে পড়ে ও এক হইয়া যায়। ঈশ্বর উপাসনার উত্তাপে অতি কঠিন হৃদয় সকলকেও এক করিয়া ফেলেন। হৃদয় শক্ত থাকার কারণ মানুষের অহঙ্কার, অভিমান; তাহাই সহজে গলিতে দেয় না।

প্রশ্ন। দুইজন একত্র না হইলে মিলন কিরূপে হইবে?

উত্তর। দুইজনে একত্র না হইলে মিলন হয় না বটে, কিন্তু একজন দ্বারা তাহার চেষ্টা হইতে পারে। অনেক সময় দুইজনের মিলিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু এক সময় হয় না। একজনের ৮টার সময় হইল, সে অপেক্ষা করিয়া অন্যকে পাইল না; অন্যের ১২টার সময় ইচ্ছা হইল, তখন পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা জুড়াইয়া গিয়াছে; কাজে কাজেই দুইজনে ঠিক এক সময় একত্র হইতে পারে না।

প্রশ্ন। অপ্রেম নিবারণের আর কোন সহজ উপায় আছে কি না?

উত্তর। অপ্রেম একবারে হয় না, ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হয়। সহজ উপায়, অঙ্কুর অবস্থায় ইহার বিনাশ করা অর্থাৎ শীঘ্র মীমাংসা করিয়া ফেলা। অপ্রেম প্রদীপের শিখার ন্যায়, একটী ফুঁতে নির্ব্বাণ হইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাহা অল্প অল্প জ্বলিতে আরম্ভ করিলে লোকে তখন নির্ব্বাণ করে না; তদ্দ্বারা গৃহের কাপড়, বিছানা, ঘর দ্বার সব জ্বালাইয়া দিয়া যখন বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড হয়, তখন পৃথিবীর লোকদিগকে নিবাইতে ডাকে। যাহা একটী ফুঁর কাজ ছিল, এখন সহস্র ফুঁতেও তাহার কিছুই করিতে পারে না। সকল পৃথিবীর রোগ এই, যার সঙ্গে বিবাদ হয়, অগ্রে তাহার সহিত মীমাংসার চেষ্টা না করিয়া অন্যের কাছে প্রচার করা; এইরূপ একটু অপ্রণয়ে যে সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত হয়, তাহা ক্রমশঃ বাড়িয়া সহস্র বৎসর স্থায়ী হয়। সাধকের কর্ত্তব্য, অপ্রেমের আরম্ভেই প্রতিবিধানের চেষ্টা করা; কেননা পরীক্ষা দ্বারা তিনি জানিয়াছেন, পাপ প্রকাণ্ড হইলে তাহার প্রতিবিধান করা সহজ নহে। মদ খাওয়া, লাম্পট্য প্রভৃতি সকল রোগের চিকিৎসারই এই এক উপায়। প্রথম অঙ্কুরে যত উপায় আছে, প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। অন্য দ্বারা বিবাদ মিটান কি ভাল?

উত্তর। উৎকৃষ্ট উপায় ঈশ্বরের নিকট মীমাংসা করা, মধ্যম উপায় আপনা আপনি সদ্ভাবে মিলন করা, যদি তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যাইতে হয়, সে নিকৃষ্ট উপায়। কিন্তু প্রত্যেকের পক্ষে মিলনের জন্য উন্মুখ থাকিতে হইবে এবং তাহার যতগুলি উপায় আছে, অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যে আসুক, না আসুক, একপক্ষ সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন। সে প্রস্তুত হওয়া মুখের কথায়

নয়, ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া মনে প্রস্তুত থাকা। মিলনের যতগুলি উপায় আছে, অবলম্বন করিয়াও সব শেষ হইল মনে না করা; কিন্তু যতদিন হৃদয়ের মিলন না হইবে, ততদিন প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে হইবে।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদের সমাজ কিরূপে সংগঠন করিতে হইবে?

উত্তর। ধর্ম্মসমাজ সংগঠন করিতে হইলে সমাজের অন্তর্গত সভ্যদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। তাহাতে যে ভাব উত্তেজিত করে, তাহা চরিতার্থ করিতে হইবে। ব্রাহ্মদের সমাজ সকল ধর্ম্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ইহাতে উচ্চ নীচ, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ও নরনারীর যে সম্বন্ধ, তাহা ভিন্ন আকারের এবং তদ্বিষয়ক মতও বিভিন্ন। কেবল অনুকরণপ্রিয় হইয়া অন্য ধর্ম্ম-সমাজের মতে চলিলে বিশ্বাসের ক্রটী হয়, জীবনও কলঙ্কিত হইতে পারে। ব্রাহ্মেরা পৌত্তলিকদিগের ন্যায় গুরুর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস করিতে পারেন না, আবার উপদেষ্টা প্রভৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইলে নিজের অধোগতি, ব্রাহ্মসমাজেরও কলঙ্ক। কয়েকটী বিশেষ লোককে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকেই সমুদায় শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারি না, তাহা হইলে চিহ্নিতের দূষিত মত পোষণ করা হয়; আবার যাঁহারা উন্নত, তাঁহাদের সম্মান রক্ষা না করিলে, কেবল তাঁহাদের অবমাননা হয় না, নিজেরও অনিষ্ট হয়। ব্রাহ্মসমাজে সকলের সহিত সমান সম্বন্ধ হইবে না, সম্বন্ধের ইতর বিশেষ থাকিবে।

প্রশ্ন। সকলের সহিত সমান সম্বন্ধ মনে করিলে কি দোষ হয়?

উত্তর। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, তাহা রক্ষা না করিলে

অস্বাভাবিক কার্য্য করা হয়। কনিষ্ঠদিগকে উচ্চ অধিকার দিলে কৃত্রিম বিনয় দেখান হয়, তাহাতে তাহাদের অনিষ্ট, সমাজেরও অনিষ্ট। অনেক ব্রাহ্মের মনে একটী ভ্রান্ত সংস্কার আছে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমরা সকলে সমান এবং সকলের প্রতি তুল্য ব্যবহার করিব। সাহস পূর্ব্বক এ ভ্রম দূর করা কর্ত্তব্য। আমরা ব্রাহ্মসমাজকে ধর্ম্মপরিবার ও স্বর্গরাজ্য (Kingdom of Heaven) বলি। পরিবারের মধ্যে সকলে কি সমান? পিতা পুত্র, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের প্রভেদ কে অন্যথা করিবে? এবং তাহা অন্যথা করা শ্রেয়স্কর নহে। পিতা কৃত্রিম বিনয় প্রকাশ করিয়া পুত্রকে আপনার সমান বলিলে পিতা স্নেহ করিতে পারেন না, পুত্রও স্নেহ লাভ করিতে পারে না, পরিবারের সমূহ দুর্ঘটনা হয়। রাজ্যসম্বন্ধে রাজা ও প্রজার পরস্পরের বিভিন্ন সম্বন্ধ না থাকিলে রাজ্য সুশৃঙ্খলে চলে না। যেখানে সকলে নিয়ন্তা, নিয়মপালক কেহ নাই, সে রাজ্য অরাজক। ব্রাহ্মসমাজে স্বাভাবিক সম্বন্ধ অস্বীকার করিলে ইহাও বিশৃঙ্খল ও বিনষ্ট হইবে। যেখানে সকলে সমান, সেখানে আর সম্পর্ক কি? যেখানে অবস্থার তারতম্য ও গুণের ইতর বিশেষ নাই, সেখানে উচ্চতা নীচতা অসম্ভব—ধর্ম্মশাসন, পরিবার-পালন কিছুই হইতে পারে না।

প্রশ্ন। সকলে সমান, এমত সত্য নয় কেন?

উত্তর। সকলে সমান কি না? স্বভাবকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় 'না'। জড়জগতে আমরা দেখি, পদার্থ ও প্রকৃতি কত ভিন্ন ভিন্ন। মনুষ্যসমাজেও তাহাই দেখিতে পাই, বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, সাংসারিক অবস্থা প্রভৃতিতে লোকে পরস্পরে কত বিভিন্ন।

পদার্থ ও প্রকৃতিভেদে সম্পর্কের বিভিন্নতা হয়, একজনের সহিত অন্যজনের, একশ্রেণীর সহিত অন্যশ্রেণীর সম্বন্ধ বিভিন্ন। সকলে সমান নয়, গুরু লঘু আছে, স্বীকার করিতেই হইবে। পরিবার ও রাজ্যসম্বন্ধে গুরুজন কাহারা, সকলে জানেন। ব্রাহ্মসমাজে আমরা একটী কৃত্রিম ও কাল্পনিক সমতা স্থাপন করি, ইহা ভ্রান্তিমাত্র, সকলকেই বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন। সকলের সমান অধিকার আছে কি না?

উত্তর। অধিকার দুই অর্থে হয়, এক ভাবী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, দ্বিতীয় বর্ত্তমান ক্ষমতা সম্বন্ধে। প্রথমটীতে ব্রাহ্মসমাজের সকলের সমান অধিকার স্বীকার করিতেই হইবে অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট গিয়া সকলেই পরিত্রাণ লাভ করিবেন; কিন্তু ক্ষমতা বিষয়ে তারতম্য মানিতে হইবে। সকলে সমান মান চান, কিন্তু সকলের গুণ ও যোগ্যতা সমান নহে। সকলের ইচ্ছা রাজা হই, কিন্তু সকলে রাজা নহেন। একব্যক্তি পাঁচ হাজার ব্যক্তিকে শাসন করিতে পারেন, এক ব্যক্তি পারেন না। যাঁর শাসনের ক্ষমতা আছে, তাঁর অধিকার আছে, তাঁর সে বিষয়ে দায়িত্বও আছে, অন্যের তাহা নাই। একজনের ভক্তি অধিক, ঈশ্বরের নাম স্মরণ মাত্র শরীর রোমাঞ্চিত, নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হয়; আর এক ব্যক্তি চিরজীবন ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন বলেন, অথচ কঠোর-হৃদয়। প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত ব্যক্তি সমান ভক্তি ও সম্মানের পাত্র হইতে পারেন না। ধ্যানে সকলের সমান অধিকার বলিয়া চার ব্যক্তি ধ্যানে বসিলেন, এক ব্যক্তি নিদ্রিত হইলেন, এক ব্যক্তি পলায়ন করিলেন, একব্যক্তি আয়াসে ও একব্যক্তি অনায়াসে ধ্যানে

মগ্ন হইলেন। অতএব সকলের সমান অধিকার, এবং সকলকে সমান মান দিতে হইবে, ইহাও ভ্রান্তমত।

প্রশ্ন। সকলকে সমান জ্ঞান করিলে ধর্ম্মতঃ কোন অনিষ্ট হয় কি না?

উত্তর। মিথ্যাকথা অহঙ্কার বা বিনয়ের সহিত থাকুক, সমান অনিষ্টকর। গরল সোনার বাটীতে আর মাটীর বাটীতে পান কর, অপকার সমান হইবে। একজন ব্রাহ্ম যদি বলেন, আমি এক বক্তৃতায় পাঁচ হাজার লোককে ধার্ম্মিক করিতে পারি, আর আমি জীবনে কখনও উপাসনা বা পরোপকার করি নাই, এ উভয়ই মিথ্যা কথা, উভয় দ্বারাই তাঁহার পতন হইতে পারে। সকলে ওজন করিয়া যার যে গুণ আছে, দোষ আছে, সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিলে অন্যায় হয় না, সমাজেরও অনিষ্ট হয় না।

প্রশ্ন। ছোট বড় সকলকে সমান চক্ষে দেখিলে কি অপকার হয়?

উত্তর। ছোটকে ছোট, বড়কে বড় বলিয়া জানিলে উপকার হয়, কেন না সত্যেতে বিশ্বাস মঙ্গলেরই কারণ। বড়কে ছোট ও ছোটকে বড় বলিয়া জানিলে, স্বাভাবিক সাধুভাব সকল শুষ্ক হইয়া যায়। যদি সকলই নীচ, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি উচ্চ ভাব সকল ছায়াতে পড়িয়া বিনষ্ট হয়; যদি সকলেই বড়, স্নেহ দয়া প্রভৃতি কোমল ভাব সকল নিস্তেজ হয়। সকলকে সমান দেখিলে প্রণয় প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু আর সকল ভাব মারা যায়। তাহা হইলে চৈতন্য, খৃষ্ট, নিউটন্ ও সক্রেটিস—যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, অসাধারণ ভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়া, পুস্তক লিখিয়া লক্ষ লক্ষ

লোকের উপকার করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি হয় না। শিশুকে দেখিয়া স্নেহ, দুঃখীকে দেখিয়া দয়াও হয় না। উপর নীচে দুদিক কাটিয়া, কল্পনা চক্ষে সকলকে সমান করিয়া দেখিলে, ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হয়। এ যদি স্বর্গরাজ্য হয়, আমরা তাহা চাহি না।

প্রশ্ন। স্বর্গরাজ্যের প্রকৃত অর্থ কি?

উত্তর। স্বর্গরাজ্যের অর্থ মৃৎপিণ্ডের ন্যায় সকলে এক হইয়া যাওয়া নয়। শ্মশান মৃত্যুর রাজ্য, সেখানে তেজ-প্রাণ-গতি নাই, সেখানে সকলে এক। যেখানে প্রাণ আছে, সেখানে স্বতন্ত্রতা ও বিভিন্নতা থাকিবেই থাকিবে। স্বর্গরাজ্য অর্থ পরিবার। পরিবারের মধ্যে বাপ বাপের কার্য্য, ছেলে ছেলের কার্য্য করিয়া পরিবারের সুশৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও শান্তি রক্ষা করিতেছে; স্বর্গরাজ্যে ঈশ্বর যাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা থাকিবে, অথচ সকলের মধ্যে মিলন, ঐক্য ও সুখের অবস্থা হইবে। অবস্থার ভেদ রক্ষা করিয়া প্রত্যেকে আপনার উন্নতি সাধন করিবেন।

প্রশ্ন। বিভিন্নতা সত্ত্বে মিলন হইবে কেন?

উত্তর। যদি সকলের সমান ভক্তি, বিশ্বাস ও ক্ষমতা না হইলে মিলন না হয়, তাহা হইলে মিলনের আশা অসম্ভব। নদীর জল শুকাইলে বালক যেমন পার হইবার আশা করিয়া থাকে, আমাদিগকে সেইরূপে ভবনদী পারের আশায় থাকিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের জগতের এ নিয়ম নয়। সূর্য্য ও চন্দ্রের বিভিন্ন প্রকৃতি ও কার্য্য, অথচ উভয়ের কেমন মিলন! উভয়ে আপনাপন স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া জগতের মঙ্গল করিতেছে। সূর্য্য চন্দ্র হইবার এবং চন্দ্র সূর্য্য হইবার আশায় অনধিকার চর্চ্চা করিতে গেলে পৃথিবী থাকে

না। ঈশ্বর আমাদিগকেও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যেও প্রকৃতি ও গুণের বিভিন্নতা রক্ষা করিয়া স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রশ্ন। যাহার অধিক ক্ষমতা আছে, সে অন্যের সহিত সমান হইয়া থাকিতে পারে কি না?

উত্তর। পুষ্করিণী ও নদীর দৃষ্টান্ত মনে কর। পুষ্করিণী নদীকে বলিল, দেখ, আমি কেমন বিনয়ী, অল্পজল লইয়া নিঃশব্দে থাকি, তুমি অহঙ্কারী হইয়া অগাধ জল লইয়া কলকল শব্দে যাও কেন? এস, আমার মত হও। নদী পুকুরের কথায় সকল জল বিতরণ করিয়া দিয়া বিনয়ী হইতে গেল, কিন্তু জল নিঃশেষ করিতে না করিতে হিমালয় হইতে এক প্রবল স্রোত আসিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন সে বলিল, আমি পুকুরের মত হইতে পারি না, তবে হিমালয়ের সহিত আমার যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারিলে হয়। আম্রবৃক্ষ ঘাসের মত বিনয়ী হইতে গিয়া আপনাকে কাটিয়া ছোট করিল; ঘাস ঘাসের মত বাড়িল, কিন্তু আম্রবৃক্ষ আপন আয়তন মত বৃহৎ স্থান জুড়িয়া আবার বাড়িয়া উঠিল। ঈশ্বর যাহাকে যে প্রকৃতি দিয়াছেন, তাহার বিভিন্নতা থাকিবেই।

প্রশ্ন। ঈশ্বর যাহাকে অধিক ক্ষমতা দিয়াছেন, সে কি অহঙ্কারী হইবে?

উত্তর। অহঙ্কার অর্থ যেখানে অহংভাব অর্থাৎ আমার এতটা এই বোধ আছে। সকল শক্তি ও গুণ ঈশ্বরের দান বলিয়া দেখিলে অহঙ্কার আসিতে পারে না।*

---

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ২য় কল্প, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা, ২৩শে ও ৩০শে কার্ত্তিক, রবিবার, ১৭৯৬ শকে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মসঙ্গতের আলোচনা

৩০শে কার্ত্তিক, ১৭৯৬ শক; রবিবার; ১৫ই নভেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ।

দ্বিতীয় অধিবেশন

অপরাহ্ণ ৩টার সময় সভ্যগণ সমবেত হইলে ভক্তিভাজন সভাপতি মহাশয় প্রথমে সংক্ষেপে একটী প্রার্থনা করিলেন, পরে এইরূপ বলিলেন :—

উপাসক সভার উদ্দেশ্য এখনও সকল সভ্য হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, এই জন্য বোধ হয়, অনেকে ইহাতে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হন না। উপাসক-সভা সাধন ও চিত্তশুদ্ধির জন্য। যাঁহারা ইহার সভ্য হইয়াছেন, তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছেন। অঙ্গীকার প্রতিপালন করা সাধকের প্রথম কর্ত্তব্য। অঙ্গীকার-লঙ্ঘনে যে অবিশ্বাস ও শৈথিল্য হয়, তাহা কখনই মার্জ্জনীয় নয়। উপাসক-সভার সভ্যগণকে যে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার জন্য নিয়মিত-রূপে থাকা আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ব্রহ্মমন্দিরে যে উচ্চ উচ্চ কথা হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই সভা, ইহাতে নিয়মিতরূপে না আসিলে ইহার আবশ্যকতা অস্বীকার করা হয়। এই জন্য প্রস্তাব করিলেন :—

"যাঁহারা ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিতরূপে উপাসনা করিতে না আইসেন কিম্বা উপাসক-সভাতে নিয়মিতরূপে উপস্থিত না হন, সভ্যশ্রেণী হইতে তাঁহাদিগের নাম রহিত করা হইবে।"

উপস্থিত সভ্যগণের সর্ব্বসম্মতিতে এই প্রস্তাব ধার্য্য হইল এবং অনুপস্থিত সভ্যগণকে পত্র লিখিয়া ইহা জানাইবার কথা হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন :—

আমাদিগের দোষ এই, সাধনের প্রারম্ভে আমরা সামান্য সামান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ তত্ত্ব সকল আলোচনা করি। ভক্তি ও বিশ্বাসের গূঢ় কথা কিছু বিলম্বে আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু যে সকল দোষে ব্রাহ্মসমাজ সাধারণের নিকট ঘৃণাস্পদ হয়, তাহা আমরা নির্ণয় করিয়া দূর করিতে পারি কি না, ইহাই দেখা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। চরিত্রদোষ সংশোধন করা আমাদিগের প্রথম কর্ত্তব্য, ইহা হইলে আমরা বিবেক ও ধর্ম্মবুদ্ধির নিকট অন্ততঃ নিরপরাধী থাকিতে পারি। চরিত্রদোষ থাকিলে ভক্তির কথা ভাসিয়া যায়। যিনি সামান্য তত্ত্বে অপরাধী, তিনি উচ্চতত্ত্বের উপদেশ দিবার অনুপযুক্ত। এ প্রকার প্রয়াস পাওয়া ব্রাহ্মসমাজের পতনের কারণ ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতির কণ্টকস্বরূপ হইয়া থাকে।

উপাসকদিগের অবলম্বনীয় মূল নিয়ম কোন্‌গুলি, তাহা অগ্রে স্থির করা আবশ্যক।

সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হওয়া সকল ধর্ম্ম ও সকল শাস্ত্রের মত। অসত্য কথাতে বলা অত্যন্ত দূষণীয়।

ঈশ্বর স্বয়ং সত্য, সেই সত্যকে অন্ততঃ কথাতে রক্ষা করা উচিত, এটী ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভের তত্ত্ব। যিনি অসত্যকে গ্রহণ করেন, তিনি ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে মন হইতে দূর করিয়া দিবেন, এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হন। ব্রাহ্ম মিথ্যাবাদী হইবেন না। যাহা যেরূপ দেখিবেন, তাহা ঠিক সেইরূপ বলিবেন। যাহা অঙ্গীকার করিবেন, পালন করিবেন; যে অঙ্গীকার পালন করিতে পারিবেন না, তাহাতে "চেষ্টা করিব," "অনুমান হয়" এইরূপ বলিবেন। এক

সময় এইরূপ কথা বলা হইত, এখন ইহার অধিক ব্যবহার আবশ্যক। যে সমাজ সত্যকে অবমাননা করে, তাহা আপনার অস্ত্রে আপনার প্রাণ বিনাশ করে।

প্রথম মূল নিয়ম এই, উপাসক-সভার কোন সভ্য মিথ্যাবাদী হইবেন না। ইহার আনুষঙ্গিক আর দুটী নিয়ম থাকিবে—(১) মিথ্যাবাদী, এইকথা কোন উপাসক কোন উপাসককে বলিতে পারিবেন না; (২) কোন উপাসক অন্য উপাসককে মিথ্যাবাদী বলিতে শুনিলে তাহার প্রতিবাদ করিবেন। সমাজের ও নিজের মঙ্গলার্থ এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি একবার একটী মিথ্যা কথা বলে, আমরা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলি, এটী আমাদিগের দোষ। মিথ্যাবাদীর অর্থ—মিথ্যা কথা বলা যাহার অভ্যাস হইয়াছে। ইংরাজী "Liar" শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে ব্যক্তিকে আমরা যতবার মিথ্যা কথা বলিতে শুনি, ততবার মাত্র তিনি মিথ্যা বলিয়াছেন, ইহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। যুধিষ্ঠির একবার মিথ্যা কথা বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে যে মিথ্যাবাদী বলে, সেই মিথ্যাবাদী। অনেকে অর্থ না বুঝিয়া মিথ্যাবাদী এই কথা ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু অনেকে ক্রোধের উত্তেজনায় শাসন বা অপমান করিব বলিয়া যে ইহার ব্যবহার করেন, এটী আরও যথার্থ কথা। একজন অন্যকে মিথ্যাবাদী বলিলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা না হয়, তাহাতে সামাজিক শাসনের অভাব বুঝায়। আমি যেমন 'মিথ্যাবাদী' বলিব না, অন্যে না বলেন, এমন শাসন চাই। নতুবা এ দোষ যত প্রশ্রয় পাইবে, সমাজ তত নীচ হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয়তঃ, জিতেন্দ্রিয় হওয়া একটী মূল নিয়ম। ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধে যে সকল দোষ অত্যন্ত ঘৃণিত, ঈশ্বর করুন্, আমাদিগের মধ্যে তাহা যেন সংঘটিত না হয়। অনেক ধর্ম্মসমাজ উচ্চ নীতির আদর্শ চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়াও কালক্রমে অতি জঘন্য হইয়া পড়িয়াছে। চৈতন্য ও নানকের সম্প্রদায় ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ব্রাহ্মগণ ইহা হইতে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। ইহা দেখিয়া আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি না, ব্রাহ্মসমাজ এক সময় জঘন্য অবস্থায় পড়িবে না। তবে এখন সাবধান হইতে পারিলে ভবিষ্যতের অনেক রক্ষা হয়। এখন উপাসনা, পারিবারিক শাসন ইত্যাদি প্রবল, এই অবস্থায় এমত বাঁধ বাঁধিয়া রাখা উচিত যে, ভবিষ্যতে তাহা সহজে ভগ্ন না হয়। এখন যদি কোন সূত্রে কোন উপাসক অন্য ভ্রাতার কোন দোষ শুনিতে পান, যতদূর সাধ্য তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিবেন। স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিয়া যদি দেখা যায়, তিনি সংশোধনের অবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে সভ্যশ্রেণী হইতে রহিত করা যাইবে। যৌবনকালের যে ভয়ানক দোষ কোন ব্রাহ্মের চরিত্রে নাই এবং তদ্দ্বারা যে এ সমাজ কোনকালে কলঙ্কিত হইবে না, কে বলিতে পারে? এ বিষয় যেরূপ গুরুতর, তাহাতে কৃত্রিম লজ্জা পরিহার করিয়া ইহার কথা বলিতে হইবে।

ব্যভিচার যেমন শাসন করা উচিত, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী নামও সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজ হইতে রহিত করা চাই। মিথ্যাবাদীর ন্যায় ইহাও পরিত্যাজ্য। ইহার প্রতি উপেক্ষা করিলে সমাজের জঘন্যতার পরিচয় দেওয়া হয়। নিজে মিথ্যাবাদী ও ব্যভিচারী না হইলেই হইল, ইহা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না। এ সম্বন্ধে

আমাদিগের গুরুতর সামাজিক কর্ত্তব্য আছে। যে সমাজের লোকদিগের প্রতি এরূপ কথা প্রয়োগ করা যায়, সে সমাজের লোকে বাল্যকাল হইতে পাপাভ্যাসে প্রশ্রয় পায় এবং যাহারা বাস্তবিক ব্যভিচার করে, তাহারাও অধিক পাপ করিতে উৎসাহ পায়। আমাদিগের সমাজের এরূপ অকৃত্রিম বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইবে ও লোকের নিকট দেখাইতে হইবে যে, একজনের উপর ব্যভিচার-দোষ আরোপিত হইলে সকলে একহৃদয়ে তাহা 'মিথ্যা' বলিয়া তাহার প্রতিবাদ ও শাসন করিব।

বাবু নবীনচন্দ্র রায় বলিলেন যে, ব্যভিচার-দোষ কখন কখন অত্যন্ত ধার্ম্মিকেরও হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে সামাজিক নিয়মের দোষ ও কঠোরতা প্রতীয়মান হয়। ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম সকল যথোপযুক্ত না হইলে অনেক ব্রাহ্মের পক্ষে সেরূপ দোষাক্রান্ত হওয়া সম্ভব।

ইহাতে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, সামাজিক নিয়মাদি করা সূক্ষ্ম বিষয়, পশ্চাৎ আবশ্যক বিবেচনায় তাহা স্থিরীকৃত হইতে পারিবে। কিন্তু এখন মূল ধর্ম্মনীতি লইয়াই আমরা আলোচনা করিতেছি। ব্যভিচার মহাপাপ, ইহা মূল ধর্ম্মনীতি কোন অবস্থাতে লঙ্ঘনীয় নয়। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কেহ গোপনে এ পথে বিচরণ করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিতে যাইতেছেন কিনা, ইহা মনে করিতে ভয় হয়। ঈশ্বর না করুন্, যদি কাহার এরূপ দোষ থাকে, শীঘ্র সংশোধিত হইয়া যাউক।

ব্রাহ্মসমাজ অন্যের নিকট বিশুদ্ধ বলিয়া পরিচিত। চরিত্র-সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের উপর হিন্দুদিগের শ্রদ্ধা আছে। ব্রাহ্মসন্তানদিগের

বিষয়ে হিন্দু পিতামাতা বলেন, ইহারা আর যাহা হউক, ব্যভিচার মদ্যপান প্রভৃতি দোষে নিষ্কলঙ্ক। বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের নিরামিষ-ভোজন ও সুরাপান-নিবারণ-বিষয়ক লেখা ইহার অনেক সহায়তা করিয়াছে। ব্রাহ্মদের চরিত্র-সম্বন্ধে অনেক সাহেবেরও শ্রদ্ধা আছে. তাঁহারা কর্ম্মচারী নিয়োগের সময় ব্রাহ্ম কর্ম্মার্থী অন্বেষণ করেন। যে অবধি স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া সমাজ-সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি ব্রাহ্মদিগের উপর হিন্দুদিগের অশ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছে। আশ্রম-স্থাপনাবধি সেই অশ্রদ্ধার ভাব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন জিতেন্দ্রিয়তা সম্বন্ধে আমরা তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইয়া আছি, অন্যে যাহাতে বুঝিতে পারে, এরূপ সাবধান হইয়া কার্য্য করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা ২য় কল্প, ৮ম সংখ্যা, ৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৭৯৬ শকে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মসঙ্গতের আলোচনা

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬ শক; রবিবার; ২৯শে নভেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ।

প্রশ্ন। উপাসনা-সাধন কি?

উত্তর। এটী ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রধান অভাব। যে উপায়ে উপাসনা সরস হয়, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ও পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য। উপাসনা সরস না থাকিলে আত্মার মৃত্যু হয়, এই জন্য প্রতিদিন সাধনের অবসর রাখা চাই। যদি দিবসে অন্য কার্য্যের ব্যস্ততা থাকে, রাত্রিতে অবকাশ করিয়া লইতে হইবে।

প্রশ্ন। উপাসনা পুরাতন হইয়া নীরস হয় কি না?

উত্তর। ধর্ম্মের কিছুই পুরাতন হইতে পারে না, জীবনে ধর্ম্ম পালন না করিলে তাহা পুরাতন বোধ হয়। জীবনের সহিত যোগ থাকিলে পুরাতন সর্ব্বদাই সরস। ঈশ্বর স্বয়ং পুরাতন, অথচ তাঁহার অপেক্ষা সরস আর কিছুই নাই। সত্যবাদী হওয়া উচিত, ইহা আমরা প্রথম হইতে শুনিয়াছি, আজিও শুনিতেছি। জীবনে ইহার নিত্য নূতন পরীক্ষা হইয়া ইহাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন পত্রিকা," ২য় কল্প, ৮ম সংখ্যা, ৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৭৯৬ শকে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মসঙ্গতের আলোচনা

৬ই পৌষ, ১৭৯৬ শক; রবিবার; ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ।

প্রশ্ন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সাধনের অভাব কিরূপ?

উত্তর। এখন ঠিক সাধন যাহাকে বলে, পাওয়া যায় না। সাধনের অর্থ, নিয়মিতরূপে অবলম্বিত ব্রত পালন করা: সাধনের বিপরীত ভাব এই, যখন যেটী মনে উদয় হয়, সেইটী অবলম্বন করিয়া চলা। এইরূপ অনিয়মের ভাবই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রবল।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদিগের কি ভাল হইবার চেষ্টা নাই?

উত্তর। ভাল হইবার চেষ্টা অনেক প্রকার। অধিকাংশ লোক আপনার রুচি ও ইচ্ছা অনুসারে সুবিধার পথ অবলম্বন করিয়া ভাল হইতে চায়। অল্প লোকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ভাল হইবার চেষ্টা করেন।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদের পূর্ব্বাপেক্ষা এখন কি উন্নতি হয় নাই?

উত্তর। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু ইহা পূর্ব্বকার সাধনের ফল। এখন আমরা যে অবস্থায় আসিয়াছি, তাহাতে কষ্ট এবং পরিশ্রমের সাধন অল্প, তৃপ্তি ও সুখ সম্ভোগ অধিক।

প্রশ্ন। প্রথমে উপার্জ্জন, পরে সম্ভোগ, ইহা কি স্বভাবের নিয়ম নয়?

উত্তর। উপার্জ্জন ও সম্ভোগ দুইই মানবজীবনে এক সঙ্গে চাই। ব্রাহ্মধর্ম্মমতে মানি না, ইহজীবন পরীক্ষাতে যাইবে এবং

পরলোকে পুরস্কার লাভ হইবে। ইহ পর একই জীবন, সংগ্রাম ও সম্ভোগ একত্র চলিতে থাকে। ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে যে নিয়ম, ইহকালের দিন, মাস, বৎসর সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। আমরা মানিনা, এক বৎসর কেবল পরিশ্রম ও এক বৎসর কেবল সম্ভোগ। খাটিয়া খাওয়া আমাদিগের কাজ। কষ্ট পরিশ্রমের বিনিময়ে ঈশ্বর পুণ্য ও শান্তি দেন।

প্রশ্ন। আয়াস ও আরাম স্বতন্ত্র কি না?

উত্তর। আয়াস ও আরামের প্রভেদ ঈশ্বরের রাজ্যে নাই। আয়াসবিহীন আরাম ও আরামবিহীন আয়াস আমরা জানি, ইহার বিপরীত ভাব ব্রাহ্মদিগকে জানিতে হইবে। কিছুকাল পরিশ্রম ও কষ্টে দিন যাপন এবং কিছুকাল নিশ্চিন্ত হইয়া শয্যাতে শয়ন আমরা বুঝিতে পারি। গোলাপ ফুল ও কাঁটা পৃথক্ আমরা জানি। বন্ধু বান্ধব কেহ না থাকিলে বিপদ সহ্য করিব, বন্ধু পাইলে আমোদে দিন কাটাইব, এই আমাদের ভাব। আরামের সময় আরাম ও বিরামের সময় বিরাম, ব্রাহ্মদের জীবনে দেখা যায়; কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যের এ নিয়ম নয়। তিনি চান, তাঁহার সাধক পরিশ্রম ও সম্ভোগ একত্র করিবে।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদের মধ্যে পূর্ব্বে কিরূপ অভাব ছিল এবং বর্ত্তমান অবস্থায় কিরূপ দেখা যায়?

উত্তর। এক সময় আমাদের মধ্যে অনেক অভাব ছিল। রিপুর প্রাবল্য, স্ত্রীশিক্ষার অভাব, পরিবারের মধ্যে ভক্তিহীনতা, সামান্য লোকদের মধ্যে জ্ঞান-প্রচারের অভাব এই সকলের জন্য এক সময়ে আমরা বিশেষ রূপে চিন্তিত ও ভাবিত হইয়াছিলাম।

তাহার ফল অনেক পাইয়াছি। কিন্তু আমাদের শরীর মনের গঠন, সেতারের তারের ন্যায়, কিছুক্ষণ টানিলেই শিথিল হইয়া যায়। এখন আমাদের যন্ত্রের শৈথিল্য হইয়া পড়িয়াছে। এই শৈথিল্য সর্ব্বদা যত্নের সহিত পরিহার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সুখপ্রিয় ব্রাহ্ম তাহা করেন না। 'ক্রন্দন করিতে করিতে যাহারা বপন করে, আনন্দের সহিত তাহারা ফল সম্ভোগ করে।' এই ভাবিয়া ফল সম্ভোগ করা হইতেছে, কিন্তু সম্ভোগের সময় পরিশ্রম করিতে অবহেলা করা হইতেছে। এখন সাধনের ভাব অল্প, ভোগের ইচ্ছা প্রবল। আমরা সামান্য যত্নে ৫৲ টাকা চাই, অধিক পরিশ্রমে ১০,০০০৲ টাকা পাইতে ইচ্ছা করিনা। আমরা অল্প পরিশ্রমে উন্নত হইতে চাই, কঠোর পরিশ্রম দ্বারা স্থায়ী সুখ লাভ করিতে চাইনা। ঈশ্বর এমন অবস্থা আনিয়া দিয়াছেন, যেখানে ফল-বিধাতা বলিয়া তাঁর সঙ্গে মিলন হইতেছে, সাধনের বিধাতার সঙ্গে দেখা নাই। কঠোর আদেশের আভাস পাইলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া যাই। শাসনের কথা আসিলে আমাদিগের পরস্পরের সঙ্গে মিলনের ভাব শিথিল হয়।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান রোগের ঔষধ কি ?

উত্তর। ইহার ঔষধ স্বভাব-দর্শন ও স্বভাবের নিয়ম-পালন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম স্বভাবের ধর্ম্ম, স্বভাব চায় পরিশ্রমের সহিত সম্ভোগ, আমাদিগকে সেই নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। আমরা ধর্ম্মের আরাম-ভোগ অনেক করিয়াছি, এখন কঠোর তত্ত্ব-শিক্ষা ও কঠিন ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। আমাদিগের পরস্পরের সঙ্গে যত কথা হয়, তাহাতে আরামের ভাগ অধিক, আয়াসের ভাগ অল্প;

এখন সতর্কতার সহিত দেখিতে হইবে, প্রাতঃকাল অবধি সমস্ত দিনের মধ্যে সাধনের ভাগ কত এবং আরামের ভাগই বা কত? এ দুইএর সামঞ্জস্য রক্ষা না করিলে অধোগতি হইবে। ঈশ্বর যে আনন্দ, শান্তি ও সুখ দিয়াছেন, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দিয়া তাহা সম্ভোগ করিব। কিন্তু তিনি পরিশ্রমের যে অংশ আমাদিগের মস্তকে আনিয়া দেন এবং আমরা ধূর্ত্ত হইয়া যাহা বাদ দিয়া রাখি, তাহা এখন আমাদিগকে বহন করিতে হইবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছুদিন মস্তকের ভার বৃদ্ধি করিতে হইবে, তিক্তরস সেবন করিতে হইবে, চিকিৎসকের অস্ত্র ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে, চিত্তের উল্লাসভোগ অপেক্ষা চিত্তনিগ্রহ অধিক স্বীকার করিতে হইবে।

প্রশ্ন। আমাদিগের মধ্যে নির্জ্জন চিন্তার ব্যবস্থা কেন হইয়াছে?

উত্তর। সমস্ত দিনের মধ্যে আমাদিগের চিন্তা অল্প, চিন্তা করিতে গেলে অন্ধকার দেখিতে হয়। অন্ধকার দেখিয়া যেমন বালকেরা ভয় পায়, চিন্তা করিতে গিয়া দুর্ব্বল ব্রাহ্মেরা সেইরূপ ভয় পান। যারা আপনাদের জীবনে ভয়ের অবস্থা করিয়া রাখিয়াছে, তারা লোকের সঙ্গ খোঁজে, নির্জ্জন অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পাঁচ জনের সঙ্গে গোলমালে দিন কাটাইতে চায়। সাধকদিগের পক্ষে নির্জ্জন চিন্তা অত্যন্ত আবশ্যক, নতুবা কোলাহলের মধ্যে আপনার পাপ পুণ্যের পরীক্ষা ও অন্যের সহিত সম্বন্ধ-স্থিরীকরণ ইত্যাদি কিছুই হয় না। সঙ্গত চান, ইহার প্রত্যেক সভ্য অবকাশ পাইলে, নতুবা অবকাশ করিয়া নির্জ্জন চিন্তা করিবেন। পরকাল, সকল প্রকার কর্ত্তব্যসাধন,

সাধন ভজন সম্বন্ধে মনের তার টানিয়া টানিয়া আমাদিগের সকল শৈথিল্য দূর করিতে হইবে।

প্রশ্ন। আত্মার মধ্য হইতে নিগূঢ় সত্য সকল কিরূপে আবিষ্কৃত হয়?

উত্তর। মনকে বাহিরে যাইতে না দিয়া, ভিতরে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিলে, ভিতরের অনেক কথা বাহির হইবে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটী সাধারণ মত আছে, স্বভাবদত্ত জ্ঞান (Intuition) ধর্ম্মের আদি তদপেক্ষা উচ্চতর সত্য প্রত্যাদেশ (Inspiration) হইতে লাভ করি। মূলমন্ত্র (Intuition) দিয়া, উচ্চ সত্য প্রার্থনা দ্বারা পাই। এ দুটী ব্রাহ্মদের অতি আদরণীয় মত। কিন্তু এই দুই মত জীবনে আছে কি না, দেখা আবশ্যক। অত্যন্ত চিন্তাশীল ও ধ্যানশীল ভিন্ন অন্যে এ মত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। বাহ্যসাধন পরিত্যাগ করিয়া আন্তরিক সাধনপরায়ণ ব্যক্তিরা দেখিতে পান, সমুদায়ের মূলে সহজজ্ঞানের কথা।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের মুখের কথা কি সকলে শুনিতে পায়?

উত্তর। বাহিরের কোলাহল ছাড়িয়া তাঁর নিকটে গমন করিলেই তাঁর মুখের কথা শুনা যায়; কিন্তু কয়জন তাহা করেন? আমাদিগের উচিত, প্রতিদিন না পারি, অন্ততঃ মাসের মধ্যে একদিনও শোনা। তাঁর কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিলে মুক্তি হয়, শান্তি হয়, আমরা বলি বটে; কিন্তু কয়জন তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন? পুস্তকের বা কোন লোকের নিকট যে সত্য পাওয়া যায় না, সেই নিগূঢ় সত্য কয়জন পাইয়াছেন? যদি না পাইয়া থাকেন, নিজের দোষ। নির্জ্জনে চক্ষু নিমীলিত করিয়া কেবল

অপেক্ষা কর, নিগূঢ় সত্য লাভ করিবে। অনেক নূতন কথা ঈশ্বরের বলিবার আছে এবং আমাদিগের শুনিবার আছে; যখনি কোলাহল থামাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসি, তাঁর ইঙ্গিত পাই। ভাসমান বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়া, গভীর স্থির বুদ্ধি ধারণ করিতে হইবে। সকল বাহ্য অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন চিন্তা অভ্যাস করা সঙ্গতের সভ্য এবং ব্রাহ্মমাত্রেরই পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আত্মচিন্তা, আত্মপরীক্ষা, অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মনিগ্রহ যত হইবে, ততই আপনার অভাব জানিব, ততই সত্য পাইব। যে চিন্তা দ্বারা রোগ দেখা, তাহা দ্বারাই ঔষধ পাওয়া যায়। যে চক্ষু কর্ণ হস্ত ভয় দেখে, ভয়ের কথা শুনে ও ভয়ে জড়ীভূত হয়, তাহাই অভয় পদ দেখিয়া, সাহসের কথা শুনিয়া তাহা ধারণ করে। আপনাকে ও পরকে আরও ভাল করিয়া জানিতে হইবে। কঠোর চিন্তা ও শাসনে আপনার চিকিৎসক আপনি হইয়া, কিছুদিন বিষবড়ী ও তিক্তরস সেবনপূর্ব্বক আপনাকে আবার স্বভাবে আনিতে হইবে।

প্রশ্ন। সাধকদিগের পরিশ্রম ও বিশ্রাম সম্বন্ধে উপধর্ম্ম সকলের এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মতের প্রভেদ কি?

উত্তর। কতকদিন পরিশ্রম ও পরে বিশ্রাম, ইহা হিন্দুদের ও খ্রীষ্টানদের মত। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে এ দুই একসঙ্গে চলিবে। এমন অবস্থা আছে, যখন পরিশ্রম প্রবল, সম্ভোগ অল্প; আবার এমন অবস্থা আছে, যখন দুই একসঙ্গে সমান চলিতেছে। ইন্দ্রিয়-দমন সম্বন্ধে দেখ, প্রথমে পরিশ্রম প্রধান, ক্রমে তাহা অবলীলাক্রমে আয়ত্ত হইয়া যায়। সকল বিষয়েই এইরূপ। কিন্তু যখন আরাম প্রধান, তখনও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম থাকিবে।

প্রশ্ন। আরামের অবস্থায় পরিশ্রম কিরূপে থাকে ?

উত্তর। আরামের অবস্থায় সাধন অতি নিগূঢ় সাধন, তাহা ছাড়িয়া দিলে বুঝা যায়। নৌকার হাল ধরিয়া থাকার পরিশ্রম ছাড়িয়া দিলে বুঝা যায়। শান্তজলে মাঝি আস্তে আস্তে হাল ধরিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার আয়াসের বিরাম হয় না; অধিক তুফান আসিলে তাহার চেহারা দেখিয়া তাহার পরিশ্রমের পরিমাণ করা যায়, হাল ছাড়িয়া দিলেই নৌকা ডোবে। যে পরিশ্রমে অন্ততঃ হাল ধরিয়া থাকা যায়, তাহা যেন ছাড়িয়া না দিই এবং অধিক ভয়ের কারণ আসিলে অধিক পরিশ্রম করিয়া তুফানের মুখে নৌকাকে বাঁচাইতে পারি। সতর্ক হইয়া সর্ব্বক্ষণ আমাদের সাধন ও পরিশ্রম চাই, ভাবী বিপদ নিবারণের আয়োজন চাই। মনুষ্যের নিদ্রার অবস্থা কখন নাই, হাল ধরিয়া থাকিতেই হইবে। ঈশ্বর এমন মনুষ্য তৈয়ার করেন নাই, যে পরিশ্রম করিতে না পারে, আরাম করিতেও না পারে। অন্তরের সাধন, যত্ন ও পরিশ্রম সকলেরই সাধ্য।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ২য় কল্প, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা, ২১শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৭৯৬ শকে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মসঙ্গতের আলোচনা

২০শে পৌষ; ১৭৯৬ শক; রবিবার; ৩রা জানুয়ারী, ১৮৭৫ খৃঃ।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মেরা নিরাশাকে সামান্য শত্রু বলিয়া তাহার প্রতি উপেক্ষা করিতে পারেন কি না?

উত্তর। নিরাশার অর্থ যদি এই হয়, যে ব্রাহ্মসমাজে ভাল মন্দ, উন্নতি অনুন্নতি দুই থাকিবে, তাহা হইলে ইহাকে সামান্য শত্রু বলিয়া উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মেরা এক নূতন দিক্ দিয়া নিরাশাকে দেখেন অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের বর্ত্তমান বিধান যাহাকে বলা যায়, তাহা ঈশ্বর-প্রদত্ত ও প্রেরিত নয়, তাহা দ্বারা পরিত্রাণ হইবে না অর্থাৎ সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্ম নিকৃষ্ট। এরূপ কথা অতি ভয়ঙ্কর কথা। এরূপ হইলে বলিতে হয়, হয় নিরাশ হও, নয় ব্রাহ্ম হও।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মেরা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মকে নিকৃষ্ট বলেন, সে কিরূপ?

উত্তর। অতি নীচতম ধর্ম্মের লোকেরাও বিশ্বাস করে, তাদের ধর্ম্মদ্বারা পরিত্রাণ নিশ্চয় হইবে। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল লোকেরাই মানে, তাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র অভ্রান্ত সত্য, তাহা ঈশ্বরের নিজের মুখের কথা, তিনি পুস্তকে লিখিয়া দিয়াছেন, মানুষ দেখেছে, পড়েছে। অবশিষ্ট কি? সাধন করা। পথ হইয়াছে, যাওয়া চাই; সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, দেখা চাই; নেতা পাওয়া গিয়াছে, সঙ্গে যাইলেই হয়; উপায় হইয়াছে, অবলম্বন করা চাই। সকলেই বলে, স্বর্গ হইতে অভ্রান্ত আকারে পরিত্রাণের সংবাদ

আসিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মদের কথায়, মতে ও আচরণে তাহাদের নিকট ভ্রান্ত আকারে সত্য আসিয়া থাকে, তদ্দ্বারা পরিত্রাণ হয় না। ঈশ্বরের কথা মনুষ্যের বুদ্ধি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া আসিয়া তত পবিত্র থাকে না, ব্রাহ্মদের এই বিশ্বাস। অত্যন্ত ভক্তির অবস্থায় যাহা সত্য থাকে, শুষ্ক অবস্থায় মিথ্যা হইয়া যায়; জ্ঞানের অবস্থায় যাহা স্থির হয়, অজ্ঞান অবস্থায় আর সেরূপ থাকে না; আলস্যপ্রিয় হইলে অনুষ্ঠানকে আড়ম্বর বলিয়া পরিত্যাগ করা হয়, উপাসনা ভাল না হইলে তৎসম্বন্ধে বিশ্বাসও চলিয়া যায়। নিরাশা যে পরিমাণে আইসে, সেই পরিমাণে ব্রাহ্মেরা বিশ্বাস করেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের ঠিক বিধান নয়। সকল ধর্ম্মেরই অভ্রান্ত বিধান, নিরাশ ব্রাহ্মদের ভ্রান্ত বিধান। সকলে পরিত্রাণ বিষয়ে নিশ্চয়, ব্রাহ্মেরা অনিশ্চয়। সকলে মানে, তাদের ধর্ম্মে স্বর্গ হবে; নিরাশ ব্রাহ্ম বলেন, সকলে ব্রাহ্ম হইলেও কলহ বিবাদ ঘুচিবে না।

প্রশ্ন। নিরাশা কি একটী পাপ?

উত্তর। নিরাশ হওয়া আর ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া একই কথা। নরহত্যা করা যেমন পাপ, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরাশ হলেও ব্রাহ্মের পক্ষে সেইরূপ পাপ। সহস্র লোকে যখন বলিতেছে, কোন্ পথে গেলে পরিত্রাণ পাব? একজন ব্রাহ্মও যদি বলিতে না পারেন, এই পথে পরিত্রাণ, তাহা হইলে এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই, ব্রাহ্মসমাজও নাই। আমি দয়াময় নামে নিশ্চয় বাঁচিয়া যাইব; সকল পাপে জড়িত হইয়া নরকে ডুবিয়া আছি সত্য, কিন্তু চিৎকার করিয়া সকল জগৎকে বলিব, দেখিয়া লইও, যে দয়াময় নাম ধরিয়াছি, ইহাতে আমি বাঁচিয়া যাইব, তোমরাও এসো, বাঁচিয়া যাইবে। ব্রাহ্মেরা

একথা বলিতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করুন্। যে জড় নিরাশ ব্রাহ্ম একথা বলিতে না পারেন, তিনি ছদ্মবেশে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার পথে যাইতেছেন। তিনি যখন আজি নিজের মুখে সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছেন না, ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁর নিশ্চয়ই পরিত্রাণ হইবে, তখন তিনি যে ব্রাহ্মসমাজে থাকিবেন, নিশ্চয় কি? নিরাশাকে হৃদয়ে পোষণ করাতে যে কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহার সীমা করা যায় না। নিরাশ ব্রাহ্মদিগকে লইয়া কোন কার্য্য হইতে পারে না।

প্রশ্ন। নিরাশা ধর্ম্মসাধনের প্রতিবন্ধক হয় কেন?

উত্তর। প্রথমতঃ ঈশ্বরের অভ্রান্ত সত্য কি? বীজমন্ত্র কি? পরিত্রাণের উপায় কি? জানা চাই, নতুবা কি সাধন করিব? অনেকের মুখে শুনা যায়, ব্রাহ্মেরা যদি মরিবে, নিশ্চয় কথা, ব্রাহ্মধর্ম্মের যদি এমন বল নাই যে তাহাদিগকে পবিত্র ও উন্নত করিয়া দিবে, তবে পাঁচ দিনের উৎসব ও আনন্দ করিয়া কি হইবে? পুরাতন ঈশ্বরকে লইয়া পুরাতন প্রণালীতে উপাসনা করিলে কিছু হইবেনা, যে বন্ধুদের এই বিশ্বাস, ঈশ্বর সে বন্ধুদের হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। মিল্‌টন নরকের নিকৃষ্টতম সভায় সয়তানের মুখ হইতে এই কথা বাহির করিয়াছেন, 'Hope never comes, that comes to all'—যে আশা সকলের নিকট আইসে, আমার নিকট আইসে না। ইহাই যদি ব্রাহ্মদের ধর্ম্মশাস্ত্র হয়, ইহা অপেক্ষা ভয়ানক আর কি আছে? বিশ্বাসী ব্রাহ্ম বলিবেন, সমস্ত হাড় গুঁড়া হইয়া গেলেও আমার ভাল হইবে মানিব, নিরাশ কখনও হইব না। ব্রাহ্মেরা চেষ্টা না করিয়া ধর্ম্মের উপর দোষারোপ করেন।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্মে লোকের পরিত্রাণ হইবে, ইহা সকল ব্রাহ্মই ত বিশ্বাস করেন?

উত্তর। সাধারণ ভাবে সকলে একথা বলেন বটে, কিন্তু যদি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা যায়, অবিশ্বাস ধরা পড়ে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পরিত্রাণ হইবে, তাহা কি? উপাসনা। উপাসনা কি? আমি যেরূপে ঈশ্বরকে ডাকিয়াছি। আমি যেরূপে ডাকিয়াছি, তাহাতে পরিত্রাণ হবে কিনা? উত্তর, হবে না। গূঢ় ভাবে দেখিলে, আমি যাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া মানি, তাতে পরিত্রাণ হবে না, নিরাশ ব্রাহ্মের এই বিশ্বাস। উপরিভাগ পরিষ্কার আছে, কিন্তু ভিতরে নিরাশা ঘা। বক্তৃতায় সকলে আশার কথা বলেন, কিন্তু মূলমন্ত্র-সাধনের সময় নিরাশা। ইচ্ছা আমি ভাল হব, কিন্তু তার উপায় করিতে পারিব না। উপাসনা ও পরিত্রাণের মধ্যে নিরাশার কথা নাই, উপাসক ও উপাসনার মধ্যে নিরাশার অন্ধকার। এই নিরাশা চেষ্টার শৈথিল্য করে, ক্রমে উপাসনাকে নিস্তেজ করিয়া এককালে বিনাশ করিয়া ফেলে। ভাল উপাসনা করিতে না পারিয়া যদি অত্যন্ত কষ্ট পাই, পৃথিবী কাঁপাইয়া যেমন ক্রন্দন করিব, সেই সঙ্গে বলিব, আমি ভাল হব। কিন্তু আমরা চিৎকার করিয়া নিরাশার কথাই বলি, 'হত ইতি গজ' করিয়া আশার কথা বলি। ইহাতে নিরাশাকে প্রবল করিয়া আত্মহত্যাই করি।

প্রশ্ন। পরিত্রাণের উপায় অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায় ব্রাহ্মেরা নিশ্চয়রূপে প্রদর্শন করিতে পারেন না কেন?

উত্তর। অন্যের শাস্ত্র বাহিরে আছে, তাহারা অঙ্গুলি দিয়া

তাহা দেখাইতে পারে ; আমাদের শাস্ত্র মনের মধ্যে, আমরা তাহা আবার ময়লা দিয়া ঢাকিয়া রাখি। মানুষের জীবনের ভূমিতে দুই দোষ, প্রথমতঃ ইহা কলঙ্কিত, দ্বিতীয়তঃ বালুকা দ্বারা নির্ম্মিত, ইহার উপর পরিত্রাণের আশা নির্ভর করা যায় না। পুস্তকের ভূমি সেরূপ চঞ্চল ও অপবিত্র হয় না। সকল মনুষ্য দেখিয়াছে, নিজের জীবন ও বুদ্ধির উপর শাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলে টলিবে। যে ডুবিয়াছে, সে নিজের হাত কি কাণ ধরিয়া কি ডোবা নিবারণ করিতে পারে ? নির্ব্বোধ পাপী ডুবিবার সময় আপনার বুদ্ধি ও পাপ ধরিয়া আরো ডোবে। এইজন্য সকলে বলে, পরিত্রাণের সমাচার আপনার বাহিরে আছে। খৃষ্টানেরা বাইবেল, হিন্দুরা বেদ ইত্যাদি শক্ত জিনিষ বাঁচিবার জন্য ধরিল; বাঁচুক, না বাঁচুক, ধরিয়া রহিল। ব্রাহ্মদের দোষ, এই ব্রাহ্মেরা আপনাদের জীবন ধরিয়া বাঁচিতে চায়। মূল কথা ঠিক, পরিত্রাণের জন্য মানুষের জীবনের অতীত কিছু ধরা চাই, সেইটি ঈশ্বরের কথা। তাহা ধরিলে ব্রাহ্মেরা নিশ্চয় পরিত্রাণ পান।

প্রশ্ন। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের কথা কিরূপে বুঝিব ?

উত্তর। আমাদের জীবনের নিম্ন ভূমিতে ঢেউ, তুফান নিরন্তর বহিতেছে, কিন্তু উপরে ঈশ্বরের কথা স্থিরভাবে রহিয়াছে। নিম্নে নিরাশার অন্ধকার, উপরে আশার আলোক। নিম্নে নিজের পাপ, উপরে ঈশ্বরের পবিত্রতা। এত জঘন্য পাপীও দয়াল নামের গুণে তরিবে, এই কথা নিরন্তর উপর হইতে আসিতেছে। তিনি যখন বলিতেছেন, লোকের নিরাশার কথা কেন শুনিব ? আফিসের কর্ত্তা নিজের হাতে লিখিয়া দিলেন 'কাল ছুটি', দেখিলাম; দপ্তরী বলিল, ছুটি হইবেনা, সে কথা কেন শুনিব ?

প্রশ্ন। ব্রাহ্মেরা আশার অবলম্বন কিছু পান কিনা ?

উত্তর। এমন ব্রাহ্ম কেহ নাই, যিনি বলিতে পারেন, জীবনে ঈশ্বরের কথা শুনি নাই, আশ্চর্য্য ব্যপার কিছু দেখি নাই। ব্রাহ্মেরা আপনাদের ছুরিতে আপনাদের গলা কাটেন; যা দেখেন, তা অস্বীকার করেন। নিরাশাতে কিছু লাভ নাই, আশাতেই আনন্দ; তবে তার পথ কেন রোধ করি ? ডাক্তার মুমূর্ষু অবস্থায় আশা দিয়া রোগীর শরীরকেও ভাল করেন, আত্মার পক্ষে আশা আরো উপকারী। সমস্ত জগৎ বাঁচিয়া আছে পরিত্রাণে নয়, পরিত্রাণের আশাতে। কৃষক আশায় ধান পোতে, কতদিন পরে ফল পাইবে ? ঈশ্বর আমাদিগকে ঠকাইতেছেন না, তাঁর সঙ্গে কথার চুক্তি হইয়াছে, কি কি সাধন করিলে পরিত্রাণ পাইব। উপাসনা, সাধুসঙ্গ ইত্যাদি সাধনও তিনি আমাদের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। একটি ক্ষুদ্র বালককে 'বি, এ' পরীক্ষা দিতে বলিলে, সে পারিবেনা; কিন্তু 'বি, এ,' হইতে পথ ধরাইয়া দাও, শেষে কৃতকার্য্য হইবে। ঈশ্বর সাধনের অঙ্গ সকলও ক্রমে ক্রমে আমাদিগের নিকট প্রকাশ করেন, তাহা ধরিয়া চলিলে পরিত্রাণলাভে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে। তিনি 'আশার ছাপ' আমাদিগের প্রত্যেকের কপালে মারিয়া দিয়াছেন, আমরা যেন তাহা বিলুপ্ত না করি।

প্রশ্ন। উপাসনার সময় মনের চাঞ্চল্য-নিবারণের উপায় কি ?

উত্তর। নানা কার্য্যে ব্যস্ততাই মনের চাঞ্চল্যের কারণ; এই জন্য কার্য্যের সময় মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরকে ভক্তির সহিত স্মরণ করিলে, কার্য্যের ব্যস্ততার উপরে উপাসনার প্রভাব বিস্তীর্ণ হয়। ভক্তেরা উপাসনা দ্বারা সকল কার্য্যকে গ্রথিত করিয়া বলেন, উপাসনার মালা

গলায় পরিয়া জীবন কাটাইতেছেন। উপাসনা করিতে গিয়া বারংবার যদি মন চঞ্চল হয়, চক্ষু বুজাইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা ভাল পুস্তক পড়া, অন্যের প্রার্থনা শ্রবণ করা, অথবা যাহাতে ধর্ম্ম-চিন্তা ভিন্ন অন্য দিকে মন না যাইতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। অন্যমনস্ক হইয়া উপাসনা করায় বিষম অপরাধ ও তাহার ফলও বিষময়। পুনঃ পুনঃ নামজপ চাঞ্চল্য-নিবারণের একটি উপায়। নামজপ যেন কেবল শূন্য কথা উচ্চারণ না হয়, তাহা দ্বারা দয়াময়ের প্রেমভাব হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক।*

---

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ২য় কল্প, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা, ২১শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৭৯৬ শকে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মসঙ্গতের আলোচনা

ব্রাহ্মসঙ্গতের পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক সভা।

৬ই মাঘ, ১৭৯৬ শক; সোমবার; ১৮ই জানুয়ারী, ১৮৭৫ খৃঃ।

বিগত ৬ই মাঘ, সোমবার, রজনী ৮ ঘটিকার সময়, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে ব্রাহ্মসঙ্গতের সাংবৎসরিক অধিবেশন হয়। সভাস্থলে ন্যূনাধিক ২০০ ব্রাহ্ম সমবেত হন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া একটি সুমধুর উৎসাহকর প্রার্থনা করিয়া সভাকার্য্য আরম্ভ করেন। পরে সম্পাদক গত সংবৎসরের কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। অতঃপর কতিপয় সাধক তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-জীবনের সার কথা পাঠ করিলে, সম্পাদক ঈশ্বরের নিকট একটি প্রার্থনা করেন। অবশেষে ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্তন হইয়া সভাকার্য্য শেষ হয়। সভাকার্য্য শেষ হইলে পুষ্পমালা দ্বারা সভাস্থগণ অভ্যর্থিত হইয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

গত বৎসরের কার্য্য-বিবরণ।

সঙ্গত-সভার সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পুনরায় আমরা সবান্ধবে সমবেত হইলাম। এই উপলক্ষে এখানে গত দুই বৎসর যে অতুল আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি, এখন তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে এবং হৃদয় মনকে স্নিগ্ধ ও পুলকিত করিতেছে। করুণাময় ঈশ্বর করুন্, ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসবের এই প্রারম্ভদিনে এই প্রিয়স্থানে তাঁর স্বর্গের প্রেমস্রোতে অবগাহন করিয়া, আমরা সংবৎসরের দুঃখ, মনস্তাপ ও হৃদয়ব্যথা দূর করি এবং তাঁর

প্রেমযোগে সকল ভ্রাতায় হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়া স্বর্গের আনন্দ-সম্ভোগের জন্য প্রস্তুত হই।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রারম্ভে অতি উৎসাহের সহিত সঙ্গতের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। সঙ্গত-সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রাণগত যত্ন এবং নব সংস্থাপিত ব্রাহ্মনিকেতনস্থ সভ্যগণের উৎসাহ ইহার কারণ। তখন পূর্ব্ব নিয়মানুসারে প্রতি বুধবার সন্ধ্যার পর সঙ্গত-সভা হইত। এই সময় সঙ্গতের সভ্যগণ ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন ও ধর্ম্মালোচনায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং নির্জন উপাসনাদিতেও অনুরাগের পরিচয় দেন। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সঙ্গত-সভার জন্য বিশেষ চিন্তা করিতেন এবং সভ্যগণকে ধর্ম্মজীবন-সম্পন্ন করিবার জন্য অনেক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। ব্রহ্মমন্দিরে ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় যে সকল গভীর সত্যের উপদেশ দিতেন, তাহা যাহাতে সম্যকরূপে হৃদগত ও কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য উক্ত বাবু দৃঢ়রূপে উত্তেজনা ও সাহায্য দান করিতেন। সভ্যগণ উপাসনার ন্যায় রিপু-দমনের জন্য চেষ্টা করেন এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রতি পবিত্র ভাব রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নবান্ হন, তাহারও উপায় নির্দ্ধারিত করেন। সভাপতি মহাশয় ১৩ই চৈত্র (ইং ২৫ এ মার্চ্চ) ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। যাইবার পূর্ব্বে সঙ্গতকে স্থায়ী ও উন্নতভাবাপন্ন করিবার জন্য তিনি বারংবার উপদেশ দেন এবং সঙ্গতের সভ্যগণ ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ সকল কার্য্যে পরিণত করিয়া যাহাতে পৃথিবী মধ্যে একটী জীবন্ত সাধকমণ্ডলীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত একান্ত অনুরোধ করেন।

প্রতাপ বাবুর ইংলণ্ড-গমন সঙ্গতের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইল, সঙ্গত মস্তকহীন হইল। এই দুঃসময়ে শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক-মহাশয়দিগের কেহ কেহ আসিয়া ইহার সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু তাঁহারা নিয়মিতরূপে আসিতে না পারাতে সঙ্গতের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল এবং ইহার প্রতি সভ্যগণের অনুরাগেরও হ্রাস হইল। বস্তুতঃ এই সময়ে সঙ্গতের যেরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ইহার অস্তিত্ব-বিলোপের আশঙ্কা হয়। এই সময় ভক্তিভাজন আচার্য্যমহাশয় একটী সুব্যবস্থা করিয়া ইহাকে রক্ষা করিলেন। প্রতি রবিবার প্রাতে তাঁহার ভবনে যে উপাসনা হয়, সেই উপাসনার পর এক ঘণ্টা কাল সঙ্গতের কার্য্য হইবে, স্থির করেন। উপাসনার পর সকল দিন যদিও অধিক সময় থাকিত না, কিন্তু এই অল্প সময়ে আচার্য্যমহাশয়ের অমূল্য উপদেশে যে লাভ হইতে লাগিল, তাহা অনির্ব্বচনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে একটী ভয়ঙ্কর গোলযোগ উপস্থিত হইয়া সঙ্গতকে বিকম্পিত করিল। শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারকদিগের কাহার কাহার প্রতি কোন কোন দোষারোপ হয় এবং তাহার বিচারার্থ আন্দোলন হয়। এ ঘটনা অত্যন্ত শোচনীয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে অল্পমাত্র দোষের সন্দেহ হইলেও ব্রাহ্মগণ যে সতর্ক হন, ইহা ব্রাহ্মসমাজের সজীবতা ও বিশুদ্ধতার পরিচায়ক। যাহা হউক, এই আন্দোলনে সঙ্গতের মূল উদ্দেশ্য ও অধিকার যাহা পূর্ব্বে অনির্দ্দিষ্ট অবস্থায় ছিল, তাহা স্থিরীকৃত হইয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে সঙ্গতকে উপাসকমণ্ডলী বলা হইত এবং ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক-মণ্ডলীর যে অধিবেশন হইত, তাহার সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে বলিয়া

অনেকের সংস্কার ছিল। গত ২৪এ শ্রাবণ, উপাসকমণ্ডলী-সভা কেবল সঙ্গত সভারই অন্য নাম এবং মন্দিরের Congregation বা উপাসকমণ্ডলীর সহিত ইহার সংস্রব নাই, ইহা মীমাংসিত হয়। অতঃপর ৪ঠা আশ্বিন উপাসক-সভা সংগঠিত হইলে, ৫ই আশ্বিন রবিবার উপাসকমণ্ডলীসভা 'ব্রাহ্মসঙ্গত' নামে আখ্যাত হইবে স্থির হয় এবং তদবধি সেই নামে ইহার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এই সভা সম্বন্ধে যে কয়েকটী নূতন ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা এই :—

১। 'উপাসকসভা' স্বতন্ত্র সংস্থাপিত হওয়াতে অদ্যাবধি উপাসক-মণ্ডলীসভা 'ব্রাহ্মসঙ্গত' নামে আখ্যাত হইবে।

২। এই সভার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—তত্ত্বশিক্ষা ও ধর্ম্মসাধন। (১) তত্ত্বশিক্ষা অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নিগূঢ় মত সকল এখানে আলোচিত হইবে। (২) ধর্ম্মসাধন অর্থাৎ যে সকল সত্য শিক্ষা করা যাইবে, তাহা জীবনে পরিণত করিবার উপায় সকল অবলম্বিত হইবে।

৩। যাঁহারা উপাসকমণ্ডলীসভার সভ্য ছিলেন, তাঁহারা এই সভার সভ্য রহিলেন। নূতন কোন ব্যক্তি সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইলে, সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া আবেদন করিতে হইবে; সভ্যগণ সেই আবেদন গ্রাহ্য করিলে তিনি সভ্যরূপে গণ্য হইবেন। দীক্ষিত ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মার্থীও এই সভার সভ্য হইতে পারেন।

৪। সভ্যগণকে প্রতি সভায় উপস্থিত থাকিতে হইবে, সঙ্গতের নিয়মাদি পালন করিতে হইবে এবং মাসিক দাতব্য অন্যূন ৴০ আনা দিতে হইবে।

৫। ব্রাহ্মসঙ্গতের যন্ত্রস্বরূপ 'ধর্ম্মসাধন' পত্র পুনরায় নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে। সভ্যগণ বিনামূল্যে ইহার এক এক খণ্ড পাইবেন।

সঙ্গতের এইরূপ নূতন ব্যবস্থা হইয়া ইহা পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। ভক্তিভাজন আচার্য্যমহাশয়ের ভবনে প্রতি রবিবার উপাসনার পর ইহার কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়; কেবল মাসের শেষ রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে মাসিক উপাসনা হইয়া থাকে বলিয়া, সে দিবস সঙ্গতের কার্য্য বন্ধ থাকে। গত আশ্বিন অবধি ধর্ম্মসাধন পত্র পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে সঙ্গতে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, ইহার ১০ সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তত্ত্বশিক্ষা সম্বন্ধে ব্রহ্মদর্শন ও ঈশ্বরের বিশেষ করুণা—ব্রাহ্মধর্ম্মের যে দুইটি মূল বিশ্বাস এবং যাহা অবলম্বন করিয়া চিরকাল ব্রাহ্ম থাকা যায়,—সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম এবং অতি পরিষ্কার তাহা আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মদর্শন যে একটী আধ্যাত্মিক নিগূঢ় মূল সত্য এবং বিশ্বাসের উজ্জ্বলতার সঙ্গে সঙ্গে তাহা গভীররূপে উপলব্ধি করিয়া আত্মা কৃতার্থ হয়, এমন সুন্দররূপে তাহা আর কখন বুঝিতে পারা যায় নাই। ঈশ্বরের বিশেষ করুণাও যে জীবনের পরীক্ষার ব্যাপার এবং যিনি যত ঈশ্বরভক্ত, তিনি তত তাহা স্বীকার করিয়া আপনার মুক্তিপথে অগ্রসর হন—ইহা যে অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কার নয়, কিন্তু জীবনে লেখা অবিনশ্বর সত্য—তাহাও স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উপাসনাতত্ত্ব বিষয়েরও কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে।

এ কয়েক মাসের মধ্যে ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধেই অধিক আলোচনা

হয়। সঙ্গতের সভ্যেরা সাধক হইয়াছেন। সাধকের অর্থ, যাঁহারা নিয়মবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মসাধনের চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মদিগের এতদিন আশানুরূপ ধর্ম্মোন্নতি না হইবার কারণ, তাঁহারা যথার্থ সাধকের লক্ষণাক্রান্ত হন নাই, ইচ্ছা ও সুবিধা অনুসারে সময় সময় ধর্ম্মচেষ্টা করিয়া অসিয়াছেন। সঙ্গতের সভ্যগণের এই দোষ-নিবারণার্থ এবং সাধনপথে তাঁহাদিগের সাহায্য-বিধানার্থ পাঁচটী সাধন-নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয়, ইহা নিয়মিতরূপে প্রতিপালন করিতে প্রতি সভ্য বাধ্য হইয়াছেন :—

১। সঙ্গীতাদি ছাড়া প্রকৃত উপাসনা প্রতিদিন অন্যূন অর্দ্ধ ঘণ্টা।

২। নির্জন চিন্তা—স্বীয় আত্মা, চরিত্র, পরলোক ও ঈশ্বর বিষয়ে।

৩। ধর্ম্মপুস্তক পাঠ।

৪। সাধুসঙ্গ।

৫। দয়ার অনুষ্ঠান।

এই সকলের অধিকাংশ বিষয় সূক্ষ্মরূপে আলোচিত হইয়া ধর্ম্মসাধন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। দয়ার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে যে অদ্যাপি শোচনীয় অভাব আছে এবং তাহা মোচন করিবার চেষ্টা করা সঙ্গতের সভ্যগণের বিশেষ কর্ত্তব্য, ইহা হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে অভ্যস্ত হইবার জন্য নিঃস্বার্থ পরোপকার-সাধন-কল্পে সভ্যগণ মাসিক কিছু কিছু দানও দিয়া থাকেন। উপরে যে পাঁচটী নিয়ম উল্লিখিত হইল, তাহা আপাততঃ সহজ বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু

নিয়মিতরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া সভ্যগণ তাহার কঠিনতা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। যাহা হউক, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ধর্ম্মজীবনের উন্নতি পথে মহোপকার লাভ করিতেছেন। এই কয়েকটী বিষয়ে সভ্যগণ যদি অভ্যস্ত হন, চিরজীবন ব্রাহ্ম হইয়া থাকিতে পারিবেন এবং আপনা আপনি উচ্চতর সাধনের পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। সঙ্গতের এ বৎসরের শেষ আলোচনার দিন যে কথা হয়, সে আশার বিষয়ে। ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা যে নিশ্চয় পরিত্রাণ হইবে, অনেক ব্রাহ্ম এ বিষয়ে নিরাশ হইয়া শেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। এরূপ করিবার কারণ কেবল জীবনে প্রকৃত সাধনের অভাব। যাহাতে আমাদিগের পরিত্রাণ হইবে, ঈশ্বর তাহার উপায় আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন এবং তাহা আমাদিগের সহজ সাধ্যও করিয়াছেন। কিন্তু আমরা অল্প আয়াসে ক্লান্ত হইয়া পড়ি এবং বিরাম ও সম্ভোগের জন্যই অধিক উৎসুক ও ব্যস্ত হই; এজন্য আপনাদের দোষে ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারি না, অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর দোষারোপ করিয়া আপনাদিগকে অধিক অপরাধগ্রস্ত করি। এই কারণে বলা হইয়াছে, "হয় নিরাশ হও, নয় ব্রাহ্ম হও।" আমরা নিরাশার জলে প্রাণত্যাগ করিতে আসি নাই, ব্রাহ্ম হইয়া পরিত্রাণ পাইব, এই জন্য আসিয়াছি। আমাদিগের উপাস্য দেবতা সত্য-স্বরূপ, জীবন্ত, পুণ্যময়, অনন্ত করুণার সাগর, অধমতারণ পরমেশ্বর; মুক্তিদানের ক্ষমতা তাঁহারই আছে, আর কাহারও নাই, ইহা জানিয়া কেন না আশান্বিত হইব এবং পরিশ্রমপূর্ব্বক ধর্ম্মসাধন করিলে শেষে আনন্দে তাহার ফল সম্ভোগ করা যায়,

আপনাদিগের জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত কেন না প্রদর্শন করিতে উৎসাহিত হইব ?

আমাদিগের এই প্রিয় পুরাতন সঙ্গত হইতে ধর্ম্মসাধনের অনেক উপায় আমরা লাভ করিতেছি; এ জন্য আমাদিগের উপদেষ্টা ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়কে কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কার করি, যে সকল ভ্রাতা এক সঙ্গে ধর্ম্মপথের সঙ্গী হইয়া উৎসাহ দান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করি, এবং সর্ব্বোপরি যে পরমগুরু মঙ্গলময় বিধাতা এই ক্ষুদ্র সঙ্গতকে রক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা আমাদিগের পরিত্রাণ-সাধনের উপায় বিধান করিতেছেন, ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম করি ।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ২য় কল্প, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা, ৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৭৯৬ শকে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মসঙ্গতের আলোচনা

১৯শে মাঘ, ১৭৯৬ শক; রবিবার; ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৭৫ খৃঃ।

প্রশ্ন। এ বৎসর ব্রাহ্মদের কিরূপ সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলা আবশ্যক?

উত্তর। ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে দুই বিভাগ আছে, (১) সাধন-বিভাগ ও (২) কার্য্য-বিভাগ। এই দুইটী আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। কার্য্যে অধিক ব্যস্ত হইলে সাধনে ব্রাহ্মদের আস্থা নিষ্ঠা থাকে না এবং সাধনে অধিক মনোযোগী হইলে কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, অনেক দিন হইতে এই আক্ষেপ শুনা যাইতেছে এবং ফলেও যে তাহা ঠিক্, দেখা যাইতেছে। কার্য্য ও সাধনের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিলে একটী আদর্শ জীবন সংগঠিত হয়। ইহাই প্রদর্শন করা আমাদিগের এ বৎসরের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রশ্ন। কার্য্য ও সাধনের অসামঞ্জস্য থাকাতে কি কি অনিষ্ট হইতেছে?

উত্তর। সাধক ব্রাহ্মদের কার্য্যে অনেক দোষ এবং কর্ম্মী ব্রাহ্মদের উপাসনার প্রতি অনেক তাচ্ছিল্য। উচ্চ ব্রাহ্মদের মধ্যেও এই ত্রুটি দেখা যায়। সংসারের কার্য্যও যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা অনেকের স্মরণ থাকে না। কার্য্য-সম্বন্ধে মিথ্যা, কপটতা, অঙ্গীকার-লঙ্ঘন ইত্যাদি বিষয়ে বিবেক অনেকটা অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। অস্পষ্টভাবে ও গূঢ়রূপে কার্য্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম পালনের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। ব্রাহ্মদের কার্য্যালয় আছে, লোকে আসিলে

দেখা পায় না। ধর্ম্মের মত্ততা হেতু এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিলে তাহা মার্জ্জনীয় এবং কিয়ৎ পরিমাণে প্রশংসনীয়, কেহ কেহ বলিতে পারেন; কিন্তু অনেকস্থলে তাহা প্রকৃত কারণ নয়। উপযুক্ত পরিমাণে সাধনও হয় না, কর্ম্মের নিয়ম পালন করাও হয় না। ধর্ম্মে যথেষ্ট অনুরাগ থাকিলেই কর্ম্মে শৈথিল্য হয়, একথা ঠিক নয়। ধর্ম্মানুরাগ যত উদ্দীপ্ত হইবে, কার্য্যও তত সুশৃঙ্খল ও সুসম্পন্ন হইতে থাকিবে, ইহাই প্রকৃত অবস্থা। সঙ্গতের কার্য্য—কর্ম্মী ও সাধক ব্রাহ্মের সামঞ্জস্য-সাধন।

প্রশ্ন। সাধক ব্রাহ্মদের কিরূপ কার্য্যে নিয়ম করিয়া চলিতে হইবে?

উত্তর। কোন একটী কাগজ বাহির করিবার বা কার্য্যালয়ে কার্য্য করিবার ভার যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, পৃথিবী চূর্ণ হইয়া গেলেও তাহা যথানিয়মে যথাসময়ে তাঁহাকে সম্পাদন করিতে হইবে। লোকের নিকট অঙ্গীকার মুখেই কর, আর লিখিয়াই কর, দায়িত্ব সমান, সে বিষয়ে সত্যপালন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সংসারী লোকেরা যেরূপ সূক্ষ্ম নিয়ম ধরিয়া কার্য্য করে, ব্রাহ্মদিগকেও সেইরূপ করিতে হইবে। বেতনভোগী কর্ম্মচারী দ্বারা যেরূপ কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হয়, যাঁহারা অবৈতনিক কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের দ্বারাও সেইরূপ হওয়া আবশ্যক। যিনি যে কার্য্য করিতে অক্ষম, বরং তাহা ছাড়িয়া দিবেন। ব্রাহ্ম হইয়াছি বলিয়া যে স্বেচ্ছাচারী হইব, এরূপ কাহারও বলিবার অধিকার নাই; ব্রাহ্মেরা বরং অধিক নিষ্ঠাসহকারে কার্য্য করিতে বাধ্য। ব্রাহ্মদের কার্য্যালয়ও ব্যাঙ্কের মত হওয়া উচিত, নতুবা তাহা যদি নিদ্রালয়

হয়, তাহার 'সাইন বোর্ড' তদুপযোগী করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয় ও সংবাদপত্রাদি-সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম করা বিধেয়।

প্রশ্ন। কার্য্য ও সাধনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব কিনা?

উত্তর। এ সামঞ্জস্য রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, সন্দেহ নাই। কর্ম্মীরা ভক্ত হয় না এবং ভক্তেরা কর্ম্মী হয় না, ইহা পৃথিবীর চিরকালের কথা। অধিক কার্য্যের ভাবনা ভাবিতে গেলে মনের কোমল ভাব শুকাইয়া যায়; যাহাদের মনে মনে মিলে না, তাহাদিগের সঙ্গে কাজের মিলন রাখিয়া চলিতে গিয়া অনেক সময় অধৈর্য্য ও বিরক্ত হইতে হয়। কর্ম্মের সমুদায় অঙ্গ পালন করিতে গিয়া উপাসনার সকল অঙ্গ পালন করিবার সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু কার্য্য ও সাধনের সামঞ্জস্য রক্ষা কঠিন বলিয়া অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে প্রধান কর্ম্মী যে ঈশ্বর, তিনিই আমাদিগের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত। তাঁহার ন্যায় কর্ম্ম কে করে, অথচ তাঁহার ন্যায় প্রেমিক ও কোমল-প্রকৃতি কে আছে? কার্য্য ও সাধনের পরিমাণ ঠিক রাখিতে না পারিলে আমাদিগের অধোগতি হইবে। আমাদিগের কার্য্যের যত আধিক্য হউক, উপাসনা, ধ্যান, নির্জনসাধন, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি সাধনাঙ্গের কোন ব্যাঘাত হইবে না। এ বৎসর লোকে আমাদের আচরণ দেখিয়া যেন বলিতে পারে যে, ইহারা কর্ম্মীর ন্যায় কর্ম্ম করে, আবার কাজ সমুদ্র-সমান হইলেও ইহাদের ধর্ম্মসাধনের উৎসাহ ও নিষ্ঠা কিছু মাত্র কমে নাই। সাধনের অঙ্গ আরো বৃদ্ধি করা এবং কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করা এই স্থূল নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে।

প্রশ্ন। যে পরিমাণ কার্য্য আমরা স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে পারি, তাহার অধিক গ্রহণ করা উচিত কি না ?

উত্তর। কর্ম্ম হস্ত দ্বারা করা হয় না, মন দ্বারাই হয়। গবর্ণর জেনারেল্ এত বড় রাজ্য চালাইতেছেন, কেবল মনের কল দ্বারা। যারা হাতে খাটে, তারা কাজের ব্যাঘাত করে। মনে দায়িত্ব অনুভব করিয়া, ভাবনা, চিন্তা ও কৌশল উদ্ভাবনপূর্ব্বক কাজের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই, কাজ সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হয়। জাহাজের কাপ্তেন সমস্ত রাত্রি জাগেন না, কিন্তু সমস্ত রাত্রি কাজ করেন, কার্য্যের সুব্যবস্থা দ্বারা তিনি ঘুমাইবার সময় করিয়া লন। যে গৃহস্থ নিজের চক্ষে সকল সময় সকল বিষয় দেখিয়া নিজের হাতে সব করিতে যান, তিনি বাটীর কর্ত্তা হইতে পারেন না। যথার্থ কর্ম্মী হাতে বেশী খাটে না, অথচ দৃষ্টির শাসন ও বুদ্ধির কৌশল দ্বারা সকল কার্য্য উদ্ধার করিয়া লয়। আমরা যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন, কাজের দায়িত্ব মনে রাখিব এবং তাহার এমন সুব্যবস্থা করিব যে, কোন কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে না।

প্রশ্ন। "A man cannot serve two masters." কোন মনুষ্য দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না; তবে আমরা কার্য্য ও সাধন উভয় দিকে কিরূপে মন দিব ?

উত্তর। আমরা দুই প্রভুর সেবা করিনা, যাঁহার উপাসনা, তাঁহারই কাজ করিয়া থাকি। চরণ পূজা ও চরণ সেবা এক জনেরই করিয়া থাকি। স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয় না, এক স্থানে বসিয়াই দুই কার্য্য সম্পন্ন করা যায়। কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও মনে গাঢ় চিন্তা থাকা চাই, তাহা হইলে কাজ অনায়াসে হইয়া যাইবে। যাঁর কাজ

করিব, তাঁর প্রতি ভালবাসার গাঢ়তা হইলে, কাজ করিবার কৌশল ও প্রণালী আপনা হইতে বাহির হইবে। বাপ সকল ছেলের সকল অভাব দূর করেন, কিছুতে তাঁহার ত্রুটি দেখা যায় না, ভালবাসাই তাঁহার শিক্ষক ও নেতা। যারা কাজের গূঢ় নিয়ম না বুঝে, তারা রোজ নূতন নিয়ম করে ও খাটিয়া মরে।

প্রশ্ন। সংসারের জন্ত যদি ভাবিতে হইবে, তবে কল্যকার জন্য ভাবিও না, এ কথা কিরূপে রক্ষা পায়?

উত্তর। যাঁর কাজ করি, তিনি খাওয়াইবেন, পরাইবেন, ঠিক্ করিতে পারিলেই তিনি সকল বিষয় মীমাংসা করিয়া দিবেন, তজ্জন্য স্বতন্ত্র চিন্তা করিতে হইবে না। কিন্তু তাঁর যে কাজ করিবার জন্য আমরা দায়ী, তজ্জন্য সম্পূর্ণরূপে ভাবিতে হইবে।

প্রশ্ন। উপাসনা ও কার্য্য পরস্পরের ব্যাঘাত করিতে পারে কি না?

উত্তর। মন ঠিক্ থাকিলে সব ঠিক্ হইয়া যায়। যেদিন রেলওয়ে ট্রেণে যাইতে হয়, সে দিন ঠিক্ সময়ে প্রস্তুত হইবার জন্য, সময় অধিক না থাকিলেও তাহারই মধ্যে উপাসনা ঠিক্ হইয়া যায়। জগতের সমস্ত নিয়ম আগে ঠিক্ করা আছে। আমাদের জীবনের সমস্ত কাজ শৃঙ্খলের মত পরস্পর বাঁধা আছে। ঈশ্বর স্বয়ং তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এ বৎসর মাঘোৎসবে মদের দৃষ্টান্ত দিয়া ব্রাহ্মগণকে মত্ত হইতে বলা গিয়াছে। এখানেও আমরা সেই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে পারি। পোর্টে না সানিলে মাতাল ব্রাণ্ডি খায়। ব্রাণ্ডি দ্বারা মত্ত হইবার বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিলে, 'concentrated' অধিক মাদক সুরা দুই এক ফোঁটা খায়।

ধর্ম্মজগতের সেইরূপ ব্যবস্থা আছে। মৃত্যুর সময় সমস্ত দিন উৎসব করিয়া পরে মরিব, ইহা বলিলে যম ছাড়িবেনা; তখন সেই সময়ের উপযুক্ত উপাসনা করিয়া লইতে হইবে। ঈশ্বরের উপর নির্ভর থাকিলে তিনি ইহা ঠিক্ করিয়া দেন, নতুবা ভক্ত যে মরিবে। কোন কার্য্য হইতে ছুটি লওয়া আবশ্যক হইলে ঈশ্বরের নিকট তাহা পাওয়া যায়; কিন্তু সে নীচতা কেহ স্বীকার করিতে চায় না, আপনারাই আপনাদের বন্দোবস্ত করিতে যায়।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ২য় কল্প, ১৩শ সংখ্যা, ২০শে পৌষ, রবিবার, ১৭৯৬ শকে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মসঙ্গতের আলোচনা

১৭ই ফাল্গুন, ১৭৯৬ শক ; রবিবার; ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৫ খৃঃ।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মগণ গুরুশব্দ ধর্ম্মোপদেষ্টা ও আধ্যাত্মিক সহায়ের প্রতি প্রয়োগ করেন না কেন ?

উত্তর। হিন্দু সমাজের আদিম সময়ে গুরু এবং মহাগুরু এই দুই শব্দের প্রয়োগ ছিল—মহাগুরু শব্দ ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করা হইত। কিন্তু সম্প্রতি মহাগুরু শব্দের আর ব্যবহার নাই। গুরু শব্দের সহিতও নানা প্রকার কুসংস্কার যোগ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা কুসংস্কারী, তাঁহারা ত গুরুশব্দ ব্যবহার করিলে ঐ শব্দের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিবেনই ; যাঁহারা কুসংস্কারবর্জ্জিত, তাঁহাদের মনেও স্বভাবতঃ সেই অর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। হিন্দুরা যে অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা কেবল ঈশ্বরেই সংলগ্ন হইতে পারে ; সুতরাং আমরা কোন মনুষ্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করি না। নতুবা গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ এক প্রকার ব্রাহ্মসমাজেও আছে।

প্রশ্ন। এই সম্বন্ধ-বিষয়ে হিন্দুসমাজের কি কি অন্যায় ভাব আমাদের বর্জ্জনীয় ?

উত্তর। হিন্দুদিগের প্রথম ভ্রম এই, তাঁহারা গুরুকে ঈশ্বরের পদে সংস্থাপন করেন। দ্বিতীয় ভ্রম, হৃদয়ের শ্রদ্ধা কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ব্যক্তিকে অতিক্রম করে না, তাঁহাতেই বদ্ধ থাকে। অতিশয় শ্রদ্ধার উপযুক্ত হইলেও সেই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহাকেও হৃদয়ের শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয় না। ব্রাহ্মসমাজে গুরুশব্দ ব্যবহার করিলে, কিছু ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিতে হইবে। ধর্ম্ম-বিষয়ে

আমা হইতে যিনি উচ্চ, এবং যাঁহার নিকট হইতে আমি ধর্ম্মবিষয়ে উপকার লাভ করি ও করিতে পারি, তাঁহাকেই গুরু বলিতে হইবে। ব্যক্তি বিশেষে বদ্ধ না রাখিয়া ইহা সাধারণ ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রশ্ন। যাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে আনীত হইয়াছি, যাঁহার প্রার্থনা উপাসনায় যোগ দিয়া ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া অনেক বার মৃতকল্প অবস্থায় জীবন পাইয়াছি, তাঁহার সহিত কি কোন বিশেষ সম্বন্ধ থাকিবেনা ?

উত্তর। হাঁ, থাকিবে। তাঁহার সহিত এই বিশেষ সম্বন্ধ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত বিশেষ শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে হইবে। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পরিমাণের আধিক্য থাকিবে।*

* এই আলোচনাগুলি "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা, ২য় কল্প, ১৪শ সংখ্যা, ২৭শে পৌষ, রবিবার, ১৭৯৩ শকে প্রকাশিত হয়।

বেলঘরিয়া তপোবন

ঈশ্বরের আদেশ

৪ঠা চৈত্র, ১৭৯৬ শক; বুধবার; ১৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৫ খৃঃ।

ঈশ্বর বলিলেন,—আমার বিশ্বাসীদের লক্ষণ তিন। সত্য, প্রেম, এবং বৈরাগ্য। মিথ্যা, অপ্রণয়, এবং আসক্তি এই তিনকে যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক পোষণ করে, তাহারা বিশ্বাসী শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত নহে।

জিহ্বা দ্বারা সত্যকথন সর্ব্বপ্রথমে, দ্বিতীয় ব্যবহারে সরলতা, তৃতীয় অকৃত্রিম উপাসনা।

প্রেমের নিয়ম,—সকলের প্রতি মনের মধ্যে মধুময় প্রণয়, কথা সুমিষ্ট, ব্যবহার মঙ্গলকর, সহবাসে নিশ্চিত আনন্দ, শত্রু জানিলেও ভালবাসা, অপ্রেম পাইলেও প্রেম দেওয়া।

বৈরাগ্যের লক্ষণ,—অন্যকে দিবে, নিজে লইবে না; ধনস্পর্শ যতদুর সম্ভব পরিহার, সংসার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত; এবং দারিদ্র্য মধ্যে প্রফুল্ল থাকা। অসমান অবস্থাতে বৈরাগ্য সমান; দেবদত্ত ধন মানে ভোগ-বিবর্জ্জিত কৃতজ্ঞতা; সম্পদ বিপদে পুণ্যবৃদ্ধি।

এই তিন লক্ষণ দ্বারা জগৎ আমার বিশ্বাসী সন্তানদিগকে চিনিয়া লইবে।

এই সকল পাপ পরিহার করিবে,—চিন্তিত সংসারীর ন্যায় সংসার নির্ব্বাহ করা; অপরের ধ্যান ভঙ্গ করা বা হইতে দেওয়া; কঠোর কথায় নির্যাতন; বিচ্ছিন্ন ভাবে দিন যাপন; বিধানের অবমাননা ও তৎপ্রতি অবিশ্বাস; সংসারে অন্যের সমান হইবার চেষ্টা;

দোষস্বীকারের পর অনুতপ্ত না হওয়া; অতিরিক্ত বাক্য ও নিষ্ফল আলোচনা; ব্রহ্মসম্বন্ধে অস্থিরতা; কর্জ্জ করিয়া সঙ্গতির অতিরিক্ত ধনব্যয়-চেষ্টা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, পরিত্রাণ সম্বন্ধে সন্দেহ; স্ত্রীর কথায় বন্ধুবিচ্ছেদ, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও বিদ্বেষ।

নূতন বিধি অবলম্বনীয়,—পরস্পরের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা; যাঁহাদের সঙ্গে মতের মিল নাই, তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখা; নিষ্ফল তর্ক শীঘ্র শেষ করা; মনুষ্যের পদস্পর্শ একেবারে পরিত্যাগ করা, মনে ভাব হইলে পরস্পরকে নমস্কারাদি করা; আপনার ও পরিবারের ভার সম্পূর্ণরূপে প্রচারকার্য্যালয়ে অর্পণ করা, এবং নিজে তৎসম্বন্ধে অর্থ ব্যয় না করা; প্রচারকসভার আদেশ ও আশীর্ব্বাদ ভিন্ন প্রচার করিতে না যাওয়া, আহারাদি সম্পর্কে কোন বিশেষ বৈরাগ্য-লক্ষণ গ্রহণ করা, দূর দেশে বন্ধুগণ থাকিলে পত্রাদি লেখা, সাংসারিক ভাবে পরস্পরকে সম্মান না দেওয়া, সাধন ভজনের ভাব জীবনে সর্ব্বদা উজ্জ্বল রাখা, দাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার; সময়ে সময়ে স্বহস্তে রন্ধন, একত্রে ভোজন ও শয়ন।

এই আদেশ, এই উপদেশ, ইহার দ্বারা আমার বিশ্বাসী সন্তানেরা বর্ত্তমান বিধানের অন্তর্গত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিবে। অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিবে।

ধর্ম্ম ও নীতি

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক; রবিবার; ২৩শে মে, ১৮৭৫ খৃঃ।

প্রশ্ন। নীতিতত্ত্বের মূল কি?

উত্তর। ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের পিতা পুত্র, রাজা প্রজা, প্রভু ভৃত্য, আশ্রয় আশ্রিত, গুরু শিষ্য ইত্যাদি সম্পর্ক যেমন ধর্ম্মের মূল—নীতিতত্ত্বের মূলও তেমনি মনুষ্যের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ অনুসারে সমস্ত জীবন পরিচালনা ও মনের ভাব সংগঠন করিলে যেমন ধার্ম্মিক হওয়া হয়; সেইরূপ পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া উপযুক্ত ব্যবহার করিলেই নীতিবিষয়ক সমুদয় কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয়। নীতিতত্ত্ব তত জানিবার বিষয় নহে, যত প্রতিপালন করিবার বিষয়।

প্র। ধর্ম্ম ও নীতির মূল কি এক নহে? এবং এক সত্ত্বেও লোক বিশেষে একটীর উন্নতি, অপরটীর নীচতা লক্ষিত হয় কেন?

উ। এক দিকে দেখিতে গেলে নীতি এবং ধর্ম্মের মূল এক। ঈশ্বরকে জানা ধর্ম্ম, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করা নীতি। এই মূলের একতা সত্ত্বেও, পাত্রভেদে নীতির মূল মনুষ্যের সহিত সম্পর্ক বলা যাইতে পারে। মূলের একতা সত্ত্বেও, ব্যক্তি বিশেষে একের উৎকর্ষ, অপরটীর অপকর্ষ দেখা যায়। কেহ কেহ ধর্ম্মবিষয়ে উন্নত, তাঁহাদের ধ্যান ধারণা করিবার ক্ষমতা, প্রীতি ভক্তি সকলই অধিক, ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগও প্রগাঢ়, কিন্তু নীতি-বিষয়ে তাঁহাদের চরিত্র নীচ; হয় ত তাঁহারা রাগী, অথবা কামী, কি স্বার্থপর, অহঙ্কারী

ইত্যাদি। অপর দিকে কেহ কেহ বা সাধু, অথচ ধর্ম্মবিষয়ে কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। এরূপ কি প্রকারে হয়, তাহা বলা যায় না, কিন্তু ইহা জগতের প্রকৃত ঘটনা। ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য সংস্থাপন করা।

প্র। পরস্পরের সঙ্গে ত আমাদের ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধ স্থিরই রহিয়াছে?

উ। আমরা সকলে ভ্রাতা ভগ্নী সম্পর্কে আবদ্ধ, ইহা ঠিক, কিন্তু ভাই ভগ্নী বলিলে সকল বিষয় নির্দ্দিষ্টরূপে জানা হইল না। সেই জন্য পরস্পরের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক রাখিতে হইবে, নীতি-তত্ত্বের প্রথমেই তাহা স্থির করিতে হইবে।

প্র। সেই সম্পর্ক কি?

উ। প্রথম, ছোট বড়, উচ্চ নীচ, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ। ভাই ভগ্নী বলিলে সকলে সমান। কিন্তু অন্য দিক হইতে দেখিলে সকলে সমান নহে। ভাই ভগ্নীর মধ্যেও ছোট বড় আছে। মনুষ্য সংসার সম্বন্ধেও পরস্পরের সমান নয়, কেহ পিতা কেহ পুত্র, কেহ রাজা কেহ প্রজা, কেহ ধনী কেহ দরিদ্র। বিদ্যা-বিষয়েও বিভিন্নতা,—কাহার বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ, কেহ নির্ব্বোধ, কাহার বিচারশক্তি প্রখর, কাহার বিবেচনা কম, কেহ মেধাবী, কেহ মেধাহীন, কাহার কল্পনাশক্তি সতেজ, কাহার কল্পনাশক্তি নির্জীব। এইরূপ, কেহ কবি, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ গণিতবিৎ, কেহ ইতিহাসজ্ঞ। শিক্ষার ইচ্ছা-বিষয়েও তারতম্য,—কেহ দিবারাত্রি পাঠাভ্যাসে রত, কাহার পাঠের ইচ্ছাই হয় না। কেহ বা সুললিত ভাষায় সকলের হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিতে সক্ষম, কেহ বা ব্যাকরণদোষবর্জ্জিত দুইটী কথা একত্র করিয়া

বলিতে পারেন না। ঠিক সেইরূপ মনুষ্যের মধ্যে ধর্ম্ম-বিষয়েও প্রভেদ আছে। কাহার চরিত্র নির্ম্মল, পাপের বিরুদ্ধে সবল, কেহ বা বহু আয়াসে সামান্য একটী রিপুকে বশীভূত করিতে অসমর্থ। কেহ উপাসনা করিতে বসিলে, একটী গান হইতে না হইতে চক্ষের জলে ভাসিয়া যান, কাহার হৃদয় উৎসবের উত্তেজনাতেও দ্রবীভূত হয় না। কাহার বিশ্বাস, কি পরলোক-সম্বন্ধে, কি ঈশ্বর-সম্বন্ধে, সকল বিষয়ে উজ্জ্বল, কাহার মন সকল বিষয়ে সন্দিগ্ধ; কোন বিষয়েই সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। এই জন্য মানিতেই হইবে, যে কারণেই হউক, মনুষ্যের মধ্যে প্রভেদ আছে, উচ্চ নীচ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ আছে। সকলে সমান নয়! সমান মনে করাতে অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া ও ধর্ম্মের অবমাননা করা হয়। কিন্তু অসমান মনে করিলেই রিপুগণ আসিবার পথ পাইল। যতক্ষণ সকলে সমান, ততক্ষণ অহঙ্কার আসিবার উপায় নাই, কেহই আপনাকে বড় মনে করিতে পারেন না। যাই অসমান মনে করিলাম, অমনই রিপুগণ আসিবার পথ পাইল। আপনাকে যদি বড় মনে করি, তাহা হইলে গর্ব্ব দম্ভ আসিবার পথ পরিষ্কার হইল; যদি সর্ব্বাপেক্ষা নীচ মনে করি. তাহা হইলেও মন নীচ (demoralize) হইতে আরম্ভ করিল। বড় ছোট মনে না করিয়াও উপায়ান্তর নাই, কারণ সমান বলিলে অসত্য মনে করা হয়। আমাদের নীতিশাস্ত্রকে এইরূপে দণ্ডায়মান করাইতে হইবে, যাহাতে বড় ছোটর ভাব থাকিবে, অথচ পাপ আসিবার পথ পাইবে না।

প্র। ইহা কিরূপে হইতে পারে?

উ। আমাদের নীতিশাস্ত্র একটী অঙ্গীকারপত্র (contract)।

যখন কাহার সহিত কোন সম্পর্ক স্থাপন করিলাম, তখন স্পষ্টাভিধানে ইহা বলিয়া দেওয়া হইল, আমরা চিরদিন এইরূপ ব্যবহার করিব। সংসারের সম্পর্ক যেরূপ অন্যথা হয় না,—পিতা চিরদিন সকল অবস্থাতেই পিতা, সন্তানও সেইরূপ সকল সময়েই সন্তান, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চিরদিনই জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ চিরদিনই কনিষ্ঠ; সেইরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধেও পরস্পরে যে সম্পর্ক, তাহা নিত্য। ইহা স্থায়ী অঙ্গীকারপত্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিরদিনই কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চিরদিনই জ্যেষ্ঠ।

প্র। যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কোন দোষ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তিনি জ্যেষ্ঠ থাকিবেন কিরূপে?

উ। জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠই থাকিবেন। দোষ প্রকাশ পাইল বলিয়া পূর্ব্বেকার সম্বন্ধ যায় না, তবে তাঁহার সহিত আর একটী নূতন সম্পর্ক তৎসঙ্গে দাঁড়ায়, সেটী দয়া। পিতা কোন দোষাশ্রিত হইলে তিনি পিতাই রহিলেন, তবে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ও অক্ষম হইলে যেরূপ তিনি দয়ার পাত্র, তাঁহার ভরণ পোষণের ভার সন্তানকে লইতে হয়, সৎপুত্রের নিকট দোষ বিষয়েও তিনি তদ্রূপ। তাঁহার পিতৃত্ব কোন কারণেই যায় না, সন্তানের সন্তানত্বও বিনাশ পায় না। ধর্ম্মসম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দোষ থাকিলে তিনি তদ্বিষয়ে দয়ার পাত্র, কিন্তু জ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনি চিরদিন সম্মান পাইবেন। উন্নতিশীল ও পুরাতন ব্রাহ্মদের নামেই পার্থক্য লক্ষিত হয়, তথাপি দেবেন্দ্র বাবুকে যে কেহ উপদেশ দিবেন, ইহা কখনই হইতে পারে না, তাঁহার পদতলে পড়িয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেই হইবে; তবে তাঁহার যে সমুদয় দুর্ব্বলতা, তাহার জন্য তিনি দয়ার পাত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অভক্তি যেমন পাপ, পূর্ব্বকার সম্পর্ক উড়াইয়া দেওয়াও সেইরূপ পাপ।

প্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সদ্গুণশালী হইলে, তাহার প্রতি কিরূপ ভাব থাকিবে?

উ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিরকাল স্নেহের পাত্র। গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, সদ্গুণবিশিষ্ট হউক আর দূষিতচরিত্র হউক, স্নেহ সর্ব্বদা সকল অবস্থায় থাকিবে। তবে দোষ থাকিলে তাহার সঙ্গে দয়া ও গুণ থাকিলে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। পুত্র যদি বিদ্বান্ হয়, তবে সেই বিদ্যার প্রতি পিতাও সমাদর করিবেন। বাস্তবিক সদ্গুণের প্রতি শ্রদ্ধা ও দোষের প্রতি দয়া, ইহাই স্বাভাবিক ভাব। যে স্থানে তাহা লক্ষিত হউক, সেই স্থানেই তাহা শ্রদ্ধা কিম্বা দয়ার বিষয়। সদ্গুণের প্রতি কেবল শ্রদ্ধা থাকিবে, তাহা নয়, সদ্গুণ অনুকরণ করিতে হইবে। পিতার নিকট সন্তান, সন্তানের নিকট পিতা, কনিষ্ঠের নিকট জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠের নিকট কনিষ্ঠ সদ্গুণ শিক্ষা করিবেন। ইহা হইলে সকলেরই অহঙ্কার নিরাকৃত হইল, নীচ হইয়া যাইবারও কোন আশঙ্কা রহিল না। সকলেই বড় হইলেন, সকলেই ছোট হইলেন। গুণের নিকটে সকলকেই মাথা হেঁট করিতে হইল। স্বর্গের প্রতি শ্রদ্ধা, পাপ নরকের প্রতি ঘৃণা ও জ্যেষ্ঠই হউন বা কনিষ্ঠই হউন, পাপে নিমগ্ন ভ্রাতার প্রতি দয়া করিতেই হইবে।

প্র। অঙ্গীকার অবশ্য স্থায়ী, তবে এরূপ সম্পর্কের স্থায়ী ভূমি কি?

উ। যিনি আমাকে ব্রাহ্ম করিয়াছেন, তাঁহার সহিত এই সম্বন্ধ স্থায়ী। যাঁহার উপদেশে উপকার হইয়াছে, তাঁহার সহিত সেই সম্পর্ক স্থায়ী। যাঁহারা পুরাতন ব্রাহ্ম, তাঁহাদের সহিত নব্য ব্রাহ্মদের

জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এইরূপ স্বভাবতঃ এক এক জনের সহিত এক এক প্রকার সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। কাহার সহিত কাহার কি সম্বন্ধ, তাহা কেহ বলিয়া দিতে পারে না। পিসা কি মামার সহিত ভিতরকার সম্পর্ক কি, তাহা কে বলিতে পারে? ধর্ম্মবিষয়েও সেইরূপ। তবে প্রত্যেকে অন্তরে এরূপ একটী সম্পর্ক বুঝিতে পারেন, তাহাই স্থায়ী ও নিত্য।

প্র। যাঁহার উচ্চ গুণ থাকিবে, তিনি নিজে তদ্বিষয়ে কিরূপ করিবেন?

উ। তিনি তাহা কেবল জানিয়া থাকিবেন। অন্য দিকে তাঁহার যাহা নাই, তাহা যাঁহাতে দেখিবেন, তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবেন। যিনি কর্ম্মী, তিনি ভক্তকে দেখিয়া বলিবেন, ইঁহার যেমন ভক্তি, আমার তেমন ভক্তি নাই, এইরূপ ভক্তি লাভ করিতে আমি যত্ন করিব। আবার ভক্ত ব্রাহ্ম কর্ম্মীর তদ্বিষয়ে প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কর্ত্তব্যপালন শিক্ষা করিবেন। এইরূপে জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতা, কাজ করিবার ক্ষমতা, সকল বিষয়েই প্রাধান্য দেখিলে অপরে তাহা স্বীকার করিবেন ও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। পৃথিবীতে কেহ অধিক, কেহ কম হাঁটিতে পারে; কেহ অধিক, আর কেহ কম, আর কেহ বা সামান্য খাদ্য আহার করিতে পারে; কেহ সুস্বাদু আহার্য্য ভিন্ন আহার করিতে পারে না। অনুসন্ধান করিলে, সকলেই কোন না কোন বিষয়ে আমা হইতে শ্রেষ্ঠ, দেখা যাইবে। সুতরাং অহঙ্কারী হইবার পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বাস্তবিক শিখাইবার ভাব আমাদের প্রধান, কিন্তু যাঁহার নিকট যাহা কিছু শিখিবার আছে, তাহা শিক্ষা করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করি না।

আমরা অন্যের দোষ দেখাইয়া গুণকে তাহাতে নিমগ্ন করিতে প্রয়াস পাই। যিনি কর্ম্মী অন্যের ভক্তি দেখিলে তিনি এইরূপ অহঙ্কার করেন যে, আমার মত কাজ করিতে ত ইনি পারেন না। যিনি ভক্ত, তিনি বলেন, আমার মত ভক্তি ইঁহার নাই। এইরূপ ভাবই দূষণীয়।

প্র। দ্বিতীয় সম্পর্ক কি ?

উ। পরস্পরের সহিত দ্বিতীয় সম্পর্ক শাস্তা ও শাসিত। দোষ দেখিলে তাহা সংশোধন করিতে যত্ন করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। জগতের পাপ দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার জন্য, প্রত্যেকে ঈশ্বরের নিকট দায়ী। অল্লাধিক পরিমাণে এরূপ শাসন করিতে সকলেই পারেন। কিন্তু এই শাসন দয়া ভিন্ন কোন প্রকারেই হইতে পারে না। কোন দোষ অবলম্বন করিয়া নীচে নামান অনেকের ইচ্ছা, ইহা ঈর্ষা বা অসূয়ামূলক ; এরূপ ভাবে শাসন করিতে যাওয়া দূষণীয়। ইহা শাসনের প্রকৃত ভাব নহে। দয়া ও দোষ-সংশোধনের ইচ্ছা না থাকিলে শাসন হয় না, নির্য্যাতন হয়। নির্য্যাতনের ভাব সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। দয়ার ভাবে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে শাসন করিবেন। যাঁহারা ছোট, তাঁহাদের প্রতি শাসন করা সহজ ; বড় ও জ্যেষ্ঠ যাঁহারা, তাঁহাদের দোষ দূর করিতে চেষ্টা করা শক্ত। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে পিতাকেও পুত্র সংশোধন করিতে যত্ন করিবেন, পানাসক্ত পিতার পানদোষ-দূরীকরণ-চেষ্টা, সন্তানের কর্ত্তব্য। কার্য্যেতে এই সকল সম্পর্ক বান্ধিয়া ফেলিতে হইবে। বড়রও দোষ-সংশোধনের চেষ্টা পাইতে হইবে, গুণ কনিষ্ঠে লক্ষিত হইলে তাহাও আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

রিপুদমনের উপায়

রবিবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক; ৬ই জুন, ১৮৭৫ খৃঃ

প্রশ্ন। রিপুগুলি ও তাহা দূরীকরণের উপায় সকল সহজে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার উপায় কি?

উত্তর। দুইখানি হস্তের সহিত পাপ ও তদ্বিপরীত পুণ্যের যোগ স্থাপন করিতে হইবে। অর্থাৎ বাম হস্তের পাঁচ অঙ্গুলী যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা; দক্ষিণ হস্তের পাঁচ অঙ্গুলী—পবিত্রতা, ক্ষমা, বৈরাগ্য, বিনয়, প্রেম। বৃদ্ধাঙ্গুলী হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটী অঙ্গুলীর সহিত এক একটী বিষয়ের যোগ সংস্থাপন করিয়া রাখিলে, যখনই হস্তের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে, তখনই রিপুগণের কথাও মনে হইবে, এবং তাহার ঔষধও পাওয়া যাইবে।

প্র। সমস্ত পাপকে একটীতে এমন পরিণত করা যায় কি না যে, মনের সমস্ত একাগ্রতা তৎপ্রতি নিয়োগ করিলে, তাহার বিনাশ সাধন করা যাইতে পারে।

উ। না। ষড় রিপুর মধ্যে মোহকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত রিপুকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই পাঁচটীর প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য আছে। যেমন কাম জীবনে ব্যভিচার আনয়ন করে ও মনুষ্যকে অপবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করে, ক্রোধের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা হয়, লোভ ভোগবাসনা বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে, অহঙ্কার স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে চায়, স্বার্থপরতা আপন টান টানে; সেইরূপ কামরিপুর ঠিক বিপরীত পবিত্রতা,

ক্রোধের বিপরীত ক্ষমা, লোভের বিপরীত বৈরাগ্য, অহঙ্কারের বিপরীত বিনয়, স্বার্থপরতার বিপরীত জীবে প্রেম। বাম হস্ত নীচে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে তুলিতে হইবে। পঞ্চে পঞ্চ জয় করিতে হইবে। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এক চাপড়ে পাঁচটী রিপুকে বিনাশ করিতে হইবে। এই উপমা দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইল যে, ভাব পক্ষে কিছু না হইলে, অভাব পক্ষীয় পাপ বিনষ্ট হয় না। আবার ঠিক বিপরীত না হইলেও হইবে না। বিনয় দ্বারা কাম-রিপু নিরস্ত হইবে না, অথবা ক্ষমা-সাধনে স্বার্থপরতা যাইবে না।

প্র। মিথ্যা কথা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি কি পাপ নহে?

উ। ইহারাও পাপ, কিন্তু স্বয়ং স্বতন্ত্র একটী শ্রেণীর পাপ নহে। যে সমুদয় শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইল, উহারা তাহারই অন্তর্গত। কাম কিম্বা লোভ ইত্যাদি পাপ চরিতার্থ করিবার জন্য লোকে মিথ্যা বলে। ক্রোধ, লোভ, কি অন্যান্য পাপের উত্তেজনায় লোকে নরহত্যা করে। আর একটী বালককে ডাকিয়া লইয়া নানা প্রকারে ঠকাইতে চেষ্টা কর, উহা চতুরতার অহঙ্কার-জনিত। যুদ্ধ করিবার উৎসাহ একটী ভয়ানক পাপের দৃষ্টান্ত, কিন্তু উহা শত্রু জব্দ করিবার ইচ্ছা-সম্ভূত। এইরূপে (analyse) বিভক্ত করিয়া দেখিলে ইহা নিশ্চয় দেখা যায়, যাহাকে পাপ বলা যায়, তাহাই এই পাঁচটীর এক কি একাধিক শ্রেণীর মধ্যগত। দুষ্ট প্রকৃতি বালকের স্বভাব দর্শন করিয়া, অনেকানেক সম্প্রদায় মধ্যে নানা প্রকার কুসংস্কার স্থান পাইয়াছে। কেহ বালকের প্রকৃতিই পাপ-সংস্পৃষ্ট, এইরূপ মনে করিয়া থাকে। এই জন্য প্রত্যেক পাপকে সম্পূর্ণ (analyse) বিভক্ত করিয়া অনুসন্ধান করা আমাদের উচিত, নতুবা আমাদের মত স্থিরতর রাখা দুষ্কর।

প্র। অন্যায় কি একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর পাপ নহে ?

উ। না। পরস্ত্রী অপহরণ করা অন্যায়, কারণ তাহা পবিত্রতার বিরোধী ; চুরি করা পাপ, কেন না তাহা বৈরাগ্যের বিরুদ্ধ। এইরূপ সকল অন্যায়ই কোন না কোন পবিত্রতার বিরোধী বলিয়াই অন্যায়, নতুবা অন্যায় বলিয়া আর স্বতন্ত্র কোন শ্রেণীর পাপ নাই।

প্র। যখন দেখিতেছি, লড়াইয়ের উৎসাহ হইতে বৃহৎ ও অতি পুরাতন সমৃদ্ধিশালী নগর সমূহ ধ্বংস হইতেছে এবং হাজার হাজার মানবের প্রাণবধ হইতেছে, তখন পাপ কেবল দুর্ব্বলতা, ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে ?

উ। অসামাল অবস্থাই পাপ। যখন ক্ষমার বল চলিল না, তখনই ক্রোধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধে যে বল প্রকাশ পায়, তাহা বুদ্ধির ক্ষমতা ও বাহুবল। স্থির ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, শক্তি দুইটী নাই। সৎকার্য্য করিবার জন্য একটী হাত, অসৎকার্য্য করিবার আর একটী হাত, সাধু চিন্তা করিবার জন্য একটী মন, অসাধু চিন্তা করিবার জন্য অন্য একটী মন, এরূপ নহে। শক্তি এক, এবং তাহা পবিত্র। তবে ইচ্ছা নানারূপে তাহা নিয়োগ করিতে পারে। ইচ্ছার সবল অবস্থায় তাহা ভাল পথে নিয়োগ করিয়া পুণ্য লাভ করে, অসামাল অবস্থায় বিপথে চালনা করিয়া পাপে আপনাকে কলঙ্কিত করে। লোকে অনেক সহ্য করিয়া পরে শত্রুকে এক ঘা মারিল, মারিবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিল, "এতক্ষণ সহ্য করিতে-ছিলাম, আর পারিলাম না।" "পারিলাম না" এই কথাতেই অসামাল অবস্থা বা দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। পাপ বলিয়া একটি শক্তির অস্তিত্ব কেহই স্বীকার করিতে পারে না। এই দুর্ব্বলতার

ভাব বাম হস্তের সহিত সুন্দর মিলিয়া যায়। বল দক্ষিণ হস্তে, সেই হস্তের বলে ও ঈশ্বর-করুণায় এক চড়ে পাপ তাড়াইবে হইবে।

প্র। কোন্ পাপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ?

উ। সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কিন্তু বৃদ্ধ পাপ অর্থাৎ কামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এই পাঁচটী রিপুদমন-ব্রত পৃথিবীতে পালন করিয়া, সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিয়া, সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাদিগের দমন ব্যতীত অন্য সকল সাধন বৃথা ও নিরর্থক। ভক্তিতে বিগলিত হইলে তাহা লোকে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু ধর্ম্ম-সাধনের এবং ঈশ্বর-দর্শন ও সহবাসের অনিবার্য্য ফল রিপুদমন ও জীবনের পবিত্রতা, ইহাই সকলের লক্ষ্য ও সাধক-জীবনের লক্ষণ। প্রাণপণ করিয়া এই ব্রত সাধন করিতে চেষ্টা করা উচিত।

প্র। হস্তের সঙ্গে ভাবযোগ দ্বারা আমরা কি কি লাভ করিলাম ?

উ। প্রথমতঃ পাপ এবং তদ্বিপরীত পুণ্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার উপায়।

দ্বিতীয়তঃ এক চড়ে পাপ তাড়ান।

তৃতীয়তঃ অঙ্গুলীর উপরে অঙ্গুলী বিনিবেশ করিয়া করযোড়ে প্রার্থনার ভাব যথা—"বাম হস্তকে দমন করিয়া দক্ষিণ হস্তের জয় স্থাপন কর।"

চতুর্থতঃ বাম হস্ত নীচে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পবিত্রতার জয় ঘোষণা।

মুক্তির অবস্থা

১৪ই আষাঢ়; ১৭৯৭ শক; রবিবার; ২৭শে জুন, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। মুক্তির জন্য প্রার্থনা স্বার্থপরতা কি না?

উত্তর। স্বার্থ অর্থ আপনার, আপনার বলিয়া যাহা কিছু গ্রহণ কর, তাহাতেই স্বার্থ থাকে। অন্য দিকে পর অর্থ অন্যের, আপনার ছাড়িয়া যাহা অন্যের জন্য, তাহাতেই নিঃস্বার্থ ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দুই সামান্যতঃ পৃথক্ এবং বিপরীত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। মুক্তি যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহারা এ দুইকে স্বতন্ত্র রাখিয়া কেবল আপনারই কল্যাণ ও পরিত্রাণের প্রার্থনা করেন না; কিন্তু পর ও আপনাকে এক করাই তাঁহাদের ব্রত। যিনি অপর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, আপনার জন্য মুক্তি কামনা করেন, তিনি স্বার্থের সেবা করেন, সুতরাং তাঁহার পরিত্রাণ বহু দূরে। ধর্ম্মের নাম করিয়া তিনি পাপই সঞ্চয় করিতে থাকেন। মুক্তিতে স্বার্থপরতার বিনাশ। এই বিনাশ-সাধনের অর্থ পর ও আপনাকে একীভূত করা। জগৎ ও ঈশ্বরে যখন আপনাকে লীন করিয়া দেওয়া হয়, তখনই মুক্তি। মুক্তি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা বুঝিতে না পারাতে অনেকে বিপাকে পড়েন; সুতরাং তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের একান্ত কর্ত্তব্য। মুক্তি-ইচ্ছার অর্থ এই যে, আমি জগৎ ও ঈশ্বরে লীন হইয়া যাই। মুক্তির প্রার্থনা এই, "হে ঈশ্বর! আমাকে সমস্ত জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দাও ও তোমাতে লীন কর।" মুক্তির অবস্থাতে মনের ভাব এইরূপ হয় যে, আমি খাইলে আমার দেশ খায়, আমার

পুষ্টি-সাধনে জগতের পুষ্টি, আমার চিন্তা জগতের চিন্তা, আমার অধ্যয়নে জগতের অধ্যয়ন, আমার উপাসনা জগতের উপাসনা। অন্যদিকে জগতের উন্নতিতে আমার উন্নতি, জগতের পরিত্রাণে আমার পরিত্রাণ, জগতের মঙ্গলে আমার মঙ্গল। আমার আমিত্ব, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, সমস্ত জগতে লীন করিয়া দেওয়াই পরিত্রাণ। তখন আমার আর কিছু রহিল না, আমি জগতের সঙ্গে বিলীন হইয়া তাহারই ক্ষুদ্র সামান্য অংশরূপে পরিণত হইলাম।

প্র। পরিত্রাণের জন্য সমস্ত ছাড়িয়া বনবাসী হওয়া, নির্জ্জনে জীবন অতিপাত করা কিরূপ কার্য্য ?

উ। বৈরাগ্য-ভাবের আধিক্য দেখিলে অনেকেই সন্দেহ করেন, এবার এই কয়টী ব্রাহ্ম সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইবে, ইহারা আর গৃহে থাকিতে পারে না। এটী তাঁহাদের বিষম ভ্রম। পরিত্রাণার্থী ব্রাহ্ম কখন বনবাসী হইতে পারেন না। মদ খাওয়া, ব্যভিচার করা ইত্যাদি যেমন পাপ, সকলকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া একাকী স্বর্গে যাইব, এরূপ ইচ্ছাকেও ব্রাহ্মেরা তেমনই একটী পাপ বলিয়া মনে করেন। তাঁহার পরিত্রাণ পাওয়ার অর্থ, জগৎকে সঙ্গে করিয়া, ভাই ভগ্নীর অনুচর হইয়া, জগতের অংশরূপে স্বর্গে যাওয়া। তিনি একাকী যাইতে চান না, যাইতেও পারেন না। তিনি জঙ্গলে যাইয়া জগতের মঙ্গল করিতে পারেন না, সুতরাং জঙ্গল তাঁহার পরিহার্য্য।

প্র। একজনের নিঃস্বার্থ ভাব থাকিলে জগতের উপকার হইবে, ইহা কি নিশ্চয়রূপে বলা যায় ?

উ। নিঃস্বার্থ ভাব থাকিলে জগতের উপকার হইবেই।

নদীস্রোত যেমন বৃথা বহিয়া যায় না, তীরস্থ প্রদেশকে উর্ব্বরা করে ; বায়ু যেমন বৃথা প্রবাহিত হয় না, প্রতি নিঃশ্বাসে শত শত জীবের প্রাণ দিয়া যায় ; সূর্য্য যেমন বৃথা কিরণ বর্ষণ করে না, ধরণীকে উত্তপ্ত করে ; ঠিক সেইরূপ সাধুর নিঃস্বার্থ ভাব। তিনি নিঃস্বার্থ-ভাবে উপাসনা করিলেন, আজ হউক, কাল হউক, অথবা দশ লক্ষ বৎসর পরেই হউক, তদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ হইবেই। কত শত শত বৎসর পূর্ব্বে সাধুভক্তগণ একটী কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিম্বা একটী ভাব প্রচার করিয়াছেন, আমরা এখন তাহার ফল লাভ করিতেছি। একটী কথা কত জনকে জীবন প্রদান করিতেছে। কত শতাব্দী পূর্ব্বে হয় ত কেহ নির্জ্জনে জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহারই ফলস্বরূপ আজ জগতের এক প্রকার নূতন মুখশ্রী ; শত সহস্র শতাব্দী পরেও তাহারই কার্য্য জগতে হইতে থাকিবে ও তাহা জগৎকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যাইবে। এই ব্রাহ্ম-সমাজ দ্বারা জগতের কত উপকার হইয়াছে, কেহ কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন ? যে কয়টী ব্রাহ্ম দীক্ষিত হইয়াছে বা নিয়মিতরূপে মন্দিরে উপাসনা করিতে আইসে, ইহা দ্বারা যাঁহারা ইহার উন্নতির পরিমাণ করিতে চাহেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব দেশের মধ্যে কত দূর প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে, এবং তাহাই ইহার বাস্তবিক উন্নতির পরিমাণ-দণ্ড। কেহ মৎস্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, কাহার একটু ভক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, কাহার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে, কোন কোন সম্প্রদায় উপাসনা কি উৎসব-পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এই সমস্তই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া গণনা করিব।

প্র। পরিত্রাণার্থী তবে কি আপনার জন্য প্রার্থনা করিবেন না ?

উ। যদি করেন, তাহার ভাব স্বতন্ত্র। তিনি যদি বলেন, "আমাকে প্রেম দাও," তাহার অর্থ, "আমি যেন জগৎকে ভালবাসিতে পারি;" যদি বলেন, "আমাকে পুণ্য দাও," তাহার অর্থ, "জগৎ পবিত্র হউক।" ভক্ত যাহা প্রার্থনা করেন, তাহা জগতের জন্য, যাহা পান, তাহাও জগতের জন্য। তিনি ঈশ্বর হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করেন, তাহাই ভাই ভগ্নীদিগকে বিলাইয়া দিবার জন্য। তিনি আপনার জন্য পরিত্রাণ চানও না, ঈশ্বর যদি দিতে চান, তাহা তিনি গ্রহণও করেন না। তিনি বলেন, "আমার আর দশ জন রহিয়াছে, তাহাদের জন্য চাই"। "যাকে দিব কি" এই ধ্রুবের চিন্তা। বাস্তবিক মুক্তির প্রার্থনার অর্থ যদি "আমার আত্মার গতি হউক" এই হয়, তবে ইহা স্বার্থ। "আমার আত্মার মুক্তি জগতের জন্য হউক" ইহাই নিষ্কাম পরিত্রাণ প্রার্থনা।

প্র। মুক্তির অবস্থা কি ?

উ। মনের সমস্ত সাধুভাব প্রস্ফুটিত হওয়াই মুক্তির অবস্থা। প্রেমের উন্নতিতে স্বার্থপরতা বিনাশ পাইয়া, পর ও নিজ দুই এক হইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্থল—পুত্রের জন্য পিতার ধন-সঞ্চয়। এখানে পিতার অন্তর মধ্যে পুত্র বসিয়া আছে। পিতার ধন-সঞ্চয়-সুখ ভাবী কালে; তদ্দ্বারা পুত্র সুখী হইবে, এই মনে করিয়া। এখানে পিতা পুত্র এক হইয়া গিয়াছে।

প্র। লীন হইয়া যাওয়ার অর্থ কি ?

উ। আমরা যখন লীন হইয়া যাওয়া ব্যবহার করি, তখন তদ্দ্বারা ইচ্ছার একতা বলি। পদার্থের স্বতন্ত্রতা, অথচ প্রেম ও

ইচ্ছার একতাই এখানকার লীনতার অর্থ। ঈশ্বরের সহিত লীন হওয়ার অর্থ, তিনি যাহা ভালবাসেন, তাহাই ভালবাসা, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই ইচ্ছা করা। যেরূপ পঞ্চাশ জন লোক যদি এক সঙ্গে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তখন আর পঞ্চাশ জন থাকে না, কিন্তু ইচ্ছা বিষয়ে এক হইয়া যায়।

মানের আকাঙ্ক্ষা

১৭ই শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক; রবিবার; ১লা আগষ্ট, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। ঐশ্বর্য্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিলেও, মান পাইবার ইচ্ছা যায় না কেন?

উত্তর। ধন—মান পাইবার একটী উপায় মাত্র, ধন ব্যতীতও মান-লাভের অন্যান্য বহুবিধ উপায় আছে। সংসারের সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য-ব্রত লইয়াও, মনুষ্য মান অভিলাষ করিতে পারে; বৈরাগ্যই তাহার পক্ষে মান-লাভের বিষয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট সন্ন্যাসীও আপনার সন্ন্যাস বিষয়ে মানী হইতে পারে। সুতরাং ধনলোভ কি ঐশ্বর্য্য-বাসনা গেলেই যে অহঙ্কার যাইবে, ইহার নিশ্চয়তা কোথায়? বাস্তবিক শরীর সম্বন্ধে কাম-রিপু যেরূপ, মনের সম্বন্ধে মানাভিলাষ তদ্রূপ বলা যাইতে পারে। যতদিন শরীর আছে, ততদিন কাম-রিপু প্রায় থাকিয়া যায়, সেইরূপ মনের সহিত মানাভিলাষের সম্বন্ধ। বিষয় ব্যতীতও কাম উত্তেজিত হয়, কারণ তাহার মূল শরীরে, সেইরূপ কারণ ছাড়াও মানাভিলাষ থাকিয়া যায়, কেন না তাহার মূল মনে। নারী ও ঈশ্বর অভেদ দর্শনে ও চিন্তনে যেমন কাম-রিপু একেবারে বিনাশ পায়, সেইরূপ "আমার" বলিবার কিছু না থাকিলেই মানাভিলাষ ধ্বংস হয়। স্ত্রীলোক দেখিলে বা ভাবিলেই যদি ঈশ্বরের পবিত্র ভাব হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে যেমন কাম-রিপু আসিবার অবকাশ পায় না, সেইরূপ কোন সৎকার্য্যই আমার নহে, সব ঈশ্বরের, এই

জ্ঞান যদি স্বতঃ আসিয়া মনকে অধিকার করে, তাহা হইলে আর মানাভিলাষ হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না।

প্র। এই মানাভিলাষ-বিনাশের প্রণালী কি?

উ। বাহিরের কোন উপায় দ্বারা ইহাকে বিনাশ করা যায় না। বাহিরের ধন কি ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অহঙ্কার বিনাশ করিব, এ আশা দুরাশা মাত্র। পৃথিবীতে এইরূপ দেখা যায় যে, যিনি যে বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি অন্যকে সেই বিষয়ের অসারতার উপদেশ দেন। তাঁহার অপেক্ষা উচ্চ যিনি, তিনি উচ্চ শ্রেণীর অসারতার উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু বাস্তবিক সকল শ্রেণীর উপদেষ্টার মধ্যেই কোন না কোন বিষয়ে আসক্তি ও আদর দেখা যায়। তবে সংসারের অসারতা নিয়ত ভাবা ইহার এক প্রকার সাধন। যতই ভাবি, সংসারের কোন বস্তুই সার নহে এবং তাহা আমার নহে, দুই দিন অগ্র পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে, ততই পার্থিব বিষয়ের জন্য অহঙ্কার ও মানাভিলাষ চলিয়া যায়। দ্বিতীয় উপায়—পরস্পরের সহায়তা। আমরা আমাদের প্রশংসার সহিত অনেকটা গরল অন্যের মনে ঢালিয়া দিই। আমরা মনুষ্যকেই প্রশংসা দিই, সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগকে প্রশংসা-লাভের উপযুক্ত মনে করিয়া, আমাদের নিকট তাহা প্রত্যাশা করেন। এইরূপে মানাভিলাষ ও অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যদি মনুষ্যকে না দিয়া আমরা প্রশংসা ঈশ্বরকে প্রদান করি, তাহা হইলেই ঠিক হয়। কেহ ভাল উপাসনা করিলেন, কিম্বা মনোহর উৎকৃষ্ট একটী সঙ্গীত রচনা করিলেন, আমরা প্রশংসা তাঁহাকে না করিয়া যদি বলি, "আহা! ঈশ্বর কি মনোহর উপাসনা করাইলেন, অথবা

সঙ্গীত শ্রবণ করাইলেন, তাঁহার মহিমায় সকলই হয়," তাহা হইলে কার্য্যতঃ পরস্পরের অনিষ্ট কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া হয়, তাহার অহঙ্কার-বিনাশের উপায়ও করা হয়। এইরূপে পরস্পরের সহায়তা করা একান্ত প্রার্থনীয়। কিন্তু এই উপায়টীতে একটী বিপদ আছে। অনেকে প্রশংসা না পাইয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতে পারে। ফলাফলবিচারশূন্য হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, সমস্ত প্রশংসাটী ঈশ্বরে সমর্পণ করি, আর যাহা কিছু দোষ, পাপ ঘৃণিত ও নিন্দনীয়, তাহাই আপনাদের বলিয়া গ্রহণ করি। এই বিষয়ে পুরাকালের সাধু ভক্তগণ এত চিন্তা করিয়াছেন ও বলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের ভাবিবার আর অল্পই আছে। এখন আমাদের কার্য্য এই, তাঁহাদের সেই সমুদয় চিন্তা ও প্রণালী একত্র গ্রহণ করিয়া, আমরা একটী জমাট সাধন আরম্ভ করি।

এই সাধন-প্রণালী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মদের মধ্যে কে কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাহা নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, অনেক গোল উপস্থিত হয়। কেহ ব্রাহ্ম হইয়াই আপনাকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্ম মনে করিয়া অহঙ্কারী হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার উপযুক্ত সাধন পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চ শ্রেণীর সাধন আরম্ভ করিয়া বিফলযত্ন হন, পরিশেষে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন। এইরূপে অনেক ব্রাহ্ম মরিয়াছেন, এই জন্য কে কোন্ শ্রেণীর সাধক, তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে কাহারও আত্ম-প্রতারিত বা অহঙ্কারী হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। এই শ্রেণীবদ্ধ করিবার উপায় একটী আদর্শ (Standard) স্থির করা, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার শ্রেণীর উল্লেখ এবং কোন্ শ্রেণীর পক্ষে কি

কি সাধন, তাহার নির্দ্দেশ থাকিবে। ইহাতে ব্যক্তিগত উচ্চ নীচতার কথা থাকিবে না, কেবল শ্রেণীর উচ্চতা নিম্নতা অনুসারে অবস্থার প্রভেদ নির্দ্দেশ করা হইবে। মনুষ্য আপনাকে চিনে, আপনার নিকট প্রবঞ্চিত হইবার কাহারও ভয় নাই। সুতরাং আপনাকে উচ্চ মনে না করিয়া, সকলেই স্বীয় স্বীয় শ্রেণী বাছিয়া লইতে পারিবেন, তাহা হইলেই এই নির্দ্দিষ্ট আদর্শের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সাধন সম্বন্ধেও নিয়ম থাকিবে; তবে সাধন করা, না করা, প্রত্যেকের আপনার ইচ্ছাধীন থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে সৈনিক শাসন-প্রণালী (Military discipline) প্রবর্ত্তিত হইলেই বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। প্রত্যেক অপরাধ ও তাহার দণ্ড সকলের সমক্ষে থাকিবে; অপরাধী যে পর্য্যন্ত তাহার প্রাপ্য দণ্ড গ্রহণ করিয়া পাপমুক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার মস্তক অবনত থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে এইটী একান্ত প্রয়োজনীয়। এরূপ একটী বিজ্ঞানের (Science) অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই বিজ্ঞান থাকিলে সকলেই জানিবে, অন্ধকারে ঢিল নিক্ষেপ নহে, ইঁহাদের একটী প্রণালী আছে। আর সেই প্রণালী অনুসারে সাধন, বর্ত্তমান সময়ে হউক না হউক, ভাবী বংশধরগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইবার আশা করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ ইহাতে সাধনের একতা জন্মিবে। স্কুলসম্বন্ধে শ্রেণী যেরূপ বহুসংখ্যকের চেষ্টা এক বিষয়ে একত্র নিযুক্ত হইবার স্থল, ধর্ম্ম-সাধন বিষয়ে ইহাও তদ্রূপ হইবে। এক শ্রেণীর লোক একত্র সাধন দ্বারা পরস্পরের উন্নতির সহায়রূপে গণ্য হইতে পারিবেন।

প্র। কি কি শ্রেণীতে ব্রাহ্মদিগকে বিভক্ত করা যায়?

উ। ব্রাহ্মদিগকে সাধারণতঃ "উপাসক" বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্ম হইবার সময় "দিনে একবার প্রীতি ও ভক্তির সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিব" এইটী মাত্র প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া হয়। যেরূপই হউক, নিত্য উপাসনা ব্রাহ্মদের ব্রত। সেই জন্য সামান্যতঃ সকলেই উপাসক-শ্রেণীর সভ্য। উহার ঊর্দ্ধ সাধক-শ্রেণী, যথাকার ব্রাহ্মগণ কেবল উপাসনা করেন, তাহা নহে, কিন্তু জীবন ও উপাসনা এক করিতে চেষ্টা করেন। ইঁহারা সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য নিয়মবদ্ধ ও কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাধন করেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই শ্রেণীর লোক প্রায় দৃষ্ট হয় না। তদূর্দ্ধ যোগীর শ্রেণী, যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত আত্মার সমগ্র যোগ-স্থাপনে কৃতপ্রতিজ্ঞ। ইঁহাদের কাহারও কাছে যিনি বসিয়া থাকিবেন, তিনিই বলিতে পারিবেন, ইনি একজন যোগী।

এইটী শ্রেণী-বন্ধনের সংক্ষিপ্ত ভাব। বিস্তারিত বর্ণন পরে আলোচ্য।

বিশেষ পাপ

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক; বুধবার; ২৯শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রশ্ন। প্রতিজনের এক একটী বিশেষ পাপ থাকে। সাধারণ দোষ গুণ অনেক পরিমাণে অভ্যাসের ফল, কিন্তু এই বিশেষ দোষকে আমরা প্রকৃতির গঠনানুসারী এক প্রকারে বলিতে পারি। সেই দিকে আমাদের মনের এক প্রকার ঝোঁক থাকে, সে ঝোঁক সংশোধন করা বড়ই কঠিন। প্রত্যেকের পক্ষে অন্যান্য দোষ অভ্যাস বশতঃ, উপায় অবলম্বন করিলে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই বিশেষ দোষে লোক সহস্রবার উঠে, পুনরায় সহস্রবার পড়ে। যদি কাহারও আত্মার পাপে মৃত্যু হয়, তাহা তাহার বিশেষ পাপেই ঘটিয়া থাকে। আবার যখন বিশেষ পাপ ক্ষয় হয়, তখন মনুষ্য সহজে পরিত্রাণের দিকে চলিয়া যায়। আমাদের প্রতিজনের এই বিশেষ বিশেষ পাপ ব্রাহ্ম হওয়ার পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, অদ্যাপিও সেইরূপ রহিয়াছে, না, কমিয়া গিয়াছে?

উত্তর। তজ্জন্য সংগ্রাম সকলের জীবনেই চলিতেছে, তাহার ফল এইরূপ দেখা যায় যে, কখন সেই পাপ প্রবল হইতেছে, কখন আমরা প্রবল হইতেছি। যখন ভাল উপাসনা হয়, তখন ইহা কতকটা চাপা থাকে; কিন্তু সেই পাপ হইতে বিমুক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

প্র। সেই পাপ বিনাশ করিবার উপায় কি ?

উ। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হওয়া ইহার প্রধান উপায়। এই পাপ বিনাশ করিব বলিয়া চেষ্টা করিলে যে কোন বিশেষ ফল দর্শে, এরূপ বোধ হয় না। যখন ভাল উপাসনা হয়, তখন পাপ আপনি কমিয়া যায়, ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করি ; সেইরূপ নূতন জীবন অর্থাৎ একটী বিশেষ প্রকারের ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হইলে, সেই জীবনের সুখে মন এমনই মগ্ন হইয়া যায় যে, স্বভাবতঃ প্রত্যেকের বিশেষ পাপ আপনা আপনি ক্রমে ক্ষয় হইয়া নিম্মূল হয়।

প্র। এমন কোন প্রণালী আছে কি না, যাহা অবলম্বন করিলে বিশেষ পাপ নির্ম্মূল করা যায় ?

উ। কোন পুরাতন ধর্ম্মপুস্তকে ইহার একটী প্রণালী দেখা গিয়াছে। সে প্রণালীর প্রথম সাধন শ্রদ্ধা অর্থাৎ ঈশ্বর, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং গুরুবাক্য এই তিনটীতে দৃঢ় বিশ্বাস। দ্বিতীয় সাধন সাধুসঙ্গ অর্থাৎ সাধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া মনকে পবিত্র ও স্নিগ্ধ করা। তৎপর ভজন, ত্যাগ-স্বীকার ইত্যাদি। এই সমুদয় বিষয়ে মনুষ্যের মতি হওয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপা-সাপেক্ষ। এই জন্য ভক্তিকে অহৈতুকী বলা হইয়াছে।

প্র। আমাদের অবলম্বন করিবার উপযুক্ত কোন উপায় আছে কি না ?

উ। পূর্ব্বে আমাদিগের একটী মত ছিল, যাহা এখন কার্য্যতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরা স্বীকার করিতাম, এখনও মতে করিয়া থাকি যে, অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত; কিন্তু কার্য্যকালে এখন আর সে মতের সহিত আমাদের সম্পর্ক দেখা যায় না। কোন পাপ

করিলেই স্বভাবতঃ একটী আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। এইরূপ ক্ষণিক অনুশোচনাকে আমরা প্রকৃত অনুতাপ বলি না। প্রকৃত অনুতাপ অতীত এবং বর্ত্তমান পাপের জন্য হৃদয়ের একটী গভীর এবং স্থায়ী খেদের অবস্থা, যাহা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সেণ্টদিগের (saint) জীবনে দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপ অবস্থার সময় জীবনের বিন্দুমাত্র কলঙ্ক অসহনীয় হয়। তখন কেহ কেহ অঙ্গচ্ছেদও করিয়া ফেলেন। তখন আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও অধম এবং সকলের অপেক্ষা নীচ জাতীয় বলিয়া মনে হয়। এইরূপ স্থায়ী গভীর খেদ ব্যতীত বিশেষ পাপ কাহার ছাড়িবার প্রবৃত্তি হয় না। •পাপের জন্য দণ্ড ভোগ সকলকেই করিতে হইবে, কেন না দণ্ড না পাইলে অপরাধের গুরুত্ব অনুভব হয় না। ন্যায়বান ঈশ্বরের ন্যায়-বিচার অপূর্ণ থাকিবার নহে। এই জন্য ঈশ্বরের পূর্ণ ন্যায়পরতা স্মরণ রাখিয়া, বিশেষ পাপের সহিত বিশেষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ন্যায়বান্ রাজার বিরুদ্ধে পাপ, ইহা মনে করিয়া, আমাদের কত অধিক ভীত ও দণ্ড-গ্রহণে প্রস্তুত হওয়া বিধেয়? খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণ ক্রাইষ্টের রক্তপাতেই তাঁহাদের সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হইয়াছে বিশ্বাস করিয়াও, কত দুঃসহ অনুতাপ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, তাহা সেণ্ট আগষ্টাইন (St. Augustine) আদি মহাত্মাদিগের জীবন ও পাপস্বীকারের বিবরণ পাঠ করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়; আর আমরা অনুতাপ ব্যতীত অন্য উপায় কিম্বা প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস না করিয়াও, তদ্বিষয়ে এতদূর উদাসীন রহিয়াছি, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। এই প্রকার অনুতাপ হৃদয়ে আনিবার জন্য, সপ্তাহে ন্যূনকল্পে এক দিন, অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল, প্রত্যেকে নির্জ্জনে

আত্মপাপ আলোচনা ও তজ্জন্য অনুতাপ করিবেন। ইহাতে কি ফল হয়, তাহা তাঁহাকে বলিতে হইবে। সকলের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, জীবনে দুইটী কূপ খাত হইতেছে, একটী নরকের দুর্গন্ধময় অপরিষ্কারে পরিপূর্ণ, অপরটী স্বর্গের মনোরম পদার্থের নির্ণয়। প্রথমটী যাহাতে শীঘ্র ভরাট এবং দ্বিতীয়টী বিস্তীর্ণ হয়, চেষ্টা দ্বারা তাহার উপায় করিতে হইবে।

সামাজিক উপাসনা

২৯শে, অগ্রহায়ণ, ১৭৯৯ শক ; বৃহস্পতিবার ; ১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। সামাজিক উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য কি না?

উত্তর। অন্য লোকের কথা দূরে থাক, ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেকে সামাজিক উপাসনা একটী অবশ্য-কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন না। প্রতিদিন উপাসনা করা যেমন প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য কার্য্য, লঙ্ঘন করিলে পাপ হয়, সপ্তাহে অন্ততঃ একবার সামাজিক উপাসনা যে সেইরূপ একটী কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহা অনেকেরই মনে হয় না। কোন দিন উপাসনা না করিলে, কিম্বা বিনা কারণে আফিস কামাই করিলে, নিয়মিত কার্য্যের মধ্যে একটা কার্য্য করিলাম না, এইরূপ ভাব যেমন চড়াৎ করিয়া মনে লাগে, কোন দিন সামাজিক উপাসনায় অনুপস্থিত থাকিলে ঠিক সেরূপ লাগে না। এই বিষয়ে আমাদের বিবেকের বহু পরিমাণে ত্রুটি আছে। বিবেক এক বিষয়ে পাপ বলেন, আর এক বিষয়ে বলেন না। বস্তুতঃ একত্র বসিয়া সাধনাদি কোন কার্য্য করা অনেকেরই মত নহে। একাকী উপাসনা, ধর্ম্মসাধন ও উন্নতির চেষ্টা করা তাঁহাদের মত। তাঁহাদের মত এই, পরিত্রাণ বিষয়ে আমার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ, অন্য কাহার কোন সম্পর্ক নাই। ব্রাহ্মদিগের পক্ষে এরূপ বিবেচনা নিষিদ্ধ। প্রতিদিনের উপাসনা তাঁহাদের যেমন ধর্ম্ম, প্রতিসপ্তাহের সামাজিক উপাসনাও তাঁহাদের পক্ষে সেইরূপ।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক, উপকার হয়, এই কারণে সমাজে যাইয়া থাকেন; যাওয়া যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা বিশ্বাস করিয়া নহে। কর্ত্তব্যতা বিষয়ে গূঢ় সংশয় অনেকেরই মনের অতি গভীর স্থানে রহিয়াছে। যদি উপদেশ বন্ধ করা হয়, অথবা যাঁহার উপাসনায় আকর্ষণ আছে, তিনি দুই বৎসর উপাসনা না করেন, কি অন্যত্র করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, অনেকেই মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করেন। ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, মন্দিরে যাওয়া আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে একটী বলিয়া গণ্য নহে; তবে উপকার হয়, সুতরাং যাই, যতদিন উপকার হইবে, ততদিন মন্দিরের সঙ্গে সম্বন্ধ।

প্র। মন্দিরে না যাওয়া ও নরহত্যা করা সমান, ইহার অর্থ কি?

উ। কার্য্যের গুণ ও পরিমাণ এই দুইই আছে। একটী পাপের সঙ্গে অপর একটী পাপের পরিমাণ, সুতরাং দণ্ড বিষয়ে প্রভেদ আছে, কিন্তু গুণ বিষয়ে অর্থাৎ অবৈধতা সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। যেটী পাপ, তাহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নরহত্যা যেমন পাপ এবং নিষিদ্ধ, মন্দিরে না যাওয়াও তেমনই একটী পাপ এবং নিষিদ্ধ কার্য্য। চিন্তা-বিহীনতা বশতঃই হউক, আর কোন সৎকার্য্যের অনুরোধেই হউক, মিথ্যা কথা বলা, অন্যের দ্রব্য অপহরণ করা, নরহত্যা করা যেমন অবৈধ, মন্দিরে না যাওয়াও তেমনই। যাহা নিষেধ, তাহার যোল আনাই নিষিদ্ধ। অবৈধতা বিষয়ে আর অল্পাধিক থাকিতে পারে না। যদি কেহ দশ জনকে একত্র করিয়া উপদেশ প্রদান করেন, অথবা কোন ধর্ম্মপুস্তক শ্রবণ করান, আর সেই জন্য মন্দির কামাই করেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে পাপ। দশ জনে একত্র হইয়া

ঈশ্বরের কাছে যাওয়া সামাজিক উপাসনা। না যাওয়া যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা ইত্যাদি যেমন নিষিদ্ধ, ইহাও তত্তুল্য। ভাল পুস্তক পড়া যেমন ভাল, না পড়িলে পাপ হয় না, ভাল লোকের সঙ্গে থাকা যেমন ভাল, না থাকিলে যে পাপ হয় তাহা নহে, মন্দিরে যাওয়া না যাওয়া বিষয়েও আমাদের সংস্কার সেই প্রকার। মন্দিরে না যাওয়াকে আমরা অসত্য, পাপ, অধর্ম্ম, এই শ্রেণীতে আনি না, অন্যায়ের দলে ফেলি না। যে শ্রেণীর নাম স্মরণ মাত্র গা চড়াৎ করিয়া উঠে, মন্দিরে না যাওয়াকে আমরা সে শ্রেণী-ভুক্ত মনে করি না। কেহ নরহত্যা করিয়াছে অথবা জাল করিয়াছে, শুনিলেই আমরা যেমন কর্ণে অঙ্গুলি অর্পণ করি, একটী লোক অন্য অকারণ মন্দিরে অনুপস্থিত আছে শুনিলে, আমরা তদ্রূপ করি না। মন্দিরে না আসাকে আমরা সামান্য অন্যায় কার্য্য বলিয়া ধরি, কিন্তু স্পষ্টতঃ ভয়ানক বলিয়া মনে করি না। অন্যের সম্বন্ধেই যাহা বড় বলিয়া ধরি না, তাহা নিজের সম্বন্ধে ঘটিলে গ্রাহ্যই হয় না।

নিজের আত্মাকে উন্নত করা যাঁহারা ধর্ম্ম মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক উপাসনা আসিতে পারে না। তাঁহাদের মনে এ বিষয়ে চিরকাল সংশয় থাকিবে, জোর তাঁহারা ইহাকে ভাল কার্য্যের শ্রেণীতে আনয়ন করিবেন, কিন্তু অবশ্য কর্ত্তব্য শ্রেণীতে কথনই নহে। যাঁহাদিগের ধর্ম্মের মত এই যে, সমস্ত পৃথিবীস্থ সন্তানমণ্ডলী পবিত্র হইয়া তাঁহার পরিবার হইবে, ঈশ্বরের এই আদেশ, ইহাই শাস্ত্র, ইহাই মন্ত্র, তাঁহাদের পক্ষে সমাজে না যাওয়াই একেবারে সোজাসুজি পাপ; ইহার মধ্যে আর অতএব, চিন্তা, যুক্তি নাই; কেন না, মন্দির সেই পরিবারের অদর্শ, সেই বস্তুর ক্ষুদ্র আয়তন মাত্র। ধর্ম্ম কি? ঈশ্বরের

যাহা ইচ্ছা ও আদেশ। তাঁহার ইচ্ছা সমস্ত পৃথিবী একত্র হইয়া এক পরিবার হইবে। সুতরাং ধর্ম্মই সামাজিক। তিনি বলিলেন, "একত্র হও", সুতরাং ইহাই ধর্ম্ম।

প্র। লোকে চিরকাল আপন আপন উন্নতি-সাধনকে ধর্ম্ম বলিয়া আসিয়াছে, সেই জন্য আপন আপন উন্নতি-চেষ্টাকেই স্বভাবের প্রয়োজিত সাধন না বলিয়া, আমাদের ধর্ম্মকে সহজ জ্ঞান-মূলক বলিবে কেন?

উ। ভাল হওয়া মানে. সকলে ভাল হওয়া। আমার ভাল হওয়া মানেই, অন্যের ভাল আকাঙ্ক্ষা করা। আমি ভাল হইব, অন্যে ভাল হইবে না, ইহা মনে করিলেই চড়াৎ করিয়া লাগে। এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে, আর আমার ভাল হওয়া হইল না। সুতরাং ধর্ম্ম অস্বাভাবিক হইল। আমাদের এই দেশে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করা ও যোগ-সাধনের চেষ্টা প্রবল থাকিলেও, সময়ে সময়ে কৃষ্ণ, চৈতন্য ও ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমে উপস্থিত হইয়া, এই ভাব উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোন জাতির মধ্যেই ধর্ম্মের ভাব লোক বিশেষে বদ্ধ থাকে না, জন সাধারণে ছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা পায়। য়িহুদিগণ স্বজাতিকে ঈশ্বরের রাজ্য বিশ্বাস করিয়া তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ দলস্থদিগের উন্নতি-প্রয়াসী। এমন কি, ইঁহাদের মতে, যাঁহারা ইঁহাদের বিপক্ষ নহেন, তাঁহারাই তাঁহা-দের দলস্থ।

"বিধানের বাহিরের লোকেরই অনন্ত নরক।" আমাদের বিশ্বাস-ভূমি এই বিষয়ে আরও সার্ব্বভৌমিক। যাহারা আমাদের দলস্থ নয়, তাহারাও এই পরিবারের অন্তর্গত। যদিচ তাহারা কি বলিতেছে,

তাহা জানে না। য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের ঈশ্বরতন্ত্র-রাজ্য, আর আমাদের আদর্শ পিতার পরিবার। রাজ্যের বাহিরেও দেশ থাকে, সুতরাং য়িহুদি ও খৃষ্টানদিগের মতে এবং মুসলমানদিগের মতে কাফের আছে, আমাদের মতে তাহা নাই। সমস্ত পৃথিবী আসিয়া এক পরিবার-ভুক্ত হইল। রাজ্যের ভিত্তি নীতি ও নিয়ম, পরিবারের ভিত্তি-ভূমি প্রেম। তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালন করুক, আর নাই করুক, তত্রাপি এক পরিবারের লোক। নিতান্ত বদমায়েস, অধার্ম্মিক হইলেও পিতার ছেলে, এক পরিবারের লোক। ইহা যে প্রথম হইতে স্বীকার করিয়া লইল, তাহার পক্ষে সামাজিক উপাসনা ধর্ম্ম, অন্যথা অধর্ম্ম। যেখানে সব পৃথিবী এক করা তাহার উদ্দেশ্য, সেখানে সে যত অধিক লোক পাইবে, তাহাদের সঙ্গে গিয়া মিলিবেই। যে সে আদর্শ ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার পক্ষে, দুই শত লোক সমবেত দেখিলে, সে স্থানে দৌড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক। ব্রাহ্ম আদর্শে বসিয়া আছেন। অন্তরের অনুরূপ অথবা ছায়া যে স্থানে তিনি দেখিবেন, সে স্থানে তিনি যাইবেনই।

উপসংহার।—তাঁর ইচ্ছাই আমাদের ধর্ম্ম। সেই ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করিব, অন্যে পূর্ণ করিবে। তাঁহার ইচ্ছা, সকলে একত্র হইয়া এক পরিবার হই। পরিবারের বন্ধন পিতা। পিতা ছাড়া পরিবার হইতে পারে না। সকলে পিতা মাতার চরণাশ্রয়ে বসিয়া কুশলে থাকিব, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। "ঠিক যেন এক পরিবার" ইহার মানে, সকলে মিলে একত্র থাকে, পিতা মাতার সেবা করে, চরণে প্রণত হয় ও আজ্ঞাবহ থাকে। ব্রাহ্মের ইহাই ধর্ম্ম। সামাজিক উপাসনা এই ধর্ম্মের সাধন।

পরিবারের আদর্শ

১৩ই পৌষ, ১৭৯৯ শক; বৃহস্পতিবার;
২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

সামাজিক উপাসনার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, স্বর্গরাজ্য এবং স্বর্গীয় পরিবার এ দুইয়ের প্রভেদ আছে। প্রথমটী খ্রীষ্টধর্ম্মের ভাব। খ্রীষ্টীয়ানগণের প্রার্থনা এবং আশা বিশ্বাস এই যে, একদিন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য হইবে, সয়তানের (ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য অসাধুতা প্রভৃতির) রাজ্য পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে। এই রাজ্য ধর্ম্ম এবং নীতির নিয়মে শাসিত হইবে। যে কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করিবে, সে দণ্ডিত হইবে। রাজা নিয়ম করেন, শাসন করেন, এই মূল হইতে স্বর্গ-রাজ্যের আদর্শ হইয়াছে।

আমরাও স্বর্গরাজ্য শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি এবং আশা করি, পৃথিবী সেই রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবে; ধর্ম্মনিয়মানুসারে সমুদয় পৃথিবী শাসিত হইবে। শাসনের ভাব কঠোর ন্যায়মূলক। পরি-বারের ভাব প্রেমমূলক। আমরা বলি, সমস্ত পৃথিবী এক পরিবার হইবে। সমস্ত পুরুষ ভাই, সমস্ত স্ত্রী ভগিনী, ঈশ্বর সকলের পিতা; একটী ক্ষুদ্র গৃহের পরিবার পিতার অধীন হইয়া চলিলে পরস্পরের মধ্যে প্রণয়জনিত যেমন সুখ হয়, সমস্ত পৃথিবী এক পরিবার হইলেও তাহাই হইবে। শাসনে ধার্ম্মিক এবং প্রেমে সুখী হওয়া যায়। এ দুই ভাবের মধ্যে ভ্রম নাই। সমস্ত মনুষ্য এক পরিবার হইবে, সমস্ত পৃথিবী এক স্বর্গরাজ্য হইবে, এ দুই কথাই বলা যাইতে পারে।

ঈশ্বর পিতা হইয়া সমুদয় অভাব মোচন করেন, আপনার মঙ্গল ভাবে সকলকে জয় করেন, আর এক দিকে তিনি দণ্ড দিয়া সকলকে ধর্ম্মের পথে আনয়ন করেন, এ দুই ঠিক। একটী প্রজামণ্ডলী হইবে, একটী ভ্রাতৃমণ্ডলী হইবে, এ দুই কথাও সত্য। ইহার একটীতে ন্যায়ের ভাব, একটীতে প্রেমের ভাব প্রবল। একটীতে পাপী বিচারে দণ্ডিত হয়, আর একটীতে প্রেম দ্বারা উপকৃত হইয়া ভাল হয়। একটীতে ঈশ্বর রাজা, একটীতে ঈশ্বর পিতা। রাজ্যসম্বন্ধীয় নিয়ম-পালনে রাজ্যের কুশল হয় বটে, কিন্তু রাজ্যের কুশল এক, পরিবারের সুখ আর এক। রাজ্যের কুশল এক হইলেই পরস্পরের প্রতি টান হয় না। সুতরাং এ ভাবে পরস্পরকে ভালবাসা সন্দেহস্থল। কর্ত্তব্যের পথ শুষ্ক কঠোর। ইহাতে ধার্ম্মিক হওয়া যায়, ইচ্ছা হইতেছে না, অথচ কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রাণ দেওয়া যায়। পরি-বারের ভাব এরূপ নহে। ইহাতে ইচ্ছা এবং কর্ত্তব্য এক হইয়া যায়। এক মার পেটের সন্তান বলিয়া ভালবাসা হয়; ন্যায়ানুগত হইয়া কখন ভালবাসা হয় না। লোকে স্নেহ অনুরাগ বাৎসল্যের উত্তে-জনায় ভালবাসে। মনে সম্পর্ক বোধ হইলে, স্নেহ প্রেম বাৎসল্যের সঞ্চার হয়। সুতরাং রাজ্যের ভাব হইতে প্রেম-পরিবারের ভাব ভিন্ন। রাজ্যে ন্যায়-বিচার এবং কর্ত্তব্য-বোধে পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়, পরিবারে এরূপ শুষ্ক কর্ত্তব্যবোধ স্থান পায় না। কর্ত্তব্যবোধের পূর্ব্বেই প্রেম ধর্ম্মপথে লইয়া যায়, সৎকর্ম্ম করাইয়া লয়। এখানে কিছু করা বা না করা রাজার শাসনের ভাব নহে, কিন্তু প্রেমের অনুরোধে। এখানে ভালবাসে বলিয়া একজন আর এক-জনের উপকার করে এবং যাহা করে, তাহা সুখের সহিত, প্রেমের

সহিত করিয়া থাকে। প্রজা হইলে ভয়ে, উচিত-জ্ঞানে এবং কর্ত্তব্য-বোধে কার্য্য করে। পরিবার হইলে স্বভাবতঃ ধর্ম্মের পথে যায়, কোন প্রকারে অনুরোধে নয়।

"ব্রাহ্মদের আদর্শ জাতিনির্ব্বিশেষে এক হইবে।" এই এক হইবার মূলে পরিবারের ভাব থাকিবে। সকলে ভয়ে একত্র হইবে না, কিন্তু স্বাভাবিক প্রেমে একত্রিত হইবে। পরস্পরকে যখন শাসন করিবে, ভালবাসাতে শাসন করিবে। এ আদর্শের সহিত পূর্ব্ব-আদর্শের মিল নাই। নিয়ম-লঙ্ঘনের ভয়ে পাঁচ জন একত্রিত হইলাম, সৎপ্রসঙ্গ করিলাম, ইহা রাজ্যের অন্তর্গত হইল। ইচ্ছা হইল, আর পাঁচ জনে মিলিত হইলাম, সৎপ্রসঙ্গ করিলাম, ইহাতে ধার্ম্মিকও হইলাম, সুখীও হইলাম। অত্যাচরিত হইয়া বা কর্ত্তব্য-বোধে সেবা করিলাম, ইহাতে রাজ্যের ভাব আসিল, কিন্তু ভালবাসি বলিয়া সেবা করিলাম, ইহাতে প্রেমের ভাব প্রকাশ পাইল। ভালবাসিয়া সেবা করিলে কষ্ট বোধ হয় না, যতই সেবা করা যায়, যতই ভাইয়ের সঙ্গে একত্র থাকা যায়, ততই সুখ হয়। ভাই যদি ঘৃণা করে, শত্রুতা করে, তবু তাহাকে ভাই বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি না; তাহার যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহা না করিয়া পারি না। ফলতঃ রাজ্যের ভাবে শাসনের ভয়, নরকের ভয়, দণ্ডের ভয় প্রবল। ইহাতে কর্ত্তব্যের অবহেলা হইলে তিরস্কার আছে, কটু কথা আছে। পরিবারের ভাব মধ্যে এ সকল কিছু নাই, অথচ সমুদয় কার্য্য স্বভাবতঃ ধর্ম্মের নিয়মে সম্পাদিত হয়।

প্র। প্রথম কর্ত্তব্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া, পরিশেষে তাহা হইতে প্রেম আসিতে পারে কি না?

উ। কর্ত্তব্যে আরম্ভ করিয়া প্রেম নিয়ত আসিবেই, এ কথা নিশ্চয় বলা যায় না।

প্র। স্বভাবতঃ যদি প্রেম অনুভব না হয়, তবে প্রেমে আরম্ভ হইবে কি প্রকারে?

উ। ব্রাহ্ম হইয়া এ কথা বলিলে খাট হওয়া হইল।

প্র। প্রেম আসিবে কি প্রকারে?

উ। আপনার সহোদর ভাইয়ের প্রতি যে প্রকারে আসিয়া থাকে, সেই প্রকারে প্রেম আসিবে। আমরা সকলে এক সাধারণ পিতার সন্তান, এইটী বুঝিলেই পরস্পরের মধ্যে টান হয়। নাড়ীর টান না থাকিলে ভালবাসা হয় না, ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও এইরূপ নাড়ীর টান চাই। "আপনার না হলে প্রাণ কি টানে" এ কথা এখানে একান্ত সত্য।

প্র। ন্যায় পালন করিয়াও সুখ হইয়া থাকে। ইহাতে কি প্রকারে বলা যাইবে যে, সুখ কেবল প্রেমেতেই?

উ। অন্যায়ে কষ্ট হয়, কিন্তু ন্যায়ে কখন সুখ হয় না। আমি যদি কাহার নিকটে ঋণী থাকি, সেই ঋণ পরিশোধ করিলে যে আমার সুখ বোধ হয়, সে কেবল ঋণ জন্য আমার যে কষ্ট ছিল, সেই কষ্ট দূর হইবার জন্য, বাস্তবিক সুখের জন্য নহে।

প্র। ঈশ্বরকে যে প্রণালীতে ভালবাসা যায়, মনুষ্যকে সে প্রণালীতে ভালবাসা যায় কি না?

উ। ঈশ্বরকে ভালবাসা এবং মানুষকে ভালবাসা সমান প্রণালীতে হয় না। ঈশ্বরের ভালবাসাতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই, মনুষ্যের ভালবাসাতে পদে পদে বিঘ্নের সম্ভাবনা।

যাহাকে ভালবাসিলাম, মনে কর, সে মাতাল হইয়া গেল, এ অবস্থায় তাহাকে ভালবাসা সুকঠিন। এ স্থলে তাহার প্রতি ভালবাসা ভিতর হইতে (Subjective) বাহির করিতে হইবে। তাহার নিজের কোন (Objective attraction) আকর্ষণ না থাকিতে পারে, অথচ ভিতর হইতে তাহার সহিত সম্বন্ধের একটী নূতন আকার দিয়া তাহাকে ভালবাসিতে হইবে। যেমন দেশকে ভালবাসা, এটী কোন ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ নয়, অথচ এখানে ভালবাসা প্রবল ভাবে কার্য্য করে। তেমনই মনুষ্য বলিয়া ভালবাসিলে, ভালবাসার বিঘ্ন কিছুতেই উপস্থিত হয় না।

প্র। ভালবাসা কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে পারে?

উ। উপাসনা দ্বারা মত যত উন্নত হয়, ভাই ভগ্নীগণকে যতই উপাসনার মধ্যে আনা যায়, ততই তাহাদিগের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

প্র। একজনকে যখন দুশ্চরিত্র জানিলাম, তখন তাহাকে পূর্ব্ববৎ আর বিশ্বাস করিতে পারি না। বিশ্বাস করিতে না পারিলে, ভালবাসা তাহার প্রতি কি প্রকারে থাকিবে?

উ। একজন লোকের চরিত্র জানিতে পারিয়া তাহার সম্বন্ধে সতর্ক হইলে, তাহার প্রতি ভালবাসার কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। একজন ভালবাসুক, আর না বাসুক, একজনের চরিত্র যেরূপ হউক, ভাই বলিয়া তাহার প্রতি ভালবাসা কিছুতেই দূর হইবার নহে।

কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও আদেশ

১৯শে মাঘ, ১৭৯৯ শক; বৃহস্পতিবার;

৩১শে জানুয়ারী, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। বাহিরের কাজ কর্ম্ম কিরূপ ভাবে করিলে, উদ্দেশ্যের সহিত যোগ রাখা যায়?

উত্তর। ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া কার্য্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে মন বিশুদ্ধ হয়, নতুবা পাপ ও আসক্তি বৃদ্ধি হয়। যে কয়টী কর্ম্ম করিতে হইবে, সমুদয়গুলিই তাঁহার আদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া করিতে হইবে। ক্রমে এই বিশ্বাস ঘনীভূত করিয়া সমস্ত জীবনকে এই আদেশের অন্তর্গত করিতে হইবে। যাহাদের একেবারে এই বিশ্বাস নাই, তাহারা প্রত্যেকের সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় কি, তাহা জানিয়া, তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিবে।

প্র। জীবনের উদ্দেশ্য হইতে ভিন্ন কার্য্যে অনেক সময় বাধ্য হইয়া প্রবৃত্ত হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে কিরূপ?

উ। ঘটনাক্রমে হইলেও, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, তাহাতে ঈশ্বরের আদেশ আছে কি না, তাহা জানিয়া প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কার্য্য মনকে সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে, যেন ঈশ্বরের রাজ্য হইতে কার্য্যের রাজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বহুদিন পরিশ্রম করিয়া কার্য্যগুলি তাঁহার আদেশের সহিত ক্রমে সংযুক্ত করিতে হইবে। কোন কার্য্য দ্বিধার সহিত করিতে গেলেই গোলে পতিত হইতে হইবে। যে যে কার্য্য অন্যায় বুঝা যাইবে, তাহা ত ছাড়িতে হইবেই, অন্যায় নয়

এরূপ অনেক কার্য্য আছে—যথা বসিয়া প্রস্তরখণ্ড কুড়ান ও তাহা দূরে নিক্ষেপণ—তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। যিনি জগতে যে কার্য্য করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার তাহাই কেবল কার্য্য, অন্য সমুদয়ই অকার্য্য। তাহা ছাড়িয়া অন্য কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে অন্যায়। সুতরাং মনটীকে এ প্রকারে শিক্ষিত করিয়া আনিতে হইবে, যাহাতে উদ্দিষ্ট কার্য্যেই মন স্বতঃ নিযুক্ত হয়। বাস্তবিক কথা এই, তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করাই ধর্ম্ম; তাঁহার অভিপ্রায় না জানিলে, সমস্ত ধর্ম্মের ব্যাপার মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়, ধর্ম্ম হইতেই পারে না। এ কথা যথার্থ যে, প্রতিজনের পক্ষে তাঁহার আদেশ জানা বড় সহজ নহে, কিন্তু ধর্ম্ম করিতে হইলে আদেশ জানিতেই হইবে, জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইতেই হইবে। কর্ত্তব্য-বোধে কার্য্য করিতে করিতে অবশেষে ক্রমে উদ্দেশ্য স্থির হইয়া আসিবে।

প্র। আদেশ কি না, তাহা কি প্রকারে নিশ্চয় জানা যায় ?

উ। দর্শন এবং শ্রবণ না হওয়ার হইলে দুইই সমান কঠিন। চক্ষুর একটী অবস্থা আছে, যাহা বিদ্যমান থাকিলে, তাকান আর দর্শন এক সময়েই একেবারে ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বর-দর্শন সম্বন্ধেও তদ্রূপ। মনের উপযুক্ত অবস্থা হইলে, তাঁহার দিকে মনোনিবেশ করা আর তাঁহার দর্শন হওয়া অবিলম্বেই সম্ভব। শ্রবণ সম্বন্ধেও নিয়ম ঠিক এইরূপ। মন ঠিক অবস্থায় থাকিলে, জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ উত্তর পাওয়া যায়। মন ঠিক বিবেকী হইলে, আদেশ স্পষ্ট এবং পরিষ্কার হয়। এরূপ অবস্থায় মন ঠিক করিয়া বলিতে পারে, আমি তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া আসিয়াছি। শ্রবণ জীবনের একটী অবস্থার কথা। সেই অবস্থা হইলে কাণ সেই দিকেই থাকে, এবং

তাঁহার কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পায়। আর সে অবস্থা না হইলে, কোন প্রকারে শুনা যাইবে না। আর সে অবস্থা হইলেও, কোন সময়ে শ্রবণশক্তি বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

প্র। আদেশ-শ্রবণের প্রধান প্রতিবন্ধক কি?

উ। আদেশ পালন না করাই প্রধান প্রতিবন্ধক। যত আদেশ লঙ্ঘন করা যায়, ততই তাহা বুঝিতে কষ্ট হয়। আর আদেশ যত পালন করা যায়, তত তাহা বুঝিতে সহজ হয়। ক্রমে অন্যের উপদেশ বিনা লোকে আপনি বুঝতে পারে। সামান্য ক্ষুদ্র একটী শব্দও তখন স্পষ্টরূপে শ্রুতিগোচর হয়। কাণ স্থিরভাবে সেইদিকে রাখিয়া, পাঁচ সাতটী আদেশ অবলম্বন করিয়া জীবনের পথে চলিতে চলিতে, ক্রমে সকলই পরিষ্কার হইয়া যায়। যাহারা ইঙ্গিত বুঝিয়া সেইরূপ কাজ করিতে থাকে, তাহারা অবশেষে সমুদয় উজ্জ্বল দিবালোকের মত দেখিতে পায়। কার্য্য সেইরূপ না করিলে, আর কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কালকার জন্য ভাবা উচিত কি না? যাহারা কাজে সেই প্রকার করিয়া চলিতেছে, তাহারা বলিবা মাত্র বুঝে, আর যাহারা কাজে করে না, তাহারা বুঝিতেও পারে না।

প্র। স্বার্থ এবং কর্ত্তব্য এই দুই কি এরূপ বিষয় যে, তাহাদের পরস্পরের সহিত কদাচ মিল হয় না?

উ। যাঁহারা কর্ত্তব্যবুদ্ধির লোক, তাঁহারা কোন কার্য্য করিতে, উচিত বলিয়া করিয়া থাকেন। কর্ত্তব্য বুঝিয়া কার্য্য করাও (Subjective) আত্মজাত-জ্ঞান। আদেশ ব্যতীত (Objective) বিষয়সম্ভূত জ্ঞান হয় না, সুতরাং ধর্ম্মও হয় না। যে স্থানে আদেশ, সে স্থানে আর স্বার্থ নাই। শরীর-প্রতিপালন এবং আত্মীয়-সেবা যত

দিন আদেশ বুঝিয়া না করিতেছি, ততদিন উহা স্বার্থসম্বন্ধবর্জ্জিত নহে। আদেশ বলিয়া করিলে আর তাহাতে স্বার্থ থাকে না। এইরূপে যথার্থ সাধকে আদেশ এবং স্বার্থ এই দুইয়ের মিল হইয়া যায়। কোন কার্য্যে স্বার্থ আছে কি না, তাহা দেখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। ঈশ্বরের আদেশ আছে কি না, ইহাই জানিবার বিষয়—জানিয়া কার্য্য করা। ভেবে বুঝে নিয়ে আদেশ জানা, ইহা আদেশ-মতের বিরুদ্ধ। শাদা এবং কাল ইহার প্রভেদ যেমন দৃষ্টি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে জানা যায় না, আদেশ সম্বন্ধেও ঠিক সেই প্রকার। আদেশ কি না, তাহা আর অন্য কি প্রকারে বুঝিবে? আমাদিগের লোকভয় আছে, সুতরাং আমাদের প্রায় সকলের অভ্যাস, বিবেচনা দ্বারা স্থির করিয়া কার্য্য করা। আমাদের নিয়ম, যাহাতে পাঁচ জনের উপকার হয়, দেশের হিতসাধন হয়, তাহাই করা। কিন্তু ফলাফলবাদী ও বিবেকবাদী এই দুইয়ের ভয়ানক বিরোধ। উপকার বলে কাজ করা আমাদের ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ। সাধারণের পক্ষে যাহা উচিত, আমার পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য নাও হইতে পারে। আমার সম্বন্ধে যাহা আদেশ, আমার তাহাই কেবল কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন আমার কর্ত্তব্য নাই। সাধারণের ভাত খাওয়া উচিত, কিন্তু জ্বর হইলে ভাত খাওয়া উচিত নয়। যদি শরীর সম্বন্ধেই নিয়ম ভিন্ন প্রকার সম্ভব হয়, তাহা হইলে আত্মার সম্বন্ধে নিয়ম কত ভিন্ন হওয়া সম্ভব। যাহা উপকারক, তাহাই আদেশ কি না, তাহা কে জানে? উপকার অধর্ম্ম হইতে পারে, অপকারও ধর্ম্ম হইতে পারে। ক্রাইষ্ট যে সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য শত শত লোকের প্রাণ গেল। তাঁহার সেই শিক্ষা অনুচিত কার্য্য, কে বলিতে পারে? পৈতা ফেলাতে এই

বঙ্গদেশে কত মাতার চক্ষের জল নিপতিত হইয়াছে, কতজন শোক ও দুঃখ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছে; তাই বলিয়া কি জাতিভেদের চিহ্ন-ধারণ পাপ বলিতে হইবে না? প্রকৃত কথা এই, উপকারতত্ত্ব বুঝিতে পারে, এমন একটী লোকও পৃথিবীতে নাই। ধর্ম্ম প্রচার করিলে উপকার হয় কি না, তাহা কে জানে? উপদেশেও কত প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, মস্তকের উপর ঘোর ঘনঘটা গর্জ্জন করিতেছে, কিছুই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, এমন সময় আদেশ পাওয়া যায় না, সে কি কষ্টের অবস্থা। যাহারা আদেশ মানে, মেনে মেনে তাহাদের আরও বিপদে পতিত হইতে হয়। কেন না তাহাদের পক্ষে আদেশ না পাওয়া বড়ই সঙ্কটের কথা।

প্র। জীবনের অতি সামান্য সামান্য কার্য্যেও কি আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়?

উ। আদেশের ভূমি সীমাবদ্ধ। সেই সীমার বাহিরের কার্য্যে পাপ পুণ্য কিছুই নাই। যেমন দুই প্রহর হইতে চারিটার মধ্যে খাওয়া না খাওয়া আদেশের বাহিরে। যে সমুদয় কার্য্যের উপরে পরকাল নির্ভর করে, তাহাতেই আদেশ, তদ্ভিন্ন অন্য স্থলে আদেশ নাই। কেরাণীদিগের কলম কাটা গবর্ণরজেনারেলের আদেশ নহে। রাজাধিরাজের রাজ্যেও তদ্রূপ নিয়ম। যে সমস্ত কার্য্যের উপর পরকাল নির্ভর করে, যাহার সম্বন্ধ পরকালের সঙ্গে, তদ্বিষয়েই আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলাফল দেখিয়া কার্য্য করিলে বিবেক থাকে না। আদেশবাদীর মত বড় ভয়ানক, কেন না আদেশের হেতু নাই। যেখানে বুঝান যায়, তথায় ফলবাদ। শিক্ষাটী এরূপ

খাঁটি হওয়া চাই যে, কেবল সত্য ও তাঁহার আদেশ জানিয়া কার্য্য করিতে হইবে। বাস্তবিক কথা এই, ফল দেখে আদেশের কার্য্য কি না, তাহা বলা যায় না। সত্য কথা কহিব কেন? ইহার হেতু নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন, আদেশের মত আসিয়া বড়ই অনিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা আদেশের মতের বিরুদ্ধবাদী, তাঁহারা বাস্তবিক বুদ্ধিবাদী। সত্য কথা বলা, শত্রুকে ক্ষমা করা, ইহার প্রত্যেক মত বাহুল্যরূপে অবলম্বিত হইলে, আপাততঃ অনেক অনিষ্ট দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেক বিবেকের মত, ফল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বিবেকের কাছে অর্থ বুঝিয়া লইতে যাওয়া তাহার অপমান। প্রচারক হওয়া, পরিবার ঈশ্বরের হাতে রাখা, এই সকলের হেতু বুদ্ধিবাদীরাই অন্বেষণ করিয়া থাকে।

বিবেকের পথে চলা বড় কঠিন। অনিষ্ট দেখিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আদেশ বুঝিতে যাওয়া, আর আলোক ঈশ্বরের হস্ত হইতে নিজ হস্তে লওয়া এক কথা।

প্র। আদেশে আদেশে বিবাদ হইতে পারে কি না?

উ। কখনই নহে। যেরূপ উদ্ভিজ্জবিদ্যা ও কিমিতি বিদ্যায় কখন বিবাদ হইতে পারে না, প্রকৃত আদেশ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। প্রকৃত আদেশ হইলে দুই হাজার লোকের মত এক হইয়া যায়।

আবার দলের প্রভাবে দলস্থ পরস্পরের নিকট আদেশ প্রকাশিত হয়। জাতিভেদ বিনষ্ট করিবার জন্য পঁচিশটী লোক চেষ্টা করিলে, তাহাদের পরস্পরের দিকে চাহিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে সেই দলস্থ সকলেই আদেশ পাইবে। সামাজিক বিবেক এই প্রকারে উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতেই দেশাচার সৃষ্টি হইয়া পড়ে। কিন্তু অন্য

দশ জনে যাহা করে, তাহা করা, কিম্বা ইনি করিতেছেন, সুতরাং ইহা বিবেকের আদেশ, এরূপ মানিয়া লওয়া বড়ই অনিষ্টকর। সামাজিক কার্য্য সম্বন্ধে সমাজ-পরিচালকের বিবেকের সহিত সকলের বিবেক একীভূত করিয়া লওয়া উচিত। চেষ্টা করিলে স্বভাবতঃই এরূপ মিল হইয়া যায়। এই প্রকারে বহিঃস্থ বিবেক (সমাজ-পরিচালকের বিবেক) এবং অন্তরস্থ বিবেক এক হইয়া যায়।

বিবেক ও আদেশ

৬ই বৈশাখ, ১৮০০ শক; বৃহস্পতিবার; ১৮ই এপ্রেল,
১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। বিবেক ও আদেশের প্রকৃত তত্ত্ব কি?

উত্তর। পৃথিবী ফলবাদী। আমাদিগের মধ্যে যত কথা হয়, তাহাতে দেখা যায়, সকলেই ফলবাদী। অমুক কার্য্য করিলে লোকের অনিষ্ট হইবে, এইরূপ সর্ব্বদা সকলের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকে আদিষ্ট হন, অথচ আদেশ মানেন না। আদেশ আর কিছুই নয়, একটা আলো বরাবর মানুষের জীবনে আসিতেছে। প্রার্থনা যেমন একটী নিয়ম—কার্য্যকারণবৎ অবস্থিত—যেমন মনের অবস্থা, তদনুরূপ প্রার্থনা; আদেশ ঠিক সেইরূপ। প্রার্থনাতে চাওয়া এবং পাওয়া কিছুই নয়। কারণ দিনের মধ্যে একটী মাত্র প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পঁচিশটী চল্লিশটী প্রার্থনা হইতেছে এবং তাহার ফল হইতেছে। আদেশ প্রত্যাদেশ এবং বিবেকও ঠিক এইরূপ। ক্রমাগত একটী আদেশের স্রোত আসিতেছে, কেহ উহা ধরিতেছে, কেহ উহা ধরিতেছে না। মিথ্যা কথা বলা অনুচিত, একজন মানিল না; একজন মিথ্যা বলা অনুচিত, মানিল; আর একজন "তুমি মিথ্যা কথা বলিও না" এই অনুজ্ঞা মানিল। একজন মানিল না, একজন উচিত অনুচিত বলিয়া স্বীকার করিল, আর একজন ঠিক আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিল। ফলতঃ আদেশের স্রোত নাস্তিকের নিকটেও আইসে। স্রোত

আসিতেছে। তাহারা ধন্য, যাহারা এই স্রোতকে ধরিতে পারে। কেহ বেশী ধরিতে পারেন, কেহ অল্প ধরেন ; তাঁহারাই অধিকতর ধন্য হয়েন, যাঁহারা অধিক ধরিতে পারেন। সাধারণতঃ বড় বড় ঘটনাগুলি আদেশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যেমন কোন সময়ে পরিবার মধ্যে কেহ সঙ্কট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে। মনে আসিল, "ঐ বাড়ীতে যা, ঔষধ পাইবি"। সেখানে গেলাম, এবং সেখানে গিয়া একজন চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি যে ঔষধ দিলেন, তাহাতে আরোগ্য হইল। হয় ত জীবনে একবার এইরূপ ঘটিল, আর ছয় বৎসর কিছুই হইল না। বিপদে আদেশ বুঝিতে পারিলে, কিন্তু সম্পদে বুঝিতে পারিলে না। কিন্তু জানিও, অসামান্য বিষয়ে যেমন আদেশ আইসে, সামান্য বিষয়েও তেমনি আদেশ হইয়া থাকে। যেগুলি আসিয়াছে, অথচ ধরিতে পার নাই, সেইগুলি সামান্য। একটী অসাধারণ ঘটনায় যেমন আদেশ বুঝিলে, প্রতি দিনের সাধারণ ঘটনাতেও তেমনি আদেশ বুঝা যাইতে পারে। অন্ন সম্মুখে আসিল। কে অন্ন আনিলেন ? ঈশ্বর আনিলেন। কে সেই অন্ন খাইতে বলিলেন ? ঈশ্বর খাইতে বলিলেন। যে ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারে, তাহার অন্ন দেখিয়া অশ্রুপাত হয়। এখানে আদেশ কি না "খাও"; যে ব্যক্তির চিত্ত প্রস্তুত, সে প্রতিদিনই এইরূপ আদেশ শুনিতে পায়। আদেশ জ্ঞান সদ্বুদ্ধি নিয়ত আসিতেছে, কেহ ধরিতেছে না, কেহ কখন কখন ধরিতেছে না, কেহ বা সকল সময়ে ধরিতেছে।

প্র। যদি আদেশ সর্ব্বদা হইল, তবে অধিকাংশ লোকে ধরিতে পারে না কেন ?

উ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রায় সকল লোকেই ফলবাদী। কোন একটী ঘটনাতে ঈশ্বরের বিশেষ অনুজ্ঞা আছে, কেহ বিশ্বাস করে না। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এত ঘনিষ্ঠ যোগ, অনেকে মানিতে চায় না। এজন্য তাহারা বিবেককে একটী বৃত্তি বলে, কিন্তু ঈশ্বরের বাণী বলে না। যে ব্যক্তি ফলবাদী নহে, ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে যাহার অভিলাষ, সে ব্যক্তি সাংসারিক প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে ঈশ্বরের বাণীর যোগ সাধন করে। আদেশবাদ ফলবাদে প্রভেদ এই, ফলবাদীরা সমুদয় ঘটনা, সমুদয় উপদেশ মনুষ্যের বলিয়া আপনার হিসাবে জমা করে, আর যাঁহারা আদেশবাদী, তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়ে ঈশ্বরের হাত দেখেন, সাধন ভজন যত কিছু, সকলই ঈশ্বরের হিসাবে জমা দেন। মনে কর, মনটা শুষ্ক হইয়াছে, এ সময়ে মনে আসিল, ঐ মৃদঙ্গটী বাজা না, মন ভাল হইবে। মনে খট্‌কা হইল, আবার মনে হইল, বাজা না। যে ব্যক্তি বাজান উচিত বলিয়া গেল, সে উহাতে উপকার পাইল; মনে ভাব হইল এবং সেই উপকারের প্রত্যাশায় অন্য সময়েও ঐরূপ করিল, অথচ পাইল না। যিনি উহাকে যথার্থ ঈশ্বরের বাণী বলিয়া মানিলেন, তিনি ঈশ্বর বলিলেন বলিয়া বাজাইলেন। তিনি উহাতে ফল চান না; কেবল ঈশ্বরের কথা শুনিতে চান। অতি সামান্য ব্যাপার, যেমন বাড়ীর বাহির হইয়া মনে আন্দোলন হইল, ডাইনে যাই, কি বামে যাই। এখানেও বিশ্বাসী আদেশ শুনিতে পায়। একটী ফুল দেখিলাম, আদেশ হইল, "ফুল ছিঁড়িয়া নেনা।" ফুলটী লইলাম, এক ফুল সহস্র মুদ্রা-লাভের সমান হইল। এখানে বিতর্ক আইসে না, এ ফুল কোথাকার ফুল। কেন না যাঁহার ফুল,

তাঁহারই আদেশে গ্রহণ করিলাম। বড় বড় বিষয়ে সামান্য লোকেও আদেশ বুঝিতে পারে, বড় বড় ঘটনা নাস্তিকের নিকটেও দৈবঘটনা বলিয়া প্রতীত হয়। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও ঈশ্বরের আদেশ বুঝিতে পারে, সে যথার্থ আদেশবাদী।

সাধু-দর্শন

পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

১২ই মাঘ, ১৮০১ শক; রবিবার; ২৫শে জানুয়ারী, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। সাধুদিগকে দর্শন করিতে হইলে কিরূপ সাধন আবশ্যক?

উত্তর। ঈশ্বর মধ্যবর্ত্তী হইয়া সাধুদিগকে দেখান, ইহা বিশ্বাস না করিলে, সাধুদিগের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক বুঝা যায় না। যখন বিশ্বাস হয় যে, পরলোকগত সাধুরা ঈশ্বরেতে জীবিত আছেন, তখনই আমরা সাধুদের অস্তিত্ব অনুভব করি। বিশ্বাসের যোগ দৃঢ় হইলে, ভালবাসার যোগ স্থাপন করিতে হয়। সাধুরা অন্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে বিধর্ম্মী বলা উচিত নহে; বিদেশী বলিয়া কোন সাধুর প্রতি প্রণয়ের হ্রাস কিম্বা ইহা দুর্ব্বল হইতে দেওয়া উচিত নহে। বিশ্বাস ও অনুরাগ দূরকে নিকট এবং পরকে আপনার করে। সক্রেটিস্, মুসা, ঈশা প্রভৃতিকে ঈশ্বরের সন্তান এবং আপনার ভ্রাতা জানিয়া ভালবাসিব। এই ভালবাসা এক দিনে হয় না। যতই তাঁহাদের সাধুগুণ দেখিব এবং তাঁহাদের মুখবিনিঃসৃত জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিব, ততই তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইব। তাঁহাদের সঙ্গে (১) বিশ্বাসের যোগ, (২) প্রেমের যোগ এবং (৩) চরিত্রের যোগ হইবে। চরিত্রের মিলন, ইচ্ছা রুচির মিলন। শুদ্ধ তাঁহাদের সদৃশ হইলে হইবে না, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে এক হইতে হইবে। কেবল ঈশা, ঈশা বলিলে হইবে

না; কিন্তু ঈশার সঙ্গে এক হইতে হইবে। কোন সাধু সর্ব্বব্যাপী অথবা অনন্তকালের লোক নহেন, সুতরাং সাধুকে দেশ কালে নিকট করিতে পারা যায় না; কিন্তু বিশ্বাস, প্রেম, চরিত্রে তাঁহারা নিকট। তাঁহাদের পবিত্র আদর্শ লইয়া জীবন গঠন করিতে হইবে।

প্র। অন্যান্য ধর্ম্মের ভিতরে যে সকল সত্য আছে, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য বুদ্ধির উপর নির্ভর করা যায় কি?

উ। সত্য জানিবার জন্য যত নিয়ম আছে, সমস্ত অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যেও কত অসত্য রহিয়াছে। সত্য বাছিয়া লওয়া সহজ নহে। কখন সহজ হয়? যখন মানুষ আপনার উপর নির্ভর না করিয়া, যে দিকে সত্যের স্রোত চলিতেছে, সেই দিকে আপনাকে ভাসাইয়া দেয়। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ এবং মনুষ্যের বুদ্ধি, অর্থাৎ ঈশ্বরের উপদেশ এবং মনুষ্যের জ্ঞান এই দুইয়ের ঐক্য হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর বুঝাইয়া দিতেছেন, আমি বুঝিতেছি। যতক্ষণ না এই দুই অদ্বৈত হয়, ততক্ষণ অন্যের কিম্বা নিজের মতে সত্য নির্ণয় করা উচিত নহে। মানুষের দেখিবার শক্তি আছে; কিন্তু সে যদি সূর্য্যের দিকে বিমুখ হইয়া বসে, তাহা হইলে কিরূপে দেখিবে? সত্য ধারণ করিবার জন্য মনকে একটী বিশেষ অবস্থায় রাখিতে হইবে। আমি ঘোর বিষয়ী, আমি কিরূপে বৈরাগ্যের সত্য অবধারণ করিব? ঈশ্বরকে একমাত্র গুরু করিয়া নিরপেক্ষ, উদারচিত্ত, প্রার্থনাশীল হইয়া সত্য নির্ণয় করিতে হয়। বুদ্ধি-তরীর হাল ঈশ্বরের হস্তে দিতে হইবে। আপনি নেতা হইব না, কেন না সত্যের উপর পরিত্রাণ নির্ভর করে। অতএব ঈশ্বরের সাহায্যে সর্ব্বদা সত্য অবধারণ করা উচিত।

নববিধানের গূঢ়তত্ত্ব

একপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব

বেলঘরিয়া তপোবন

১৩ই মাঘ, ১৮০২ শক ; মঙ্গলবার ; ২৫শে জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

(১) নববিধানের মা পালনীশক্তি, অসুরনাশিনী, সন্তান-পোষিণী। হিন্দু-বামাচারীর জন্মদায়িনী প্রকৃতি নহেন।

(২) ভক্ত মার বুকের ভিতরের রক্ত হইয়া যাইবেন, মার সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন। ভক্ত মার শক্তি। বিষয়কে (Object)কে বিষয়ী (Subject) করা একপঞ্চাশত্তম ব্রহ্মোৎসবের বিশেষ সাধন। মাকে বাহিরে রাখিব না, কিন্তু মাকে আমার বুকের রক্ত করিয়া লইব, অর্থাৎ আমি মার ইচ্ছা হইয়া যাইব। পিতা হইয়া তিনি সখা, মাতা হইয়া তিনি সখী, পাপীর বন্ধু। মহাপাপীর মনেও ব্রহ্মখণ্ড আছে। ঈশা আপনি পিতার অংশ বলিতেন। ঈশা জানিতেন, মনুষ্যত্ব ঈশ্বরত্বে পরিণত হইতে পারে, ঘোর পাপীও ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে। খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর এবং খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যবর্গে, শিষ্যবর্গ খ্রীষ্টে, সকলে ঈশ্বরেতে, সেণ্ট পল এই সত্য ধরিয়াছিলেন। প্রাণের ভিতরে প্রাণেশ্বর ও প্রাণেশ্বরীকে স্থাপন করিলে পিতৃত্ব মাতৃত্ব লাভ হয়। ঈশ্বরত্ব মনুষ্যত্বে প্রবিষ্ট করিতে হইবে। আমি তাঁহার হাত ধরিয়াছি, আমি তিনি হইয়াছি, এ এক শাস্ত্র। একটী বৈষ্ণবগণের, একটী অদ্বৈতবাদীর শাস্ত্র। তিনি আমার হাত ধরিয়াছেন, তিনি আমি হইয়াছেন, এ এক

শাস্ত্র। নববিধানের শাস্ত্র এই। আমরা সাধুত্ব (goodness) অন্বেষণ না করিয়া ঈশ্বরত্ব (Godliness) অন্বেষণ করিব, আমরা ঈশ্বরত্বে আপনাদিগকে আচ্ছাদন করিব।

(৩) "হরি" এবং "মা" এই যে পিতা ও মাতা উভয়কে বুকের রক্ত করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, উপাসনা করিতে করিতে তিনি আমি হইয়া যাইতেছেন। তিনি আমাতে আরোপিত হইবেন। তিনি আমার ভিতরে তাঁহাকে দেখিবেন। ইহাই উন্মত্ততার ভাব।

(৪) ঈশ্বর স্বয়ং দাতার ভিতরে থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব দুঃখী-দিগুকে দিবেন, দাতার কার্য্য কেবল জগৎকে ব্রহ্মধন বিতরণ।

(৫) বিল করিয়া টাকা আদায় করা আমরা নীচ সংসারের নিকট শিখিয়াছি। ঈশ্বরের সংসারে আপনি টাকা আসিবে, ভক্তেরা কেবল মাকে ডাকিবেন ও মার ধ্যান করিবেন।

(৬) অদ্বৈতবাদে তিনি আমি—ব্রাহ্মধর্ম্মে তিনি আমাতে।

(৭) জীবাত্মার উদ্দেশ্য কেবল ব্রহ্মবান্ হওয়া, সে ধার্ম্মিক কি সুখী হইতে চাহিবে না।

(৮) ইহাতে সকলেই অবতার হইবে, একজন অবতার হইলেই বিপদ।

(৯) খ্রীষ্টের স্বর্গ, চৈতন্যের স্বর্গ—আমাদের স্বর্গ নহে। আমাদের স্বর্গ—স্বর্গের স্বর্গ।

(১০) এদেশে অশ্বমেধ, মহম্মদের অশ্ব জয়দ্যোতক। এই জয়ের ভাব সমাজে প্রবিষ্ট করিতে হইবে এবং সঙ্কীর্ত্তন আরও যাহাতে উৎসাহোদ্দীপক হয়, তাহা করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ভারতের অজ্ঞানান্ধকার মোচন এবং বিবিধরূপ সংস্কার-সাধনের জন্য যে প্রতিষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন, তাহা চালাইবার কোন লোক ছিল না। তিনি শুধু একটী Trust Deed রাখিয়া যান। "তিনি ১৭৫০ শকে কমলবসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ রোপণ করেন। ১৭৫১ শকে এই স্থানে তাহা প্রতিরোপিত হয়। ১৭৫২ শকে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন এবং ১৭৫৩ (১৭৫৫ ?) শকে সেখানে ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার মৃত্যু হইয়া সমাধি হয়।"(১) দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েক জন ধনীর অর্থে এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নামক এক গরিব ব্রাহ্মণের নিষ্ঠায় কোনও প্রকারে ঐ প্রতিষ্ঠান দাঁড়াইয়াছিল। ঐ সকল ধনী ব্যক্তিরা ইহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সিদ্ধির জন্য বিশেষ কোনই দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। ইহা যে কেন উঠিয়া যায় নাই, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসভার পৃষ্ঠপোষক এবং রাজা রামমোহনের সুহৃদ্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু ব্রহ্মসভার সহিত তাঁহার কোনও যোগ ছিল না। তাঁহার দিদিমার

(১) ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত।

মৃত্যু—তাহার পর হইতে সত্যের জন্য ব্যাকুলতা—দৈবাৎ উপনিষদের একটী ছিন্ন পত্র হস্তস্থ হওয়া এবং উহাতে লিখিত বচনের অর্থ জানিবার জন্য সেই রাজা রামমোহনেরই ব্রহ্মসভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে আনয়ন এবং তাঁহার নিকট উপনিষদ্ পাঠ, এই সব ঘটনা তাঁহার আত্মজীবনীতে চমৎকাররূপে বিবৃত আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি ব্রহ্মসভার নাম মাত্র জানিতেন। তিনি "আত্মজীবনীতে" লিখিয়াছেন যে, উপনিষদ পাঠ করার পর যে সত্য আলোক তাঁহার অন্তরে উদ্ভাসিত হইল, তাহা প্রচার করিবার জন্য, "প্রথমে আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এবং ভ্রাতাদিগকে লইয়া একটী সভা সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলাম। আমাদের বাড়ীর পুষ্করিণীর ধারে একটা ছোট কুঠরী চূণকাম করাইয়া পরিষ্কার করিয়া লইলাম। এদিকে দুর্গাপূজার কল্প আরম্ভ হইল; আমাদের বাটীর আর সকলে এই উৎসবে মাতিলেন। আমরা কি শূন্য হৃদয় হইয়া থাকিব? আমরা সেই কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে আমাদের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ করিয়া একটী সভা স্থাপন করিলাম।.....আমি প্রস্তাব করিলাম যে, এই সভার নাম 'তত্ত্বরঞ্জিনী' হউক এবং ইহা চিরস্থায়িনী হউক। ইহাতে সকলেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ এই সভার উদ্দেশ্য হইল। প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে সায়ংকালে এই সভার অধিবেশনের সময় স্থির হইল। দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আহূত হইলেন এবং তাঁহাকে এই সভার আচার্য্যপদে নিযুক্ত করিলাম। তিনি এই সভার 'তত্ত্বরঞ্জিনী' নামের পরিবর্ত্তে 'তত্ত্ববোধিনী' নাম রাখেন। এইরূপে ১৭৬১ শকে ২১শে আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে এই 'তত্ত্ববোধিনী' সভা সংস্থাপিত

হইল।” “ইহার উদ্দেশ্য, আমাদিগের সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। উপনিষৎকেই আমরা বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম; ‘বেদান্তদর্শনের’ সিদ্ধান্তে আমাদের আস্থা ছিল না।” ক্রমে তত্ত্ববোধিনীসভার সভ্যসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। “এই সময়ে অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত আমার সংযোগ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইঁহাকে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দেন। অক্ষয়বাবু তত্ত্ববোধিনীসভার সভ্য হন।” কিন্তু আশামত সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছেনা দেখিয়া তিনি বিবিধরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “আমি মনে করিলাম, যখন ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মোপাসনার জন্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন ইহার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনীসভার যোগ দিলে আমাদের সংকল্প তো আরও অনায়াসে সিদ্ধ হইবে। এই মনে করিয়া আমি এক বুধবারে সেই সমাজ দেখিতে যাই।” “আমি ইহা দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির ভার গ্রহণ করিলাম (১৭৬৪ শকে), এবং তত্ত্ববোধিনীসভাকে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলাম।” “তত্ত্ববোধিনীসভার সহিত সংযোগের সময়ে এই আন্দোলন হইল যে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে তত্ত্ববোধিনীসভার সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকা আবশ্যক, কি ইহা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া যাইবে? নির্দ্ধারিত হইল যে, তত্ত্ববোধিনীসভার উপাসনা-কার্য্য ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিবে এবং তত্ত্ববোধিনীসভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধারণ করিবে।” (পঞ্চ) ক্রমে “আমাদের যত্নে ও ঈশ্বরের প্রসাদে লোক বাড়িতে লাগিল।”

“যাহাতে এই (উপনিষদের) সত্য আমাদের ভারতবর্ষে প্রচার হয়, সকলে যাহাতে এই প্রকারে তাঁহার পূজা করে, তাঁহার মহিমা

এইরূপেই যাহাতে সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়, আমার জীবনের লক্ষ্য তাহাই হইল।" "এই লক্ষ্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য একটী যন্ত্রালয় ও একখানি পত্রিকা অতি আবশ্যক হইল।" "আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া, ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি।" "পত্রিকার এক জন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকের রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম।" "আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম।" এবং ১৭৬৫ শকের (১৮৪৩ খৃঃ) ভাদ্র মাসে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। "ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনীপত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে আমি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল; তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে। বেদ বেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সঙ্কল্প ছিল, তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল।" "প্রথমে কলিকাতাস্থ হেদুয়ার একটী বাড়ীতে তত্ত্ববোধিনীসভার যন্ত্রালয় হয়। যে হেদুয়াতে রামমোহন রায়ের স্কুলে আমি পড়িতাম, এ হেদুয়ার সেই বাড়ী।" "তত্ত্ববোধিনীপত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল; তাহা কেবলঃ এক অক্ষয় বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ব-বোধিনীপত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।" (পঞ্চ) সেই সময়কার তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় বিবিধ মহামূল্য প্রবন্ধাদি

প্রকাশিত হইত। ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ—উপনিষদের ব্যাখ্যান—বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ—তৎসাময়িক বিশিষ্ট ঘটনাবলীর সংবাদ ইত্যাদি।

ক্রমে তত্ত্ববোধিনীসভার সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্মসমাজের সহিত এক হইয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভাই সমস্ত কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তখন তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাবলী ও ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। ১৮৬১ খৃঃ আচার্য্য কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভায় যে সম্পাদকীয় কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন, তাহাতে বলেন, "তত্ত্ববোধিনীপত্রিকার বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, ইহা এখন তাদৃশ আদরণীয় নহে। ইহা এ কারণে নহে যে, পত্রিকার গৌরবের হানি হইয়াছে বা ইহার প্রবন্ধ সকল সমাজের হিতকর নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, পত্রিকা যে সকল আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূরিত থাকে, তাহা সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারে না, এবং অনেকের পক্ষে কঠিন। যাহা হউক, যে সকল কৃতবিদ্য মহাশয়েরা এতদিন পত্রিকা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাধুবাদ দেওয়া যাইতেছে। পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করা, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ব্যতীত বিজ্ঞান ও দেশের হিতসাধনবিষয়ক প্রস্তাব ও ইংরাজীতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃত প্রবন্ধাদি প্রকটিত করা—এবম্প্রকার উপায় দ্বারা পত্রিকার উৎকর্ষ সাধন করিতে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।"

বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া পত্রিকাটী আজও টিকিয়া আছে। আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত সংখ্যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দিরের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাঁহারা এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অক্ষয়কুমার দত্ত	১ম কল্প	(১ম—৪র্থ ভাগ)	১৭৬৫—৬৮
	২য় কল্প	(১ম—৪র্থ ভাগ)	১৭৬৯—৭২
	৩য় কল্প	(১ম—৪র্থ ভাগ)	১৭৭৩—৭৬
	৪র্থ কল্প	(১ম ভাগ)	১৭৭৭
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৪র্থ কল্প	(২য় ভাগ)	১৭৭৮
নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪র্থ কল্প	(৩য় ভাগ)	১৭৭৯
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫ম কল্প	(১ম—২য় ভাগ)	১৭৮১—৮২
তারকনাথ দত্ত	৫ম কল্প	(৩য় ভাগ)	১৭৮৩
আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ	৫ম কল্প	(৪র্থ ভাগ)	১৭৮৪
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	৬ষ্ঠ কল্প	(১ম ভাগ)	১৭৮৫
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	৬ষ্ঠ কল্প	(২য়—৪র্থ ভাগ)	১৭৮৬—৮৮
হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৭ম কল্প	(১ম—২য় ভাগ)	১৭৮৯—৯০
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	৭ম কল্প	(৩য় ভাগ)	১৭৯১
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭ম কল্প	(৪র্থ ভাগ)	১৭৯২
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	৮ম কল্প	(১ম ভাগ)	১৭৯৩
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	৮ম কল্প	(২য়—৪র্থ ভাগ)	১৭৯৪—৯৬
	৯ম কল্প	(১ম—৩য় ভাগ)	১৭৯৭—৯৯
হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৯ম কল্প	(৪র্থ ভাগ)	১৮০০
	১০ম কল্প	(১ম—৪র্থ ভাগ)	১৮০১—০৪

হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন	১১শ কল্প	(১ম ভাগ)	১৮০৫
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১শ কল্প	(২য়—৪র্থ ভাগ)	১৮০৬—০৮
	১২শ কল্প	(১ম—৪র্থ ভাগ)	১৮০৯—১২
	১৩শ কল্প	(১ম—৪র্থ ভাগ)	১৮১৩—১৬
	১৪শ কল্প	(১ম—৪র্থ ভাগ)	১৮১৭—২০
	১৫শ কল্প	(১ম—৩য় ভাগ)	১৮২১—২৩
হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন	১৫শ কল্প	(৪র্থ ভাগ)	১৮২৪
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।	১৬শ কল্প	(১ম—৩য় ভাগ)	১৮২৫—২৭
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬শ কল্প	(৪র্থ ভাগ)	১৮২৮
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।	১৭শ কল্প	(১ম—২য় ভাগ)	১৮২৯—৩০
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।	১৭শ কল্প	(৩য়—৪র্থ ভাগ)	১৮৩১—৩২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮শ কল্প	(১ম—৪র্থ ভাগ)	১৮৩৩—৩৬
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৯শ কল্প	(১ম—৪র্থ ভাগ)	১৮৩৭—৪০
	২০শ কল্প	(১ম—৩য় ভাগ)	১৮৪১—৪৩
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০শ কল্প	(৪র্থ ভাগ)	১৮৪৪
	২১শ কল্প	(১ম—৩য় ভাগ)	১৮৪৫—৪৭
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বনওয়ারি লাল চৌধুরী	২১শ কল্প	(৪র্থ ভাগ)	১৮৪৮
ও ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	২২শ কল্প	(১ম—৩য় ভাগ)	১৮৪৯—৫১

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বনওয়ারিলাল চৌধুরী।	২২শ কল্প (৪র্থ ভাগ)	১৮৫২
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৩শ কল্প (১ম ভাগ)	১৮৫৩—
প্রেমানন্দ সিংহ	নবপর্য্যায়	১৮৬০

"ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" পুস্তিকা—

"সঙ্গতসভার" প্রথম বৎসরের (১৮৬০—'৮৬১ খৃঃ) আলোচনার সার স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রথমতঃ তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় (১৭৮২ শকের শ্রাবণ সংখ্যা ও ১৭৮৩ শকের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায়) তিন দফায় প্রকাশ করেন। পরে এই প্রবন্ধ কয়টাকে একত্রে ১৭৮৩ শকের মাঘ মাসে (১৮৬২ খৃঃ) "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" নামক পুস্তিকাকারে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকপ্রচারবিভাগ হইতে প্রকাশ করেন। সেই সময় ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে প্রতিষ্ঠিত। ১৮৬১ খৃঃ ২২শে ডিসেম্বরে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় তিনি আয় ব্যয়ের একটী কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তাহাতে এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান নামক একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে চরিত্রশুদ্ধি ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন বিষয়ক নীতি সকল সহজ ভাষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।" ঐ কার্য্যবিবরণীতে আর এক স্থানে "সঙ্গতসভার" বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "ভ্রাতৃগণ! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, ব্রাহ্মধর্ম্মের কতদূর উন্নতি হইয়াছে। অপ্রশস্ত নীচ ভাব সকল ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান ক্রমে সম্মিলিত হইতেছে। যাহাতে সমুদয় জীবন ঈশ্বরেতে

সমর্পণ করা যায় এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সকল প্রকার ত্যাগস্বীকার করা যায়, ইহাই ব্রাহ্মের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। এক দিকে 'ব্রাহ্মসমাজ' দ্বারা আত্মার উন্নতিসাধন হইতেছে ও 'ব্রহ্মবিদ্যালয়ের' উপদেশে বুদ্ধিবৃত্তি সকল ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে চরিতার্থ হইতেছে; আর এক দিকে 'সঙ্গতসভা' দ্বারা বিশ্বাস কার্য্যেতে পরিণত হইতেছে ও প্রীতি বিস্তার হইতেছে। এইরূপ সমুদয় জীবনের উন্নতি হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। এ প্রকার উন্নতির কারণ কেবল জগদীশ্বরের অপার করুণা।" (১)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৮৩ শকে "ব্রাহ্মবন্ধুসভায়" একটী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এই সময়ের একটী চমৎকার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও এখানে উদ্ধৃত হইল। বক্তৃতাটী পরে "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চ-বিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" নামক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাটীতে বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত আছে এবং প্রত্যেকের পাঠ করা কর্ত্তব্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "আমি আহ্লাদপূর্ব্বক ব্যক্ত করিতেছি যে, ১৭৮১ শকে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের যত্নে ও পরিশ্রমে একটী 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' এই কলিকাতাতে স্থাপিত হয়। সেখানে তিনি যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহাতে ছাত্রদিগের মন উৎসাহে উদ্দীপিত হইত। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল যে প্রকার সহজে বলিতেন, তাহা অনায়াসে তাহারা গ্রহণ করিত। তাঁহার সতেজ বাক্যে তাহাদের হৃদয় বিগলিত হইত। এই জীবন্ত সত্য বলপূর্ব্বক তিনি সকলের মনে বিদ্ধ করিয়া দিতেন যে, জ্ঞান প্রীতি

(১) "অধিবেশন" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্মের সমগ্র অবয়ব। ইহার মধ্যে একের অভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম অঙ্গহীন হয়। হৃদয়ের প্রীতি ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান যে, সে শুষ্ক জ্ঞান ; জ্ঞান ব্যতীত প্রীতি যে, সে অন্ধকার ; অনুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞান প্রীতি উভয়ই নিষ্ফল—আবার জ্ঞান প্রীতি ব্যতীত অনুষ্ঠান কেবল বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সকল সরল সত্য যে যে ছাত্রদিগের হৃদয়কে অধিকার করিল, তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনে ও অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া 'সঙ্গত' নাম দিয়া এক স্বতন্ত্র দলে আবদ্ধ হইল। সেই 'সঙ্গতের' মধ্যে অনেকেই অদ্য এই 'ব্রাহ্মবন্ধুসভাকে' উজ্জ্বল করিয়াছেন। 'সঙ্গত' যেন একটী কল প্রস্তুত হইতেছে, কালে ইহা মহাভার বহন করিবে। ইহা একটী অবয়বের ন্যায়—ইহাতে মস্তকও আছে, হৃদয়ও আছে, হস্তপদও আছে। যেমন বাষ্পীয় শকট নিজে ক্ষুদ্র হইয়াও মহাভার বহন করে, সেইরূপ 'সঙ্গতের' সভ্য যদিও দশ বারো জন, তথাপি আশা হইতেছে যে, ইহা প্রকাণ্ড ভার বহন করিবে।"

"ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" পুস্তকটীর ১৯১০ খৃঃ পর্য্যন্ত ১০টী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা Navavidhan Library and The Reading Room, 95 Keshub Chunder Sen Streetএ রক্ষিত আছে।

ধর্ম্মসাধন পুস্তিকা—

"সঙ্গতসভার" কার্য্য একানুক্রমে চলে নাই। মধ্যে মধ্যে স্থগিত থাকে এবং পুনরায় নবোৎসাহে কার্য্য চলে। কোন কোন সময় তাঁহাদের আলোচনাসভার কোনও নাম ছিল না এবং কখনও

বা ভিন্ন ভিন্ন নামে কার্য্য হয়, কিন্তু সে সমস্তকেই আমরা সঙ্গতসভার অন্তর্গত করিয়াছি। ১৮৬১—১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত যে সমস্ত আলোচনা হয়, তাহা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ বা কোনও পত্রিকায় প্রকাশিতও হয় নাই। কয়েকবারের আলোচনা "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কোন কোনও আলোচনা "তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায়"ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের একটী বিশেষত্ব ছিল thoroughness। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়া যদি উত্তর না পাইলাম, তাহা কিছুই হইল না। সঙ্গতে আলোচনা করিয়া যদি জীবনগত এবং চরিত্রগত কোন লাভ না হইল, তবে সে আলোচনার কোন মূল্যই নাই। তাঁর ভাবই এই প্রকার ছিল। তাঁরই উৎসাহে ও প্রেরণায় "সঙ্গতসভার" ঐ দশ বৎসরের আলোচনা ও প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া তাঁহারা যে সত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং জীবনে সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার সার এই পুস্তিকায় ১৭৯৩ শকের ১২ই মাঘ (অর্থাৎ ১৮৭২ খৃঃ ২৫শে জানুয়ারী) প্রকাশিত হয়। পুস্তকটী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং সেই স্থানেই বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হয়। সমসাময়িক "ধর্ম্মতত্ত্বে" ইহার উল্লেখ আছে। পুস্তকটীর প্রচ্ছদপটে লিখিত আছে :—

ধর্ম্মসাধন

"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক ও সঙ্গতসভার আলোচিত প্রস্তাব সকল হইতে সঙ্কলিত।"

"ভবে সাধন বিনা সে ধন মেলে না,
কর সাধন, পূর্ণ হবে মনস্কাম।"

১৭৯৩ শক, ১২ই মাঘ;

কলিকাতা।

বাল্মিকী যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য।০ আনা মাত্র।

পুস্তকটীর প্রথম সংস্করণ দুষ্পাপ্য হইয়াছে। সম্প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের (২১০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে বিলাত হইতে Miss Sophia Dobson Colletএর যে গ্রন্থাগার আনীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটী মাত্র রক্ষিত আছে।

এই পুস্তকটীর দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৯২ সন (১৮৮৫ খৃঃ) স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সম্পাদিত ও প্রকাশিত করেন।

"ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা—

"ধর্ম্মসাধন" পুস্তকটী প্রকাশ করার পরেই, তাঁহারা প্রত্যেক আলোচনার সার বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ করার এবং দেশ বিদেশে প্রত্যেক সাধকের সহিত বিশেষ যোগরক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই জন্য এই পত্রিকার উদ্ভব।

এটী সাপ্তাহিক পত্রিকা। "সঙ্গতসভার" সাপ্তাহিক আলোচনার পরেই সমস্ত আলোচনার সার দিয়া প্রকাশিত হইত। ডিমাই অক্টেভো সাইজ। মূল্য একপয়সা মাত্র। প্রথম সংখ্যা ২১শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪ শক (১৮৭২ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। ২১শে বৈশাখ ১৭৯৪ শক হইতে ৬ই বৈশাখ ১৭৯৫ শক পর্য্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার—৬ই ও ২৭শে শ্রাবণ ১৭৯৫ শক এবং ১৯শে আশ্বিন ১৭৯৬ শক হইতে ২৭শে পৌষ ১৭৯৬ শক পর্য্যন্ত প্রতি রবিবারে

প্রকাশিত হয়। ১ম কল্প, ১—৫০ সংখ্যা এবং ২য় কল্প, ১—১৪ সংখ্যা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহার একটী মাত্র file "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরের" গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

পত্রিকাটী তৎকালীন "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের" প্রচারকার্য্যালয়ে পাওয়া যাইত। East India Press প্রাচীন ভারতযন্ত্রে, মুদ্রিত হইত। এই যন্ত্রালয় প্রথমে কলিকাতাস্থ ২২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল এবং ১৭৯৪ শকের ১লা চৈত্রের পরে কলিকাতাস্থ ২৫নং পটলডাঙ্গা লেনে স্থানান্তরিত হয়। ১৭৯৫ শকের ২৭শে শ্রাবণের পরে হরিনাভি প্রাচীন ভারত যন্ত্রে, সোণারপুর, দক্ষিণপূর্ব্ব কলিকাতায় মুদ্রিত হয়।

সঙ্গতের সম্পাদনা কার্য্য কে করিতেন—আলোচনা কে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। তৎকালীন প্রচারকার্য্যালয়ের পত্রিকা বা পুস্তকাদিতে ব্যক্তিগত নাম থাকিত না। তাঁহারা একদেহ হইয়া কার্য্য করিতেন। তাঁহাদের ভিতর যে কাহাকেও কার্য্যভার দেওয়া হইত, তিনি প্রাণপণ করিয়া সকলের সহিত একাত্ম হইয়া তাহা সম্পাদন করিতেন। এই আত্মিক ও ব্যবহারিক একাত্মতা সাধনার ভিতর হইতেই ক্রমশঃ ব্রহ্মানন্দের প্রসিদ্ধ "ভারতাশ্রমের" উদ্ভব হয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব—

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের এক মহাসন্ধিক্ষণে ১৭৮৬ শকে "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকার উদ্ভব। ব্রহ্মানন্দ একটী উপদেশে (১) সেই সময়ের সংগ্রামের

(১) "তিন যুদ্ধ" ৫ই জুন, ১৮৮১ খৃঃ সেবকের নিবেদন ৩য় খণ্ড।

কথা চমৎকাররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "প্রথম যুদ্ধ একেশ্বরবাদের যুদ্ধ, দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ। সংকীর্ণ ভ্রাতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। পুরাতন অভ্যস্ত ভাবের সহিত নূতন নূতন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অধিকাংশ কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন! কিন্তু কয়েক জন সেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, কেবল সপ্তাহান্তে একবার সামাজিক ভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিলে হইবে না, কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে আপন বিশ্বাসানুসারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। দৈনিক জীবন ব্রহ্মপাদপদ্মে উৎসর্গ করিতে হইবে। প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইবে এবং সমস্ত জীবন দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় অথবা বিবেকের পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্য করা উচিত নহে। অতি সামান্য বিষয়েও মনুষ্যের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে। ক্ষুদ্রতম কার্য্য সকলও বিবেকের অনুমোদিত হওয়া উচিত।" প্রাচীন ব্রহ্মবাদিগণ জীবন গেলেও এতদূর অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং তাঁহারা বিবেকপরায়ণ নব্য যুবাদলের বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে তাঁহাদের নিজ দল হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। "এই দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘোরতর যুদ্ধ। বিধাতা পুরুষ তাঁহার অনন্ত সিংহাসনে বসিয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বিবেকপরায়ণ নব্য যুবাদলের মনে স্বর্গীয় সৎসাহস এবং দুর্নিবার উৎসাহানল প্রজ্বলিত করিয়া দিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিবেক জয় লাভ করিল। বিবেকী ব্রহ্মানুরাগী দল জীবন্তভাবে বিবেকের রাজ্য বিস্তার করিতে

লাগিলেন। প্রাচীন ব্রহ্মবাদিগণ ক্রমশঃ শুষ্ক, নির্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন এবং কঠোর নিয়মতন্ত্র হইয়া জীবনশূন্য ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে লাগিলেন।"

১৮৫৭ খৃঃ ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং ক্রমশঃ মহর্ষির সহিত যুক্ত হন। তদবধি তাঁহারা বহুবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের প্রসারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কেশবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বহু যুবক ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং একই উদ্দেশ্যে জীবন সমর্পণ করেন। ক্রমে ধর্ম্মাচরণ ও উপাসনার সহিত নীতি, চরিত্র ও অনুষ্ঠানের উপর অধিকতর দৃষ্টিপতিত হইল। সামাজিক কুসংস্কার ও অসমতার উচ্ছেদ সাধনে সকলে মহোৎসাহে প্রবৃত্ত হইলেন; বহুতর ত্যাগ, নির্য্যাতন, অভাব ও কষ্টকে তাঁহারা তুচ্ছ করিয়া লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইলেন। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, জাতিভেদ মোচন, শঙ্করবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন, উপবীতধারী উপাচার্য্যের পরিবর্ত্তে উপবীতত্যাগী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম উপাচার্য্য নিয়োগ এইরূপ একটীর পর একটী সংস্কার সাধিত হইতে লাগিল। উপরন্তু নব্যদল মহর্ষির অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন এবং "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক যাবতীয় কার্য্যনির্ব্বাহের ভার নব্য ব্রাহ্মদিগের হস্তে পতিত হইল। ইঁহারা প্রাণগত যত্নে নিঃস্বার্থভাবে সমুদায় কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা নির্ব্বিবাদে চলিতে পারিল না।" (১) প্রাচীন পন্থীরা সন্ত্রস্ত হইলেন এবং নব্য দলকে বাধা দিতে ও এই ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

(১) "ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত" ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

"এই সময় 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকা বাহির হয়। ১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক মাস হইতে এই পত্রিকা বাহির হইলে, তদ্দ্বারা উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ আপনাদের স্বাধীন ধর্ম্মমত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহা ক্ষুদ্র আকারে (ডিমাই অক্টেভো, ৩২ পৃষ্ঠা) প্রতিমাসে একখণ্ড করিয়া মুদ্রিত হইত। (প্রথমে J. N. Ghosh, Printer, Dayson's Press, 6, Dalhousie Sq. হইতে এবং পরে ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে ৩০০ চিৎপুর রোড হইতে মুদ্রিত হয়।) এক্ষণ (১৭৯০ শকের ১লা মাঘ হইতে) সংবাদপত্রের আকারে (ফুলস্কেপ সাইজ ১২ পৃঃ) পাক্ষিক হইয়াছে। (ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে, ৫৩ কলেজষ্ট্রীটে মুদ্রিত।) তখনকার 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কিরূপ স্বাধীনতা ও তেজের সহিত প্রস্তাব সকল লিখিত হইত।" (১)

'ধর্ম্মতত্ত্বের' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় (১৭৮৬ শক, পৌষ সংখ্যা) বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, "'ধর্ম্মতত্ত্ব' নাম্নী মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মনীতি; ধর্ম্মতত্ত্ব; সামাজিক উন্নতি; ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি; নীতিগর্ভ আখ্যায়িকা; সাধুদিগের জীবন; বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক হইতে সত্যধর্ম্ম প্রতিপাদক ভাব; এই সমুদায় ঐ পত্রিকার লেখ্য বিষয়। উহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ২৷৷৹ টাকা এবং ষান্মাসিক ১।৹ এক টাকা চারি আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। মফঃস্বলস্থ গ্রাহকদিগকে ডাকের মাসুল দিতে হইবে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে অনুসন্ধান

(১) "ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত" ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

করিলে অথবা নিম্নলিখিত শিরোনাম দিয়া পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।"

"ধর্ম্মতত্ত্ব" ব্রাহ্মসমাজের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ব্রাহ্ম-সমাজের জন্যই ইহার আরম্ভ এবং তাহার সেবায়ই আজও নিযুক্ত। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা উপদেশাদির সার—প্রচারবৃত্তান্ত—সমাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়, ব্যক্তিগত ও মণ্ডলীগত মতামত—পারিরারিক অনুষ্ঠানাদির সংবাদ ইহার প্রধান বিষয়।

কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি ইহার সম্পাদক ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। সেই সময়ে সকলেই একাত্ম হইয়া, যাহার উপর যে ভার অর্পিত হইত, তাহা সম্পন্ন করিতেন। ব্যক্তিগত নামের উল্লেখ থাকিত না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন ও প্রচারক-সভার নির্দ্ধারণ পুস্তক হইতে কিছু কিছু জানা যায়।

১৭৮৮ শক, ১০ই বৈশাখ "ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভায়" বিগত বৎসরের কার্য্যবিবরণে পাওয়া যায়—

"শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-সম্পাদন-কার্য্য যথাসাধ্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারও শরীর ভয়ানক রুগ্ন।...... ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা নিয়মিত প্রচারকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে।" এবং ঐ সভায় ধার্য্য হয় যে, "শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সহকারী সম্পাদক হইলেন।......পরিশেষে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকা সম্পাদনে আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম এবং নিপুণতার জন্য ধন্যবাদ প্রদত্ত হয়।" ইহা

হইতে মনে হয়, বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রথম সম্পাদক এবং প্রতাপচন্দ্র তাঁহার সহায়তা করিতেন। ১৭৮৫ শকে প্রতাপচন্দ্র 'তত্ত্ববোধিনীপত্রিকার' সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু নব্যদলভুক্ত বলিয়া পরবৎসর পৌষ মাসে তাঁহাকে অপসারিত করা হয়।

১৭৯৪ শকের ২২শে শ্রাবণ প্রচারকবর্গের সভার নির্দ্ধারণ মত— শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসুর উপর ধর্ম্মতত্ত্বের সম্পাদনের ভার অর্পিত হয়।

১৭৯৪ শকের ২০শে কার্ত্তিক ঐ নির্দ্ধারণমত শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্তমহাশয়ের উপর ঐ ভার থাকে।

১৭৯৪ শকের ৪ঠা অগ্রহায়ণ ঐ নির্দ্ধারণমত 'ধর্ম্মতত্ত্বের' শেষ প্রুফ শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় দেখিবেন স্থির হয়।

১৭৯৪ শকের ২২শে মাঘ ঐ নির্দ্ধারণমত শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য-নাথ সান্ন্যাল 'ধর্ম্মতত্ত্বের' সম্পাদন করিবেন ঠিক হয়।

১৭৯৬ শকের ১লা পৌষ, ঐ নির্দ্ধারণমত স্থির হয় যে, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল 'ধর্ম্মতত্ত্ব' সম্পাদন করিবেন ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন 'ধর্ম্মতত্ত্বে' প্রবন্ধাদি লিখিবেন। ১৭৯৬ শকের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যবিবরণীতেও ইহার উল্লেখ আছে।

১৭৯৭ শকের ৩০শে কার্ত্তিক স্থির হয় যে, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল 'ধর্ম্মতত্ত্ব' সম্পাদন করিবেন।

১৭৯৭ শক, (১৮৭৫ খৃঃ) পর্য্যন্ত যাঁহারা 'ধর্ম্মতত্ত্বের' সম্পাদক

ছিলেন, তাহা উপরে প্রদত্ত বিবরণ হইতে আন্দাজ করা যায়। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক।

বর্ত্তমানে পত্রিকাটী কলিকাতায় ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ 'নববিধান প্রেস' হইতে মুদ্রিত এবং 'নববিধান প্রচারকার্য্যালয়' হইতে শ্রীদরবারের (প্রচারকসভার) তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইতেছে। ঐ কার্য্যালয়ে 'ধর্ম্মতত্ত্বের' আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত সংখ্যা রক্ষিত আছে।